Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bengali
2003

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

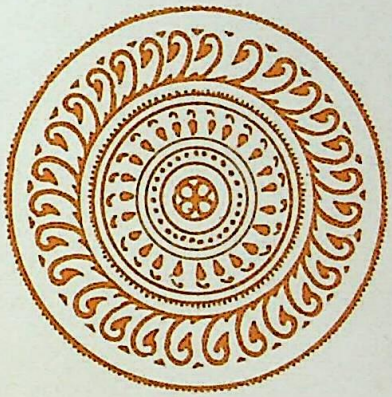

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

❀ Branch Ashrams ❀

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)

2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Palace Compound P.O. Agartala- 799001.
West Tripura (Tel : 0381-2208618)

3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi. P.O. Almora-263602,
(Tel : 05962-233120)

4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Dhaul-China. Almora-263881.
(Tel : 05962-262013)

5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105.
(Tel : 02663-233208)

6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P.
(Tel : 0755-2641227)

7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009
(Phone : 0135-2734271)

8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur.
Dehradun-248009, (Phone : 135-2734471)

9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010

10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005

11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal.Hardwar-249408,
(Tel : 0133-4216575)

12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445.

13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Puran Mandir.P.O. Naimisharanya,
Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৭ | জানুয়ারী ২০০৩ | সংখ্যা ১

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

*

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী-পত্র

১. মাতৃ–বাণী — ১

২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — ৩
– শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

৩. সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী — ৭
– ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্তী

৪. মাকে মনে পড়ে — ১১
– স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

৫. ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব — ১৪
– ড০ বিরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

৬. শৃন্বন্তু বিশ্বে ০০০০ — ১৬
– শ্রী কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

৭. মাতৃ–স্বরূপামৃত — ১৯
– শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

৮. গীতা সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা — ২২
– স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

৯. মা আনন্দময়ীর চরণ বন্দনা (কবিতা) — ২৩
– শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

১০. স্মৃতি চারণ — ২৪
– শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

১১. গান — ২৬
– ডা০ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী

১২. আনন্দময়ী স্মৃতি — ২৭
– কুমারী চিত্রা ঘোষ

১৩. শক্তি–স্বরূপ, শক্তি–রূপ : শ্রী দুর্গা — ৩০
– ড০ শুকদেব সিংহ

১৪. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা — ৩২
– ড০ বীথিকা মুখার্জী

১৫. ডাকবো বলে মা (কবিতা) — ৩৫
– শ্রীমতী দীপালী দত্ত

১৬. আশ্রম সংবাদ — ৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma—শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ-জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৩০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী — শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা. গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৩০/- টাকা।

সদ্‌বাণী — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত। একত্রে মূল্য ১২৫/- টাকা।

মাতৃবাণী — শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা — মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ড: গীতা ব্যানার্জ্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা — মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃবাণী

নববর্ষের বাণী

সর্বক্ষণ পরমার্থ পথে তাঁহার চরণ স্মরণে জীবন যাত্রা সফল করার চেষ্ঠা।

☆ ☆ ☆

সেই মহাশক্তি সর্বঘটে, মঠে, পটে-স্বয়ং তিনিই। কেবল তাঁকেই ডাকা। সন্তানের আকুল ক্রন্দনে মহাশক্তি মহামায়ার আসন টলে।

☆ ☆ ☆

যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁকে পেতে চেষ্টা। তাঁকেই ডাকা। তোমার সব কষ্টের কথা, আবেদন-নিবেদন যা কিছু, প্রাণ খুলে তাঁকে জানাও।

☆ ☆ ☆

তিনি পূর্ণ কিনা, সব দিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি সর্ব-দুঃখ হারী। সর্বদাই তাঁর চরণে মনটা রাখা।

☆ ☆ ☆

তাঁরই ধ্যান, তাঁর কাছেই প্রার্থনা। তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম। তিনি মঙ্গলময়, আনন্দময়, শান্তিময়। আর কি নয়? তিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মা।

☆ ☆ ☆

সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাঁহা হতে, সর্বাবস্থায় তাঁকেই স্মরণ। যতটা সম্ভব মনের প্রাণের আবেদন-নিবেদন, প্রার্থনা ভগবানের কাছে।

☆ ☆ ☆

ভগবানকে ডাকবে ও তার ফল হবেনা, এ হতেই পারে না। তাঁর সন্তান তিনি ধুয়ে মুছে নেন তো। তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকা যথাশক্তি সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে নিয়ে থাকার চেষ্টা।

☆ ☆ ☆

তাঁর চরণে নিজকে লাগানো। তিনি স্বয়ং তাঁর ক্রিয়া দেন-ক্রিয়াতীত করবার যাত্রী তৈরী করেন। তাই যথাশক্তি যে দিকে চিন্তা করলে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া যায়-সেরূপ চিন্তা নিয়ে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা-সময় চলে যাচ্ছে।

☆ ☆ ☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশু যেমন থাপ্পড় খেয়েও মাকে বারবার বিরক্ত করে–আদায়ের চেষ্টা ছাড়ে না–ভক্ত সন্তানের রূপটিতে এ-রূপেরই প্রকাশ। বার বার প্রার্থনা–কোন মুহূর্তে ফলবতী রূপ ধারণ করে।

☆ ☆ ☆

প্রণামে অহংকার কমে। যে যত আত্মহারা হয়ে একনিষ্টার সঙ্গে প্রণাম করতে পারে, সে তত শক্তি পায় ও আনন্দ লাভ করে।

☆ ☆ ☆

আর যদি কিছু না পারিস, তবে সকালে বিকালে দেহ প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে একটি কাতর প্রণাম দিবি। পূর্ণ ঘট উপুড় করে জল ঢালার মত নিজের হৃদয়ে মনের সকল ভাব উজাড় করে নমস্যকে সমর্পণ করে দেওয়া।

☆ ☆ ☆

পরমার্থ পথে আলস্য ও লালসা এ দুটি মহাবিঘ্ন–আকুল ভাবই পূজা অর্চনার প্রাণ। সেবা, মন্ত্র–জপই গৃহস্থের সাধনার উপায়। মৌনই বড় তপস্যা। কেবল মনে করা তিনি যা করেন সবই মঙ্গল।

☆ ☆ ☆

পূজার উদ্দেশ্য ইষ্ট প্রকাশ। যাঁর পূজা করলে অদ্বৈত-দ্বৈতের প্রশ্ন আসে না তাঁর পূজা করা। ভগবানের জন্য পূজা নিষ্কাম পূজা।

☆ ☆ ☆

রূপ অরূপ, রূপাতীত, গুণাতীত, অতীতের অতীত, যেখানে প্রশ্ন নাই, তাই মানুষের চাওয়া।

☆ ☆ ☆

নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা—

হে ভগবান! আমার মধ্যে প্রকাশিত হও।
আমাকে আপন করে নাও।
আমায় পথ দেখাও।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

স্বপ্ন দর্শনের ফলাফল

একদিন স্বপ্নে দর্শনাদির সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। অনেক সময় স্বপ্ন সত্য হইতে দেখা যায় আবার অনেক সময় উহা সত্য হয়ও না। স্বপ্নে দেবতাদি দর্শনও হয়। আবার এমন সব অদ্ভুত জিনিষ স্বপ্নে দেখা যার যাহা কেহ কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারে না। এরূপ হওয়ার কারণ একজন মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা উত্তর করিলেন, "মানুষ দিনের বেলায় যাহা দেখে, শুনে বা চিন্তা করে, উহাই অনেক সময় স্বপ্নে দেখিতে পায়। জগতে যাহা কিছু দেখা বা শুনা যায় উহা আমরা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলেও আমাদের মনের উপর ঐগুলির ছাপ থাকিয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় আবার ঐগুলি ভাসিয়া ওঠে, অনেক সময় এই সকল ছাপ বা সংস্কারগুলি এলোমেলোভাবে উঠে বলিয়া ঐ গুলিকে অদ্ভুত মনে হয়।" "আবার স্বপ্নে এমনভাবে দর্শনাদি হইতে পারে যাহা জাগ্রত অবস্থার দর্শনের মত সত্য বলিয়া মনে হয়। এগুলি অবশ্য মনের বিভিন্ন স্থিতির কথা। স্বপ্নাবস্থায় মন হয়ত এমন এক স্থিতিতে চলিয়া যায় যেখানে দেবতাদি দর্শন হয়। এগুলি যে শুধু চিন্তার ফলেই হয় তাহা নহে। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার হইতেও ইহা হইতে পারে। যদিও মনের এই গতি স্থিতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নাই। এই অবস্থায় অনেক সময় আনন্দ পাওয়া যায়, কারণ যে স্থিতির যাহা প্রকাশ হইবার তাহা ত হইবেই।"

"আবার লোক যেরূপ চিন্তা করে স্বপ্নেও সেইরূপ দেখিতে পায় এবং অনেকসময় ঐগুলি সত্য হইতে দেখা যায়। ইহারও নানা কারণ থাকিতে পারে। এ জগতে যেমন দেখা যায় যে এক একটি দেশ এক একজনের অধিকারভুক্ত এবং ঐখানে যাহা কিছু হয় তাহা ঐ সকল অধিকারীপুরুষের সম্মতি ক্রমেই হয়, সেইরূপ আমরা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয় চিন্তা করি উহারও অধিপতি বিভিন্ন দেবতা বা শক্তি আছেন। তাহাদের ইচ্ছাতেই হউক বা কৃপাতেই হউক আমাদের অনেক চিন্তা সফল হইয়া যায়। তাহা ছাড়া স্বস্তি মুহূর্ত বলিয়া কতকগুলি মুহূর্ত আছে সেই সময় যাহা কিছু বলা বা চিন্তা করা যায় তাহা সত্য হইতে দেখা যায়। অনবরতই এই 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' ধ্বনি হইতেছে। এই ধ্বনির মধ্যে যে সকল আমাদের বাক্য বা চিন্তা পড়ে উহাই সত্যে পরিণত হয়; আর ঐ স্বস্তিবচনের ফাঁকে ফাঁকে যাহা বলা বা চিন্তা করা যায় তাহা সত্য হয় না। সেইজন্য লোকের খুব সাবধান ভাবে কথা বলা দরকার, কোন খারাপ কথা যদি মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং উহা যদি ঐ স্বস্তি মুহূর্তে হয় তবে উহা সত্য হইতে বাধ্য। সেইরূপ কোন সুচিন্তা ও যদি স্বস্তিমুহূর্তে হয় তবে উহাও সত্যে পরিণত হয়। অনেকসময় নিজের বা আত্মীয়ের মৃত্যু স্বপ্নে অন্যের উপর দিয়া হইয়া যাইতে দেখা যায়। এইরূপ হওয়ার কারণ এই যে পূর্ব্বে যে শক্তি বা দেবতার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের কৃপা বা ইচ্ছা দ্বারাও এইরূপ হইতে পারে, অর্থাৎ নিজের যে অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করা হইয়াছিল উহা স্বস্তির মুহূর্তে হইয়াছিল বলিয়া ঐ চিন্তার অধিপতি দেবতার ইচ্ছায় বা কৃপায় উহা স্বপ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যের উপর দিয়া হইয়া যাইতে দেখা যায়। এইরূপ কত কিছুই হইতে পারে। এগুলি অনন্ত বলিয়া এগুলিকে বলিয়া কহিয়া শেষ করা যায় না।"

বিগ্রহ দর্শন করিবার বিধি

আর একদিন মাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল কিভাবে বিগ্রহাদি দর্শন করিতে হয়; অর্থাৎ বিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়া ঐ বিগ্রহের কোন অঙ্গে লক্ষ্য স্থাপন করিতে হয়। উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "বিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়া প্রথমে বিগ্রহের পাদপদ্মে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি উর্দ্ধে তুলিয়া নিয়া বিগ্রহের মুখমন্ডলে স্থাপন করিতে হয়। আবার ঐ মুখমন্ডল হইতে দৃষ্টি ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিয়া পাদপদ্মে স্থাপন করিয়া প্রণাম করিতে হয়। অর্থাৎ নিজকে চরণে ঢালিয়ে দিতে হয়। পাদপদ্ম হইতে মুখমন্ডল এবং মুখমন্ডল হইতে পাদপদ্ম দৃষ্টি বুলাইয়া আনিবার সময় প্রত্যেক অঙ্গ লক্ষ্য করিয়া মনে করিতে হয় কি যে ঐ সকল অঙ্গ হইতে যেন তোমার ভিতর বিগ্রহের শক্তি চলিয়া আসিতেছে। এই ভাবে বিগ্রহকে দর্শন এবং প্রণাম করার বিধি। আবার বসিয়া বসিয়া বিগ্রহ দর্শন করিবার সময় যদি বিগ্রহের মুখ এবং চোখের উপর দৃষ্টি রাখা যায় তবে উহা হইতেও বিগ্রহের শক্তি তোমার মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে।"

আমি ১৯শে মাঘ বিন্ধ্যাচল গিয়া আবার ২১শে মাঘ কাশীতে ফিরিয়া আসি।

২৭শে মাঘ মঙ্গলবার (ইং ১০/২/১৯৫৩)

গতকাল বেলা ১০॥টার সময় মা মোটর গাড়িতে বিন্ধ্যাচল হইতে কাশীতে আসিয়াছেন। সঙ্গে হরিবাবা প্রভৃতিও আসিয়াছেন। শিবরাত্রি উপলক্ষ্য করিয়াই মা কাশীতে আসিয়াছেন।

তীর্থদর্শন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা শিবস্পর্শ করিয়া গঙ্গা স্নান করার তুল্য

আজ সকালবেলা মা নীচের হলঘরে না গিয়া অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। এইখানেই গীতাপাঠ এবং কীর্ত্তনাদি হইল। ইহারপরই মা মুক্তিবাবাকে দেখিতে উপরে চলিয়া গেলেন, নীচের হলঘর হইতে মুক্তিবাবাকে তেতলায় ডাঃ পান্নালালের ঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। আমি কিছুক্ষণ দোতলায় থাকিয়া পরে মুক্তিবাবার কাছে চলিয়া গেলাম। ঐখানে গিয়া শুনিতে পাইলাম যে এইমাত্র ঐখানে কথা হইতেছিল যে এবার শ্রীশ্রীমায়ের সহিত যেসকল সাধু দক্ষিণের তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন নাকি বলিয়াছেন যে দক্ষিণভ্রমণ করিয়া তাঁহার যে পাপসঞ্চয় হইয়াছে উহা স্খালন করিতে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। ঐ কথা শুনিয়া মুক্তিবাবা মাকে একটি গল্প বলেন। আমি মায়ের দৃষ্টি পথে পড়িবামাত্র মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুন, তোমাকে একটি গল্প বলিতেছি—একজন মাটি দিয়া শিব গড়িয়া উহা খুব ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত পূজা করিল। পূজা শেষ হইলে তাহার মনে হইল, কি না কি মাটি ছুঁইলাম, যাই এখন আবার গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন, আমরাও খুব হাসিতে লাগিলাম। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই জাতীয় কত গল্প যে বাবার (অর্থাৎ মুক্তিবাবার) ভান্ডারে আছে!"

দক্ষিণ ভ্রমণের কথা

রাত্রিতে মৌনের পর যখন মায়ের ঘরে গিয়া বসিলাম তখন নানা কথার মধ্যে মা দক্ষিণভ্রমণের গল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "পূর্ব্বে একবার যখন দক্ষিণে গিয়াছিলাম তখন ঐ জায়গার মন্দিরের যে অবস্থা তখন দেখিয়াছিলাম এবার গিয়া উহার অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। অনেক মন্দিরেরই সংস্কার করা হইয়াছে। রামেশ্বরের মন্দিরটি প্রায় নূতন বলিলেই চলে। পক্ষীতীর্থের ও অনেক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি করা হইয়াছে।"

"ঐ দিক্‌কার লোকদিগের ভক্তিভাবটি বেশ। উহারা সৎসঙ্গ করিতেও বোধহয় অভ্যস্ত। মাদুরাতে যখন ছিলাম তখন প্রত্যহই প্রায় ১৫।১৬ হাজার লোকের সমাগম হইত, কিন্তু এত লোকের মধ্যেও শৃঙ্খলার কোনো অভাব দেখা যায় নাই। যেই মাত্র মৌনের ঘন্টা পড়িত অমনি সকলে চুপচাপ। এত লোক যাহাদের মধ্যে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল বয়সেরই লোক থাকিত, কিন্তু কাহারও মুখ দিয়া একটি 'টু' শব্দও নাই। ঐ সময় মনে হইত যে একটি সূঁচ যদি মাটিতে পড়ে তবে তাহার শব্দও বোধহয় শুনা যাইবে।

দক্ষিণে শৈব এবং বৈষ্ণব মন্দিরগুলি প্রায় পাশাপাশিই আছে, এবং ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ও বিশেষ নাই। সকলেই শান্তভাবে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করিয়া যাকে এবং অপরের ধর্ম্মাচরণের বেলায়ও তাহারা বেশ সহনশীল।"

"যখন ট্রিভেনড্রামে গেলাম তখন ঐখানকার রাজা এ শরীরের সহিত দেখা করিতে আসিল। সঙ্গে আসিল রাজমাতা, রাজার ভাই ও ভাইবৌ। ইহাদের পোষাকপরিচ্ছদের বিশেষ আড়ম্বর দেখিলাম না। গায়ে নিমার মত একটি জামা ও পরণে একখানা কাপড়। আবার জামাটিও গায়ের সহিত এমনভাবে আঁটাসাঁটা যে দূর হইতে দেখিলে উহা জামা বলিয়াই মনে হয় না। রাজার ভাইকে দূর হইতে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে সে যেন খালি গায়েই দাঁড়াইয়া আছে। পরে শুনিলাম যে ইহারা দেবালয় ইত্যাদি দর্শনে যাইতে এইরূপ পোষাকই পরিয়া থাকে।"

সংযম সপ্তাহের বিশেষ ঘটনা

গতবার সংযম সপ্তাহের সময় মা কয়েকটি অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন উহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এবারও মায়ের কিছু কিছু দর্শন হইয়াছে। সংযম সপ্তাহের সময় সকলে যখন মাকে পুরোভাগে রাখিয়া ধ্যানে বসে তখনই মায়ের এই সকল দর্শন হইয়া থাকে। এবারে মা যাহা দেখিয়াছিলেন সেই সকল কথা বলিলেন, মা বলিলেন, "একদিন দেখিতে পাইলাম যে একজন পরমহংস সকলের সঙ্গে ধ্যানে বসিয়া গিয়াছেন। তাহার পরিধানে লাল রঙের কাপড়, কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার পোষাক এবং চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, এইবার তাঁহাকে সাদা কাপড় পরা দেখিলাম। মুখের দাড়িগুলি কাঁচাপাকা মিশান, কিন্তু মুখখানা ভাবময়। তিনি যেন ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিলেন।" এই মূর্ত্তিটি কে ছিলেন এই প্রশ্ন আমি মাকে করায় মা বলিলেন, "ধ্যানের সময় যাহারা বসিয়া ধ্যান করিতেছিল, তাহাদের কাহারও কাহারও ধ্যানে আকৃষ্ট হইয়া ইনি আসিয়াছিলেন। সাধারণপথে চলিবার সময় স্বজাতীয় ভাবের ঐরূপ আবির্ভাব হইয়া থাকে।"

অন্য একদিন মা গোলোকের এক সখীকে ধ্যানের আসরে উপস্থিত দেখিলেন। সখীটি মাকে বামদিকে রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের সম্মুখে যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও সে নিজের দেহ সঙ্কুচিত করিয়া মায়ের পার্শ্বে আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। তাহার প্রণাম করার রকমটা মা যখন গঙ্গাদিদিকে বলিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে বৃন্দাবনে বিগ্রহকে বামে রাখিয়া প্রণাম করারই বিধি, সম্মুখে রাখিয়া নয়। কেন এই সখী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছিলেন এই কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, "ঐখানে যাহারা ধ্যানে বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজনকে তাহার গুরু বলিয়াছিলেন যে, সে অমুক সখী। সখীর নাম এখন বলা আসিতেছে না, তবে সে আটসখীর মধ্যে একজন। যাহাকে ঐ কথা বলা হইয়াছিল তাহার সহিত ঐ সখীর সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই সে আসিয়াছিল। এবং আমিও দেখিতে পাইলাম যে দুইজনের চেহারার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে।

আমি। তুমি একদিন বলিয়াছিলে, যে যেখানে চেহরার সাদৃশ্য থাকে সেখানে সম্বন্ধও নাকি থাকে।

মা। হাঁ, সেই কথাইত বলা হইল। এবং সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সখী আসিয়াছিল। অন্য একদিন যে এক ভদ্রলোক এই ধ্যানের সময় দীক্ষামন্ত্র ও পাইয়াছিলেন, সে কথাও মা বলিলেন। যিনি দীক্ষামন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহার নাম মনোহর নাথ। ইনি দেরাদুনের স্বর্গীয় কাশীনাথ টঙ্কার বৈবাহিক। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি তাহার দীক্ষা সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি। ইনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে ধ্যানের সময় তিনি মনে মনে যে স্তোত্রটি আবৃত্তি করিতেছিলেন উহা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া জপের মন্ত্রের আকারে পরিণত হইয়া গেল। এরূপ যে হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার বাহিরে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি ঐ মন্ত্র পাওয়ার সময় কোন মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন কিনা। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন কিন্তু কি মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলিলেন না। পরে নারায়ণ স্বামীর নিকট শুনিলাম যে মনোহরজী নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে মাকেই শিবমূর্ত্তিতে ঐ মন্ত্র বলিয়া দিতে শুনিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

☆

সূচনা

শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন আশ্রমে মন্দির সেবার জন্য উপযুক্ত বয়স্কা ব্রাহ্মণ মহিলা আবশ্যক। আশ্রমে ভোজন, বস্ত্রাদি ও চিকিৎসা সুবিধা ছাড়া উপযুক্ত হাতে খরচ দেওয়া হয়। মন্দির সেবার জন্য বেতন ভোগী সেবক-সেবিকা রাখা শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ বিরুদ্ধ। স্থায়ী ভাবে শান্তিতে মন্দির সেবা নিয়ে যাঁরা থাকতে ইচ্ছুক তাঁদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিস্তারিত বিবরণ সহ—বয়স কত, স্বাস্থ্য কিরূপ এবং পারিবারিক বন্ধন-শূন্য কিনা সব স্পষ্ট ভাবে অবিলম্বে লিখে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

— শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

কুম্ভমেলায় মা

মা প্রথম হরিদ্বারে আসেন পূর্ণকুম্ভে যোগ দিতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আদরিনী তথা গুরুপ্রিয়াদিদির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই বাংলাদেশের বাইরে দেওঘরে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর দর্শনে মা আসেন। তারপর কুম্ভমেলার উদ্দ্যেশে শাহবাগ থেকে যাত্রা করেন মা আমাদের। হরিদ্বারে ধর্মশালায় বাস করেন সাতদিন। প্রথমদিনই ভোরবেলায় পৌঁছে সাধুদের শোভাযাত্রা দর্শন করেন এবং সবাইকে নিয়ে ব্রহ্মকুন্ডে স্নান করেন। সেইদিনই পূর্ণকুম্ভযোগের প্রথম স্নান। হরিদ্বারে সাতদিন থেকে হৃষীকেশে যান এবং সেখানে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালায় দুদিন থাকেন এবং লছমনঝুলা ও সেখানকার ধর্মস্থান তথা মন্দিরাদি দর্শন করেন। তারপর হরিদ্বারে ভীমগোডায় এক পাঞ্জাবী সাধুর কুটিয়াতে থাকেন। সেখানেই টেলিগ্রামে খবর আসে সীতারাম কুশারীর মৃতুসংবাদ এবং জ্যোতিষবাবুর অবস্থার অবনতির। মা ঢাকা রওনা হন সেইদিন রাত্রেই।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় মায়ের উপস্থিতি। ১৭ই চৈত্র অমাবস্যার স্নান। সাধুদের শোভাযাত্রা দর্শন করেন মা। মায়ের কাছে ভক্তসমাগমের বিরাম নাই। ২৫শে চৈত্র কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য অচলানন্দ মাকে নিয়ে গেলেন গঙ্গার অপর পারে তাঁদের যজ্ঞস্থলে। কিরনচাঁদ দরবেশও মাকে নিয়ে যান তাঁর তাঁবুতে। ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মায়ের পূজা। ৯টায় পূজো শুরু হয়। অষ্টপ্রহর নাম--সংকীর্ত্তন। গঙ্গায় নেমে মা মাথায় একটু জল দিলেন। কীর্তনের আসরে মায়ের উপস্থিতি আনন্দের জোয়ারে সকলকে ভাসিয়ে দিল। এখানেই বাবা ভোলানাথ বিলাসের (উদাসজী) উপনয়ন দিলেন।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে মায়ের দিব্য উপস্থিতির সংবাদ মেলে। ২২শে চৈত্র ছিল কুম্ভস্নান। এছাড়া ২৭শে এবং ৩০শে চৈত্র ছিল এই মহাতীর্থে স্নান। কল্লোলিত জনসমুদ্র মায়ের নয়ন সমুখে। যোগীভাই (মহারাজা দুর্গা সিং) ব্রহ্মকুন্ডের সামনেই ঘরভাড়া করে রেখেছিলেন মাকে। চব্বিশ ঘন্টা ওখানে থাকেন এবং ফেরবার সময় ব্রহ্মকুন্ডের জল মাথায়–মুখে দেন মা।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিন্ধ্যাচল আশ্রম থেকে মা এলেন প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভের মেলায়। গুরুপ্রিয়াদিদি এই মেলায় মাতৃসন্নিধানে যা দেখেছেন তার মর্মস্পর্শী বিবরণ রেখে গিয়েছেন। ১৯৫৪তে প্রয়াগে কুম্ভস্নানে যে মৃত্যুলীলা ঘটেছিল তা কুম্ভস্নানের ইতিহাসে মর্মন্তদরূপে চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছে। সাহিত্যিক 'কালকূট' ছদ্মনামে সমরেশ বসু সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরূপে অপরূপ সাহিত্যায়ন করেছেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' গ্রন্থে। এই ঘটনারই আর এক রূপ বর্ণিত হয়েছে গুরুপ্রিয়াদিদির গ্রন্থে—

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

পূর্ণ কুম্ভের বিরাট উৎসব চলিতেছে। ভারতের নানা স্থান হইতে প্রায় তিন শতাধিক স্ত্রী পুরুষ আমাদের ক্যাম্পে একত্রিত হইয়াছে। খুবই আনন্দোৎসব চলিতেছে। বৃন্দাবন হইতে শ্রীহরিবাবাও গত ৩০শে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ইতিমধ্যেই একদিন দশনামী সম্প্রদায়ের সকল মোহন্তদের আমাদের ক্যাম্পে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহ্বান করিয়া যথাযোগ্য পূজাদি করা হইল। ভোজনও তাঁহারা করিলেন। আর একদিন উদাসী সম্প্রদায় এবং অপর একদিন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকল মোহন্তদেরও আনিয়া যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হইল। বৈষ্ণবদের প্রধান মোহন্ত এবং গুরু শ্রীজীকেও আনান হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য একদিন আসিয়াছিলেন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কি ঘটা! সকলের আদর এবং সৎকার নিঁখুতভাবে হইতেছে সেকথা সকলেই মুক্ত কন্ঠে বলিতেছেন। বাস্তবিকই মায়ের ব্যবস্থা অপূর্ব্ব। সব কিছু না দেখিলে লিখিয়া প্রকাশ করান অসম্ভব। উপস্থিত সকলেই এই সব দেখিয়া শুনিয়া নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

শেষ রাত্রি প্রায় তিনটার সময় স্বামী পরমানন্দজী স্বয়ং একদল সংখ্যায় প্রায় এক শত হইবে তাহাদের লইয়া ক্যাম্প হইতে রওনা হইলেন। মাকে প্রণাম করিয়া সকলে যখন রওনা হইতেছে তখন মা বারবার করিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন—"তোমরা সকলে মুখে সর্ব্বদা একটা নাম রেখো।"

প্রথম দল রওনা হইয়া গেল। মা একটু পরেই উঠিয়া ক্যাম্পের গেটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখা গেল জনস্রোত চলিতেছে। মা দেখিয়া বলিলেন—"দেখ, দেখ, জ্ঞান সমুদ্র চলছে—সকলেই মুক্তির যাত্রী।"

ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু আবার একটু পরেই উঠিয়া আসিলেন। দেখিলাম মার মুখে চোখে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব। ভাবী বিপদের ছায়া যেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"কীর্ত্তনে যেমন শরীরটা এলান থাকে কতকটা সেইরকম।"

খানিক পরে দেখিলাম স্বামীজী কয়েকজন পুরুষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে দ্বিতীয় দল মাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল। ম সকলকেই মুখে সর্ব্বদা নাম রাখিতে বলিলেন। ঘোরাঘুরি করিয়া বেলা প্রায় নয়টার সময় মা আসিয়া একটু শুইলেন। হঠাৎ শুনিলাম মা বলিতেছেন—"এই এই চাপা পড়ল চাপা পড়ল—শ্বাস বন্ধ।" উদাস ও আমি মার কাছে বসিয়াছিলাম। মার কথা শুনিয়াই আমরা চমকাইয়া উঠিলাম। আমার ভয় হইল আমাদের ক্যাম্পেরও এত বিরাট সংখ্যায় স্ত্রী পুরুষ সকলে স্নান করিতে গিয়াছে তাহারা সকলে নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেই হয়। তাহাদের মধ্যে অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং শিশুও বাদ যায় নাই।

আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"আমাদের পার্টির কাহারও কিছু হবে না।" মা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু হবেনা তো?" আমি আরও জোর দিয়া বলিলাম—"না কিছুই হবেনা।" মা আমার কথা শুনিয়া চোখ বুঝিয়াই বলিলেন—"বেশ।"

মা ঐ অবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন—"মূর্ত্তি দেখা যায় কি বিকট।" মার কথায় বিশেষ চিন্তিত হইলাম। কারণ মা এই জাতীয় কিছু দেখিলেই বিপদের সূচনা হইয়া থাকে। আমি বলিলাম—"তোমার তো বিশ্বময় ভাব। যেখানে যা কিছু হয় তা তোমার কাছে পৌঁছে। সেই রকমই হবে। অন্য কোনও জায়গার ব্যাপার বোধহয়। আমাদের দলের কাহারো কিছু না।"

কেহ কেহ ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম যে প্রথম দল পরমানন্দজী সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন সেখানে এক বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। দলের অনেকেই এদিক ওদিক ছড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়াছে। স্বামীজীকে সকলে খুঁজিয়া পায় নাই। নৌকাও খুঁজিয়া পায় নাই। আবার কয়েকজন যাহারা নৌকা খুঁজিয়া পাইল তাহারা নৌকা লইয়া আসিতে আসিতে নৌকাও চড়ায় ঠেকিয়া গেল। এইরকম অবস্থার মধ্য হইতে কেহ কেহ কোনও ভাবে ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম দ্বিতীয় দলে যাহারা গিয়াছে তাহারা নৌকা আদৌ খুঁজিয়া পায় নাই এবং প্রথম দলের কাছেও কাহারো কিছু হইয়াছে সে খবর পাইলাম না।

০০০ ০০০ ০০০ ০০০

স্বামীজীর বজরা লইয়া আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন–"চল যাই।" তাড়াতাড়ি করিয়া একটি ছোট বজরা নিয়াই আমরা সঙ্গমে চলিলাম। সেখানে পৌঁছিলে মা গঙ্গাজল হাতে লইয়া সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। কেহ কেহ স্নান করিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে স্বামীজী বড় বজরা লইয়া আসিলেন।

মার শরীরটা খুবই এলান–অবশ ভাব। কোথাও কিছু হইয়াছে মনে আশঙ্কা হইতেছে।

০০০ ০০০ ০০০ ০০০

আমরা মাকে লইয়া ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম। পৌঁছিয়াই মা জিজ্ঞাসা করিলেন -"কোনও খবর এসেছে নাকি?" মার কথার অর্থ তখনও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিরাট দুর্ঘটনার সংবাদ তখনও আমাদের কাছে আসিয়া পৌছে নাই। একটু পরেই যখন খবর আসিয়া পৌঁছিল তাহা শুনিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন–"দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার স্তুপাকার মৃতদেহ।" মার ভাবান্তরের প্রকৃত কারণ এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল।

কেহ কেহ মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এত লোক সকলেরই কি অপমৃত্যু হইল। মা উত্তর দিলেন--"অপমৃত্যু যেমন, আবার অন্য কথাও তো–ত্রিবেণী ক্ষেত্র, কুম্ভ যোগ, গঙ্গাস্নান লক্ষ্য। এসবও তো আছে।" (১)

০০০ ০০০ ০০০ ০০০

কুম্ভের বিরাট সংসার ভেঙ্গে গেল। মা কাশীতে রওনা হলেন ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। যাওয়ার আগে সকালে মাকে একবার কুম্ভের দুর্ঘটনার স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন ডঃ পান্নালালজী এবং আরো অনেকে। সন্ধ্যায় হরিবাবাসহ মা ফিরে এলেন কাশীতে মোটরে। এখানে এসেও কুম্ভস্নানে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা উঠেছিল। কেহ মাকে প্রশ্ন করিলেন–"তুমি যে বললে চাপা পড়ল, নিঃশ্বাস বন্ধ, তুমি কি শুধু যারা চাপা পড়ল তাদেরই দেখলে?"

মা বলিলেন–"যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদেরও দেখা গেল। আর যারা চোখ বুঝল তাদেরও দেখলাম। যেখানে ঘটনাটি ঘটল এমন হল যেন এই শরীরই চাপা পড়েছে এবং এই শরীরেরই যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

প্রশ্ন হইল–"এমনটি কেন? তুমি কি তাদের কষ্ট নিয়ে নিলে?" মা বলিলেন–"জগতের মত শ্বাস বন্ধের দিক এটা না। তোমাদের হাসিতে যেমন হাসা হয়, তোমাদের কথায় যেমন কথা বলা হয় যেমন তেমন থেকেও। শ্বাস বন্ধ রূপেই বা কে? কষ্টরূপেই বা কে? আর তাদের ভোগ নিয়ে নেওয়া এটা অন্য কথা। সব ক্রিয়াটা সবটাতে সম্ভব নাত। কিন্তু সবটাই যে তৎ। এখানে হাসি যা, খেলাও তাই, আর শ্বাস বন্ধটাও সেই তৎ। সেই দিকের ক্রিয়া। এখানেত ভোগের ভাগ না–কষ্টের ভাগ না–সম। আবার এটাও না হয়ে পারত। খেলা আর কি! ভোগ নেওয়া মানে ভাগ নেওয়া। যেখানে নেওয়া দেওয়ার কথা।"

---

(১) শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী (একাদশ ভাগ) ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া, ১ম সংস্করণ ১৩৬১, পৃঃ ১৮৩-১৮৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার প্রশ্ন হইল–"এই যে এত লোকের অপমৃত্যু হল, এদের কি গতি হল?"

মা উত্তর দিলেন–"শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ক্রমগতিতে এই কথা। বিশেষ যেখানে সেখানকার কথা আলাদা। ধারণা হয় বিচারে, কারণ যা তার একটা আভাস তো দিবেই। আর এখানে দেখো কুম্ভ যোগ, ত্রিবেণী ক্ষেত্র, সাধুদের বায়ুমন্ডল, মহাত্মাদের সব একমুখী গতি। এই সময়ে এই মূহুর্ত্তের মধ্যে মৃত্যু কিনা, তাই একটা বিশেষ গতির দিক ত বটেই।(২)

প্রয়াগে অনুষ্ঠিত এই কুম্ভমেলার দুর্ঘটনা ও তার বিবরণ নানা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মায়ের দৃষ্টির স্বতন্ত্রতায় তা চির-ভাস্বর।

প্রয়াগে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত অর্ধকুম্ভে মা এসেছিলেন ১৩ই জানুয়ারী। পরমানন্দ স্বামীজী ত্রিবেনী তীরে সকলের থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৩ই পূর্ণিমার স্নান এবং ১৪ই পৌষসংক্রান্তির স্নান। গুরুপ্রিয়া দিদির ভাষায়.--'স্নানার্থী কতলোক পুটলী লইয়া জলস্রোতের মত চলিয়াছে। কত কষ্টই না তাহারা এইজন্য সহ্য করিয়া চলিয়াছে। ভারতের এই দৃশ্য অপূর্ব। কর্ত্তৃপক্ষগণ যথা সম্ভব সুব্যবস্থা করিতেছেন। মার মোটর পৌঁছিতেই মেলার যিনি ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক, তিনি আপন কর্মচারীদের নিয়া মার দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত। তিনি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,--"আপনার দর্শনের জন্যই আমরা সকলেই এখানে অপেক্ষা করিতেছি।" মা-ও হাত দুইখানি জোড় করিলেন।" (৩)

☆ ☆ ☆

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল। পূর্ণকুম্ভের এই স্নানযাত্রাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কুম্ভস্নান মানেই ভারত-আত্মার মহা সম্মেলন। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষ একাত্ম, তেমনি ভারতের গিরি-গুহাবাসী যোগী, মুনি, ঋষিদেরও আবির্ভাব এই স্নানকে ঘিরে। সমতলের সাধুসন্ত মহাত্মাগণতো আছেনই। এই মহা-সম্মেলনের শোভাযাত্রায় নিরঞ্জনী আখাড়ার মোহন্ত মাকে নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন হাতির উপর বসিয়ে। মা সব শুনে বলিলেন,-"বাবারা আদর করে ছোটবাচ্চীকে নিয়ে যাবে-যা হয়ে যায়-শরীরটা তো এলোমেলো।"... দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে শোভাযাত্রার বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া পড়িল। সকলের মুখেই এককথা, "আনন্দময়ীমায়ের জলুষ বেরুবে।"

মাকে ঠিক ৯॥টায় মোটর করিয়া আখাড়ায় নিয়া গেল। সম্মুখে বিরাট অতি সুসজ্জিত হাতি দাঁড়াইয়া আছে। হাতির উপরে বসাইয়া এরূপ আখাড়া পদ্ধতিতে মাকে নিয়া আর শোভাযাত্রা করা হয় নাই, কাজেই আমরা সকলেই একটু উদ্‌গ্রীব।

মাকে মোটর হইতে নামাইয়া সিঁড়ি বাহিয়া হাতির উপরে স্থিত রূপার সিংহাসনে বসানো হইল। অতি সাধারণ কাপড়ে ঐ সময় মাকে যে কী অপূর্ব দেখাইতেছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চুলগুলি আলুলায়িতা. গলায় গোলাপ ফুলের মালা, আর আজ বাসন্তীপূজার অষ্টমী। আমরা সকলে দেবীর গজে গমন দেখিলাম। দুই পাশে সারিবদ্ধ জনতার দিকে মা হাতজোড় করিয়া স্মিতহাসি হাসিতেছিলেন। ১॥ মাইল ব্যাপী এ শোভাযাত্রা নিরঞ্জনী আখাড়ার মহামন্ডলেশ্বরের আশ্রমে আসিয়া থামিল। মা হাতি হইতে নামিয়া আসিলেন। (৪)

কুম্ভমেলার এই শোভাযাত্রার মাতৃবরণ যথার্থ অর্থেই জগদ্ধাত্রী জননীর পরমপদে ভারতআত্মার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

(ক্রমশঃ)

☆

(২) তদেব, (পৃঃ ১৮৯-১৯০)

(৩) তদেব (পঞ্চদশ ভাগ, পৃঃ ১৮৪)

(৪) তদেব, (ষোড়শ ভাগ, পৃঃ ১৮৮-১৮৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে মনে পড়ে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

॥গৈরিকের সম্মান॥

১৯৭৭। মাঝামাঝি সময়। অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীমাকে দেখতে এসে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ আগ্রহে রয়েছি কনখল আশ্রমেই। শ্রীশ্রীমা থাকেন দ্বিতলে। আমরা ত্রিতলে। একদিন সকালে হরকীপ্যারী গেছি। ব্রহ্মকুন্ডের পাশে কিছুটা সময় কাটিয়ে সেতু পার হয়ে এপারে এসে গঙ্গার অববাহিকা ধরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মুর্তির কাছ দিয়ে হাঁটছি। বাজার অতিক্রম করে রিক্সা ধরে আশ্রমে ফিরবো। লোকজন তেমন একটা নেই। দেখি একজন কমবয়সী বাঙ্গালী সাধু আমার সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছেন। পরনে সিল্কের গৈরিক। মুখে সিগারেট। সঙ্গী সাথীরা অধিকাংশই কিশোরী-যুবতী। তাঁরা অনর্গল কথা বলে বেশ শোরগোল করেই পথ চলছেন। মনটা একটু বিষন্নই হয়ে গেলো। বিশেষতঃ ওটা হরকীপ্যারী অঞ্চল বলে। তাছাড়া রুচিশীলতার অভাব ও অন্যান্য কারণে তথাকথিত বাঙ্গালী সাধুদের প্রতি. অবাঙ্গালী সাধু ও গৃহস্থদের মনোভাবটাও খুব সুপ্রসন্ন নয়। আমি পাশকাটিয়ে চলে এলাম। কিছু দূর এসে রিক্সা করে আশ্রমে ফিরলাম। উপরে গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমা তাঁর ঘরের সামনে, বারান্দায় বসা। বাইরের কেউ নেই। মাত্র সেবকরাই দুএকজন রয়েছেন। আমি প্রণাম করে কাছে বসলাম। এমনি দুচারটে কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময় নীচ থেকে একজন আশ্রমিক এসে জানালেন—একজন সাধু শ্রীশ্রীমার দর্শনপ্রার্থী। শ্রীশ্রীমা তাকে নিয়ে আসতে বললেন। ভালো আসনাদি পাতালেন। মালা, চন্দন ও প্রসাদের ব্যবস্থা করলেন। সাধুজী এলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে যথোচিত ভাবে বসালেন। মালা, চন্দন ও প্রসাদ দিলেন। আমি তো অবাক! দেখি হরকীপ্যারীর ঐ সাধুজী। আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। মনেও নানা ভাবনা। একটু পরেই সাধুজী চলে গেলেন। শ্রীশ্রীমা বললেন—সম্মানটা মানুষের নয়। গৈরিক বসনের।

গৈরিক ত্যাগের প্রতীক। তাইতো দেখি ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শংকর, শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের নানা শ্রেণীর ঋষি মুনি ও সাধু-মহাত্মরা ত্যাগের বসন ধারণ করেছেন। গুরু রামদাস শিবাজীকে ত্যাগের ভাবনায় ভাবিত করতে বললেন—

'বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্ব্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো
কহিলেন গুরু রামদাস।'

॥বিশ্রাম॥

১৯৮০। মে মাস। আমরা চলেছি কেদার বদ্রীর পথে। হরিদ্বার হয়ে। শ্রীশ্রীমা জানতেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদ্বার স্টেশনে পাটনদাকে পাঠিয়েছেন। গাড়ি সহ। আমরা যেন স্টেশন থেকেই কনখল আশ্রমে যাই। সঙ্গে অনেক লোক। অনেক জিনিষপত্র। প্রায় সত্তর জন। তাই গেলাম না। পাটনদাকে বললাম–শ্রীশ্রীমাকে জানাতে একটু পরে যাচ্ছি। স্নানাদি সেরে কিছুটা পরে সবাইকে নিয়ে গেলাম। শ্রীশ্রীমাতৃ সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটালাম। দুপুরে আমরা সবাই ওখানেই প্রসাদ নিলাম। তিনি ঐদিনই দেরাদুন চলে যাবেন। খৈতানদের বাড়ি। বিশ্রাম ভবনে। বললেন–কেদার-বদ্রী থেকে ফিরে ওখানে দেখা করো।

তাই করলাম। হরিদ্বার থেকে একটা গাড়িতে আমরা চার-পাঁচ জন দেরাদুন গেলাম। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করলাম। কিছুটা সময় তাঁর কাছে কাটালাম। প্রসাদ পেলাম। এবার ফেরার পালা। শ্রীশ্রীমার বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে বসলাম। শ্রীশ্রীমা অর্ধ-শায়িত। আমরা নীচে বসা। দু-চারটা কথা বলে উঠতে গেলাম। ভাবছি শ্রীশ্রীমার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমাদের জন্য সেবকরাও ছুটি পাচ্ছেন না। তাঁরা কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছেন। শ্রীশ্রীমা বললেন–একটু বসো।

খাণিকটা পরে আবার উঠতে গেলাম। শ্রীশ্রীমা আবার বললেন–বসো। আমি বিনীত ভাবে বললাম-–আপনি একটু বিশ্রাম করুন। প্রত্যুৎত্তরে শ্রীশ্রীমা বললেন–"শুয়ে থাকাটাই কি বিশ্রাম? না। এই যে তোমাদের সাথে রয়েছি এটাই তো বিশ্রাম। তোমাদের সাথে কতোদিন কতোভাবে কেটেছে, কতো কথা মনে পড়ছে, এটাই বিশ্রাম।" তারপর একসময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে উঠে পড়লাম।

১৯৮০ থেকে ২০০২। দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। আজ আমারও দিবস-রজনী কাটে নানা স্থানে, নানা ভূমিকায়। বিশ্রামের প্রকৃত অর্থ সেদিন কতোটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম জানিনা। আজ পারি। যথাযথ ভাবেই পারি। অনুভব করি ক্লান্তি যখন নামে নানা ভাবে দেহে ও মনে, তখন আপনজনরা, প্রিয়জনরা কাছে থাকলে ভালোই লাগে। সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়। যথার্থ বিশ্রাম হয়। শুধু আমার নয়। শ্রীশ্রীমার এই উক্তিটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

॥শেষ প্রণাম॥

যে প্রণামটিকে শেষ প্রণাম বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলাম, তা কিন্তু শেষ প্রণাম হলো না। হলো না শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছাতেই। শেষ প্রণাম হলো তার পরের প্রণামটি। সে প্রণামটি ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট বুধবার রাতের প্রণাম। সময় রাত প্রায় সাড়ে নটা। তবু আমার সমস্ত মনের ও সমস্ত প্রাণের শেষ প্রণাম কিন্তু আগেরটিই।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমা অসুস্থ। আরো দুএকবারের মতো এবারো অসুস্থ শ্রীশ্রীমাকে দেখতে ২৪শে আগষ্ট সকালে দেরাদুন এসেছি। অন্তরে অনেক গভীর শ্রদ্ধা, আকুতি আর ভালোবাসা। সঙ্গে অমলদা ও অরুণদা।

শ্রীশ্রীমার শরীর ভালো নয়। কথাটা অনেক দিন থেকেই শুনে আসছি। শুনেছি লোক মুখে। জেনেছি চিঠিপত্রে। তাঁর নিজের কাছেও। দেখেছি নিজেও। তবু কেন জানি মন সেটাকে মেনে নিত না। মনে হতো মা আছেন, শরীর আছে, অসুস্থতাও আছে। আছি আমরাও। এমনি করে বিগত দিনগুলোর মতো আরো অনেকটা পথ গতানুগতিক ভাবেই এগিয়ে যাবো। ছেদ বা বিচ্ছেদ, যতি বা বিরতি অনুভব করলাম এবার দেরাদুনে এসে। দেরাদুনে পৌঁছাবার পর স্বামিজী ও পানুদা যখন শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার বিবরণ দিচ্ছিলেন তখনো সম্যক অনুধাবন করিনি। অনুভব করলাম, যখন স্বচক্ষে দেখলাম। ২৪শে আগষ্ট। ঘড়ির কাঁটাতে তখন সকাল সাড়ে দশটা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা অসুস্থ। তাঁর সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে শ্রীশ্রীমার সু-অবসরে দর্শন করার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছিলাম। সংবাদ নিয়ে পানুদা তখনই আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমা দ্বিতলের ঘরে শায়িতা। খাটটি উত্তর-দক্ষিণ ভাবে রাখা। প্রণাম করে নতজানু হয়ে প্রতিবারের মতো এবারো হাত দুখানি তাঁর বিছানার উপর রাখলাম। অন্যান্য বার এলে অগনিত জনতার ভিড়েতে তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের জন্য তাঁর চলায়, বলায়, মুখের ভাববঙ্গিতে স্বতন্ত্র ব্যস্ততা প্রকাশ পায়। মন আজো সে প্রত্যাশাই করেছিল। শ্রীশ্রীমা কিন্তু আজ উঠলেনও না, কিছু বললেনও না। শুধু চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইলেন। 'অনেক কথাই যাও যে বলে কোন কথাই না বলে।'

পানুদার অনুরোধে সঙ্গে আনা ফল-মিষ্টিগুলো ঝুড়ি সমেত অমলদা ও অরুণদা শ্রীশ্রীমায়ের সামনে তুলে ধরলেন। শ্রীশ্রীমা অন্যের সাহায্যে হাতদুটো সামান্য একটু তুলে সেগুলো স্পর্শ করলেন। চন্দনের মালাটি প্যাকেটের মধ্যেই রাখা ছিল। পানুদার কথায় অন্যান্যরা সেটা খুলে আমার হাতে দিলে আমি তা শ্রীশ্রীমার বিছানার উপর রাখলাম। শ্রীশ্রীমা চেয়েই আছেন। স্মৃতির পাতায় ভেসে এলো অন্য দিন হলে শ্রীশ্রীমা বলতেন–'কতো জিনিস এনেছ।' হাত দিয়ে তুলে ধরে অন্যদের দেখিয়ে বলতেন–'দেখো! কতো সুন্দর সুন্দর জিনিস এনেছে।' আজ দেরাদুন এসে শ্রীশ্রীমার অসুস্থতার কথা অনুধাবন করে এগুলো স্বামিজীর ঘরেই রেখে আসতে চেয়েছিলাম। স্বামিজীই বললেন–শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাও। শ্রীশ্রীমা দেখলে খুশি হবেন। আজ শ্রীশ্রীমা শুধু চেয়েই রইলেন। আমিও চেয়েই আছি। মনে হলো চির চেনার গন্ডী পেরিয়ে এ যেন এক অন্য মা। নীরব, নিথর ও নিস্তব্দ। লক্ষ্য করলাম হাতেমুখে ফুলা-ফুলা ভাব। কিন্তু রোগের ক্লান্তি বা শ্রান্তি কোথাও নেই। সমস্ত মুখমন্ডলে এক দারুণ সৌম্যতা ও প্রশান্ত ভাব।

নীচে বসলাম। শ্রীশ্রীমায়ের দিকে চেয়ে রইলাম। শ্রীশ্রীমা অস্পষ্ট স্বরে, আভাসে ইঙ্গিতে সেবিকাদের কাছে জানতে চাইলেন আমাদের জলখাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমায়ের চোখে চোখ রেখে পরিপূর্ণতার সম্মতি জানালাম। পানুদা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মুখ রেখে জানালেন আমরা কয়েকদিন থাকবো। শ্রীশ্রীমায়ের মুখে আরো একটু প্রসন্নতার ভাব। শ্রীশ্রীমায়ের পরিচর্যার অসুবিধার কারণ হতে পারি ভেবে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। উঠতে গেলে শ্রীশ্রীমা আজ আর বললেন না–'আরো একটু বসো।' এই বোধহয় প্রথম ব্যতিক্রম। অথচ যতবার এসেছি, যতক্ষণই তাঁর কাছে বসেছি, উঠতে গেলেই শ্রীশ্রীমা বলতেন–"আরো একটু বসো।" স্মৃতির পাতায় ভার করে এলো এমনি কতো দিনের কতো ছবি।

আমরা এই প্রথম দেরাদুন আশ্রমে এসেছি জেনে পানুদা আমাদের নীচে নিয়ে গেলেন। সমস্ত আশ্রমটা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। আমার বারবারই মনে হতে লাগলো শ্রীশ্রীমার কথা। মনে হতে লাগলো পানুদার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমাই যেন আমায় সমস্ত আশ্রমটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। পানুদাকে বললাম-১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমার খুব ইচ্ছা ছিল দেরাদুন আশ্রমে আসি। কিন্তু হয়নি। আজ এলাম। কিন্তু এক ভিন্ন পরিবেশ।

ঘরে ফিরে এসে শ্রীশ্রীমার কথাই ভাবছি। ভাবছি নানা কথা। কথা ছিল শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার পর ৯ই জুলাই কলকাতা হতে দেরাদুনের পথে রওনা হবো। পানুদার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমাকে সে সংবাদ জানানোও হয়েছিল। কিন্তু হলো না। যাত্রার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তা বাতিল হলো। কারণ সংসারের মতন আশ্রমও একটা বন্ধন। তাই অনেক চেষ্টা করে সে বন্ধন থেকে বের হয়ে এখানে এসেছি। শ্রীশ্রীমার কতোই না ইচ্ছা ছিল একবার এসে 'তে-রাত্রি' কাটিয়ে যাই। কিন্তু হয়নি। চেষ্টারও হয়তো ত্রুটি ছিল। কিন্তু এবার সংকল্প নিয়েই এসেছি 'তে-রাত্রি' কাটিয়ে যাবো। পত্রে পানুদাকে লিখেছি শ্রীশ্রীমাকে সে কথা জানাতে। লিখেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮শে আগষ্ট রাতের গাড়িতে ফিরবো। ফিরবো লখ্নৌ। ২৯শে আগষ্ট সকালে।

কিন্তু বিকাল গড়িয়ে আসতে না আসতেই ফেরার কথা মনের কোণে উঁকি দিতে লাগলো। মনে হতে লাগলো শ্রীশ্রীমা বিশেষ অসুস্থ। আমাদের কিছুই করণীয় নেই। অথচ থেকে শুধু আশ্রমিকদের তৎপরতা বাড়ানো। সন্ধ্যায় আশ্রমে গেলাম। স্বামিজী ও পানুদার কাছে শ্রীশ্রীমায়ের সংবাদ নিলাম। তাঁদের সাথে ও অন্যান্যদের সাথে কথা হলো। ডক্টর ত্রিগুণা সেন মহোদয়ের সাথেও কথা হলো। নৈশ প্রসাদান্তে আবাসস্থলে ফিরে এলাম। সমস্ত রাত ধরে শ্রীশ্রীমা ও তাঁর স্মৃতি জড়িত ফেলে আসা দিনগুলোই মনের কোণে ভিড় করে রইলো।

☆

ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব

(প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ)

—আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (১।১।১)

বাদরায়ণ ব্যাসদেব রচেন 'ব্রহ্মসূত্র',
প্রস্থান ত্রয়ীর মধ্যে ন্যায়প্রস্থান 'ব্রহ্মসূত্র'।
শতাধিক উপনিষদ হয় 'শ্রুতি-প্রস্থান,'
শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা হয় 'স্মৃতি-প্রস্থান'।
বেদের পূর্ব-মীমাংসা বিচারেন ধর্ম-জিজ্ঞাসা,
উত্তর-মীমাংসা বেদান্ত হল ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।
কর্মকান্ড শেষ হলে হয়ে অধিকার জ্ঞানকান্ডে,
ইন্দ্রিয় সংযম করে মুমুক্ষু প্রবেশেন জ্ঞানকান্ডে।
মুমুক্ষুর তরে হয়ে একমাত্র ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য,
তাহাই পরম পুরুষার্থ কহেন সব ভাষ্য।

জন্মাদস্য যতঃ (১।১।২)

জন্মাদি অধিকরণে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ,
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আদিকারণ 'ঈশ'।
জগতের সৃষ্টি আদি শক্তি হয় তটস্থ লক্ষণ,
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ নহেন বিনা ঈশ্বরীয় লক্ষণ।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের শক্তি ব্রহ্মবিদেরও নেই,
প্রকৃতি ও অসংখ্য জীবের এই অধিকার নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র যোনিত্বাৎ (১।১।৩)

ব্রহ্ম হতে হয় প্রকাশ সারা বেদ শাস্ত্রের,
শাস্ত্র হতেই জানা যায়, তত্ত্ব পরমাত্মার।
জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যাঁরে নাহি জানে,
অপৌরুষেয় শ্রুতি-বাক্য তাঁহারেই মানে।
সারা বেদ-বেদান্ত যাঁর গুন গায়,
ব্রহ্ম, ঈশ্বর, পুরুষোত্ম, পরমাত্মা তাঁহারেই কয়।
যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাঁকে জানা নাহি যায়.
ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুভূতিতেই বোধগম্য হয়।
ব্রহ্মবিদ্ ঋষি-পরম্পরা যুগ যুগ ধরে,
ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভবি শ্রুতি-সত্য দেন মানবেরে।

তত্তু সমন্বয়াৎ (১।১।৪)

আপাত-বিরোধী শ্রুতিবাক্যে অপূর্ব সমন্বয়,
মর্মজ্ঞের কাছে তাহা সহজেই ধরা দেয়।
পরব্রহ্মই একমাত্র সর্ববেদ বেদ্য,
সর্ব উপনিষদ বলে তত্ত্ব এক অনবদ্য।

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (১।১।৫)

সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি জগৎকারণ নয়,
বেদোল্লিখিত ব্রহ্মই জগৎকারণ হয়।
ঈক্ষণ বা ভগবদিচ্ছা, জগৎ সৃষ্টি করে,
জড় প্রকৃতি বা প্রধান ইচ্ছিতে না পারে।
শব্দব্রহ্ম করে সৃষ্টি শ্রুতি তাই বলে,
সাংখ্যের প্রধানের কর্তৃত্ব বা ঈক্ষণ না চলে।
ছয় থেকে বার সূত্রও সমর্থন করে।
সাংখ্যের যুক্তি তাহা হারাতে না পারে।
বেদগ্রাহ্য হলেও ব্রহ্ম হন স্বপ্রকাশ,
অজ্ঞানের মেঘ কেটে আত্মা হন প্রকাশ।

আনন্দময়োহভ্যাসাৎ (১।১।১৩)

ব্রহ্ম হন আনন্দস্বরূপ, পূর্ণ আনন্দময়.
ব্রহ্মের এই স্বরূপলক্ষণ, ব্রহ্ম আনন্দঘন হয়।
তের থেকে একুশ সূত্রে একই কথা কয়,
বার বার অভ্যাসেতে ব্রহ্মানন্দ প্রমাণিত হয়।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ (১।১।২৩)

অতএব প্রাণঃ (১।১।২৪)

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (১।১।২৫)

শ্রুতিমতে আকাশ ও প্রাণ সবই জড়বস্তু
পরব্রহ্মের শক্তিতেই তারা ক্রিয়াশীল কিন্তু।
তাই বলা হয় আকাশ শব্দে ব্রহ্মই বোদ্ধব্য,
প্রাণ শব্দও ছান্দোগ্যের পরব্রহ্ম-বাচ্য।
জ্যোতিরধিকরণেতে জ্যোতির ব্যাখ্যা হয়,
জ্যোতি শব্দের অর্থ পরব্রহ্মই হয়।
পুরুষের অন্তরে বাহিরে একই জ্যোতি দীপ্তিমান।
এক পাদে তাঁর সর্ববিশ্ব, ত্রিপাদ অমৃত সমান।
ইন্দ্রের উপদেশে পরব্রহ্ম প্রাণশব্দ বাচ্য,
বৃহদরণ্যকের মতে প্রাণ সত্য, ব্রহ্ম হন সত্যের সত্য।
গায়ত্রীর ধ্যেয় জ্যোতি ভর্গ-জ্যোতি হয়,
পরব্রহ্মের প্রাণ শক্তি তাঁরে বিশ্বামিত্র কয়।
ওঁ শান্তিঃ ॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৃণ্বন্তু বিশ্বে .....

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রী কালী প্রসাদ রায়চৌধুরী

আমাদের মতো গৃহী বা সংসারীদের জাগতিক বস্তুর উপর বিরক্তি বা নিস্পৃহতা তো দূরের কথা আসক্তি ও স্পৃহা বা মোহ এত বেশি যে বিন্দুমাত্র ত্যাগের বা বৈরাগ্যের কথা চিন্তাও করতে পারি না। সংসারে সুখ নেই জেনেও আমরা জাগতিক রসে মজে থাকতেই ভালবাসি, কারণ জন্ম জন্মান্তর এইভাবেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। তাই আমাদের মনে ভোগ্যবস্তুর প্রতি তীব্র সংস্কার সঞ্চিত আছে। অতএব জাগ্রত অবস্থায় মন সেই ভোগ্যবস্তর দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। অবশ্য যাঁরা শুদ্ধ সংস্কার নিয়ে জন্মেছেন তাঁদের কথা ভিন্ন, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনতো বিষয়মুখী বা মৃত্যুমুখী–বৈরাগ্য চিন্তা করতে শিউরে উঠি, আমাদের দশা তাহলে কি হবে? মা বললেন 'নিরাশ হইবার কিছুই নাই।'

কারণ 'সকলের জন্য সব না। ঐ ত্যাগ, বৈরাগ্য, শাস্ত্র পাঠ, অষ্টাঙ্গ যোগ ইত্যাদি যাঁরা পারেন তাঁরা করুন-আমরা শুধু জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু ঘুরিয়ে নেই। একবার গাড়িতে যেতে যেতে মা বললেন : "দেখ, মোড় ঘোরানই একটু গোলমাল। কিন্তু যেমন সাবধান মতো মোড় ঘুরাইয়া নিয়া ঠিক পথ ধরিলে, সেই ভাবেই নিজেদের জীবনের মোড় ঘুরাইয়া ঠিক পথে চলিতে চেষ্টা কর।" অর্থাৎ সংসার বুদ্ধি ত্যাগ করে ও ভগবদ্ মুখী দৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু কি করে তা করা যাবে? সে তো খুবই কঠিন কাজ। জ্ঞানী বা যোগীরা যেখানে অসহায়তা বোধ করেন সেখানে চব্বিশ ঘন্টা বিষয়রসে মজে থেকে ভগবদমুখী মোড় ঘোরান! এ যে একপ্রকার দুঃসাধ্য সাধন! সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন, "হতাশ হতে নাই, হবে না হবে না এই ভাব মনে আনতে নেই–হবে নিশ্চয়ই হবে।" মা বলেন, "বৃত্তির খোরাক না যোগাইয়া নিবৃত্তির খোরাক দেওয়া দরকার, কি বলিস? তোরা যে সব বৃত্তির খোরাক দিতেছিস, তারপর একসময় বমন হইবে যে; এই বৃত্তি এত পুষ্ট হইয়া উঠিবে যে আর তুই বৃত্তির সঙ্গে পারিয়া উঠিবি না; সেই তোকে অবশ করিয়া ফেলিবে। তাই বলি বৃত্তির খোরাক না যোগাইয়া নিবৃত্তির খোরাক দে।"

'বৃত্তির খোরাক' আর 'নিবৃত্তির খোরাক' বলতে কি বোঝায় তা একবার ভেবে দেখা যাক্। জীবাত্মা বিষয় ভোগ করে মন ও বুদ্ধির সাহায্যে। মা বলেন 'মন ধর মা, আর বুদ্ধি হল বাবা।' বাবার কর্তৃত্ব ও পরামর্শ মতো মা যেমন পরিবারের অন্যান্যদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন তেমনি বুদ্ধির কর্তৃত্ব ও পরামর্শ মেনে মন জীবাত্মাকে বিষয় ভোগ করায়। বুদ্ধি বস্তুটি কি? শাস্ত্র বলেন, 'বুদ্ধি ও পুরুষ (আত্মা) অত্যন্ত ভিন্ন। অর্থাৎ বুদ্ধি ভোগ্য, আত্মা ভোক্তা। এই রূপে তারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। তারা অত্যন্ত ভিন্ন হলেও, তাদের অভেদ প্রত্যয় হয়। সেই প্রত্যয় বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ। সেই বুদ্ধির পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রত্যয়ের স্বরূপ। তাতে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বযুক্ত সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ প্রত্যয়ের সহিত পুরুষের (আত্মার) যে অবিশেষ সারূপ্য ও একরূপতা তাতে প্রতিবিম্ব দ্বারা পুরুষে সুখ দুঃখাদি আরোপ হয়ে থাকে তাই ভোগ, তা বুদ্ধিতে অবস্থান করে। (জীবনমুক্তি বিবেক। ২৬৭পৃঃ)" অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্বহীন বিষয় নিরপেক্ষ আত্মাকে সুখদুঃখাদির সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে আমি সুখী বা দুঃখী রূপ ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমগ্ন করে এই বুদ্ধি। আচার্য্যদেব বশিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছেন, "চৈতন্য প্রথম নিজের সংকল্প বলে জ্ঞেয়রূপতা লাভ করেন, পরে নানা বৈচিত্র্যের সংস্রবে মলিনতা প্রাপ্ত হন। হে রাম! ক্রমে এই মিথ্যা মোহ গাঢ়ভাব প্রাপ্ত হলে নিজের পূর্ণ স্বরূপতা ভুলে তিনি মনের আকৃতি গ্রহণ পূর্বক জন্ম মরণ ভ্রমে নিমগ্ন হন। (প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই-তিনি সদাপ্রকাশমান) বালক যেমন ভূতযোনি কল্পনা করে অনর্থক ভীত হয়, মনও সেই রূপ বাসনা জনিত মালিন্য প্রাপ্ত হয়ে বৃথাই দুঃখ জাল বিস্তার করে। (যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ)।"

বোঝা গেল মন ও বুদ্ধিই আমাদের বিষয়সমূহ ভোগ করায় এবং জীবাত্মাকে মিথ্যা বা কল্পিত সুখ দুঃখরূপ সংসার সাগরে নিমজ্জিত করে। বৃত্তি বলতে বুঝি অবলম্বন বা উপজীব্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য-এই ছয়টি বিষয় হল মনের বৃত্তি। কাম-বিষময় বিষয়কে লোভনীয় করে তোলে; ক্রোধ:- বিষয় অপ্রাপ্তিজনিত রাগ; লোভ:- ভোগ্যবস্তু পুনঃ পুনঃ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা; মোহ:- বিষয়ে অন্ধ আসক্তি; মদ:- আমিত্ব বোধজনিত কর্তৃত্ববোধ; মাৎসর্য:- পরশ্রীকাতরতা—এই ছয়টিকে সাধারণভাবে ষড়্‌রিপু বলে। এই ছয়টি বৃত্তিকে অবলম্বন করেই মনের প্রকাশ ঘটে। এই বৃত্তিগুলিই জীবকে জন্মজন্মান্তর সুখদুঃখাদিরূপ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করায়। শাস্ত্র বলেন–

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মোহশ্চ মৎসরঃ।
ন জিতাঃ ষড়িমে যস্য তস্য শান্তি ন সিদ্ধতি॥

অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, মোহ এবং পরশ্রীকাতরতা এই ছয়টি (রিপু) যার বশীকৃত হয় নি তার শম সিদ্ধ হয় না। (শম অর্থ চিত্তনিগ্রহ এবং চিত্তনিগ্রহ অর্থাৎ শান্তি।-(সর্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ-শঙ্করাচার্য।)

আমরা সাংসারিক যা কিছু করি এই ছয়রিপুর বশবর্তী হয়েই করে থাকি। তাইতো মা আমাদের বলেছেন, 'বৃত্তির খোরাক না যোগাইয়া' অর্থাৎ কাম ক্রোধ ইত্যাদি পুষ্ট হয় এমন কাজ না করে 'নিবৃত্তির খোরাক দে।' 'নিবৃত্তি' অর্থাৎ বৃত্তিহীনতা অর্থাৎ বিষয়ভাবনার বিপরীত ভাবনা–ভগবৎ ভাবনা বা আত্মভাবনা করা। মা বুদ্ধিকে দু-রকম বলে উল্লেখ করেছেন। "এক হয় অশুদ্ধ সাংসারিক বুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধি, আর হয় শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধজ্ঞান। ভগবৎপ্রাপ্তির কৌশল শুদ্ধবুদ্ধি; জ্ঞানে ও ভাবে গেলেই খুলে যায়–যেখানে গিয়ে কর্ম কর্মের ইচ্ছা, কর্মের ভাব, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সমাপ্ত হয়ে যায়–তাই সমাধি।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-গুরুপ্রিয়া। ৯ম ভাগ, ৭৭পৃং) তাহলে মনকে নিবৃত্তির খোরাক দিতে হবে তবেই শুদ্ধবুদ্ধি বা ভগবৎপ্রাপ্তির রাস্তা সুগম হবে।

সংসারী জীবের বন্ধন মুক্তির সহজতম উপায় :

কিন্তু আমার মতো একান্তই ঘোর সংসারী যে স্ত্রী, পুত্র কন্যা-পরিবারের গন্ডিতে আবদ্ধ অর্থাৎ 'গন্ডীবদ্ধ দিকনিবদ্ধ' এবং বন্ধে থেকে থেকে গন্ধ হওয়া লোকের উপায় কি? গুরুপ্রদত্ত সামান্য কাজ মাত্র দুবার করার সময় পর্যন্ত স্ত্রী পুত্র ও বিষয়াদির চিন্তায় মন মজিয়ে রাখি–এ হেন গন্ধী ব্যক্তির সাংসারিক দুর্গন্ধকে কি ভগবৎ রসে সুগন্ধী করার কোন উপায় নেই মা? অভয়দায়িনী মা অভয় দিয়ে বললেন: 'তুমি কারও হইয়া যাও–আর মনে কর যাই কিছু কর তাঁরই শক্তিতে।" তুমি কারও হয়ে যাও অর্থাৎ নারায়ণ, শিব, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা ইত্যাদি যে কোন দেবতার পুত্র, কন্যা, সখা, দাস, সেবক ইত্যাদি যে কোন একটা হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাওয়া আর মনে রাখতে বলেছেন এই দেহ-মন-বুদ্ধি দ্বারা যা কিছু করা হয় তা তাঁর অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের শক্তিতেই। সহজ নয় কি? সংসার ত্যাগ করে বনজঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বতে গিয়ে কঠোর সাধনার প্রয়োজন নেই বা ধ্যান ধারণা, আসন প্রাণায়াম, অর্থব্যয়ী যাগযজ্ঞ ইত্যাদি কিছুই করতে হবে না শুধু আমি ঈশ্বর বা মায়ের সন্তান, দাস, সেবক বা সখা এবং তাঁরই নির্দেশে খাওয়া, পড়া, ওঠা-বসা, অর্থ আয় করা-ব্যয় করা ইত্যাদি সব কিছু করছি এই ভাবটি মনে রাখলেই ভগবৎ প্রাপ্তির পথ সুগম হবে? হ্যাঁ হবে। কারণ নিরন্তর এই ভাবটি মনে জাগ্রত রাখলেই বিষয় থেকে 'আমিত্ব' বুদ্ধি চলে যাবে ফলে বিষয় অনায়াসে পরিত্যক্ত হয়ে ঈশ্বর বা আত্মায় নির্ভরশীলতা বাড়বে ও বৈরাগ্য উদয় হবে। আর বৈরাগ্যের উদয় হলেই মা বলেছেন 'জগতের মিথ্যাত্ববোধ প্রজ্জ্বলিত হবে।" ও তত্ত্বজ্ঞান ফুটে উঠবে। তখন জীবের অহংবুদ্ধি অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বভাব ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দুইই নাশ হবে। মলিন অহংবুদ্ধি বা আমিত্ববোধই কর্ত্তৃত্বভাব ও কর্ত্তব্যবোধের জন্ম দেয়। এ প্রসঙ্গে মায়ের সঙ্গে জনৈকভক্ত ও এক স্বামীজীর আলোচনার পর অংশটি তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আলোচনার প্রসঙ্গই ছিল কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও সন্ন্যাস।

"বাংলা ১৩৪৫ সনের কথা। ফাল্গুন মাস। শ্রীশ্রীমা তখন বিন্ধ্যাচলে। একদিন মা'র ঘরে শঙ্করানন্দ স্বামীজী ও উপেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন। মা উপেন্দ্রবাবুকে বলিতেছেন-"আচ্ছা বাবা, এই যে কেহ কেহ বলে, সংসার ত্যাগ করিয়া গেলে পাছে পরিবারের ভোগে কাঁটা হয়, এই মনে করিয়া যে তাহাদের দুঃখ হয় ও এই দুঃখের জ্বালায় আবার ফিরিয়া আসিতে হয়; আবার এইভাবে বাহিরই হয় না-এ কথাটা তোমার কেমন মনে হয়?" উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমার মনে হয় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া যাওয়া উচিত। তাহাকেও আশ্রমে রাখিয়া তাহাকেও ধর্মভাবে চালাইবার চেষ্টা করা উচিত। তবেই ধীরে ধীরে দুজনেরই শান্তভাব আসে।" শঙ্করানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন: 'একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একেবারে ছাড়া ঠিক নয়। কিন্তু একটু যদি ঐ দিকে দৃষ্টি যায় তখন আর কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকে না।" এই সব কথার পর মা বলিলেন, 'দেখ এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি যতক্ষণ, মায়াও ততক্ষণ। তুমি রক্ষা করিবার কে? তোমায় যিনি চালাইতেছেন, তোমার পরিবার বর্গকেও তিনি চালাইয়া নিবেন-এ বুদ্ধিতো আসে না। তোমার মধ্যে যে বাসনা আছে, তাই তোমার কাছে কর্ত্তব্যরূপে দেখা দিতেছে।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, গুরুপ্রিয়া, ৭ম ভাগ পূর্বাদ্ধ। ১২৭পৃঃ)।

মা'র কথায় পরিষ্কার যে আমাদের অহংবোধ বাসনাই কর্ত্তব্যরূপে দেখা দিতেছে। তাইতো মা বলেছেন "তুমি কারও হয়ে যাও। এবং মনে কর যা কিছু তুমি করছ সে সব তারই শক্তিতে হচ্ছে।" তাই নিরন্তর 'আমি' নয় 'তুমি' এই ভাবটা রাখতে রাখতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলেই মলিন 'আমি' অর্থাৎ জীব আমিটি সরে গিয়ে বিশ্ব বিশ্বাতীত 'তুমি' ভাবটি গুরুকৃপায় স্বভাবে পরিণত হয়ে গেলেই তখন বুঝতে পারবে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে একমাত্র তিনিই আছেন-ব্যক্ত অব্যক্ত, 'ইদং সর্ব্বং' রূপে যা কিছু সবই তিনি ব্যতীত আর কিছুই নয়-এমন কি নিজের এই শরীর 'তিনিই', তখনই আমি তুমি সব সরে গিয়ে 'সোদহং' উপলব্ধি এসে যায়। শ্রীশ্রীমা বলেন, "অহংকার অর্থ কি? প্রথম যখন অজ্ঞান অবস্থায় অহংকার থাকে তখন সেই অহংকার দিয়া ক্রিয়া হয়। তাই উহা অহং-কার। আবার এই অহংকার যখন পরমার্থ পথে নিয়োজিত হয় তখন এই অহংকারই সোহহং অর্থাৎ (আমি ভিন্ন) আর কেহ না।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। গুরুপ্রিয়া ১০ম ভাগ। ৩০ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী

শ্রী নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নে মার মুখ থেকে বের হল 'পূর্ণব্রহ্মনারায়ণী' শব্দটি (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৮৮)। ভক্তের ভাবে মাতৃদেহ থেকে উচ্চারিত হয়েছে মাতৃপরিচয়। 'নারায়ণী' শব্দটি প্রকাশিত হয়েছে বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থে। দেবী পুরাণে বলা হয়েছে যে যিনি নার বা জল বা তত্ত্ব বা নরসমূহের আশ্রয় স্বরূপ তিনি 'নারায়ণী'–তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছেন। দেবী পুরাণ বলছেন, "জলায়না নরাধারা সমুদ্রশয়নাপি বা। নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারী প্রবর্ত্তিকা॥ নারায়ণী দেবী পুরাণে স্বশ্রয়া ও স্বতন্ত্ররূপে ব্যক্ত হয়েছেন। আদিতি নারায়ণী–তিনি জলগণের অখন্ডরূপ। এখানে যে জলের কথা বলা হল, এই জল আকাশেরই সূর্যরশ্মি। আদিতি নর সমূহের আশ্রয় স্বরূপা অর্থাৎ নারায়ণী। পরবর্ত্তী কালে আকাশের সূর্যরশ্মি এবং সমুদ্রের জলের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

অপ্ বেদের দেবতা। অপ্ অর্থে জল বুঝাচ্ছে বেদে। জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি। অগ্নি জলের পুত্র। ঋক্‌বেদ বলছেন "আপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ" (ঋ.বে.১০.৯১.৬)। অর্থাৎ 'জলমাতৃগণ অগ্নিকে জন্মদান করে।' যা সর্বব্যাপ্ত তাই জল, যাস্ক বলেন "আপ আপ্নোতেঃ" (নিরুক্ত, ৯.২৬.১৯)। আকাশ সর্বব্যাপী এবং আকাশই সমুদ্র বলেছেন বেদ। এদিকে পৃথিবীর জলধিও সমুদ্র। "সমুদ্দ্রবন্ত্যস্মদাপঃ" (নিরুক্ত, ২।১০) অর্থাৎ 'আকাশ থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, তাই সমুদ্র'।সূর্যাগ্নির তেজ সমন্বিত মহাকাশ সমুদ্র বা অপ্ বলে বৈদিক ঋষিদের কাছে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া মেঘরূপী জলের আধারও তো আকাশে সমুদ্র, আর জলের কর্ত্তা তো সূর্যই। তাই বৈদিক এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই সূর্যশক্তিকে 'নারায়ণী' বলেছেন পুরাণকারগণ। নারায়ণী আকাশ সমুদ্রের এবং পার্থিব সমুদ্রের বা সলিলের আধার স্বরূপা বা আশ্রয়। পুরাণে জলের এক নাম পূর্বেই বলেছি নার, সেই নারে যিনি শয়ন করেন তিনিই সূর্যশক্তি নারায়ণী। প্রতি নরে, প্রতি জীবে বুদ্ধিরূপে তিনি অবস্থান করেন। নরগণ তাঁকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, আর নারায়ণী দেহে আছে বলেই বিশ্বমানব নর বলে খ্যাত। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মা নারায়ণী আবার প্রতিটি নরে নারায়ণী মূর্ত্তিতে তিনি হৃদয়কমলে বিরাজ করছেন।

মা নারায়ণী। ঋক্‌বেদ বলছেন জল সৃষ্টি পূর্বে সমাবস্থায় স্থিতিতত্ত্বে ছিল। তাতে এল গতিতত্ত্ব, এল জ্যোতিঃ–এই জ্যোতি প্রতীকই অগ্নি। অগ্নি এলেন কি করে? হয়তো কোন বৈদিক ঋষি দুখন্ড শুষ্ক কাষ্ঠে ঘর্ষণ করেছিলেন, তারফলে প্রকাশ হল অগ্নির। ঋষির অনুভব হল–যাকে অগ্নি বলে দেখা গেল, বাস্তবিক তা অগ্নি নয়। অগ্নির সাময়িক একটা বিকাশ মাত্র। প্রকৃত অগ্নি ইন্দ্রিয়ের অগোচর এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিবিশেষ, যা কেবল বিশেষ অবস্থায় প্রকাশমান হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। জগতের আদি কারণ অতীন্দ্রিয় শক্তি–আর কোন শক্তি দ্বারাই জগত সৃষ্টি হয়ে থাকবে। তারপর শুরু হল অগ্নির স্তব। অগ্নির স্তব সময়ে সময়ে বৈদিক ঋষিগণ মনন করতেন বলে স্তবের নাম হল মন্ত্র। পরিতাপের বিষয় হল এই যে অনেকে বলেন প্রথম অগ্নির যে স্তব প্রকাশিত হয়েছিল, তা আজ আর মানবের স্মৃতিতে নাই। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে ঋক্‌বেদের আরম্ভ হয়েছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি স্তুতি দিয়ে। অগ্নি 'দীপ্তিমান' (ঋক্‌বেদ ১.১.১.)। দ্যুত্যর্থক 'দিব্' ধাতু থেকে দেব ও দেবতা শব্দ সাধিত হয়। অগ্নি অদৃশ্য থাকেন এবং কোন কোন অবস্থায় দ্যুতিমান হন, তাই বৈদিক ঋষি অগ্নিকে দেবতা আখ্যা দিয়েছেন এবং সর্বপ্রথমে দেবতা বলে অগ্নিরই স্তুতি করেছেন ঋকবেদের প্রথম সূক্তের প্রথম শব্দে। ঋষিগণ অনুভব করলেন বায়ু, বরুণ, বিবস্থান, আদিত্য, ইন্দ্র, প্রভৃতিরও সময়ে সময়ে অসাধারণ শক্তি প্রকাশিত হয়। তাঁদেরও স্তুতি করা হল ঋক্‌বেদে। ঋষিমনে প্রশ্ন জাগল এই সকল শক্তি তথা মহতী শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্রকি না? কালাতীতে দীর্ঘতমা ঋষির অনুভূতি হতে প্রকাশিত হল "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋক্‌বেদ ১.১৬৪.৪৬) অর্থাৎ 'একই সৎপদার্থ আছেন যাঁকে বিপ্রগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে স্তব করেন।' কেউ কোন দেবতার স্তুতি করলে তা 'একং সদ্'-এ পৌঁছাবে। কেন না ঐ সব দেবতারা তো 'একং সদ'-এরই শক্তি। আদিতে 'একং' সদ্‌পদার্থের কোন সংজ্ঞা ছিল না। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বৃহৎ পদার্থই বেদের প্রতিপাদ্য-বেদ ঘটপটাদির মত ক্ষুদ্র পদার্থের বর্ণনা করেন নি। 'বৃংহ' ধাতু থেকে বৃহৎ এবং ব্রহ্ম এই দুটি শব্দের উৎপত্তি এবং উভয় শব্দই একার্থক। সেজন্য বেদকে ব্রহ্ম বলা হয় এবং বেদ মন্ত্রকেও ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়। ত্রেতাযুগে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ জগতের আদি কারণ এবং মূলতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন এবং সেই সময়ে সেই বৃহৎ মূলকারণের প্রতি 'ব্রহ্ম' শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই সব ঋষিগণের আলোচনা 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে অভিহিত হয়েছিল। দ্বাপরের অন্তিম সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র নামক অতুলনীয় গ্রন্থে 'ব্রহ্মবিদ্যার' শেষ মীমাংসা বিধৃত করেন। বর্তমানে ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত বলে অভিহিত হয়ে থাকে, কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদের অন্তশিক্ষা ব্রহ্মসূত্রে আছে বলেই তার এক নাম বেদান্ত।

ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তি দ্বারা জাগতিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি শক্তি সমূহই আমাদের ব্রহ্ম বিষয়ক অনুভূতির মূলকারণ। উপরোক্ত শক্তি সমুহের উপাসনা হতেই ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে অগ্নি জ্যোতির জ্যোতি। অগ্নি দিব্য মহাশক্তি। যাস্ক বলেছেন 'অগ্নিরপ্যদিতিরূচ্যতে' (নিরুক্ত ১১।২৩) অর্থাৎ 'অগ্নিই অদিতি।' আবার 'অগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ'. (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১।৩) অর্থাৎ অগ্নিই সকল দেবতা। অদিতি তাই নারায়ণী-জলশায়িণী। নারায়ণী স্বয়ং জল, সমুদ্র, সলিল এবং জলমাতৃগণের মাতা। অদিতি ব্রহ্মান্ড ব্যাপী যে তেজোরূপা শক্তি, তারই নাম নারায়ণী।

অদিতি আলোকতত্ত্ব। স্বয়ং অমৃততত্ত্ব। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন দিতি আঁধারতত্ত্ব এবং মৃত্যু তত্ত্ব হয়ে। দেবতা সৃষ্টির কারণ নয়, যখন স্বয়ম্ভূ এবং পরমেষ্টি পিতামাতা রূপে এলেন, তারপর এলেন দেবতারা। যজ্ঞে দেবতার প্রকাশ ঘটল। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা শক্তি বা সত্তা হিসাবে দেবতা এলেন এবং এই দেবতা আসার সূচনা হয়েছিল সূর্যমন্ডলে। সূর্য যজ্ঞনারায়ণ বা সূর্যশক্তি নারায়ণীতে কোন ভেদ নেই। বৈদিক মতে সপ্তহোতৃ যজ্ঞ সূর্যে শুরু হয় মন, প্রাণ ও পঞ্চভূত নিয়ে। এই ভাবেই সৃষ্টি যজ্ঞ দ্বারা ঋষিগণ, পিতৃগণ ও দেবতা বিশ্বনিখিলে প্রকাশিত হলেন সূর্যমন্ডল থেকে। সূর্যমন্ডলে অসুর নেই। সেখানে শুধু দেবতা আর দেবতা। এসব ঘটালেন কে? ঋক্‌বেদ বলেছেন, "কেউ কি সৃষ্টি করেছেন বা করেন নি-তা কেবল সৃষ্টির অধ্যক্ষ জানেন। তিনি পরম ব্যোমে আছেন অথবা তিনিও না জানতে পারেন।" (ঋক্‌বেদ ১০.১২৯.৭)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ এই সম্পর্কে বলেন, "তিনি যে জানেন না তা যেন জেনেও জানেন না। জ্ঞাতার জ্ঞানের বিলোপ নেই, কারণ তা অবিনাশী। তিনি যে জানেন না তার কারণ এই যে তা থেকে দ্বিতীয় এমন কোন বস্তু নেই যে তিনি জানবেন" (বৃহ.উপ. ৪.৩.৩০)। তা হলে সৃষ্টির অধ্যক্ষ কে? ঋক্‌বেদ তো একথাও বলেছেন যে তিনি 'পরম ব্যোমে' আছেন। পরম ব্যোমে আছেন নারায়ণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদিতি আর নারায়ণী এক ও অভিন্ন। অনন্ত অসীম শক্তি সমুদ্র হলেন অদিতি, তাই প্রকৃত পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী তিনি। তিনি শক্তি সমুদ্রে শয়ান, তাঁর একবিন্দু জলই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড 'দ্রপ্সশ্চস্কন্দ' (ঋক্‌বেদ ১০.১৭.১১)। কারণ নারায়ণী জলমাতৃগণের মাতা, তিনি জল এবং তিনিই বিরাজতত্ত্ব। 'নারায়ণী' শব্দটি বেদে নেই, কিন্তু বহু দেবীর সঙ্গে নারায়ণী তত্ত্বের তাত্ত্বিক পরিচয় প্রকাশিত। শুধু তাই নয়, সরস্বতী ও নারায়ণীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। সরস অর্থ নার বা জল–জলের যিনি আশ্রয় বা যিনি জলরূপা তাঁকে বেদে বলা হয়েছে সরস্বতী, নারায়ণীও তাই। উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 'সরস' অর্থে 'জ্যোতি' বুঝায়, তাই সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী। নারায়ণী জলরূপ ও জ্যোতির্ময়ী–পার্থিব সমুদ্রে তিনি জলরূপা এবং আকাশ সমুদ্রে জ্যোতির্ময়ী। সরস্বতী বেদে "শ্রেষ্ঠতমা, জলরূপে, নদীরূপে, জ্যোতিরূপে এবং মাতারূপে বন্দিতা" (ঋক্‌বেদ ২.৪১.১৬)। জলই মাতৃদেবতা, জলেই অগ্নির বাস, অগ্নির মধ্যেই সমস্ত দেবতা। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে "ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষেত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা। ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী॥" (ঋক্‌বে. ২.১.১১)। অর্থাৎ 'হে অগ্নি, তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শতবৎসরের ইলা, তুমি দানসমর্থ। হে ধর্মপালক! তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী।' বেদের এই সরস্বতীকে ঋষিগণ 'বাক' বলেছেন। তাই বৈদিক সরস্বতী ও নারায়ণীর একাত্মতা। আর সরস্বতীই হলেন মা–নারায়ণী স্বরূপিণী। মা সব সময় রহস্যময়ী, তাঁকে ধরা যায় না। মা স্বতন্ত্রা–তিনি পূর্ণ, তাই তাঁকে পারমার্থিক সত্তায় স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক কোন লিঙ্গে সীমাবদ্ধ করা যায় না–তিনি অসীম। তাঁকে একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ী বলে উপনিষদের ভাবধারায় অভিহিত করা যায়। মা যখন ব্রহ্মময়ী বা পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপে ভক্তের ভাবে ব্যক্ত হন, তখন তো তাঁর রূপের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু যখন সাধকের বা ভক্তের ভাবের চেতনায় অনুগ্রহ করতে খেয়াল করেন তখন তিনি সীমায় আসেন, রূপের মধ্যে অরূপা মাকে উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করে ভক্তসাধক। মাকে রূপের মধ্যে উপাসনা করে সে কৃতার্থ হয়। পুরাণে নারায়ণী বলেছেন "ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূল রূপেন ভূধর। তত্রারাধ্যতমা দেবীমূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা॥" অর্থাৎ স্থূল রূপে আমি বিশ্বব্যাপী রয়েছি, এই স্থূল রূপের মধ্যে সত্বরমুক্তিদায়িনী আমার দেবীমূর্ত্তিই সর্ব্বোপরি আরাধনীয়া। মায়ের অনন্তরূপ, অনন্তমূর্ত্তি। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী স্বরূপিণী মা ভক্তের ভাবে কখনও কখনও সরস্বতীর রূপে আপনাকে আপন খেয়ালে ব্যক্ত করেছেন বিংশ শতাব্দীতে।

"তখন বেলা দশটা। এই পরিষ্কার সূর্যালোকে নির্মলবাবু দেখিলেন, নাচ-ঘরের একটা থামে হেলান দিয়া যেন সরস্বতী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। একটু নিকটে আসিতেই নির্মলবাবু দেখিলেন মাই ঐ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। নির্মলবাবু বলিয়াছেন–এত শুভ্রবর্ণ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তিনি খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনায় তিনি এত আশ্চর্য হইয়া ছিলেন যে, তখনই তিনি সকলের কাছে এই ঘটনা বলিয়া ছিলেন।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৫২)। এই সরস্বতী রূপে যে নির্মলবাবুর মাতৃ দর্শন হল তাকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ ভারতীয় শাস্ত্র বলেছেন দেবতার পূজায় ভাবে বিভোর হয়ে আত্মসমর্পণ করলে দেব দেবী দর্শন হয়–যাকে বলা হয় রূপদর্শন। কিন্তু পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণীর স্বরূপদর্শন বলে একে ভাবা যায় না। কারণ আসলে এটাই হল মায়ের রূপের লীলা–অরূপে তো আর লীলা হয় না।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতা মহাভারতের অংশ। ভীষ্ম পর্বের ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায় ভগবদ্ গীতা। গীতাতে ৭০০ শ্লোকের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্লোক ৫৭৫টি, অর্জুন কথিত শ্লোক ৮৪টি, সঞ্জয় কথিত শ্লোক ৪০ এবং ধৃতরাষ্ট্র কথিত শ্লোক মাত্র একটি যা দিয়ে গীতার আরম্ভ–প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

গীতা সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ–সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ হবার যোগ্য। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১ নম্বর শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন–'যে যেভাবে আমার আরাধনা করে। আমি সেই ভাবে তাকে কৃপা করি।' ৭ম অধ্যায়ের ২১তম শ্লোকে বলা হয়েছে–"যারা ঈশ্বরের যে কোন রূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করতে ইচ্ছা করে, আমি তাকেই সেই মুর্ত্তিতে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করি।" নবম অধ্যায়ের ২৩নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে "যারা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্য দেবতার উপাসনা করে, তারাও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করে।" এই সার্বজনীনতা উদারতা অন্য ধর্মগ্রন্থে মেলেনা।

গীতা একটি উপনিষদ্। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বেদব্যাস গীতাকে উপনিষদ্ বলেছেন। গীতা-ধ্যানে বলা হয়েছে উপনিষদ্ রূপ গাভী সমূহের দুগ্ধই গীতামৃত। উপনিষদের মত গীতাও আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলেছেন।

গীতাকে বলা হয় পঞ্চমবেদ। গীতাতত্ত্ব ও বেদবাণী অভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, গীতা বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য।

গীতা ও ভাগবতে একই তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। গীতার বক্তা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ এবং ভাগবতের বক্তা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে জ্ঞানযোগ বর্ণিত হয়েছে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভক্তিযোগ বর্ণিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থেই জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগতত্ত্ব সমানভাবে স্থান পেয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে, "অনন্যচিত্ত হয়ে যারা সতত আমার স্মরণ মনন করে আমি তাদের নিকট সুলভ।" ১৪ অধ্যায়ের ২৬তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন-'অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়।' তেমনি ভাগবতে ও আছে-আত্মারাম মুনিগণ অহেতুক ভক্তিলাভ করেন। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দের শেষে শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন। ভাগবতের বেদস্তুতিতে বলা হয়েছে–

"আত্মতত্ত্ব নিলামায় অবাত্মতলো"।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬৬নম্বর শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে সবধর্ম পরিত্যাগপূর্বক তাঁর শরণাগত হবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে আছো সর্বপ্রযত্নে সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ আমার শরণাগত হও। তাহলে আমার দ্বারা অকুতোভয় হবে। শরণাগতির দ্বারাই ভক্ত অভয় লাভ করেন শ্রীশ্রীচন্ডীর শেষে মেধা ঋষিও রাজা সুরথকে ভবভয়নাশের জন্য পরমেশ্বরী ভগবতীর শরণাগত হতে বলেছেন।

গীতা বিষাদযোগ দিয়ে শুরু বা আরম্ভ আর প্রসাদে তার উত্তরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কাবিরাজ মহাশয় বলেছেন–'গীতার আদর্শ পূর্ণযোগ বা পূর্ণ সন্ন্যাস। যাহাতে ক্ষর ও অক্ষর উভয়ই লাভ হয়। অথচ উভয়েরই সঙ্গে নির্লেপ থাকে। পুরুষোত্তম লাভ হয়। ইহাতে নিজেরও লাভ, অন্যেরও লাভ।

নিজের লাভ সে নিষ্কাম, অন্যের লাভ সে কর্মী। তাহার কর্মের ফল জগতের আসন হইয়া যায়। কারণ. সে উহার দাবী করে না। সকাম কর্মদ্বারা জগতের উপকার হয় না। নিজেরও হয় না।

গীতার আদর্শমতে আপন ও পর এক হওয়া চাই। ইহাতে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় আছে। জ্ঞানের নিষ্কাম দিকটা লইয়া কর্মের মলিনতা নষ্ট করিয়া দিলে বা কর্মের বেগে জ্ঞানের শুদ্ধস্থিতিকে dynamise করিলে উভয়ই পূর্ণ হয়। পুরুষোত্তম idea টাও তাই। ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয়।

আর্দশ যোগী ও সন্ন্যাসী কার্য কর্ম করিবে। তার ত ফলস্পৃহা নাই–তার কর্মে উহার নিয়ন্ত্রণ নাই। কার্য কর্ম কি? স্বভাবজ কর্ম=স্বকর্ম=স্বধর্ম=প্রকৃতি=হৃদয়স্থ ঈশ্বর প্রেরণা।

উহা করা মানে "ঈশ্বরাদেশ পালন করা" বা স্বপ্রকৃতির নিয়োগে চলা। ইহাই স্বধর্ম পালন উহাই গুরু বাক্য পালন। উহাই voice of God মানা। উহাই স্বকর্ম সম্পাদন।

পূর্ণ যোগী ও পূর্ণ সন্ন্যাসী অভিন্ন। তাহাতে কর্ম ও অকর্ম একাকার; অর্থাৎ যে ফল চায় না অথচ কর্ম করে, অথবা যে কর্ম ত্যাগ করেনা অথচ ফল ত্যাগ করে। ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

☆

মা আনন্দময়ীর চরণবন্দনা

–শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

দাও মা আনন্দময়ী দাও বরাভয়;
তোমার বিভায় যেন কেটে যায় ভয়।
সংসার দুঃখের আগার, দাও মহানন্দ;
তোমার আভায় সব ঘুচে যাক্ দ্বন্দ্ব।

তুমি যে মহাশক্তি, বিশ্বের আকাশে;
তোমার প্রকাশে দীপ্ত, ঘন-কৃষ্ণ নাশে।
সকল কালিমা তুমি মুছে দিয়ে গেলে;
পেলাম পরম তৃপ্তি, দেখি চক্ষু মেলে।
খন্ডতা, প্রতিহিংসা, ঘৃণা, লজ্জা ভয়;
সবকিছু মেটাবার দিলে বরাভয়।

তোমার আশিস্ পেয়ে দুঃখী, যোগী, ভোগী;
তোমার করুণায় ধন্য ঘৃণ্য ছুত, রোগী।
সবারে সমান ভাবে কোলে টেনে নিলে;
সত্যই আনন্দময়ী তুমি, স্নেহ দিলে ঢেলে।
প্রণাম তোমার পদে, দিও আশীর্বাদ;
তোমার প্রভাবে যেন ভুলি জাত-পাত।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি চারণ

(নয়)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

৫ই আগষ্ট—

Blancajiর সঙ্গে সোলন থেকে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে একদিন দিল্লীতে বিশ্রাম। পথে আসতে আসতে মনে হল, মা কতদিক রক্ষা করেন, আমাদের বুঝতেও দেন না। বীথুকে গরমে পাহাড় অঞ্চলে থাকবার ব্যবস্থা মাই করে দিলেন। বাবা মার ও কত সুবিধা হল। মায়ের আদেশ পেলেই বাবা পালন করেন। আমার মায়ের কাছে শুনেছি যে বাবা শ্রীশ্রী মাকে প্রথমেই বলেছিলেন, "আমাকে যা বলবার পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় বলবে। 'যদি তোমাদের সুবিধা হয়' ইত্যাদি হেঁয়ালীর ভাষা আমায় বলবে না।"

শ্রীশ্রী মা নিশ্চয়ই বাবার এই প্রার্থনা স্বীকার করেছেন। কেননা ছোট, বড়, অনেক ঘটনাতেই দেখা গেল যে মা স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন এবং বাবা আপত্তি থাকলেও তা শিরোধার্য্য করে নিয়েছেন। একটু চিন্তা করলে বাবার এই আদেশ পালনের মাহাত্ম্য যে কত গভীর তা বোঝা যায়।

বৃন্দাবনে মায়ের জায়গায় পৌঁছালাম। প্রথমেই শুনি গিনির সহর্ষ ডাক, "রেণুদি, রেণুদি এসেছে।" দিদিও দেখে খুশী হলেন। বললেন, 'আজ সারাদিন তোর কথা মনে হচ্ছে যে রেণু এখনও এল না।'

মা কীর্তনে বসেছিলেন। কাছাকাছি যেতেই বললেন, "একটা গামছা জলে ভিজিয়ে আন তো।" কোথায় গামছা, কোথায় জল, কোথায় মার ঘর, খোঁজে বেরিয়ে এলাম। মাকে গামছা নিয়ে গিয়ে দিলাম। মার সঙ্গে আমার কাজেরই সম্বন্ধ। যাক তাতে আমি খুশীই তবে কোনও কোনও সময়ে মনে হয় মার কাছে পা মুড়ে কিছুক্ষণ বসতে পারলেও বোধহয় খুব ভাল লাগবে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমজী কাল এখানে প্রসাদ পাবেন, তাই দিদি মিষ্টি করতে বসলেন সৎসঙ্গের পর। আমিও আছিই, রাত দুটো বাজল শেষ হতে। ওপরে গিয়ে দেখি মার ঘরের সভাও তখনই ভঙ্গ হয়েছে। সকলে শুতে চলে গেলে মা আমাকে বসিয়ে সোলনের সব ব্যবস্থার কথা শুনলেন। আরও অনেক খবরাখবর দেবার ছিল। শরণানন্দজীর লোকেদের নিয়ে একটু গোলমাল হবার উপক্রম হয়েছিল—সে সব কথা শুনলেন। মহাত্মা অতি উচ্চ স্থানীয় ও বিরাট পন্ডিত, কিন্তু ব্যবহারিক জগতের খবর রাখতে পারেন না।

আমার চশমাটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। কি বিপদ। এরই মধ্যে মায়ের কথা কানে গেল, "যেখানে, সেখানে, যেভাবে, সেভাবে, সময়ে অসময়ে ভগবানের নাম নেওয়া। সত্যিই ছোটকালে না করলে হয় না। বুড়ো হলে গ্রন্থিগুলি আঁট সাঁট হয় কি না। ভাঙ্গা চোরা মুস্কিল।"

৬ই আগষ্ট—

শেষ মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমজী ও মোতিরাণী বলে গেলেন যে তাঁদের প্রসাদ পাবার সময় নেই। মা শুনে বললেন, "সব জিনিষই ত' খেলা নয়। ভোগ দেবে বলেছিল, তুলসী মঞ্জরী পর্যন্ত তৈয়ার রাখা হয়েছে।"

মায়ের আদেশে দুজন সাধুকে ডেকে খাওয়ানো হল। দিদি পরিবেশন করলেন আর আমি মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাওয়ালুম। সন্ধ্যায় দিদির সঙ্গে বসে অনেক কথা হল। কালকায় যে খাবার পাঠিয়েছিলাম তার প্রশংসা করলেন। মা নাকি বলেছেন–একটু ত্যাগের ভাব জাগলেই এই সব দিক খুলে যায়। বোধহয় তার মানে যে নিজের কথা না ভেবে অন্যের সুবিধার কথা মনে আসে।

৭ই আগষ্ট–

আজ মার কাছে অনেকক্ষণ বসতে পেয়েছি। মা কৃপার কথা বলছিলেন। বললেন, "তাঁর কৃপা হলেই কৃপার অনুভব হয়। কৃপা ত আছেই। যদি মন ঠিক থাকে তা হলে কিছুই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। গাছ, পাথর, নদী সব বিপদ থেকেই তিনি উদ্ধার করেন। মানুষ সাধন করে ভগবৎ প্রাপ্তি করবে–সাধনা ত অনন্ত।" আমার মনে হয় মা বলছেন যে মানুষের নিজের সাধ্য ক্ষমতা অতি অল্প, কৃপা ভিন্ন হবার নয়। বলছেন, "সব সময় দরজা খুলে রাখবে, কোন সময় হাওয়া বয়ে যায়।' পটলদা এসেছেন, তিনি আপত্তি করে বললেন 'ও সবের মধ্যে আমি নেই। কৃপা ত 'ছপ্পর ফাড় কর' হওয়া উচিত।"

মা–হ্যাঁ তাই ত' হয়।

কিছুক্ষণ পর মা সমাগত সাধুদের বলছেন–"এদের ভাগ্য যে এরা পিতাজীদের ভগবদ নামরূপী অমৃতবাণী শুনবার অবসর পেয়েছে।"

মায়ের সঙ্গে সৎসঙ্গের এটা একটা নিয়মিত ব্যপার। সবাই মাকেই প্রশ্ন করে এবং মায়ের কথাই শুনতে চায়। মা আবার লক্ষ্য রাখেন যে মহাত্মারা বাদ না পড়েন। মাঝে মাঝেই তাঁদের থেকে দু একটি কথা আদায় করে তাঁদের সম্মান রক্ষা করেন। মার ব্যবহার যাকে ইংরাজীতে বলে অতি polished, সাধারণ দৃষ্টিতে কোনও ভুলচুক থাকে না।

খুব ঝমাঝম্ বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। সবাই কিছু কিছু ভিজে গেল। মা বলছেন, 'হ্যাঁ এই রকম ঝপ্ ঝপ্ করে নামলে (কৃপা) সবাইকে ভিজিয়ে দিয়ে যাবে।'

৮ই আগষ্ট–

আজ সকালে মার সঙ্গে হরিবাবার, উড়িয়াবাবার সৎসঙ্গে 'মহারাস' দেখতে গেলাম। হরিবাবার অতি নিষ্ঠার programme, এই রাস–বৃন্দাবনের নিত্য লীলা। ছোট ছোট ছেলেরা কৃষ্ণ, রাধা, গোপিনী, গোপালবালক সাজে এবং বৃন্দাবন লীলার কোনও ঘটনা নাচগান কথাবার্তা বলে বলে দেখায়। আমার ত বিশেষ ভাল লাগল না, কেননা ব্রজভাষা বোঝা যায় না, তারপর ভাষা ছাড়া ওই নাচগান অর্থহীন।

ভয়ানক ভীড়। মা মেয়েদের নিয়ে বিপদে পড়েছেন। মাকে অভ্যর্থনা করে সামনে নিয়ে যাবে কিন্তু মা মেয়েদেরও নিজের সঙ্গে রাখবেন। কোনও রকমে সকলের মঞ্চের ওপর স্থান হল।

বিকালে মার সঙ্গে জগন্নাথ মন্দির, যমুনার ধারে দর্শন করতে গেলাম। মা এই স্থানে অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাজমোহিনী দিদির সঙ্গে ছিলেন কিছু সময়। আজকাল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম আছেন।

৯ই আগষ্ট–১১ই আগষ্ট–

অনেক লোক এসেছে। মোহনানন্দজী মহারাজও এসেছেন। শোভনদা, কমলদা, সিমলা থেকে কুসুম, এলাহাবাদ থেকে ভূপেন ও বিন্দু। কোলকাতা থেকে মনোরঞ্জনদা যথারীতি এক রাশি ফল তরকারি নিয়ে। আমার ত রান্নাঘর ও পরিবেশন। কীর্তন সৎসঙ্গের খবর পাইনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২ই আগষ্ট—

আজ ঝুলন পূর্ণিমা। উড়িয়াবাবা সন্ধ্যার পর খেতে আসবেন। সকাল থেকে যোগাড় দিতে দিতে হয়রাণ। রান্না শেষ হবার আগেই মহাত্মা এসে হাজির।

মহাত্মাজীকে দিদি পরিবেশন করলেন ও আমি মাকে খাওয়ালাম। হরিবাবা ও উড়িয়াবাবা দুই বন্ধু। একজন বৈষ্ণব ও অন্যজন বৈদান্তিক। কিন্তু একই সৎসঙ্গে দুজনে বসেন। হরিবাবা শুনেছি মাকে নিজের ইষ্ট গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে দেখেন। আর উড়িয়াবাবা মাকে বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি বা গীতার 'স্থিত প্রজ্ঞ' বলে মনে করেন।

সন্ধ্যার পর, সকলে 'মহারাস' দেখতে গেলুম। ৯টার পর সকলে ফিরে এসে নিজেদের আশ্রমে কীর্তনের যোগাড় করা হল। ১০টা থেকে ১২॥টা খুব চমৎকার কীর্তন হল। জমজমাট কীর্তনের আনন্দই আলাদা। সকলে মাকে মালা দিল, মাও দিলেন। গিনি কতকগুলি হাতে বাঁধবার সূতোর রাখি যোগাড় করেছে। কিছুতে জট ছাড়াতে না পেরে আমি ওই গোছাশুদ্ধই মার হাতে বেঁধে দিলাম। মা কিন্তু একটি একটি করে ওই গুলি খুললেন এবং সবাইকে বেঁধে দিলেন। শেষটি আমাকে দিয়ে বললেন, "এটা ওর কাজের জন্য। কেমন আমার হাতে সব একসঙ্গে পরিয়ে দিল।" সবাই হাসতে লাগল।

আবার রওনা হতে হবে শুনছি।

(ক্রমশঃ)

☆

গান

—ডা. চিত্ততোষ চক্রবর্তী

(শুধু) হরি বোল বললে কি আর
হরি পাওয়া যায়?
মুখে হরি হরি বলি
মনটা যে হয়না খালি
ঘুরে ফিরে মন কেবল
বিষয় পানে ধায়॥

হরি বোল বললে কী আর হরি পাওয়া যায়?
হরি প্রাণে আসবে সেদিন
নয়ন জলে ভাসবে যেদিন
আমি আছি আর হরি আছে
অন্য কিছুই নাহি সেথায়॥

হরি বোল বললে কী আর হরি পাওয়া যায়?
হরি কথাই মায়ের কথা
মায়ের কথাই হরি কথা
আকুল হয়ে ডাকলে মাকে
হরি পাওয়া যায়॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী স্মৃতি

(মন্ডীতে দুর্গাপূজা)

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

৩রা অক্টোবর, ১৯৫৯, শনিবার—

মহালয়া, দেবীপক্ষ আরম্ভ–ঘটস্থাপনা। এ বছরে দুর্গাপূজা মন্ডীর রাজা ও রাণী কাশীতে করাচ্ছেন। মহালয়ার দিন হতে (৩রা আক্টোবর) ঘটস্থাপনা ও নবরাত্রির পূজার সূচনা হল। অন্নপূর্ণার মন্দিরের ভেতরে যেখানে ঘটস্থাপনা হয়েছিল–কুসুম ব্রহ্মচারী নিত্য ঘটপূজা–আরতি, একটি কুমারী পূজা ও চন্ডীপূজা করতেন। কান্তিভাই নিত্য ভাগবত পাঠ করতেন। মা এসে অন্নপূর্ণার সামনের দরজার কাছে ভেতরের দিকে বসতেন। মন্ডীর রাণী নিত্য নব নব সাজে মাকে সাজাতেন–এক এক দিন এক এক রকম সাদা বেনারসী। প্রথমদিন মাকে ফুলের মুকুট হার ও বালা পরিয়ে আরতি করলেন। রাজা ও রাণী দুজনেই খুবই ভক্ত ও মার একান্ত অনুগত। তাঁরা দুজনেই যতক্ষণ পর্যন্ত পূজা শেষ না হয় অন্নপূর্ণার দোরগোড়ায় বসে জপ করতেন। আজ থেকে পঞ্চমী পর্যন্ত রোজই সকালে এরূপ ঘটপূজা হত।

৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী—

আজ প্রথমে সকালে চতুর্থী পূজা হল–পরে পঞ্চমী লেগে গেছে বলে পঞ্চমীর পূজাও হল। আজ রাতে নামযজ্ঞের অধিবাস। মা রাত ৯॥টায় মাতৃমন্ডপে গেলেন। রাণীর ইচ্ছা দুর্গা নাম কীর্তন হোক। বীরেনদারা 'বন্দেমাতরম্' বলে অধিবাস কীর্তন মাতৃমন্ডপে আরম্ভ করল। মা বললেন, "জয় দুর্গা মা দুর্গা" এই ৭ অক্ষর মন্ত্র মেয়েদের আরম্ভ করতে। মা বললেন, "দুর্গা মার জয় দেওয়া মানে–তিনিতো নিত্য জয়যুক্ত আছেন–আমার হৃদয়ে তিনি জয়যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হোন–আমার মধ্যে তাঁর জয় হোক।" মা কিছুক্ষণ বসলেন, সারারাত মেয়েরা কীর্তন করল। মা প্রথমটা মেয়েদের হরেকৃষ্ণ সুরে জয় দুর্গা মা দুর্গা করতে ধরিয়ে দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন।

৭ই অক্টোবর, বুধবার, ষষ্ঠী—

আজ সকালে ষষ্ঠী পূজা নিত্য যেরূপ অন্নপূর্ণার মন্দিরে হয় তেমন হল। একটি কুমারী রোজ পূজা হয়। নামযজ্ঞের মালসা ভোগের ব্যবস্থা গোপালের ঘরে হয়েছে। ভোর ৫টা থেকে ছেলেরা কীর্তন ধরেছে। এবারের মালসা ভোগ চৈতন্যদেব–নিত্যানন্দ ও গোপালের শুধু সাজানো হয়েছে। এছাড়া মার আলাদা ভোগ সাজান হয়েছিল। মা গোপালের ঘরে (অন্নপূর্ণার পাশের ঘরে) ভোগে বসেছেন। সন্ধ্যেবেলা মা মাতৃমন্ডপে গেলেন। বীরেনদা তখন হরেকৃষ্ণ নাম ধরেছেন, বললেন যে ৮-৩০ মিনিট অবধি মহামন্ত্র কীর্তন চলবে। মা চন্ডী মন্ডপে ফিরে এলেন। প্রতিমার অঙ্গে তখন গহনা ও অস্ত্র পরানো হচ্ছিল। মা ৯॥টায় বোধনের সময় এসে চন্ডীমন্ডপে বসলেন। দেবীর বরণ ও বোধন রাত ১০টায় হল। এবছরও কুসুম ব্রহ্মচারী পূজার পৌরহিত্য গ্রহণ করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী—

আজ সপ্তমী-মঙ্গলারতির সময় ভোর ৫টায় মা নীচে নেমেছেন। তারপর সমানে মা নিজে দাঁড়িয়ে পূজা মন্ডপের ভোগ, নৈবেদ্য ইত্যাদি আনুসঙ্গিক কাজের সব দেখাশোনা করছেন। মন্ডীর রাণীর দেওয়া সাদা বেনারসীতে চওড়া লাল পাড় পরে মা পূজা মন্ডপে বসা। কুসুমদা মার চরণ পূজা ও মাকে একটু খাইয়ে-দেবী পূজায় বসলেন। মাকে যখন খাওয়াচ্ছেন, তখন মা সবাইকে হেসে হেসে বললেন, "মার কাছে বসে ছোট্ট মেয়েটাকে আগেই খাইয়ে দিচ্ছ।"

আজ ২৭ জন কুমারী ভোজন কন্যাপীঠের লম্বা বারান্দায় হল। মন্ডীর রাণী ও যোগীভাই ৭ বছরের (সপ্তমী) দুজন কুমারী পূজা করলেন। কুমারী পূজার সময় মা বললেন, "সংসার নিয়ে খেলা না করে ঠাকুর নিয়ে খেলা করা।" কিছুক্ষণ পরে মা মন্ডপ থেকে উঠে এসে কন্যাপীঠের সদরের মার্বেলের পৈঠায় বসে ফল প্রসাদ দিলেন। সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় মা পূজা মন্ডপে এসে আবার বসলেন।

৯ই অক্টোবর, শুক্রবার, মহাষ্টমী—

আজও মা মঙ্গলারতির সময় নেমেছেন। সকাল ৭টায় নীচে এসে দেখি মাকে মন্ডীর রাণী আজ লাল জংলাটার ভারী টিসু শাড়ী গয়না পরিয়ে নীচে নিয়ে আসছেন। চন্ডী মন্ডপের সামনে মা বসলেন। লাল শাড়ীর আঁচল হিন্দুস্থানী ঢং এ পরা চুলের কৌমুদী ঠেলে বাঁ পাশ করে দিয়েছে, কানের দুপাশে সোনার ঝুমকা কাঁটা-গলায় হার-শ্রী চরণ যুগলে সোনার নুপুর। ঠিক যেন হিমালয় দুহিতা উপবিষ্ঠা। সে যে কী রূপ তা ভাষায় বর্ণনা করে যায় না। ছবি তোলা হয়েছিল কিন্তু cameraর পর্দায় যেন মার সেই প্রাণ মাতানো হাসিভরা মুখখানি ঠিক আসেনি। অত সকালে তখনো বিশেষ লোক সমাগম হয়নি। তাই অনেকে মার এই ক্ষণিকের রূপমাধুরী দেখতে পেল না। ৮টা নাগাদ মা তাঁর বেশভুষা খুলে ফেলে সাদা শাড়ী পরলেন।

আজ মহাষ্টমী-চতুর্দিকে অগণিত জনতার ভিড়। মা স্বহস্তে চমচম ও আপেল বিতরণ করলেন-তক্তপোষের উপরে দাঁড়িয়ে। যেন স্বয়ং দশভূজা দন্ডায়মানা। তারপরই ত্বড়িৎ বেগে মা উপরে এলেন ঘরে। অনেকে মাকে আজ অষ্টমীর পূজা করলেন। মা সবায়ের দেওয়া কাপড় পরে পরে বেড়োলেন। বহুবছর পরে মাকে সেই বইয়ের পাতায় দেখা অষ্টগ্রামের নববধুবেশে-লাল কস্তাপাড় মিলের কোড়া শাড়ী পরে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছিল। কন্যাপীঠের ঠাকুর ঘরে দিদিমা কার দীক্ষা দিচ্ছিলেন মার উপস্থিতি প্রার্থনা করায় মা সেখানেও গেলেন। নীচে কুমারী ভোজন হচ্ছে। আজও প্রায় ৩০ জন কুমারী ভোজন হচ্ছে। মন্ডীর রাণী ৮টি সোনার চাঁপা দিয়ে আজ মাকে অঞ্জলি দিয়েছিলেন। শুনলাম দুটি বাদে সব চাঁপা ফুলের স্তূপের ভেতর থেকে পরে পাওয়া যায়। ভক্তের দান একটি চিন্ময়ী ও একটি মৃন্ময়ী 'মা' গ্রহণ করেছেন।

ডাক্তার গোপালদার ইচ্ছানুযায়ী আজ মহাষ্টমীর দিন স্থানীয় হাসপাতালে 'মা নে ভেজা' থলিতে ফল ও মিষ্টি বিরতণ করতে কৃপালজী ও সরযূদি গেলেন। হাসপাতালের রোগীদের একটি একটি করে থলি দেওয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যারতির সময় আজ মাকে সতীদি একখানা সাদা লাল পেড়ে Bangalore শাড়ী পরালেন। উপরে এসে একটু বিশ্রাম করতে না করতেই পটলদা মাকে তাঁদের বাড়ীর দুর্গাপূজায় নিয়ে গেলেন। পটলদার বাড়ীর ঠাকুরের বিশেষত্ব আছে। মাকে এঁরা-এঁদের পঞ্জিকা মতে সন্ধি পূজার সময় নিয়েছিল।

আমাদের আশ্রমের সন্ধি পূজা রাত ১২টা থেকে ১টা হবে। মা এসে ঠিক পৌনে ১২টায় মন্ডপে ঢুকলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীবাবু–কালীবাবু সবাই এসেছেন। সন্ধি পূজোর সন্ধিক্ষণে মায়ের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। প্রদীপের ১০৮টি প্রদীপের শিখায় চতুর্দিক আলোকিত। ঐ রকম মহানিশার সন্ধিক্ষণ–কাশীধাম–মায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে বসে সেদিন. সকলের মনে যেন কী একটা আনন্দের স্পর্শের অনুভব হয়েছিল।

১০ই অক্টোবর, শনিবার, মহানবমী—

আজ অবশ্য মঙ্গলারতির সময় মা নামেন নি। আজ পূজার শেষদিন তাই মন্ডপে খুব ভীড়। মা বেরিয়ে এসে উঠোনে চৌকীতে বসলেন। মা আজ নিজের হাতে নকুলদানা প্রসাদ দিলেন। আজও কুমারী পূজা ও ৩০ জন কুমারী ভোজন হল। এই তিনদিনে ১০৮এর বেশী কুমারী ভোজন হয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা সন্ধ্যারতির পরে কন্যাপীঠের সব মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে মাকে মন্ডপের ভিতরে ঢুকে প্রণাম করল। রাতে তপনকে (স্বামী নির্মলানন্দজীকে) মা দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কিছু বলতে বলায় সে আধঘন্টা মাতৃ পূজার বিষয়ে বলল। সন্ধ্যেবেলা মা নীচে নামার আগে শিরমোরের রাজা বীরেন্দ্র সিং ও তাঁর স্ত্রী দুর্গা রাণী মাকে অন্নপূর্ণার উপরের ঘরে পূজা করল।

১১ই অক্টোবর, রবিবার, দশমী—

আজ দশমীর পূজার পরে মাকে রাণী অশ্রুসিক্ত নয়নে গান করতে বললেন। রাণী আজ খুব কাঁদছেন। তিনি এত ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতার মধ্যে থেকেও খুবই ভক্তিমতী। কী করে এত সুন্দর প্রতিমার বিসর্জন দেবেন এ ভেবে রাণীমার চোখের জল অঝোরে ঝরছে। শিরমোরের রাজারাণী ৯জন কুমারী পূজা করলেন। মা গান ধরলেন–"উমা-উমা-হা মা–উমা-ব্রহ্মময়ী আমার ব্রহ্মগোপাল।"

দুপুরে মা রাণীকে মার প্রসাদী লাল বেনারসী পরিয়ে সতীদির সঙ্গে দেবীকে সিঁদুর ছোঁওয়াতে পাঠালেন।

সিঁদুর লীলা—

একটু পরেই মা নিজে violet রংয়ের শাড়ী পরে নীচে নামলেন। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ত্বড়িৎ বেগে গিয়ে মা দেবীর পিছনে দাঁড়ালেন। প্রতিমা তার আগেই মাটিতে নামানো হয়েছে। মা দেবীর পিছনে হতে উঁকি দিলেন। তখনি নেমে এলেন। বেলুদি ও দিদি মার মুখ আঁচল দিয়ে মোছালেন। এবারে মার এক নতুন লীলা। মার কপালে কয়েকজন সিঁদুর দিয়েছিল। মা সেই অবস্থায় উপরে এলেন। হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বুনিদিকে ডেকে কাছে–"শোন শোন একটা কথা" বলে তাঁর মুখ নিজের মুখের কাছে এনে মার কপাল থেকে সিঁদুর বুনিদির কপালে লাগিয়ে দিলেন কপালে কপাল ঘসে। এইভাবে ২১জন কুমারী চিত্রা, পুষ্প, সতী, বিশুদ্ধা, ছবি ও কন্যাপীঠের আরো ১৬জন কুমারী মেয়েদের ডেকে ডেকে এই লীলা করলেন। মা টিকা দিয়ে দিয়ে কুমারীদের বললেন, "তোমাদের এ শরীরের সঙ্গেই চিরবন্ধন হল–তোমরা চির কুমারীই থাকবে।"

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি-স্বরূপ, শক্তি-রূপ : শ্রীদুর্গা

"লৌকিক ক্ষেত্রে দুর্গার বিচিত্র রূপ"

—ডক্টর শুকদেব সিংহ

শক্তির পৌরাণিক রূপগুলি নিয়ে আমরা এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু কিছু কিছু লৌকিক রূপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সেগুলির আলোচনা এখানে প্রয়োজন।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' রয়েছে বিশ্বম্ভর বা নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গৃহে দুর্গার এক বিশেষ রূপ 'অভয়া' নিত্য পূজিত হতো। এখনও তাঁদের বংশধর গৃহদেবী এই অভয়ার দৈনিক পূজা করেন। দুর্গাপূজার সময়ে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই চারদিন নবদ্বীপের চারমাথার (চৌরাস্তার) মোড়ে একটি ছোট মন্দিরে মূর্তি গড়িয়ে পূজা হয়। গৃহে রূপার যে ছোট মূর্ত্তি আছে, তারই অনুসরণে তিন হাত উঁচু এই মূর্ত্তি। গৃহপূজিতা মূর্তির সম্মুখে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নিমাইকে নিয়ে গিয়ে পূজা করতে বলেন, মূর্ত্তি স্পর্শ করতেও আদেশ করেন। নিমাই মূর্তিটি স্পর্শ করলে দেবী তাঁর দেহে শক্তি-সঞ্চার করেন।

এখন এই মূর্তিটি কেমন? একটি সিংহের উপর দ্বিভুজা দেবী উপবিষ্টা। দেবী নিরলংকারা, মাথায় মুকুট পর্যন্ত নেই। তিনি একখানি বস্ত্র পরিধান করে একটি উলঙ্গ শিশুকে হাতে ধরে রেখেছেন। স্বাভাবতই দেখলে মনে হয় এ মূর্ত্তি বুঝি ষষ্ঠী ঠাকরুণের। কিন্তু তা নায়। এই মূর্ত্তি দেবী দুর্গার। আর তাঁর সামনে হাতে ধরা উলঙ্গ শিশুটি শিব।

তন্ত্রে তো বটেই, সব এদেশীয় তত্ত্বেই রয়েছে, নারীর মধ্যে দ্বিবিধ সত্তা জায়াত্ব ও জননীত্ব, সেজন্যই শিব যখন সমুদ্র মন্থন-উৎপন্ন হলাহল পান করে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন দেবী (কামাক্ষা) শিবকে কোলে শুইয়ে স্তন্য পান করান, তাতে শিবের কন্ঠের জ্বালা প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে শিব শিশুর মতো, দেবী সর্বদুঃখহারিণী জননী।

অভয়া-মূর্তিতেও দেবী উলঙ্গ শিশুরূপী শিবকে হাতে ধরে আছেন। দেবীর অলংকার প্রভৃতি নেই কেন? সন্তানের কাছে জননী সুসজজিত হয়ে আসেন না, তা ছাড়া অলংকার ঐশ্বর্যের প্রতীক। তাই মাধুর্যময়ী মা নিরলংকারা।

শক্তির অন্য একটি মূর্তি আমরা পাচ্ছি পূর্ববঙ্গের মাদারীপুরে। সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘোষ-পরিবারে যে দুর্গাপূজা হতো তাও কিছু অদ্ভুত। এ মূর্তি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দদী মহারাজ দেখেছেন। তাঁর স্মৃতি কথায় রয়েছে।

মূর্তিটি প্রচলিত দুর্গামূর্তি। কিন্তু রঙ কিছু অদ্ভুত। দুর্গার মুখ-নাক পর্যন্ত কালো। তার পরে বুকের ঊর্ধ্বাংশ পর্যন্ত উজ্জ্বল বা আগুনের রঙ, তার নীচের অংশটি স্বাভাবিক। এ মূর্তির রহস্যটী ঘোষ পরিবারের লোকেরা আজ পর্যন্ত বলতে পারেন না। ওই পরিবারে বর্তমান বংশধরের একজন কলকাতার বিজয়গড় অঞ্চলেই বাস করেন। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো।

আমি কদিন ভেবে চিন্তে এক সিদ্ধান্তে পৌছলাম। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই, মেধা ঋষির আশ্রমে সমস্ত দেবতার রোষবহ্নি পুঞ্জিভূত দেবী দুর্গার যে মূর্তি প্রকটিত হয় তা জ্বলন্ত এক অগ্নি-পর্বত। এখন আগুনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদম শিখার কাছে থাকে কালো রঙ, কিন্তু তার উত্তাপ সবচেয়ে বেশী। কালো শিখার নীচে আগুনের উজ্জ্বল রঙ। ঘোষ-পরিবারের দুর্গা প্রতিমায় তাই মুখের দিকে কালো রঙ, তার নীচে আগুনের বর্ণ, তার নীচে স্বাভাবিকতা। হয়তো ঘোষ-পরিবারের পূর্বপুরুষ নিজের চিন্তায় বা পন্ডিতলোকের পরামর্শে এমন মূর্তির পরিকল্পনা করেছিলেন।

শক্তির আরেকটি রূপ দেখেছি নবদ্বীপের যোগনাথ তলা পাড়ায়। সেখানে বউ-কুন্ডুদের বাড়ি কিনে মৈমনসিংহের ভট্টাচার্যরা বাস করছেন। তাঁরা অর্ধ-কালীর বংশধর। এই ভট্টাচার্য বাড়ীতে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হয়। বলি হয় অজস্র ছাগ।

মূর্তিটি একটু অদ্ভুত। দেবী ঘোর রক্তবর্ণা। সাধারণ দুর্গার ডান পাশে থাকে লক্ষ্মী, নীচে গণপতি। আর বাঁ পাশে সরস্বতী ও কার্তিকেয়। কিন্তু ভট্টাচার্য বাড়িতে প্রতিমার ডান পাশে সরস্বতী ও কার্তিকেয়, বাঁ পাশে লক্ষ্মী ও গণপতি। ব্যাপারটি কী? প্রশ্ন করে জান্‌লাম, পূর্বে ওই বংশের কোনো পিতা ও পুত্র দেবীর পূজা করছিলেন, পিতা তন্ত্রধারক আর পুত্র পুরোহিত। পিতা তন্ত্রধারাক হিসাবে চন্ডীর এক ভুল উচ্চারণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ভুল ধরে ফেলে পিতাকে ভৎসনা করেন। পুত্র অধিকতর বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু পিতা ছিলেন দেবীর অতিভক্ত ও প্রিয়পাত্র। সকলের সম্মুখে পুত্র-কর্তৃক পিতার এমন ভুল ধরায় দেবী ভীষণ রুষ্টা হন। তিনি রোষে পিছন দিকে দাঁড়ান। সেই অবস্থায় দেবীকে রক্তবর্ণা দেখায়, আরও লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতিকে পরিবর্তিত স্থানে দেখা যায়।

এক্ষেত্রে বক্তব্য এই, শাস্ত্র-বিধির চেয়েও ভক্তি অনেক বড়। তাই দেবীর পক্ষপাত পিতার দিকে।

এই ভাবে দেবীর বিচিত্র রূপ লৌকিক ক্ষেত্রে বিকীর্ণ রয়েছে। আমরা সেগুলি অনুসন্ধান করলে অবশ্যই পেতে পারি।

☆

উৎসব - সূচী

১. উত্তরায়ণ সংক্রান্তি — সাবিত্রি মহাযজ্ঞের ৫২ তম পূর্ণাহুতি দিবস	—	১৪ই জানুয়ারী
২. শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা	—	৬ই ফেব্রুয়ারী
৩. মাঘী সংক্রান্তি — পরম শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির জন্ম তিথি	—	১৩ই ফেব্রুয়ারী
৪. শ্রীশ্রী শিবরাত্রি	—	১লা মার্চ
৫. দোল পূর্ণিমা	—	১৮ই মার্চ
৬. শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা	—	৯ই – ১৩ই এপ্রিল
৭. মহাবিষুব সংক্রান্তি — শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব	—	১৪ই এপ্রিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

(ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী দ্বারা ইংরাজী হইতে রূপান্তরিত)

ইহ জগতের যাবতীয় সুখসম্পদকে পরমেশ্বরের প্রসাদরূপে গ্রহণ করার ফলে সে কালের সমাজে পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি বিরাজ করত, যা মানসিক শান্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এংবিধ জীবনযাত্রা প্রাচীন ঋষিকুলের সঙ্গে অর্বাচীন ভারতের যোগসূত্রটিকে অব্যাহত রাখে এবং এভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত পরম্পরা আজও জীবন্ত, প্রাণবন্ত!

একান্নবর্তী পরিবারে সুখশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি কারায় গৃহকর্ত্রীর সুনিপুণ পরিচালনার একটি মস্ত বড় ভূমিকা থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের মাতামহী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী এ ব্যাপারে আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। যে কোন সমস্যার আস্ত সমাধানে তাঁর পটুত্ব দেখা যেত, এবং পরনিন্দা–পরচর্চাকে কখনও তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এমন কি, বাড়িতে কেউ যদি কোনও ভুল করে বসত, তিনি প্রত্যাশা করতেন যে অন্যেরা তাকে তার ত্রুটি সংশোধনে চুপচাপ সাহায্য করবে, নিজেদের কোনওরকম বড়াই না করে। এভাবে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সৌহার্দের পরিবেশটি অক্ষুণ্ন থাকত। শ্রীশ্রীমায়ের জননী শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী দেবী তাঁর পিত্রালয়ের শিক্ষা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশব পুরোপুরি অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই তাঁর মাতৃবিয়োগ বটে। শোনা যায় শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী তাঁর অন্তিম সময়ের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁর কন্যা জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?" মা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "আমার বড় বউ আমার জায়গা নেবে।"

অতঃপর শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী দেবী তাঁর পরলোকগতা মায়ের দ্বারা সঁপে দেওয়া পরম স্নেহভাজন রূপে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃযায়ার সংসারে বিশেষ স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিতা হন। যথাকালে বিদ্যাকূট নিবাসী শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সমৃদ্ধিশালী পারিবারিক পরিবেশের তুলনায় তাঁর নূতন গৃহ ছিল একেবারেই ভিন্ন ধরণের। বাইরের পরিস্থিতিগত ভিন্নতা তেমন কিছু ছিলনা, তবে আসল কথা হল এই যে শ্রী বিপিন বিহারী গৃহস্থ হিসাবে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন, তাঁর স্বভাব এমন ছিল যে তাঁকে যেন পরিব্রাজক বাউল বৈরাগীর বেশেই বেশী জানত।

বিদ্যাকূট

সুলতানপুর প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে এসে যখন বিদ্যাকূটের কথা চিন্তা করি, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়, আমরা যেন গৃহবাসী ঋষির পর্ণকুটীর থেকে বার হয়ে দূরে, আরো দূরে অরণ্যের গভীরে কোনো নির্জন তপোভূমিতে প্রবেশ করছি। এ তুলনা নিছক কল্পনাবিলাস নয়, কারণ বিদ্যাকূটের শ্রী বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য মনে প্রাণে একজন সংসার বিমুখ তাপস ছিলেন। পরমার্থ পথের প্রবল আকর্ষণ তাঁকে গৃহস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে নিমগ্ন হওয়ার এবং সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধিলাভের চেষ্টা থেকে পারঙ্মুখ করে রেখেছিল। গৃহস্থালী সামলানোর বিশেষ প্রতিভার কোনো লক্ষণ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। অচিরেই তাঁর বিবাগী মনের পরিচয় দেখা যেতে লাগল অবহেলিত পৈত্রিক সম্পত্তির ক্ষীয়মান দশায়। তদানীন্তন দেবদ্বিজে ভক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা সাধারণতঃ যেভাবে দিনাতিপাত করতেন, তিনিও সেভাবেই দিনযাপন করতে লাগলেন। তাঁর প্রাতঃকালীন সময়টি বাটীস্থ দেব দেবী বিগ্রহগণের পূজায় কাটত। তিনি ছিলেন কুলগুরু পরিবার ভুক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। এই পরিবারের সঙ্গে যাঁদের শিষ্য সম্পর্ক ছিল তাঁরা কখনও কখনও ধার্মিক বিধিবিধান সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে অথবা দীক্ষার্থী হয়ে আসতেন। বড়ভাইদের নির্দেশ পেলে তিনি এ সকল ক্রিয়াকর্ম করতেন।

শুধু যে ধর্ম কর্মের ব্যাপারেই তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তাই নয়, তিনি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সাধারণ লৌকিক শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। কোনো এক সময়ে তাঁর বিত্তবান্ ভ্রাতুষ্পুত্রগণের একজন তাঁকে নিজের জমিদারীতে খাজাঞ্চীর কাজ করতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্রটি এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন যাঁর ওপর কর্মভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বলা বাহুল্য, এই বন্দোবস্ত বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। শ্রী বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য প্রবল ভাবে স্বাধীনচেতা ছিলেন। এজন্য কারও অধীনস্থ হয়ে থাকাটা তাঁর স্বভাবের অনুকূল ছিল না–এমন কি যখন সেই ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিটি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তখনও না।

বিপিন বিহারী ভট্টাচার্যের মাতা ঠাকুরানী শ্রীমতী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর কিছু পৈত্রিক বিষয় আশয় ওই একই জেলার খেওড়া গ্রামে ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সম্পত্তিটুকুর রক্ষণাবেক্ষণ মানসে শ্রী বিপিন বিহারী বিবাহের পর সস্ত্রীক খেওড়া গ্রামে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর জননীও তখন এখানেই ছিলেন। কালে এই ভট্টাচার্য দম্পতির একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এরপর শ্রী বিপিন বিহারী ভট্টাচার্যের হয়তো এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে তিনি তাঁর পরিবারের ভরণ পোষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছেন। হয়তো এ বিশ্বাস নিয়েই এবার তিনি গৃহত্যাগী সাধু হবার আকাঙ্ক্ষায় ঘর ছেড়ে কোনও অজ্ঞাত স্থানে চলে যান।

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ছিলেন তাঁর পিতা শ্রী রমাকান্ত ভট্টাচার্য বংশের আদর্শে গড়া। তাঁর শিক্ষা, সংস্কার ও স্বাভাব বিশেষ উচ্চমানের ছিল। স্বামীর এরূপ আচরণে তিনি যে ক্ষুব্ধ হলেন না, তাই নয় উপরন্তু এই ঘটনাকে তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও সহমর্মিতার সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন। তিনি ছিলেন স্নেহপ্রীতি, দয়াদাক্ষিণ্য, কর্তব্যপরায়ণতা, ত্যাগতিতিক্ষা আদি উৎকৃষ্ট গুণাবলী ভূষিতা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। জীবনের নানা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাঁর নিঃস্পৃহ নিরভিমানী স্বভাবের চরম পরীক্ষা হয়, তথাপি তাঁর শান্ত, সৌম্য চরিত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি এবং সামাজিক ব্যবহারে তাঁর মাত্রাবোধ, মর্যাদাবোধ কখনই ক্ষুন্ন হয়নি। গৃহে শ্বশ্রুমাতা ও বধূর মধ্যেও পারস্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ অটুট ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁদের উভয়কে শোকে নিমজজিত করে শিশুকন্যাটি মারা যায়।

ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী তাঁদের বাসস্থানের অদূরে কসবায় প্রসিদ্ধ কালীমন্দিরে পদব্রজে যাতায়াত করতেন এবং মা কালীর কাছে স্বীয় পুত্র প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানাতেন। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু আত্মীয় স্বজন শ্রীবিপিন বিহারীর তদানীন্তন বাসস্থানের সন্ধান নিয়ে তাঁকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব নেন। তাঁকে খুঁজে পেলে পর অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে তাঁকে খেওড়ায় ফিরে আসতে সম্মত করেন। অতএব প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন বছর পর তিনি পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক গৃহস্থ জীবন যাপন আরম্ভ করেন। এবার তাঁর জননী পুনরায় কস্‌বা কালীবাড়িতে উপস্থিত হলেন একটি পৌত্রলাভের প্রার্থনা নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রার্থনা কালে তিনি দেখলেন যে তাঁর পুত্রের জন্য পুত্রসন্তান প্রার্থনা করতে গিয়ে বলে ফেললেন, একটি মেয়ে হোক। যাই হোক, একটি সন্তান জন্ম নিলে তাঁর ছেলের মন সংসারে বসবে, এই কথা ভাবলেন তিনি।

শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী দেবী ও শ্রী বিপিন বিহারীর গৃহে অতঃপর তাঁদের দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম হয়। সেদিন ছিল ১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১২০২ বঙ্গাব্দ ও ৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (পাশ্চাত্যমতে ১লা মে, শুক্রবার)। সময় রাত্রি, ৩টা প্রায়। বৈশাখী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি। এই শিশু কন্যাটিই পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নামে আজ ভুবনবিখ্যাতা।

(ক্রমশঃ)

☆

বিশেষ সুচনা

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানানো হইতেছে যে শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় পরম পবিত্র বারাণসী ধামে গঙ্গার অতি সন্নিকটে মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় প্রাঙ্গণে ভক্তদের বিশেষ সুবিধার্থে দীর্ঘদিন প্রতীক্ষিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি অতিথি ভবনের নির্ম্মাণ কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইবার পথে। উপস্থিত চারটি প্রশস্ত ঘর (সংলগ্ন রান্না ঘর ও স্নানাগার সহ) একতলায় নির্ম্মিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতল ও ত্রিতলে আরো আটটি ঘর ভক্তদের থাকিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে।

এই বিশেষ কার্যে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পত্র দ্বারা যোগাযোগ করিবেন আশা করা যাইতেছে। ভক্তদের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে প্রতিটি ঘরের জন্য আনুমানিক সম্পূর্ণ ব্যয় ২,২৫,০০০/- টাকা।

১লা জানুয়ারী, ২০০৩

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
মাতা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকবো বলে মা

— শ্রীমতী দীপালি দত্ত

মা বলে যে ডাকবো ওগো
এসেছিলাম এই জগতে।
ডাকতে তোমায় পারিনি গো মা
মা, মা, বলে এই নামেতে।
ডাকবো বলে বসি আসনে তোমায়,
মনচলে যায় কোনখানে,
ডাকতে আমি পারি নাকো মা
ঘুম আসে মোর চোখের কোনে,
যখন ভাবি ডাকবো তোমায়
এবার নিত্য সকাল সাঁঝে,
তোমায় আমি ধরতে নারি,
এই ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে,
নাহি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি
নাহি গো আমার ডাকার শক্তি।
দাও গো মোরে শক্তিটুকু,
ডাকতে তোমায় মা মা বলে।
তুমিই যে গো অখন্ড মন্ডলাকারে
ছড়িয়ে আছ বিশ্ব চরাচরে
দয়া করে স্থান দিবে গৌ মা
তোমার রাঙা চরণ তলে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম--সংবাদ

১। কনখল

পুণ্যতীর্থ কনখলে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১১ই অক্টোবর হতে ১৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা, ৪ঠা নভেম্বর শ্রীশ্রী কালীপূজা ও ৫ই নভেম্বর শ্রীশ্রী অন্নকূট মহোৎসবও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২ই নভেম্বর হতে ১৮ই নভেম্বর ছিল শ্রীশ্রী সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের ৫৩তম অনুষ্ঠান। ১১ই নভেম্বর সন্ধ্যায় সংযম সপ্তাহের উদঘাটন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত অনুপম "সংযম-গীতি"-"হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান, হে কৃপাল, হে দয়াল--সংযম মহাব্রতে বসাবে বলে ডাকছ তুমি নিরন্তর। যোগাসনে বসাবে বলে ডাকছ তুমি, ডেকেছ তুমি- - - -" গান করে সকলকে সংযম মহাব্রতে উপবেশনের আহ্বান জানালেন। এরপর কৈলাশ পীঠাধীশ্বর মহামন্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০০৮ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজী উদঘাটন ভাষণে প্রয়াত স্বামী স্বরূপানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে সংযম মহাব্রতের মহিমা সম্বন্ধে সুন্দর প্রবচন দিলেন এবং বললেন, "এবারে উপনিষদ প্রবচনের অন্তর্গত স্বামী স্বরূপানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে মান্ডূক্যোপনিষদের ১২টি মন্ত্রের উপর ভগবৎপাদ শ্রী গৌড়পাদাচার্য বিরচিত কারিকাও শ্রী শংকরাচার্যের ভাষ্য পারায়ণের বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।" মহানির্বাণী আখাড়ার মহন্ত শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক আত্মিক সম্বন্ধ ও সংযমের মহিমা সম্বন্ধে বললেন। তারপর গরিবদাসী আখাড়ার মহামন্ডলেশ্বর ডা০ শ্যামসুন্দরদাসজীর সুন্দর ভাষণের পর স্বামী ভজনানন্দজী শ্রদ্ধেয় শ্রী শিবানন্দ বিরচিত সংযমের প্রশস্তি, "গাহি জয় গাহি জয়। দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী ধরে (গলে) দোলে মালা অক্ষয়- - -" এই অপূর্ব গান গেয়ে উদঘাটন সমারোহের সমাপন করেন।

পরদিন হতে যথারীতি ভাবে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হয়। উষাকীর্তন, দুইবেলা ধ্যান, প্রাতে গীতাচন্ডী পাঠের পর পূর্বঘোষিত অনুসারে কৈলাস পীঠাধীশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দগিরিজীর মান্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যপারায়ণ ও বিদগ্ধপ্রবচন ১০-১১:৩০ পর্যন্ত হয়। রাত্রিতে সংযমের প্রথম তিনদিন ৭:৩০-৮:৩০ পর্যন্ত ভোলাগিরি আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী দেবানন্দমহারাজ সুন্দর ভাষণ দেন। অবশিষ্ট চারদিন রাত্রে স্বামী বিদ্যানন্দজীর শিষ্য শ্রী আত্মচৈতন্য ব্রহ্মচারী গীতার উপর প্রবচন দেন। রাত্রি ৮-৯:৩০ পর্যন্ত প্রতিদিন আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারিণীরা ও মাতৃভক্তবৃন্দ মাতৃ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এবার সংযম সপ্তাহের সর্বাধিক আকর্ষণের বিষয় ছিল বিকালে ধ্যানের পর বরিষ্ঠ মহাত্মা স্বামী পরমেশ্বরানন্দজীর অগ্নিপুরাণের অনবদ্য ব্যাখ্যা। স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী প্রথমদিন অগ্নিপুরাণ প্রবচনের প্রারম্ভে বলেন, "মানব জীবনে ৮টি পুষ্প অবশ্যই সংগ্রহণীয় এবং ভগবানের চরণে অর্পণীয়। ৮টি পুষ্প এইরূপ–

অহিংসা প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ততঃ পুষ্পং দয়াব্রতে পুষ্পংশান্তির্বিশিষ্যতে॥
শমঃ পুষ্পং দমঃ পুষ্পং ধ্যানং পুষ্পঞ্চ সপ্তমম্।
সত্যঞ্চৈবাষ্টমং পুষ্পং হ্যেতৈস্তুষ্যতি কেশবঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাত (১) অহিংসা (২) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (৩) দয়া (৪) শান্তি (৫) শম (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ) (৬) দম বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ) (৭) ধ্যান (৮) সত্য। এই আটটি পুষ্প প্রতিদিন একান্ত অনুশীলনীয় আর ভগবানের চরণে অর্পণীয়। তবেই ভগবান কেশব সন্তুষ্ট হন। এই আটটি পুষ্পের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেন স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী, যা অবশ্যই শিক্ষাপ্রদ। স্বামী পরমেশ্বরানন্দজীর পর বিকালে গরিবদাসী আখাড়ার মহামন্ডেলেশ্বর ডা০ শ্যামসুন্দর দাসজী আর জগদ্‌গুরু আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দজীর ভাষণ হত।

সংযম সপ্তাহের অন্তিম দিবসে ১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে পৌনে ১২টা হতে সওয়া ১২টা মহানিশার ধ্যান, প্রসাদগ্রহণ ও পরদিন ১৯শে নভেম্বর রাস পূর্ণিমার দিন প্রাতে আনন্দজ্যোতিপীঠমে মায়ের চরণে ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণতি জানিয়ে হোমাবসানে হোমের টীকা লাগিয়ে ব্রতীদের সংযম সপ্তাহের অবসান হয়। সেদিন সাধুভোজন আর ভান্ডারার পর রাত্রিতে নামযজ্ঞের অধিবাস ও পরদিন ২০শে নভেম্বর রাত্রিতে আশ্রমের বরিষ্ঠ সাধুদের উপস্থিতিতে ছবিদির মধুর কীর্তনান্তে নামযজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয়।

গত ১২ই ডিসেম্বর হতে ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা জয়ন্তী মহোৎসব ও অনুষ্ঠিত হয়।

২। বারাণসী–

প্রতি বছরের মত এবারেও বারাণসী আশ্রমে শারদীয়া নবরাত্রিতে স্মৃতি মন্দিরে দেবীর ঘট স্থাপনা করে ঘট পূজা সহ শ্রীশ্রী চন্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী ও মহানবমীতে আনন্দ জ্যোতিমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগ, আরতি প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। ২০শে অক্টোবর চন্ডীমন্ডপে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও ৪ঠা নভেম্বর অন্নপূর্ণা মন্দিরে রাত্রিতে শ্রীশ্রী কালীপূজা আর পরদিন ৫ই নভেম্বর শ্রীশ্রী অন্নকূট মহোৎসব মহাধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারের মত এবারও কাশী আশ্রমে সংযম সপ্তাহ পালিত হয়। রাস পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় কাশীর ঘাটের অপূর্ব আলোক সজজা পরিদর্শনে সকলেই আনন্দিত হয়। ১২ই ডিসেম্বর হতে ১৫ই ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে প্রতিদিন সকালে ৬ অধ্যায় গীতাপাঠ আর বিকালে গীতার ব্যাখ্যা এবং অন্তিম দিবসে একাদশী তিথিতে সম্পূর্ণ গীতা পাঠের পর পার্থসারথী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৮ভাগে দীপ নৈবেদ্যাদি দিয়ে ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয়।

৩। ভীমপূরা–

পবিত্র নর্মদার তীরে ভীমপুরাতে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের রমণীয় এই আশ্রম। নর্মদা নদী থেকে সোজা উঠে গেছে আশ্রমের সুউচ্চ বাঁধান চাতাল। তার মধ্যে পঞ্চবটীতলে সুন্দর বাঁধান বেদী। একান্তে বসে জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গের সুন্দর ব্যবস্থা। চাতালে আরো কয়েকটি সিমেন্টের বাঁধান বেঞ্চ রয়েছে যেখানে বসে নর্মদার সুন্দর দৃশ্য পরিদর্শন করা যায়। আশ্রমের জমিতে একটু দূরে অতিথিভবন। তার পাশ দিয়ে রমণীয় পুষ্পোদ্যান আর সবুজ বনানীর মাঝখান দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত পায়ে চলার বাঁধান সুন্দর পথ নির্মিত রয়েছে। ওই রাস্তা অনেক দূরে গিয়ে আবার ঘুরে উঠে এসেছে হনুমান মন্দিরের সামনে দিয়ে। হনুমান মন্দিরের পাশেই সুরম্য নমনির্মিত শিবমন্দির। অন্য দিকে সন্তনিবাস। শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে বাঁধান রেলিঙ্গদার সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে নর্মদা নদী পর্যন্ত। ছবির মত সুন্দর মায়ের এই আশ্রমটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আশ্রমে ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত স্বর্গীয় নিশিকান্ত মিত্রের পৌত্রী শ্রীমতী দীপিকা ও শ্রী শংকর দাসের শুভ সংকল্পে গত ১১ই অক্টোবর হতে ১৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপুজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে কন্যাপীঠের কন্যারাও বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে ভীমপুরা আশ্রমে সমবেত হয়। পূজারী ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত পন্ডিত শ্রীযুক্ত মিলন কুসুম ভট্টাচার্য। সুসজ্জিত প্যান্ডালে সুন্দর দেবী প্রতিমা দর্শন করে সকলে মুগ্ধ হন। স্বামী ভাস্করানন্দজীর তত্ত্বাবধানে ভীমপুরায় দুর্গাপূজা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০শে অক্টোবর যথারীতি লক্ষ্মী পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে ভীমপুরা আশ্রমবাসী ও শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত গুজরাটের ভক্তরা অবশ্যই ধন্যাবাদের যোগ্য। সর্বোপরি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাতেই এই উৎসব সুন্দরভাবে সম্ভব হয়েছে।

৪। আগরতলা—

শ্রীশ্রীমায়ের আগরতলা আশ্রমে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রয়াত স্বামী স্বরূপানন্দগিরিজীর ষোড়শী ভান্ডারা যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শ্রীশ্রী উমা মহেশ্বর মন্দিরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা সহ অতি সুন্দর মনোরম পরিবেশে তিনদিন বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের আগরতলার সকল ভক্তগণ এই পবিত্র উৎসবে যোগদান করে আনন্দ লাভ করেছেন। অষ্টমীর দিন প্রায় ১০০০ ভক্ত বৃন্দ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ করেন। পূজা আশ্রমের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এবং অতিশয় নিষ্ঠা সহ সম্পাদন করা হয়েছে

৫। জামশেদপুর—

জামশেদপুর স্থিত আশ্রমে ৪ঠা নভেম্বর শ্রীশ্রী কালী পূজা ও দীপাবলী উৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে যথাসময়ে সান্ধ্য কীর্তন, সান্ধ্য আরতির পর শ্যামা সংগীত, মাতৃ সংগীত ও অন্যান্য নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে মহানিশা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৬। উত্তরকাশী—

উত্তরকাশীতে মায়ের অতি প্রাচীন আশ্রমে ৪ঠা নভেম্বর কালী মন্দিরে শ্রীশ্রী মহাকালী দেবীর বার্ষিক পূজোৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ভজন কীর্তন ও যথাসময়ে পূজারম্ভ, কুমারী পূজা ও হোমান্তে পূজার সমাপন এবং পরদিন সাধু ভান্ডারা ও সকলকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭। নৈমিষারণ্য—

অতি প্রাচীন তীর্থ নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ৫ই ডিসেম্বর নবনির্মিত অতিথি ভবনের উদঘাটন উৎসব উপলক্ষে লখ্নৌ, সীতাপুর, হরদোই, কাশী ও অন্যান্য স্থল হতে বহু মাতৃ ভক্তগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রী মা ও নারায়ণের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা এবং হোমান্তে ভোগ ও সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত এই সুসজ্জিত অতিথিভবন নির্মাণের ফলে নৈমিষারণ্যে আগত ভক্তবৃন্দের আবাসের বিশেষ সুবিধা উপলব্ধি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

১। শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য–

শ্রীশ্রী মায়ের অতিপুরাতন ভক্ত স্বর্গীয় শ্রী অমিয়শঙ্কর ভট্টাচার্যের পত্নী এবং স্বর্গীয় গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্যের বড় পুত্রবধু শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য গত ৫ই আগষ্ট, ২০০২ অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে।

২। শ্রীমতী আশারাণী ভট্টাচার্য–

মাতৃগতপ্রাণা অত্যন্ত সেবা পরায়ণা আশারাণী ভট্টাচার্য (সকলের প্রিয় আশাদি) গত ১১ই আগষ্ট, রবিবার শ্রীশ্রী মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। আশাদি দীর্ঘদিন শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। কাশীতে তিনি মায়ের আশ্রমে গোপাল মন্দিরে ও অন্নপূর্ণা মন্দিরে বহুদিন ভোগ পাক করেছেন। পরবর্তীকালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কোলকাতায় চলে আসেন ও সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি অবিচল ছিল। তিনি শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর শিষ্যা ছিলেন। আমরা মাতৃচরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৩। শ্রীমতী সুনন্দা সেন–

মাতৃচরণাশ্রিতা দিল্লীর পুরাতন ভক্ত শ্রীমতী সুনন্দা সেন ৭১বছর বয়সে গত ১০ই অক্টোবর চিরতরে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। ১৯৬৮ সনে স্বামী স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে কাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর দীক্ষালাভ। দীক্ষার সময় মা তাঁকে বলেছিলেন, "এই শরীরের কাছে আসবে।" শ্রীশ্রীমায়েরই অনুপ্রেরণায় সংসারের নানা দায় দায়িত্ব, অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি বারে বারেই মার চরণে ছুটে এসেছেন এবং মাতৃ সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রায় সব উৎসবেই সর্বদা হাসিমুখে সেবাপরায়ণা সুনন্দাদিকে দেখা যেত। ১০ই অক্টোবর যেদিন দেহ রাখেন সেই দিনই তাঁর বিকালে কাশীতে আসার টিকিট ছিল। হঠাৎ প্রচন্ড হার্ট অ্যাটাকে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন "জয়মা" নাম শুনতে শুনতে এবং কোনও রকম যন্ত্রণা ছাড়াই। কাশী আসার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি মাতৃ চরণে লীন হয়েছেন। অবশ্যই তাঁর কাশী প্রাপ্তি হয়েছে। আমরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার শান্তি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

৪। শ্রীমতী বাবলু সেন—

শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা ও বিশেষ কৃপাধন্যা কুমারী চিত্রাঘোষের একমাত্র কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বাবলু সেন গত ১৩ই অক্টোবর মহাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে সবরোগ যন্ত্রনার অবসানান্তে শ্রীশ্রীমায়ের কোলে চিরশান্তি লাভ করেছেন। আমরা তাঁর প্রয়াত আত্মার চিরকল্যান ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৫। শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী—

এলাহাবাদ নিবাসী শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী গত ২৩শে অক্টোবর সজ্ঞানে পরলোক গমন করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত ঋষিতুল্য শিক্ষাবিদ স্বর্গীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ অমিতাভ ব্যানার্জী দীর্ঘ ৪০ বছরের উপর বিশেষ সুষ্ঠভাবে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের সেবা করে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপায় এবং নিজ কৃতিত্ব স্বরূপ তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তারপর দিল্লীতে Central Administrative Tribunal এর চেয়ারম্যানের কাজও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

হঠাৎ হার্টের কষ্ট বোধ হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীকে চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদ থেকে লখ্নৌ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ২৩শে অক্টোবর সকালে। পথেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী স্বর্গীয় জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মঞ্জুলিকা দিদি। অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংবাদ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল লখ্নৌ ও এলাহাবাদের সর্বত্র। তাঁর শরীর নিয়ে আসা হল এলাহাবাদে। সমস্ত শহর যেন একত্রিত হল তাঁদের বাসভবনে। বিশেষভাবে সম্পূর্ণ হল তাঁর শেষ ক্রিয়া।

শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী ছিলেন শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের মুখ্য আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পরামর্শ-দাতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সেবা করে গিয়েছন তা সত্যই বিরল। তাঁর পরলোক গমনে আশ্রমের যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়।

শ্রীশ্রীমার চরণে তাঁর আত্মার চিরশান্তিলাভ প্রার্থনা করি এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলেরা এই অত্যন্ত কঠিন সময়ে ধৈর্য সহকারে শান্তভাবে সব সামলিয়ে নিন তাই একমাত্র কামনা।

বিশেষ আবশ্যক

সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাদের সূচিত করা হইতেছে যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত ২০০৩ সনের চাঁদা বাবদ ৬০/- টাকা পাঠান নাই তাঁহারা অবিলম্বে টাকা না পাঠাইলে আগামী এপ্রিল সংখ্যা তাঁহাদের নিকট পাঠানো সম্ভব হইবে না।

—কার্য্যকরী সম্পাদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী স্বরূপানন্দ গিরিজী স্মরণে

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯—১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী স্বরূপানন্দকে

—শ্রী শিবানন্দ

দুনয়নে নামে শ্রাবণের ধারা, নিভে গেছে সব বাতি!
না পুরিতে সাধ তুমি চলে গেলে জীবনেরে দিয়ে ইতি!
অস্তাচলের এই সংবাদ,
মুছে দিয়ে গেল যত ছিল সাধ;
আঁধিয়ার ঘন এল দুর্যোগ;— আর কে জ্বালাবে বাতি?

যাত্রার পথে যবে নেমেছিলে স্মরণে কি তব আছে;
কম্পিত তব শৈশব-কর ধৃত ছিল কার হাতে?
তোমারে যোগাতে পথের পাথেয়,
কে ছিলেন সদা তোমার সাথেও;
অনিমেষ মেলি অতন্দ্র আঁখি কিবা দিনে কিবা রাতে!

সেই ভরসার সাগর থেকেই এসেছিল সেই বান,
সেই জোয়ারের স্রোতেই ত তুমি ভাসায়েছ তরীখান!
সেই তরী' পরে সব বোঝা ভরি,
সারাটী জীবন বেয়ে গেলে তরী,
ঢেউয়ের পরেই ধরে ছিলে দাড়ি, তুচ্ছ করিয়ে প্রাণ!

আছে কি স্মরণে, কাহারে তুষিতে ছিল তব অভিলাষ?
নিজেরে কাঙাল করি কার পদে সঁপেছিলে সব আশ?
নব প্রাণ-মন, যৌবন নব,
কার শ্রীচরণে ঢালি দিয়ে সব;
চলেছিলে একা সম্বলহীন কাহার পুরিতে সাধ?

আজ তুমি নাই তবু-ও তোমার মহিমার জয় যাত্রা,
আজিও চলেছে ওগো অনন্য হারায় নি কিছু মাত্রা
মাতৃ-গাথার যে মহাকাব্য
রচি দিয়ে গেছ, সে যে অভাব
বিশ্ব-ব্যাপিয়া চলিতেছে আজো তারই সমারোহ যাত্রা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার রচিত সে স্মৃতির গীতি ধ্বনিতেছে দূরে দূরে
কত দেশে দেশে কত নব বেশে, কত নব নব সুরে।
সংগ্রহশালা, আনন্দজ্যোতি,
জাগিয়ে চলেছে কত সুধা-স্মৃতি
কী যে অপূর্ব, কী যে অপরূপ কী যে মধু-মাখা সুরে।

যাক সেই সব স্মৃতির চয়ন সুখ-দুঃখের রেখা
থাকুক সে সব বিবিধ কাহিনী হৃদি-পটে থাক আঁকা।
তুমি চলে গেছ এটাই সত্য,
যুগে যুগে রবে এটাই নিত্য,
তবুও কি জানি ভাবিতেছিলাম কেন যে সকাল বেলা
ভাবিতেছিলাম অতীত দিনের তোমার সকল খেলা।

স্বামী স্বরূপানন্দ স্মরণে

—শ্রী সোমেশ বন্দোপাধ্যায়

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর সংস্পর্শে ধন্য সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিশেষ রূপে অগ্রগন্য ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দজী। শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভধারিণী স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর নিকট যাঁরা সন্ন্যাস লাভ করে ধন্য হন সেই সৌভাগ্যবান সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ধনী গৃহে সুখে প্রতিপালিত হয়েও তিনি ছিলেন এক অসাধারণ কর্ম্মী। উৎসবাদি পরিচালনা, আশ্রম সঞ্চালন, ভবন নির্ম্মানাদি কার্যের ভার তাঁকে দিয়ে শ্রীশ্রীমা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। নক্সলাইট মুভমেন্টের সময় বিষম পরিস্থিতিতেও কোলকাতায় আগড়পাড়া আশ্রমের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে ও কাশীতে হাসপাতাল পরিচালনার কাজেও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। বৃন্দাবন আশ্রমের উন্নয়নের জন্যও তাঁকে সেখানে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। বড় বড় উৎসবাদি যাতে সেখানে সম্পাদিত করা যায় সেইভাবে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশে আশ্রমটিকে গড়ে তোলা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে কয়েকবারই সেখানে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সংযমসপ্তাহ, ভাগবৎ সপ্তাহ ইত্যাদি বৃহৎ উৎসব আয়োজন করা হয়।

স্বামী স্বরূপানন্দের এই কর্ম্মদক্ষতার পিছনে ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপা। অনেক নিষ্টার সহিত সাধকোচিত জীবন প্রবাহে তাঁকে থাকতে হয়েছে। শ্রীশ্রীমা তাঁকে প্রথমেই নির্দ্দেশ দেন কোন টাকা পয়সা স্পর্শ না করে পায়ে হেঁটে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ যাত্রা ও তপস্যা করার জন্য। তিনি অক্ষরতঃ এই নির্দ্দেশ পালন করে চার মাসে যাত্রা পূর্ণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেদারনাথে শুনেছি এক অদ্ভূত ঘটনা ঘটে। অতিশয় ক্ষুর্ধাত্ত অবস্থায় পৌঁছে নির্জন মন্দাকিনী নদীতটে স্নান সেরে উঠে স্বরূপানন্দজী দেখেন যে একটি ছোট দিব্য বালিকা বড় পাতার দোনায় গরম লুচি ও জিলেপি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি কাছে এসে বলল—"আপকে লিয়ে।" স্বরূপানন্দজী তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলে তাড়াতাড়ি বাবা কেদারনাথকে প্রণাম সেরে এসে দেখেন যে মেয়েটি আর নেই। লুচি ও জিলেপির বড় দোনাটি নদীর পারেই সুরক্ষিত ভাবে রাখা আছে—তাঁরই জন্য।

শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশে তিনি নর্ম্মদাতটেও তপস্যা করেন ও পরবর্ত্তী কালে কৈলাশ যাত্রাও পূর্ণ করেন। উত্তরকাশীতে থাকাকালীন তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী মহাত্মা দেবী গিরিজীর নিকট নিত্য বেদান্ত পড়তে যেতেন। সুশিক্ষক যেমন নিয়মিত ভাবে পড়ান ও পড়া দেন, সেইভাবে তিনি স্বরূপানন্দজীকে বেদান্ত জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করেন। সামান্য টাকা মাসিক খরচ বাবদ তখন পেতেন, তাই দিয়েই আনন্দের সহিত কঠোর জীবন নির্ব্বাহ করতেন। এইভাবে শ্রীশ্রীমা তাঁকে যোগ্য হতে যোগ্যতর করে তুলেছিলেন।

স্বামী স্বরূপানন্দের বিশেষ সেবাভাব আশ্রমে আসবার পূর্ব্বেই দেখা গেছে। অসুস্থ গর্ভধারিনী জননীর তিনি শেষ দিন অবধি আপ্রাণ সেবা করেছিলেন। জননীর দেহত্যাগের পর তিনি গৃহত্যাগ করেন ও কাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর সেবা সম্বন্ধীয় এক বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। ১৯৬৪ সালে আলমোড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ মহাত্মাদেরও আগমন হয়। শ্রীশ্রীমা তাঁদের সেবাযত্ন ত্রুটি বিহীন ভাবে করাবার ব্যবস্থা করেন। পান্জাবের প্রসিদ্ধ মহাত্মা অবধূতজীও এসেছেন। বলিষ্ঠ দেহ ও ক্রোধও তাঁর অসামান্য। মায়ের নির্দ্দেশে স্বামী স্বরূপানন্দজী তাঁর দেখাশুনার ভার নিলেন। একদিন রাতে দুধ দিতে বিলম্ব করায় তিনি স্বরূপানন্দজীর উপর রেগে আগুন। খুব ধমকালেন ও গালাগালিও দিলেন। শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরে বসে সূক্ষ্মে সব শুনছিলেন। বিনম্রভাবে সব সহ্য করে স্বরূপানন্দজী ফিরে এলে পরে শ্রীশ্রীমা তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, বিশেষ কিছু হয়নি। দুধ আজ দেরীতে দেওয়া হয়েছে—কাল থেকে এরকমটি আর হবে না। এই কথা বলে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে শুনতে পেলেন যে শ্রীশ্রীমা উপস্থিতদের বলছেন—"দেখ দেখ, কত ধমক ও গালাগাল অযথা খেল, বলে কিনা কিছুই হয়নি—একে বলে সেবা।" পরদিন সময়মত দুধ নিয়ে অবধূতজীর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বরূপানন্দজী একেবারে হতভম্ব। বিগত রাতের ক্রোধ একেবারে জল হয়ে গেছে—পারলে তাঁক জড়িয়ে ক্ষমা ভীক্ষা করেন আর কি। শ্রীশ্রীমা বলতেন—"সাধুর রাগ জলের দাগ।"

কোন উৎসব অথবা নির্ম্মাণ কার্য অর্থ ছাড়া সম্পাদিত করা সম্ভব নয়। স্বামী স্বরূপানন্দজী এই ব্যাপারে ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত—অর্থ যোগাড়ে সিদ্ধহস্ত। তিনি যখন যে আশ্রমের ভার নিয়েছেন অথবা যে কাজে হাত দেন, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আবশ্যক অর্থ সময়মত তিনি পেয়েছেন। শুধু তাই নয়—অনেক সময় অর্থ যেন উপচে পরত। শ্রীশ্রীমায়ের লীলা সম্বরণের পর কনখল আশ্রম পরিসরে শ্রীশ্রীআনন্দ জ্যোর্তি মন্দির নির্ম্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নিকট সসম্মানে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন ও পরে সেই অনুসারে অনুপালনও হয়। শ্বেত মর্মর দিয়ে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীমায়ের এই অপূর্ব্ব জ্যোতি মন্দির তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে খুব অল্পসময়ে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে দেশ বিদেশ হতে অগণিত ভক্তগণ, তীর্থযাত্রী ও টুরিষ্ট প্রতিদিন দলে দলে এসে ৮৭ ফুট উচু এই মন্দিরটি দর্শন করে ধন্য হন।

পরিস্থিতি অনুসারে অনেক সময় স্বরূপানন্দজীকে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করতেও দেখা গেছে। এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবসায়ী তাঁর কিশোর বালকের খামখেয়ালী স্বভাবে চিন্তিত হয়ে স্বরূপানন্দজীর কাছে ছেলেটিকে রেখে যা যাতে আশ্রমে থেকে ছেলেটির মানসিক উন্নতি হয়। তিনি এই জন্য অনেক টাকা আশ্রমকে দান করতে চাইলেন। স্বামী স্বরূপানন্দজী ছেলেটিকে আশ্রমে স্থান দিলেন বটে কিন্তু টাকা নিতে কখনও রাজী হননি। "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ" কনখলে পুনঃ স্থাপনা করে বহু দুস্থ বালকদের নিঃশুল্ক বিদ্যাভ্যাস ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।

স্বামী স্বরূপানন্দকে অনেক সময় অপ্রিয় উচিৎ নির্ণয়ও নিতে অথবা সাহসের সহিত উচিৎ ক বলতে দেখা গেছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। একবার দিল্লী আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে আসবা আগ্রহ জানিয়ে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিকালে আসবার সময় নির্ধারিত করেন। প্রধা মন্ত্রী নিবাস হতে টেলিফোনে স্বামী স্বরূপানন্দের সাথে যোগাযোগ হলে পরে তিনি ইন্দিরাজীর আশ্র আসবার সময় একঘন্টা পিছিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। আশ্রমে আসবার পর ইন্দিরাজী শ্রীশ্রীমায়ে নিকট এই বিষয় একটু অনুযোগ করায় মা স্বরূপানন্দজীকে ডেকে বলেন–'তুমি এই শরীরকে না জিজ্ঞা করেই এক ঘন্টা পরে আসবার কথা বলে দিলে?' স্বরূপানন্দজী নিঃসঙ্কোচে জানালেন যে সেই সময় ভক্তদের মায়ের দর্শনের জন্য পূর্ব্বেই নির্ধারিত ছিল। কতদূর থেকে অগণিত ভক্তগণ এসে বিমুখ হ ভেবেই ইন্দিরাজীকে আসবার সময় একঘন্টা পিছিয়ে দেবার কথা জানানো হয়েছিল। একথা শুনে শ্রীশ্রী আর কিছু বললেন না। ইন্দিরাজীও অসুবিধা কোথায় বুঝতে পারলেন। এরপর স্বরূপানন্দজী যদি কখন কোন কাজে ইন্দিরাজীর কাছে গেছেন তিনি বিশেষ প্রীতি ও আপ্যায়নই প্রদর্শন করেছেন।

স্বামী স্বরূপানন্দের মহৎ পরিচয় পরিলক্ষিত হয় কয়েকটি বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে। সম্ভবতঃ পরমা স্বামিজীর বয়স ও অসুস্থতার কথা চিন্তাই করে শ্রীমা স্বরূপানন্দজীকে সঙ্ঘের সেবার ভার গ্রহণ কর ইঙ্গিত করেন কিন্তু তিনি মাকে বলেন যে স্বামিজীকেই পদে থাকতে দেওয়া হোক্–তিনি স্বামিজীর সহক হয়ে সব কাজ করে দিতে প্রস্তুত।

স্বামী স্বরূপানন্দজীর শেষ কৃতি হল–কনখল আশ্রমে নির্ম্মিত 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সংগ্রহাল সংগ্রহালয়টির উদ্‌ঘাটন ভাষনে কৈলাস আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজী বলেন যে কত ভাল হ যদি আজও আমরা দেখতে পেতাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিটি অথবা শ্রীরামের ধনুক কিংবা তাঁদের ব্যবহৃ পবিত্র বস্তু সকল। সময়োপযুক্ত সংগ্রহের অভাবে আমরা সেই সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছি। ত ভবিষৎএ জগৎ জননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমায়ের দ্বারা ব্যবহৃত বস্তু বিলুপ্ত না হয়ে যায় ও ভক্তগণ এই অমূ পবিত্র সম্পদ দর্শন করে ধন্য হন তার জন্যই এই অভিনব সংগ্রহালয়টি নির্ম্মিত হয়েছে। জীবনের শে প্রান্তে অত্যন্ত অসুস্থতার মধ্যেও স্বরূপানন্দজী এই সংগ্রহালয়টির কাজেই নিজেকে বেশীর ভাগ সময় ব রাখতেন।

যদিও তাঁর পবিত্র নশ্বর দেহ আজ বিদ্যমান নেই কিন্তু তাঁর অগণিত কৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহময় স্বরূপানন্দজী

—শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দজী মহারাজ অরূপে চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর বহু কীর্তি এবং দিয়ে গেলেন আত্মীয় হারানোর বিয়োগব্যথা। তাঁর অগণিত গুরুভাইবোন ও ভক্তরা আজ শোকবিহ্বল। যদিও সবাই জানি যে তিনি গেছেন মায়ের কাছে, তবু আমাদের শূন্যতাবোধটুকু কাটিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

আমার স্বামী (স্বর্গীয় ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য) ও আমি কনখলে মায়ের আশ্রমে আসি ১৯৮১-র কালীপূজার দিন সকালে। আশ্রমের স্বামীজীদের সঙ্গে খুব যে পরিচিত হতে পেরেছি বা তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ ভাবে সৎপ্রসঙ্গ শুনেছি তা নয়; বিশেষ করে আমি সব সময়েই পিছনের সারিতে থেকেছি এবং আমার স্বামীও মহারাজদের কাছে যেতে হলে একাই যেতেন। তবু কনখলে যখনই গেছি, উনি যখন কলকাতায় এসেছেন বা ফোনে কথা হয়েছে বা ওনার যে বৈশিষ্ঠ্য বিশেষভাবে অনুভব করেছি, তা হচ্ছে ওনার অত্যন্ত স্নেহময় অন্তঃকরণ। সে বিষয়েই আমার অভিজ্ঞতার থেকে দুএকটির উল্লেখ করছি।

কনখলে যখনই গেছি ভাল ঘর পেয়েছি। একবার (১৯৮৫) দুর্গাপূজাতে কনখলে গেছি। একমাস আগে স্বরূপদাকে চিঠি দিয়েছিলাম ঘরের জন্য। সেবার আশ্রমের গেষ্ট হাউসে স্থান পাইনি। কাছেই আর একটি বাড়ীতে একজন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে আমাদের প্রয়োজনমত বাথরুম নেই বলে ফিরে এলাম। তখন তিনি অন্য একটি বাড়ীতে যেতে বললেন। যাওয়ার পথে সঙ্গের ছেলেটি বলল সে বাড়ীটি আশ্রম থেকে অনেকটা দূরে। আমি খুবই অস্বস্তিতে পড়লাম কারণ বাথরুম-সংক্রান্ত অসুবিধাটা আমারই। আমি বললাম যে আশ্রম থেকে দূরেই যদি হয় আমরা তাহলে হরিদ্বারেই থাকব, ওখান থেকে যাওয়া আসা করব। অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ আমি আর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাইলাম না। বিকেলে যখন আশ্রমে এলাম, স্বামীজী আমার স্বামীকে একেবারে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বুদ্ধদেবদা, রাগ করে চলে গেলেন, একবার দেখা করে গেলেন না?" উত্তরটা আমিই দিলাম। বললাম, "সবকিছুর মূলে আমি। সবাই পূজার ব্যাপারে নানারকম কাজে ব্যস্ত, আর আমি থাকার জায়গার ব্যাপারে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করছি—এই লজ্জাতেই চলে গেলাম।" যাই হোক, এর পরে যতবার গেছি, খুবই ভাল ঘর পেয়েছি।

কনখলে খাবার ঘরে আগে অপারগদের জন্য চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা খেতে গেলে স্বরূপদা নিজেই আমার জন্য চেয়ার টানতে আরম্ভ করতেন। অবশ্য অন্যেরা কেউ না কেউ এসে তাঁর হাত থেকে কাজ নিয়ে নিতেন। আমি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়তাম। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে কত ভক্ত প্রতিদিন যাওয়া-আসা করছেন, আমি তো তাঁদের মাঝে অতি নগণ্য, কিন্তু আমার অসুবিধের কথা তিনি ঠিক মনে রেখেছেন। কতখানি স্নেহপ্রবণ হলে এটা সম্ভব। এর পরে উনি ঘরে খাবার দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

এর পর ১৯৯৮-এ আমি যখন একা হয়ে গেলাম, বহুবার তিনি কনখলে যেতে বলেছেন। গতবছর (২০০১) দুর্গাপূজার পর কনখলে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে অফিসের দোতলায় ছবিদির ঘরের পাশে ঘর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছিলেন। অনেকেই বলছিলেন, ওটা তো VIP room, তুমি কী করে পেলে? আমার উত্তর–আমি তা জানি না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, আশ্রমে নতুন Guest House হওয়ার কথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম একটা suite এর জন্য কত টাকা লাগবে। স্বরূপানন্দজী তার উত্তরে বলেছিলেন, কবে আসবেন জানালে ঘর পাবেন। উনি ঘর নেওয়ার থেকে নিরস্ত করেছিলেন।

একবার আমার একটি বড় operation হয় এবং তাতে জীবন সংশয় ছিল। এই সময়ে তিনি কোন কারণে কলকাতায় এসেছিলেন। আমাদের জয়-ভাই এর বাড়ীতেও এসেছিলেন। সেখান থেকে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে আমি হেঁট হয়ে প্রণামও করতে পারিনি। কিন্তু কষ্টের মধ্যেও চোখের জল বাধা মানে নি–একজন সন্ন্যাসী, তাঁর এত স্নেহ, মায়ের মত।

১৯৯০। ডিসেম্বর মাস। স্বরূপানন্দজী এসেছেন জয়-ভাই এর বাড়ীতে। খবর পাঠালেন ওনার সঙ্গে দেখা করতে। গেলাম। সেখানেই আমার স্বামীকে আদেশ করলেন আসন্ন (১৯৯৫-৯৬) শতবার্ষিকী উপলক্ষে মায়ের একটি বিশেষ ধরণের জীবন গ্রন্থ লিখতে হবে। গ্রন্থটির রূপরেখা তিনি বলে দিলেন। আমার স্বামী তো অবাক। মায়ের কত পুরানো ভক্ত থাকতে তাঁকে লিখতে বলার জন্য। তারপর শুরু হল লেখা। তিনি লেখেন, আবার পাল্টাতে বলেন। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণীর মর্ত্যলীলার কথা ঠিক কতটুকু বললে অনেক বলা হবে আবার সেখানে ছবি আঁকার মত উপকরণ থাকবে এবং সেই সময়ের বিশেষ বাণী থাকবে–এ কি সহজ!

বহু পরিশ্রম গবেষণার মধ্য দিয়ে সাড়ে চার বৎসরে সেই গ্রন্থ পূর্ণতা পেল–১৯৯৫ তে আশ্রম থেকে প্রকাশিত হল–"আনন্দময়ী মায়ের কথা।" ভাবতে অবাক লাগে স্বরূপানন্দজী নিজে লেখক বা সাহিত্যিক না হলেও সেই vision, সেই imagination ছিল যার সাহায্যে এমন একটি জীবনী লিখিত হল। আর ছবি সে ব্যাপারেও আমার স্বামী, জয় ও আমাকে দায়িত্ব দিলেন রতন আচার্যের আঁকা ছবি আমরা মনোনীত করলে তবেই তিনি তা দেখে বাছাই করবেন। এই গুলিই হল আদর্শ কর্মবীরের লক্ষণ। কর্মবীর নিজে সব কাজ করেন না, তিনি যোগ্য লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। তাঁর কাজের ধারায় সাক্ষাৎভাবে এতটুকু যুক্ত হতে পেরেছিলাম বলেই 'কর্মযোগী' স্বরূপানন্দজীকে একটু জানার সুযোগ হয়েছিল।

স্বরূপানন্দজী গেলেন কুড়ি বছর আগে ১৯৮২র যে তিথিতে (রাধাষ্টমী) যে সময়ে শ্রীশ্রীমা অব্যক্তে গেছেন সেই পুণ্যলগ্নে। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় মাতৃসন্তান মায়ের কোলেই রয়েছেন, তাই আমরা বিদায়ব্যথা অনুভব করলেও কখনই শোক করব না।

জয় মা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মযোগী স্বামী স্বরূপানন্দজী

—শ্রীমতী বাসন্তী মৈত্র

মাতৃসঙ্গলাভের পর স্বরূপদাকে দেখেছি। কিন্তু বিশেষ পরিচয় ছিলোনা। ১৯৬৮ সন থেকে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত আমরা দিল্লীতে ছিলাম। তখন উনি ওখানকার আশ্রমের সেক্রেটারী ছিলেন। তখন মা পূজ্যপাদ হরিবাবার জন্য বারবার দিল্লীতে আসতেন। আমরাত মা এলেই আশ্রমে ছুটতাম। তখন স্বরূপদার কর্মনিষ্ঠা দেখেছি। স্বরূপদার মতো একনিষ্ঠ কর্মযোগী খুব কম দেখা যায়। শ্রীশ্রীমায়ের উপর অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি নিষ্ঠা তাঁর কর্ম প্রেরণাকে মাতৃমুখী করে রেখেছিল। কাজকর্মে রাজসিক ভাব ছিলো ঠিকই। কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে শিল্পী সম্মত মনোভাব নিয়ে উনি সব কাজ সুচারু সৌন্দর্য্যমন্ডিত রূপে শেষ করতেন। জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীশ্রীমায়ের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন তিনি।

তিনি যে আশ্রমের যখন কার্য্যভার নিয়েছেন সেই আশ্রম যেনো ছবির মতো সুন্দর হয়ে উঠতো। আমার দেখা বৃন্দাবন আশ্রম স্বর্গীয় ভাবে ফুলে ফলে পরিচ্ছন্নতায় অপূর্বরূপ ধারণ করেছিলো। দিল্লীর আশ্রমও ঐভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন। ভগবৎ সেবার রূপকার শিল্পী তাঁর কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীশ্রীমায়ের করুণাধারায় স্নাত হতেন। সব বিষয়ে সুতীক্ষ দৃষ্টি থাকত। আশ্রম গুলো সৌন্দর্য্যমন্ডিত, শান্তিপূর্ণ হতো।

সম্ভবতঃ দিল্লী আশ্রমে মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময় কাজ করতে করতে স্বরূপদার হাত ভেঙ্গে যায় ও ভয়ানক কষ্ট পান। ভক্তের ব্যথা শ্রীশ্রীমা কিভাবে টেনে নিলেন দেখেছি। সারাদিন মা বিছানায় শুয়ে ছটপট করেছিলেন। তারপরই শুনলাম মার একটা আঙ্গুল ভেঙ্গে গেলো। ওদিকে স্বরূপদার যাতনাও কমে গেলো। করুণাময়ী এভাবে সন্তানের কষ্ট কমিয়ে দিলেন।

মায়ের সমাধি মন্দির তৈরী করার সময়ও তাঁর বিচক্ষণতা প্রমাণ করলো যে তিনি কতোবড়ো কর্মযোগী। মা স্বরূপদাকে কতো স্নেহ ও ভরসা করতেন দেখেছি। আমাদের আশ্রমে পরমানন্দ স্বামীজীর পরই ছিলেন স্বরূপদা। এঁদের মতো কর্মযোগী বিরল।

কাজেই স্বরূপদার প্রয়াণ অত্যন্ত দুঃখজনক ও আশ্রমের পক্ষে ক্ষতিকারক। মায়ের মহাপ্রয়াণের পর আশ্রমে গেলে মাতৃস্নেহের অভাবটা স্বরূপদাই কিছুটা মেটাতেন।

কর্মযোগীর শ্রেষ্ট সম্মান নিয়ে মাতৃচরণে তিনি চিরশান্তির স্থান লাভ করলেন।

জয় মা!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় বারে মাতৃহারা হলাম---

—শ্রীমতী সঞ্চিতা সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রীমা স্থূল শরীর ছেড়ে দিলেন। তার একবছর আগে আমার একমাত্র কন্যা সন্ন্যাসিনী হয়ে স্বামী নারায়ণ-মন্দিরে যোগ দিল। সাংঘাতিক মনের অবস্থা। কি করবো, কোথায় যাই। আমার এবং আমার স্বামীর পাগলের মত অবস্থা। মায়ের প্রতি মন অভিমানে ভরে গেলো। ঠাকুর ঘরে কেঁদে কেঁদে বলতাম–"মা, আমার জন্যও কি থাকতে পারতেনা?"

কিন্তু যতই মায়ের উপর অভিমান করি, আমাদের গন্তব্যস্থল হরিদ্বার। তারপর ঠিক ঠিক একদিন হরিদ্বারে আমরা হাজির হলাম। ভোলাগিরিতে উঠলাম। মায়ের উপর তখনও প্রচন্ড অভিমান। মায়ের কনখল আশ্রমে উঠব না, মা ইচ্ছে আশ্রমে থেকেই বা কি করবো। ব্রহ্মকুন্ডে স্নান করে ধীরে ধীরে হাজির হলাম মায়ের সমাধি স্থলে। তখন মায়ের মন্দিরের কাজ চলছে। প্রণাম করে চলে আসছি। মনে মনে ইচ্ছা কারো সাথে কথা বলবোনা। অফিস ঘরের সামনের চেয়ারে হাসিমুখে স্বরূপানন্দ স্বামিজী বসে আছেন। চোখা চোখি হতে প্রণাম করলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এসেছি। যখন শুনলেন ভোলাগিরিতে উঠেছি। বললেন–"মায়ের আশ্রম থাকতে ভোলাগিরিতে। সাথে সাথে কাকে দিয়ে একটা ঘর খুলে দিলেন এবং দাড়িয়ে থেকে চা জল খাবার পাঠালেন। বললাম, "স্বামীজী, মালপত্র আনিনি অল্পদিনের জন্য এসেছি। আরেকবার আসবো।"

টাঙ্গা করে যেতে যেতে ভাবছি, মা যখন জাগতিক শরীরে ছিলেন স্বামীজীদের সঙ্গে কিংবা আশ্রমের কারো সঙ্গে অতটা কথা কিংবা পরিচয় ছিলনা। মাকে নিয়েই আমাদের সব ছিল। মাকে ঘিরেই আমরা আনন্দে থাকতাম। তখন আশ্রমের মধ্যে জায়গাও পেতাম না।

হরিদ্বার আবার গেলাম। তখনও ভারত সেবা আশ্রমে উঠলাম। আজো মনে আছে সেদিন দিদিমার সন্ন্যাস তিথি যদি আশ্রমে জায়গা না পাওয়া যায়। সেদিনও স্বামীজী হাস্য মুখে সুন্দর স্বাস্থ নিয়ে চেয়ার আলো করে বসে ছিলেন। গিয়ে প্রণাম করলাম। এবারো স্নেহমাখা সুরে বললেন, "মায়ের বাড়ী থাকতে অনত্র কেন?" বললাম–"দিদিমার তিথি।" স্বামীজী বললেন–"দিদিমার তিথিই হউক, আর মায়ের জন্মদিনই হউক, কিংবা দুর্গাপূজাই হউক আশ্রমেই থাকবে।" তারপর হতে আশ্রমেই থেকেছি।

ব্যাস! আরম্ভ হয়ে গেলো মায়ের স্নেহের ফল্গুধারা স্বামিজীর ভিতর হতে। কোথায় চলে গেলো মায়ের উপর অভিমান। বুঝতেই পারতাম না আমরা মাকে স্থূল হারিয়েছি। মায়ের কাছে যতরকম আবদার করতাম সবই স্বামিজীর উপর করেছি।

এবারেও মায়ের জন্মদিনে স্বামিজীর এত শরীর খারাপ তাও এটা সেটা আবদার করে এসেছি। বিদায় নিতে গেলে দাড়াতে পারেনা তাও আলমারি খুলে শাড়ী দিয়েছেন। চোখে জল নিয়ে হাতে শাড়ী নিয়ে প্রণাম করে এসেছি। তখনও জানতাম না আমাদের দ্বিতীয় বারে মাতৃ হারা হতে হবে।

স্বামিজী. আপনি যেখানেই থাকুন আমার শতকোটী প্রণাম নেবেন। আমরা আপনাকে মায়ের মতই কোনদিন ভুলি না।

জয় মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহের প্রতিমূর্তি স্বামীজী

—শ্রীমতী সুজাতা বিশ্বাস

"আপনার জন্মদিন কবে স্বামীজী?"—আমি জিজ্ঞেস করলাম। স্বামীজী রাণুদির বাড়ীতে ৪৯, যতীন দাস রোডে খাটের ওপর বসে ছিলেন। ঘর ভর্ত্তি লোক। স্বামীজী হেসে বললেন—"কি হবে জেনে?" আমি বললাম—"স্বামীজী আমি নিজের হাতে কার্ড বানিয়ে প্রণাম জানাবো।" জানিয়েও ছিলাম। স্বামীজী স্নেহভরা পোস্টকার্ডে উত্তরও দিয়েছিলেন। আমি হেসে স্বামীজীকে বলেছিলাম—"ওমা, স্বামীজী, আমার আর আপনার জন্ম তারিখ এক। ২৩শে সেপ্টেম্বর আপনার, আর ২৩শে মে আমার জন্মদিন।" স্বামীজী হাসলেন খুব জোরে। স্বামীজী প্রায়ই আসতেন আমার বাবার বাড়ীতে রেখামায়ের কাছে। রেখামায়েরও জন্মদিন ছিল ২৩শে মার্চ। জন্মদিন সবই এক।

বিয়ের পর আমার স্বামী দিল্লীতে East of Kailash এ থাকতে আরম্ভ করল। প্রায়ই আমরা দিল্লী আশ্রমে যেতাম এবং স্বামীজী আমার স্বামীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। বহুক্ষণ ধরে ওঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক কথা, মায়ের কথা, দেশের কথা, রাজনীতি, কিছুই বাকি থাকত না। সবই স্বামীজীর নখদর্পনে। অপূর্ব মানুষ। আশ্রমে গেলেই ভোগ না খাইয়ে ছাড়বেন না। আমরাও—আমি, সমীর (আমার স্বামী) ও পুষ্প (আমার মেয়ে) তৃপ্তি সহকারে ভোগ গ্রহণ করে ধন্য হতাম।

আমি দিল্লী পাবলিক স্কুলে পড়াই। সারাদিন ব্যস্ত। স্বামীও কাজ করেন সারা দিন। শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজার দিন। আমাদের কাজের ছুটি নেই। স্বামীকে মোদীনগরে meeting এ যেতে হবে। স্কুলে পরীক্ষা চলছে, আমরাও ছুটি নেই। স্বামী ফিরলে মাকে পূজা দিতে যাব। অনেক রাত হয়ে গেল স্বামীর ফিরতে। আমার চোখে জল এসে গেছে। মায়ের পূজা দেব ঠিক আছে কিন্তু ভোগ খেতে পাব কি? এত রাত হয়েছে কে রাখবে আমাদের জন্য ভোগ? আশ্রমে পৌঁছালাম, মাকে প্রাণ ভরে পূজা দিলাম। স্বামীজীর ঘরে যেতেই স্বামীজী বলে উঠলেন—"এস, এস, জানতাম আসবে। তাই তোমাদের জন্য ভোগ উঠিয়ে রেখেছি।" এত ভক্তদের মাঝেও স্বামীজী আমাদের মনে রেখেছেন, ভোগ উঠিয়ে রেখেছেন। আমি স্বামীজীর স্নেহ ভালবাসায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। স্বামীজী নিজে খাওয়ার ঘরে আমাদের বসালেন—শাল পাতায় সুন্দর সুন্দর ভোগ পরিবেশন করালেন, নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়ালেন। আমি মনে মনে মাকে বললাম—"মা, তুমি আজ নিজে স্বামীজীর ভিতরে দাঁড়িয়ে আমাদের আশীর্বাদ করলে; ভোগ খাওয়ালে। তুমি বিশ্বজননী তুমি করুণাময়ী, কৃপাময়ী, দয়াময়ী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা, কালী, তারা, ব্রহ্মময়ী, মা তুমি সবার। স্বামীজীকে প্রাণ ভরে পায়ে প্রণাম করে বাড়ী ফিরলাম, বুকভরা মায়ের ভালবাসা নিয়ে।

শ্রীমা জয় মা, জয় জয় মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

—শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী

স্বরূপানন্দ গিরিজীর মহাপ্রয়াণের খবর অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আমার কাছে এলো। সেই সংবাদ কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত সত্তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। বার বার মনে হয়েছে আমি শ্রীশ্রীমার সন্তানের কাছে অপরাধী। বিদেশ যাবার আগে আমার পিতৃতুল্য স্বরূপদাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিলো। দীর্ঘ ১৪ মাস U.S.A.তে বাস করে ১লা নভেম্বর দেশের মাটিতে পা দিলাম। এসেই জানতে পারলাম স্বরূপদা নেই। স্বরূপদাকে গত দুবছর আগে যখন কলকাতায় যতীনদাস রোডের বাড়িতে দেখেছি তখন তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা জানতে পারি। মনে মনে সর্বদাই একটা ভয় তখন থেকেই ছিলো। এটা খুবই অবিশ্বাস্য যে আমি সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে বসেও শ্রীশ্রীমার "আনন্দ জ্যোতিপীঠম"-এর বহু ঘটনা স্বপ্নে দেখেছি। স্বরূপানন্দজীর সৌম্য প্রশান্ত চেহারা, কর্মময় ব্যস্ততা, সবকিছুই যেন ভেসে উঠতো। আমি শ্রীশ্রীমার আশ্রয় পেয়েছি। এতেও স্বরূপদার স্নেহমমতা ভরা হাত ছিলো। আজ গর্ব করে সবাইকে বলতে পারি যে আমি মার সন্তান। আনন্দময়ী মাই আমার বড় আশ্রয়। এই ভাবনা হয়তো সম্ভব হতোনা যদি না স্বরূপদা আমাকে এই পথের সন্ধান দিতেন।

আজও সেদিনের কথা মনে আছে। আমি চার ধাম পর্যটন শেষ করে এক অশান্ত মন নিয়ে মার কাছে ছুটে গিয়েছি। আমি জানতাম না দীক্ষা কি? কতটা আধার তার জন্য প্রয়োজন। সদ্য স্বামীহারা একটি মেয়ে জানেনা সে কী করবে। স্বরূপদাই আমাকে পথের নির্দেশ দিলেন। আজ শ্রীশ্রীমার আশ্রয় পেয়ে মনে পরিপূর্ণ শান্তি ও স্থিতি ফিরে পেয়েছি। মহাদুর্গাষষ্ঠীর দিন সকালে আমার দীক্ষার সব ব্যবস্থা মহারাজ করেন। এখনও তাঁর কন্ঠস্বর শুনতে পাই–"ভয় পাবার কিছু নেই। মাকে ডাকো, সেখানেই শান্তি।"

স্বরূপদা ছিলেন কনখল আশ্রমের কর্ণধার। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও বড় বড় উৎসবের পরিচালনায় দৃঢ় পদক্ষেপ ও তার সুফল স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি নিজস্ব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কখনই চিন্তা করতেন না। আমরা যখন আশ্রমে গেছি. সদাসর্বদা তাঁর মতামত নিয়ে আশ্রমের বাইরে যেতাম। একবার আমরা তিন চারজন মহিলা বৃন্দাবন-মথুরায় যাব ভেবেছি। কিন্তু স্বরূপদার মতামত নিয়ে হবে। ভীষণ ভয়ে ভয়ে তাঁকে সেকথা জানালাম। শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন। ভোররাত্রে আমাদের ট্রেন হরিদ্বার স্টেশন থেকে ছাড়বে। অত সকালে হয়তো স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হবে না। সে জন্য আগের দিন চিঠিপত্র সব নিয়ে তৈরী ছিলাম। কিন্তু মহারাজের এমনই চিন্তা ও আমাদের জন্য দায়িত্ববোধ, যে তিনি সেই ভোরবেলা উঠে ঘরের সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের ভীষণ আনন্দ ভোরে সাধুদর্শন ও তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা যাত্রা করছি।

স্বরূপদা কলকাতায় এলে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের জন্য ব্যস্ততা, মিটিং, সৎসঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে তাঁর দিনগুলি কেটে যেতো। আমি প্রতি বছর দেখা করেছি ও ওঁনার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখেছি। একটার পর একটা আশ্রমের গঠনমূলক কাজ তাঁরই পরিশ্রমের সুফল। যখন "আনন্দজ্যোতিপীঠম" তৈরী হয় সে সময় স্বরূপদা প্রতিদিন কাঠফাঠা রোদে মাথায় ছাতা দিয়ে তদারক করতেন। গাড়ি থেকে পাথরের বড় বড় স্লাব নামানো হচ্ছে। সেগুলোর হিসেবও করতে দেখেছি। সারাদিন এসব কাজ করে দুপুরে আবার কোনো বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজে দিল্লী চলে গেলেন। তাঁর এইসব কাজের মধ্যে বৃদ্ধবয়সেও তিনি শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি সংগ্রহশালা নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। তার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। সকল বড় ক্ষমতাবান ভক্তদের কাছ থেকে ডোনেশন collect করার বিশাল দায়িত্বও তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন।

স্বরূপদার ঘর শূন্য ভাবতেও খারাপ লাগে। সর্বদা আশ্রমে 'স্বরূপদা–স্বরূপদা' রব আর শোনা যাবেনা। আশ্রমের অনেক গুরুজন সবাই এক এক করে চলে গেছেন। মার কোলে সকলের মহান মহামিলন ঘটেছে। স্বরূপদা মহাযোগী। মহান বিশাল ব্যক্তিত্বের সন্ন্যাসী। তাঁর অমৃত জীবনের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তিনি আমার কাছে চিরস্মরণীয়, চিরবরনীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন। আমার একান্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণাম আজ তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে জানাই।

☆

শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী, ২৮শে ভাদ্র, ১৪০৯

—ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী

হে মহাপ্রাণ কর্মযোগী
স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি,
তোমার পার্থিব দেহ
পঞ্চভূতে হয়ে গেছে লীন।
আমরা যারা কিছুমাত্র
পেয়েছি তোমাকে, জেনেছি তোমাকে,
আজ সবাই আমরা ভাগ্যহীন॥
ছিলে তুমি মায়ের স্বরূপের ধ্যানে
মাকে নিয়ে, পরম আনন্দে,
তাই তুমি স্বরূপানন্দ,
সার্থক নামটি তোমার।
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন
মাতৃ কৃপাধন্য জীবন তোমার।
মাতৃ মন্দির, জ্যোতিপীঠ, ধ্যানপীঠ,
পাঠাগার, বিদ্যাপীঠ–
প্রতিটি ভক্তের হৃদয়ে
অন্তরের অন্তস্তলে
তোমার স্মৃতিটি নিয়ে
জেগেরবে চিরকাল॥

জাহ্নবী তীরে মাতৃধামে
সংগৃহীত মাতৃ স্মৃতি ভান্ডারে
সেতো তোমারি কীর্তি,
তোমারি কল্পনার জীবন্ত আকার॥
কত পংক্তি ভোজে
এক সাথে বসে
পেয়েছি মায়ের প্রসাদ,
না বললেও তুমি বলেদিতে
ওরে সবাই আমরা এক,
একই মায়ের সন্তান॥
আশ্রমের অলিন্দে, যাতায়াত পথে
দিনে রাতে, পেয়েছি দর্শন তোমার।
শ্মশ্রু গুম্ফ সৌম্যকান্তি
ঈষৎ অবনত দৃষ্টি, মুখে মৃদু হাসি,
শব্দহীন, বাক্যহীন ভাবদিয়ে
আনন্দে ভরে দিতে সবার হৃদয়॥
মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছ তুমি
হে মহান কর্মবীর, স্বরূপানন্দ স্বামী
শ্রদ্ধানত চিত্তে আমরা
তোমার চরণে সবাই নমি॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Remembering Swamiji

---- *'Mohua'*

I still remember my first visit to Kankhal ashram with my parents, though slightly blurred with time. That was many years back when I was very young, just about nine years old. Having entered the ashram premises near the office, the first thing that I remember seeing was a person grizzled with age, dressed in saffron and long hair resting on the shoulders. He was seated and several people crowded around him, some paying their respects to him, some talking casually. I don't remember if I bowed down to pay my respects to him then, but that was the beginning of getting slowly acquainted with Swami Swarupanandaji with our yearly visits to Kankhal ashram during Ma's birthday celebration. As I grew a year older with every visit to the ashram, I got to know him better. During those early years, I would always feel joyous to be able to sit near him. My notion about him matched him to a "Grandfather" figure. I would be thrilled to see the twinkle in his eyes. It seemed to me as if he smiled through his eyes because I could never find the smile on his lips. I felt his smile getting hidden within his moustache and beard dignifying his majestic appearance. It would be amusing to hear him narrate incidents of his accompaniment with Ma, in his life. Over the years, I perceived Swamiji as the person he was, behind that "Grandfather" figure.

It was a huge responsibility that he had shouldered his long life for the ashram, ever since I knew him. And yet he was the pleasant person whom people would meet and pay their obeisance. He was a person of strong personality, knowing his work about the ashram. Yet he was so loving and beloved. His continuous and consistent presence on the chair outside his room was something, which had become a picture set in our eyes. Every time we would pass by, he would enquire about us, joke with us lightly and make us feel jolly.

Though in his latter life he had a divan laid down in the verandah outside his room, as his health wouldn't permit him to sit through such long hours. Still one could never find him failing in his duties. The last days of his had given him a suffering health though. Inspite of this, his last and greatest achievement for the ashram was the completion of Ma's unique museum. The museum in true sense enlivens the life and *leelas* of our beloved Ma.

After a considerable time of nagging illness, he finally breathed his last on 14th Sep.'0. The news ws very sddening. We all have lost a very invaluable person who had dedicated his life for the betterment of the ashram. But instead of mourning we all rather get together heart and soul, remember him and his work and pay our final obeisance to him.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Swami Swarupanandaji Maharaj

As we have seen

----Pradip Bhai & Bisnupriya

Swamijee, we always called him as "Dada", was our friend, philosopher, guide, elder brother and what not?

We first came into contact with "Dada" during 1986-87 at Belrui, on the way to his visit to Bangladesh. One "darshan" and we became deeply attached to him and he always enlightened us with philosophy of Sri Ma Anandamayee and changed our whole life style.

We came of Dada's closeness more since 1997 when he started visiting "Ananda Tirtha", A sadhu kutiya was built to get blessings of sadhus and mahatmas visiting us at Ukhra in Burdwan district. Dada used to come every year during December after the Samyam Saptaha and stayed for about 2 to 2.5 months to bless the persons of Ukhra and surroundings. All the persons of the area used to eagerly wait for his arrival and getting charged for the whole year.

Through Swamijee many people of this area got the blessings of Sri Ma and we had the rarest opportunity to render our seva to our dearest "Dada". Our Dada was always referring to Ukhra as *"Jangal Garh"*, due to the presence of "Garh Jungle" near Kenduli, place of Sri Jaidev. Dada used to invite many people to have the essence of "Bauls" and the beautiful village life surrounding the coal mines. Dada used to ask people to come there to have fresh air, to take some rest, being away from the bustle of mechanised city life. Due to frequent visits of Ma's devotees, "Ananda Tirtha" became fully surcharged and everyone used to feel the presence of Ma.

Dada used to tell about the stories of Ma at Vrindaban, Bhimpura, Delhi, Agarpara, Uttarkashi and other ashrams. We also used to enjoy the continuos presence of "Dada" around us, which was not possible to get at Kankhal.

Swamijee's devoted work is reflected maximum in the making of Vrindaban ashram, Delhi ashram and Kankhal ashram & in the later stage of his life, his main concentration was to construct a beautiful "Samadhi Mandir", a useful museum, a polyclinic, a high standard school upto secondary level at Kankhal and a library for all sectors of religion. Most of his dreams were fulfilled, but some were yet to be materialised. Swamijee was also interested to have a research on "Tantra". He even wanted to keep one chair in some university through which interested persons could

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

make research on "Tantra" and help to establish the actual "Tantra" in the present world. Swamijee's firm belief was that today's Tantra has not only lost its glorious legend but also has become polluted due to corruption and ill-motive. Swamijee wanted to re-establish "Tantra" in its original form by more education and research work. He even collected lots of books on "Tantra" from different parts of the country which are available in the present library at Kankhal.

Swamijee, as we feel, was a true Manager, was a hard task master and he used to continuously monitor the progress of work to complete the jobs within a fixed schedule. Swamijee had also an excellent artistic approach and he liked to perform the job perfectly, nicely and with an artistic touch.

Dada was a good leader and a complete personality and he used to be with us in our sorrows as well as in happiness. His laughing face, his inspiration, his blessings will always motivate us for our better work, better living and ultimately to know ourselves, to know the "GOD"

Surprisingly even today we donot feel Swamijee's absence, but we always get courage by feeling Dada's ever presence with us by guiding us, protecting us and leading us to move towards "Mother" more and more.

Jai Ma.

ACKNOWLEDGMENT

We are deeply grateful to Sri P. K. Mondal of South Eastern Coalfields Ltd. a very ardent devotee of Sri Ma, for very Kindly providing us with some beautiful photos of Swami Swarupanandaji.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

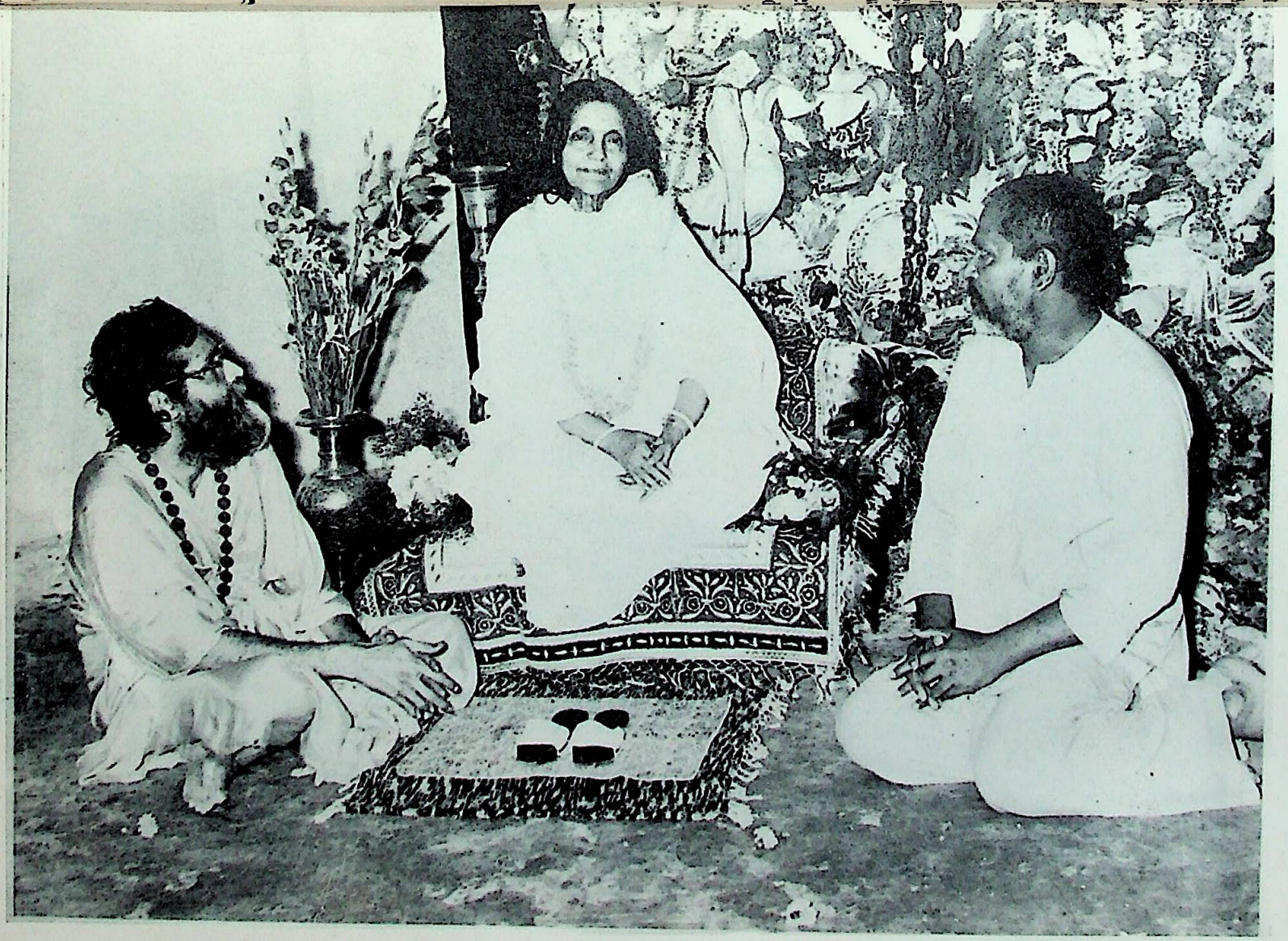

An early photo of Swami Swarupanandaji with Sri Ma at Vrindaban ashram during Jhulan festival. Sri Nirvananandaji on the left.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

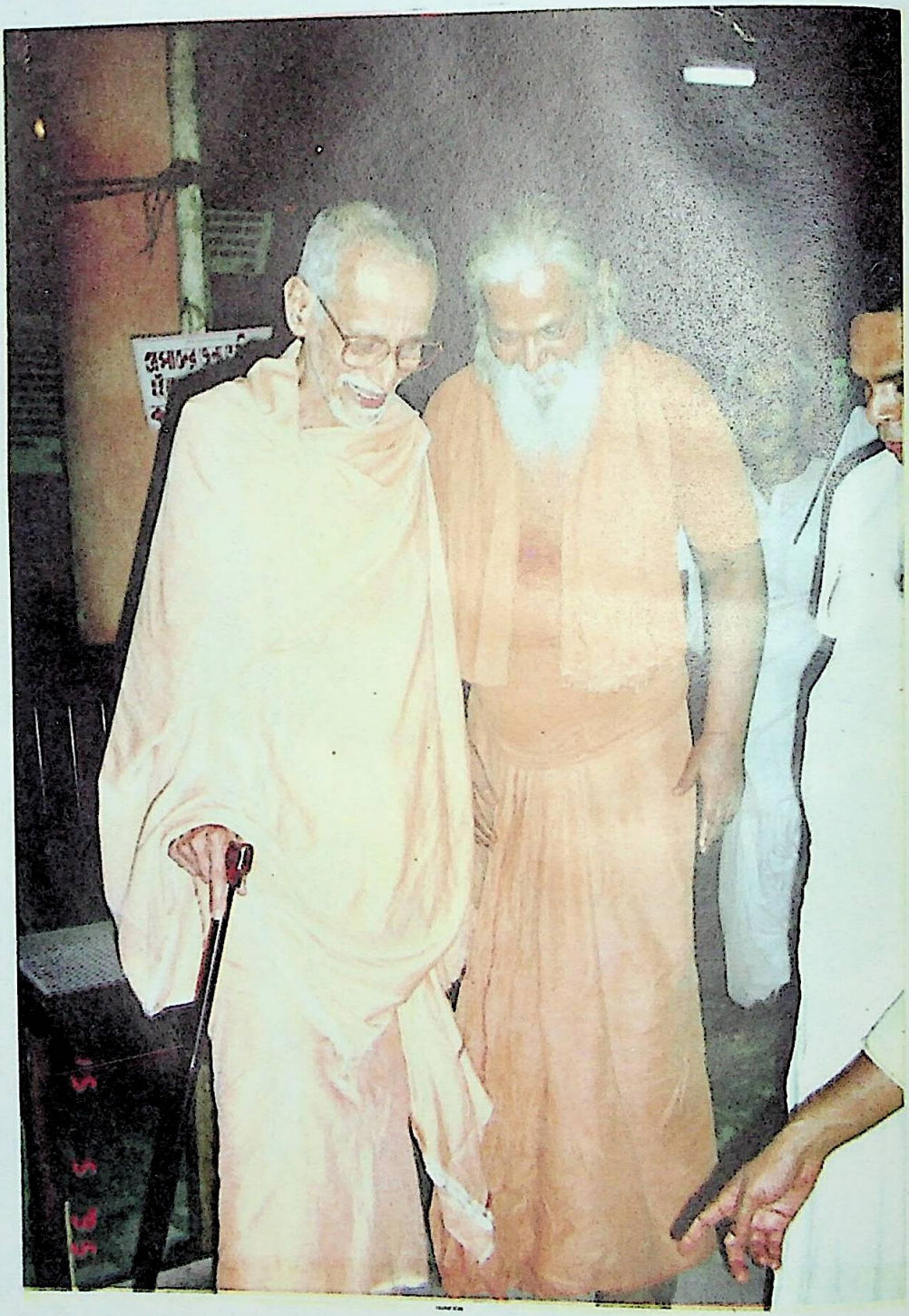

Swami Sri Chidanandaji Maharaj's visit to New Delhi ashram temples. Swarupanandaji escorting Pujya Swamiji.

— 15th May, 1995

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Swarupanandaji in a jovial mood with Dr Karan Singhji in Kankhal ashram on the occasion of Sri Ma's centenary function. —May, 1996

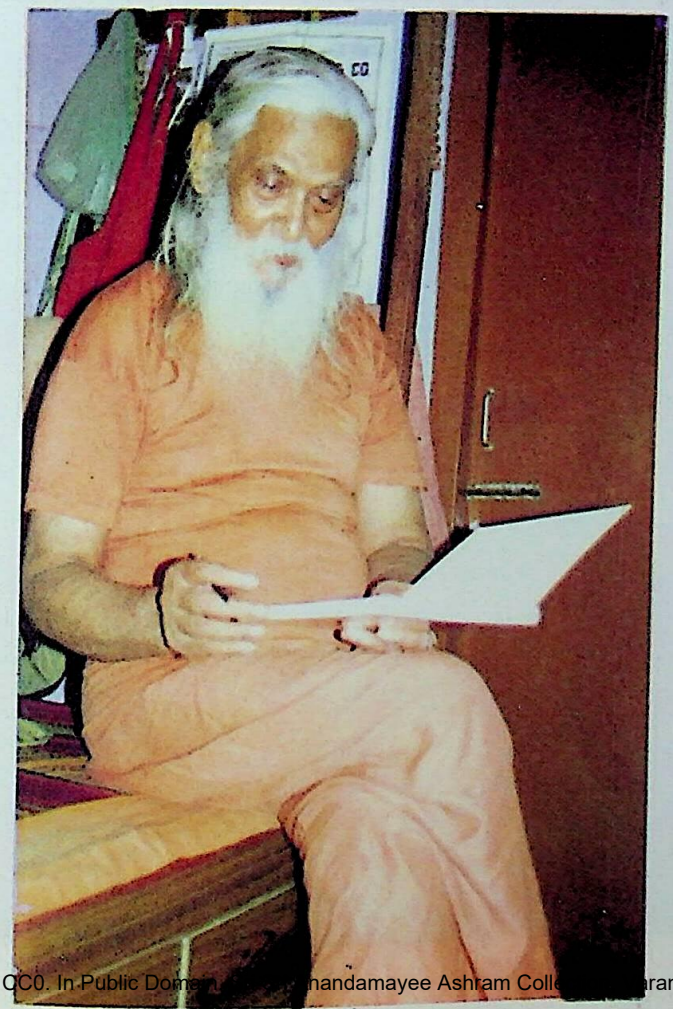

CC0. In Public Domain. Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

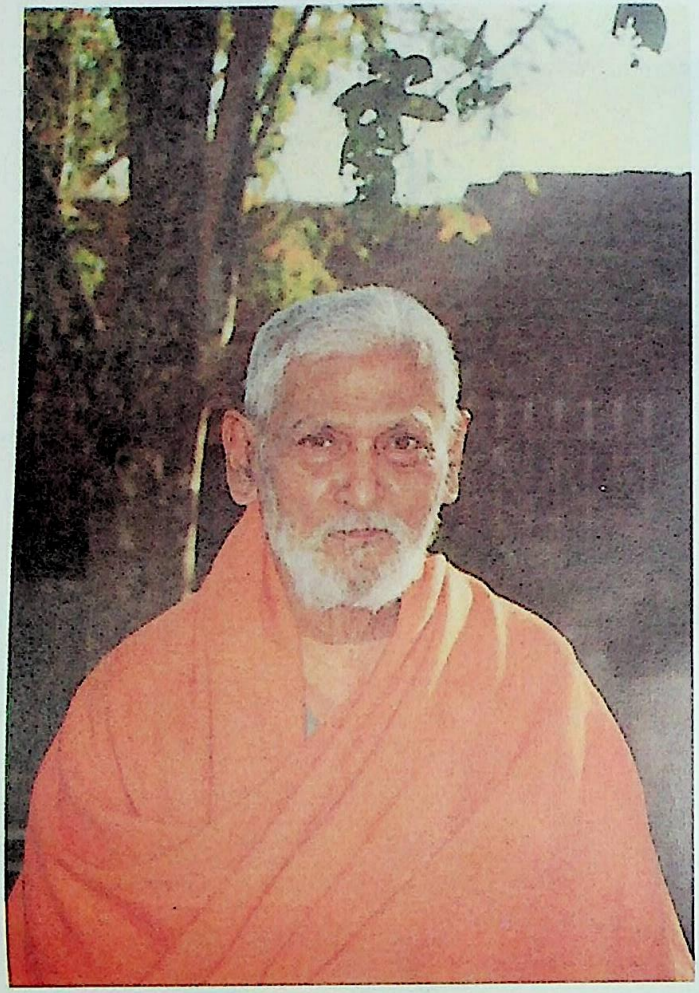

After brain surgery

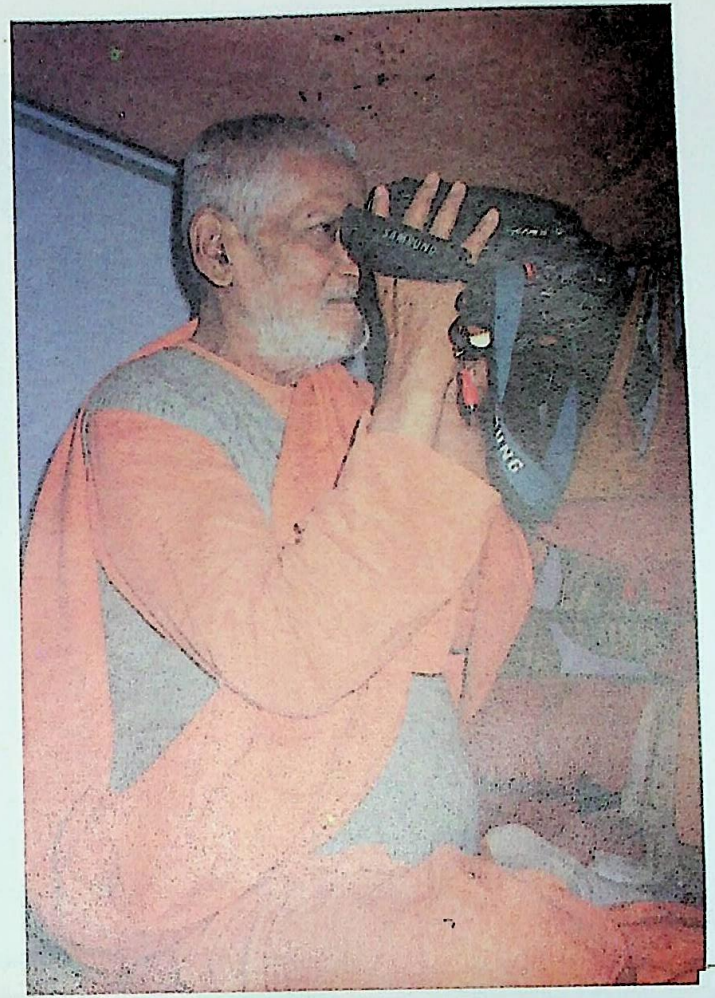

Swamiji in a happy mood

—Feb., 1998

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In front of the "Ananda Tirtha" at Ukhra

—Jan., 2000

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

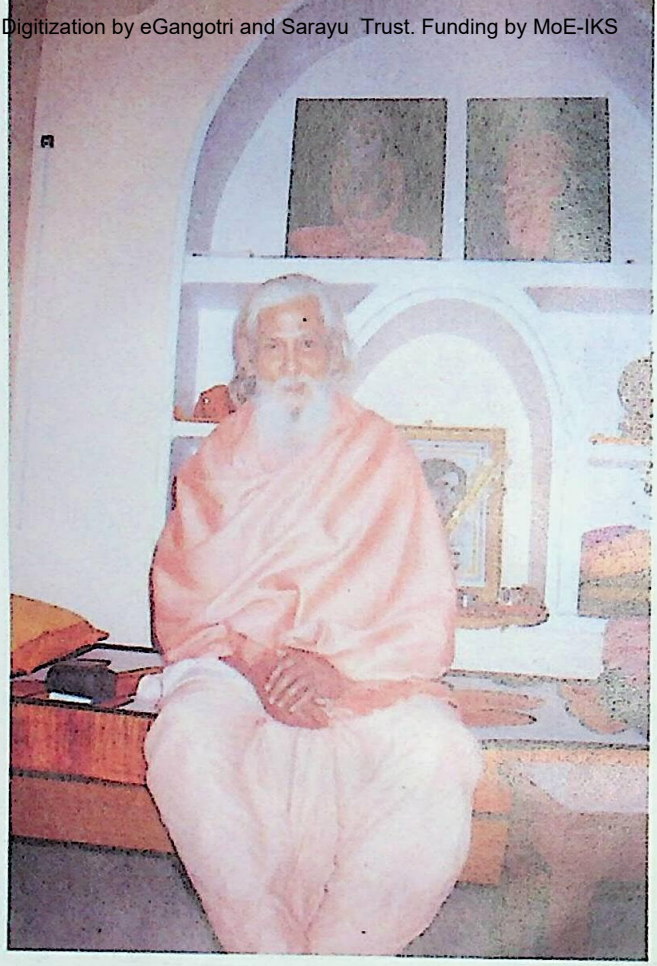

Inside "Ananda Tirtha", Ukhra

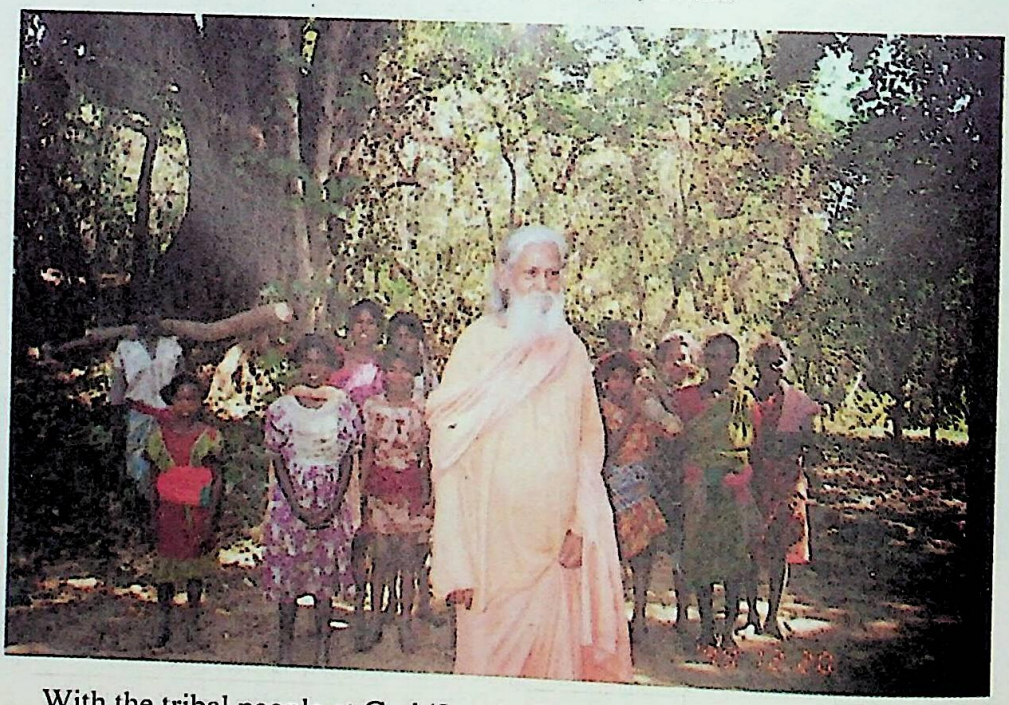

With the tribal people at Garh Jungle, Durgapur Feb., 2000

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by Sri Sri Anandamayee Ashram Trust and eGangotri. Funding by MoE-IKS

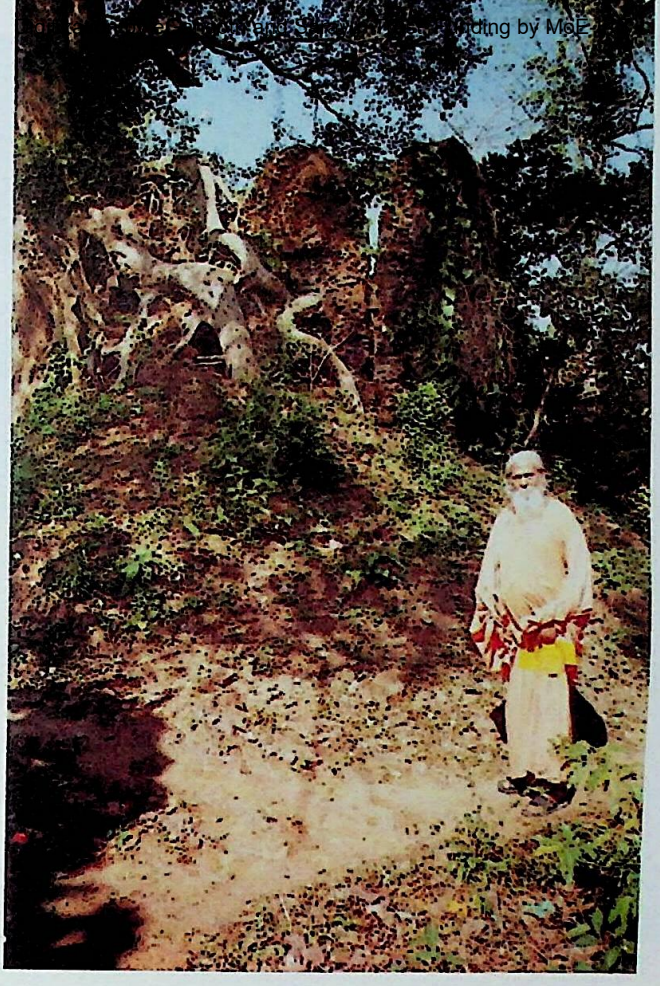

Inside the Garh Jungle —Feb., 2000

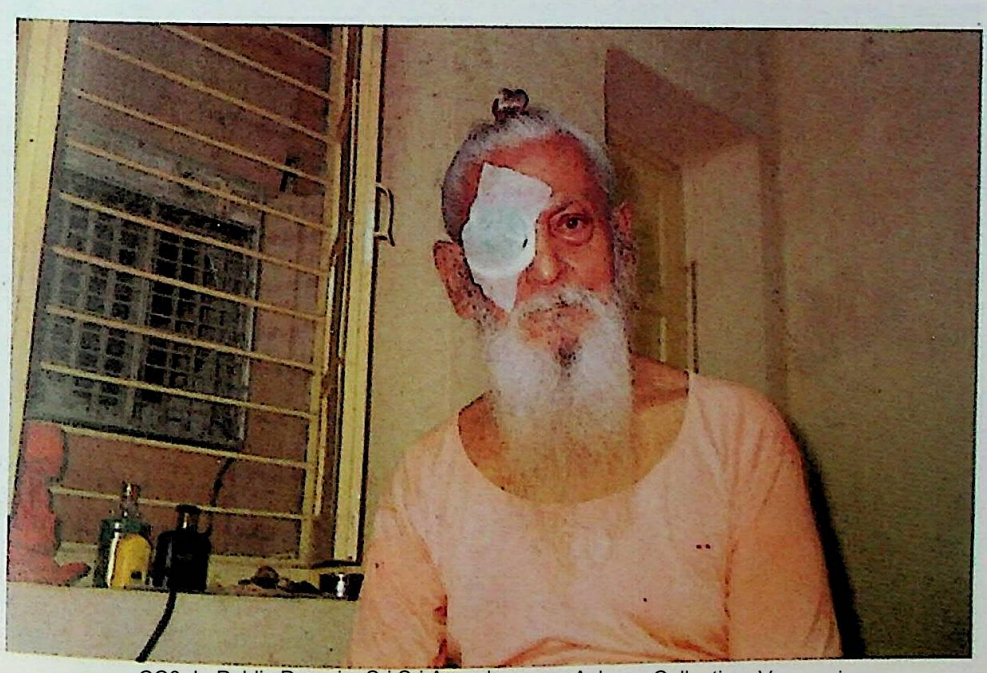

After eye operation

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

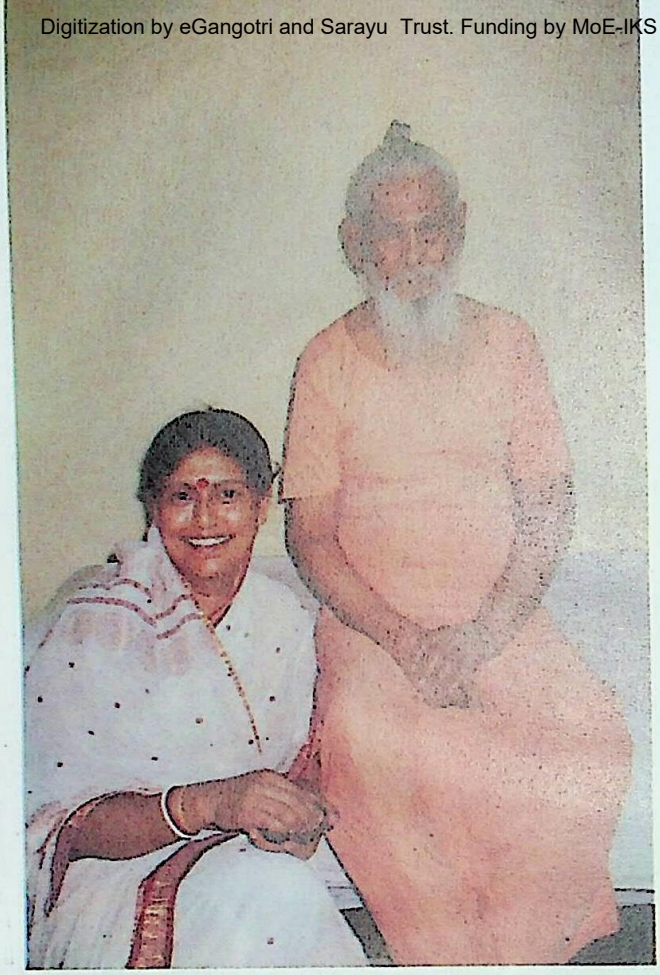

At Kalkaji ashram with an ardent devotee of Sri Ma.

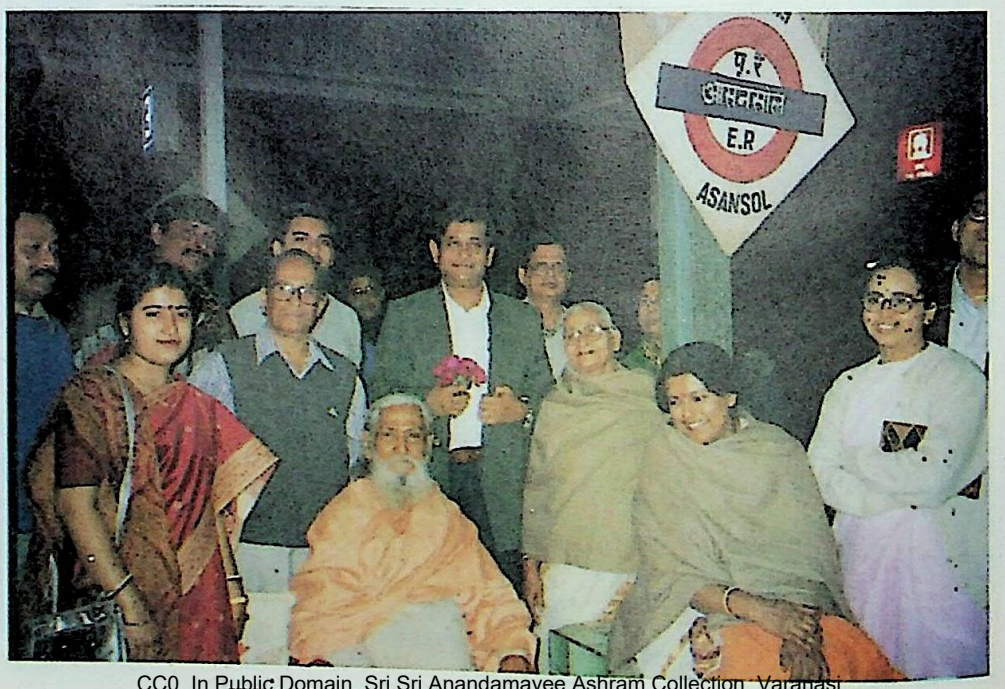

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

With Sri Ma's devotees at Asansol

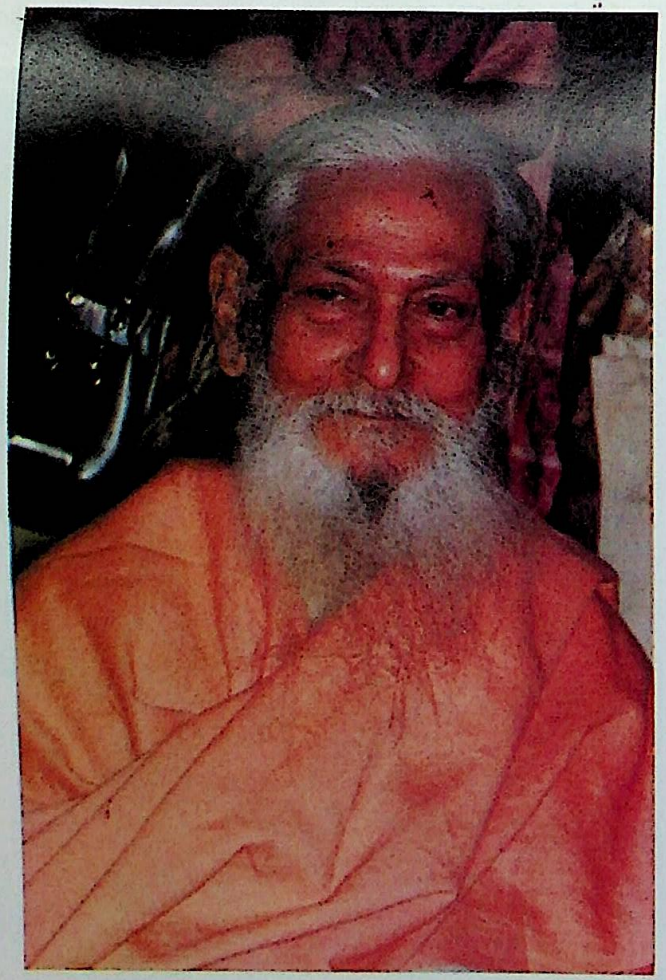

In a relaxing mood

—Feb., 2001

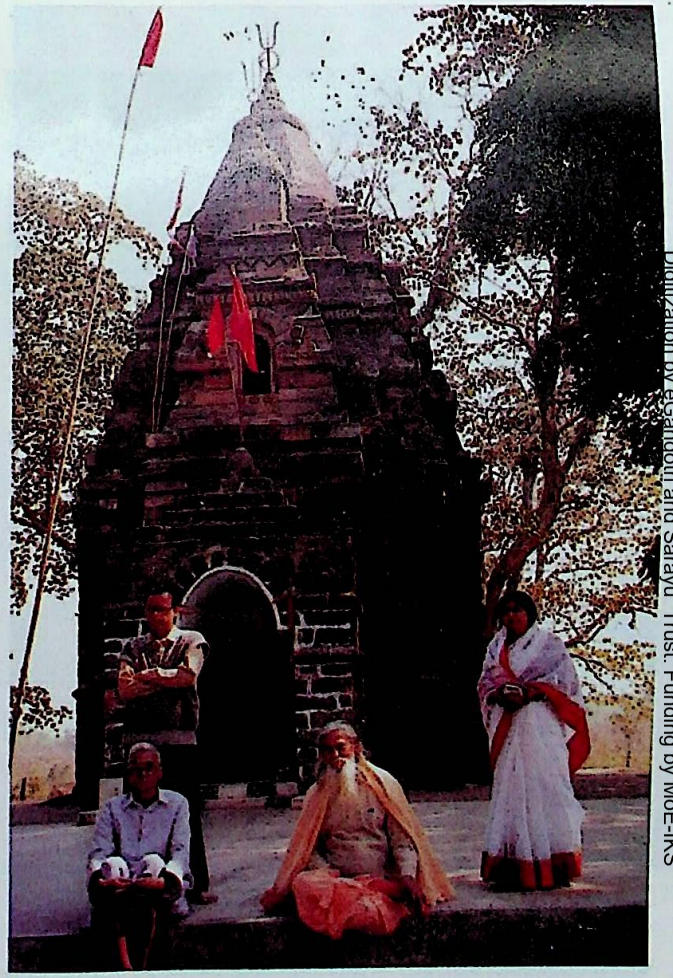

Near the ancient Shiva temple at Durgapur.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by Sir Ratan Tata Trust and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

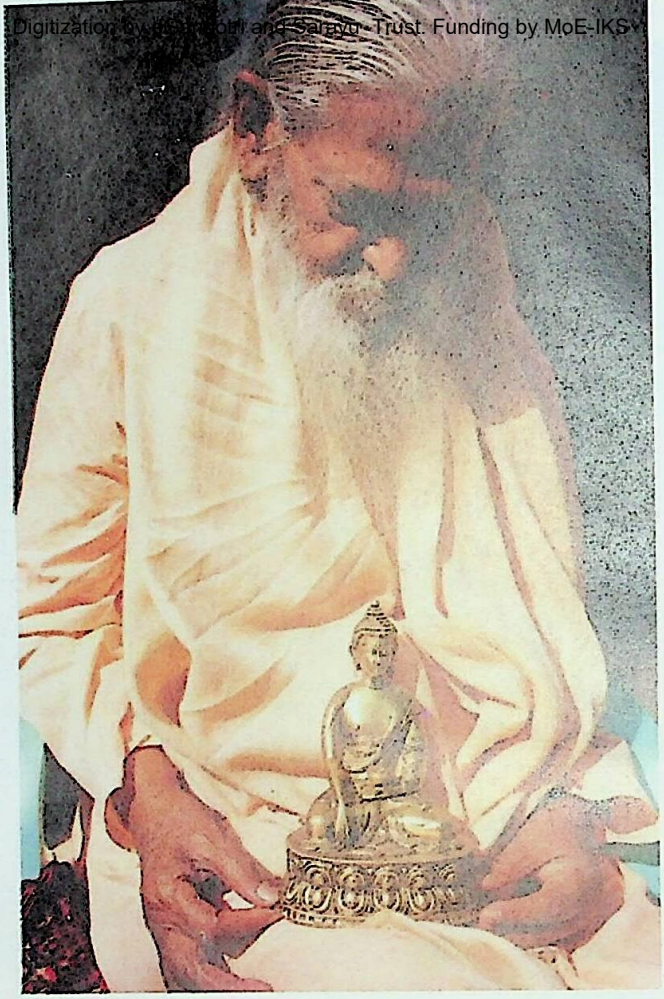

With the rare image of Lord Buddha on his lap —Ukhra, 2001

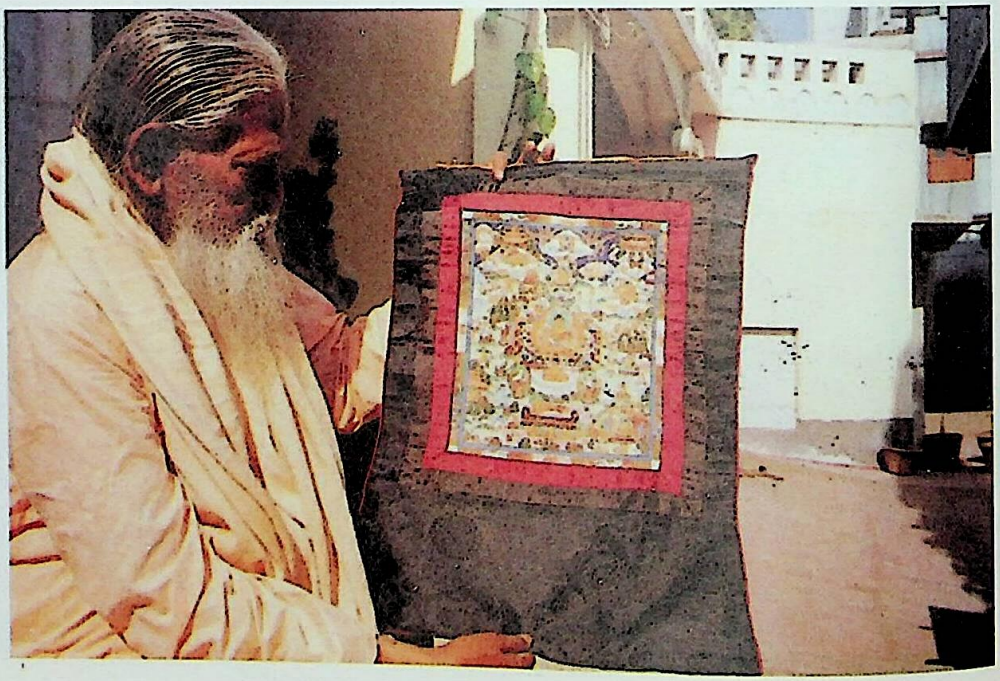

Looking minutely at a Tibetan painting

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

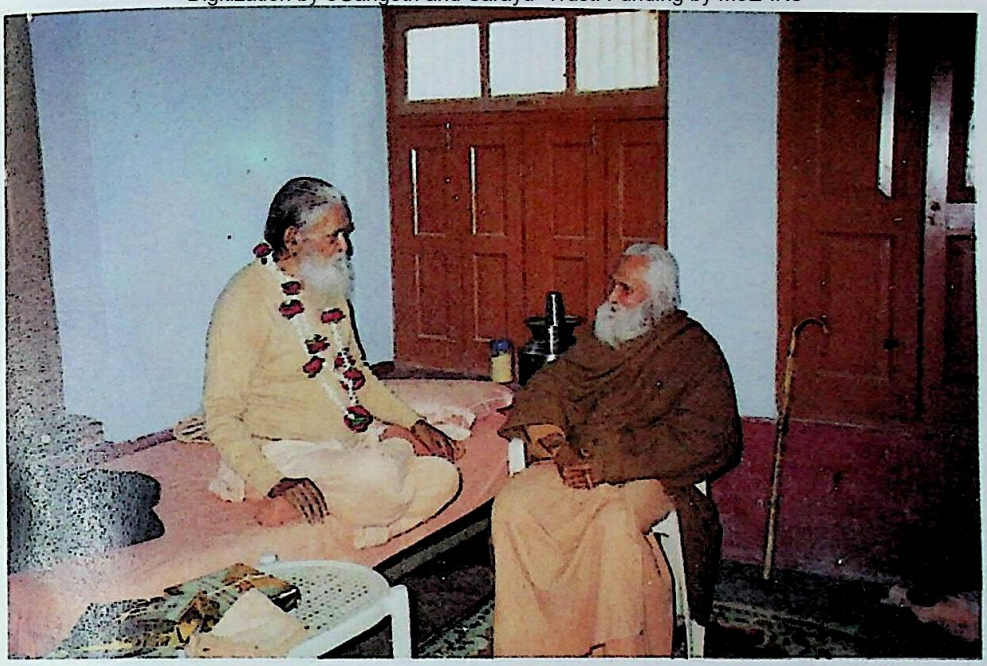

At Vrindaban ashram with Sri Sivananda Maharaj

— Feb. 2001

Sitting near ashram temple at Vrindaban.
Last visit to his very favourite ashram.

—Feb., 2001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

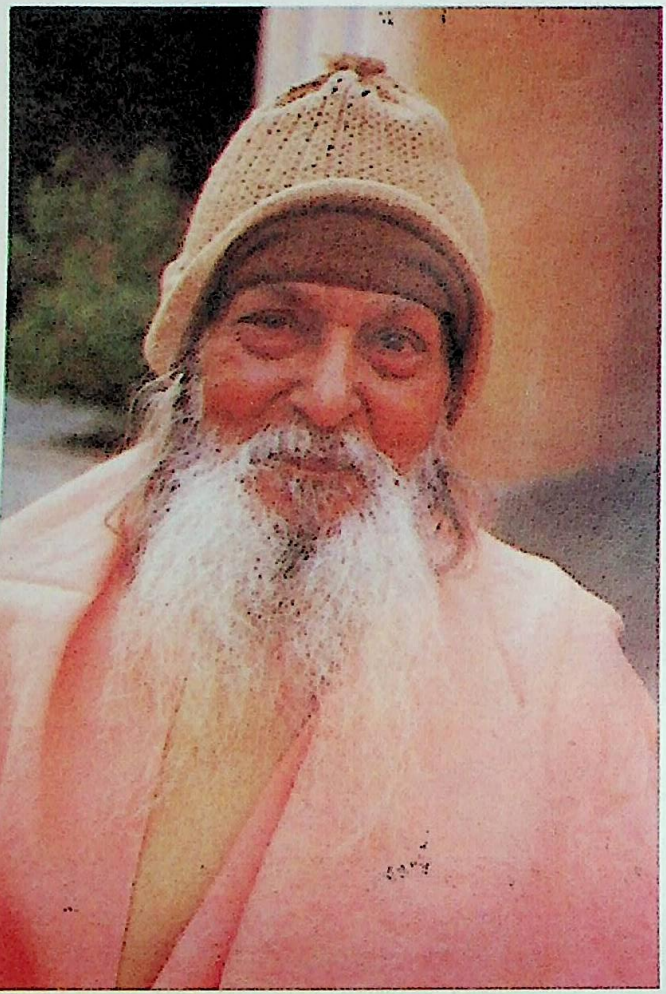

Swamiji in his usual happy mood.

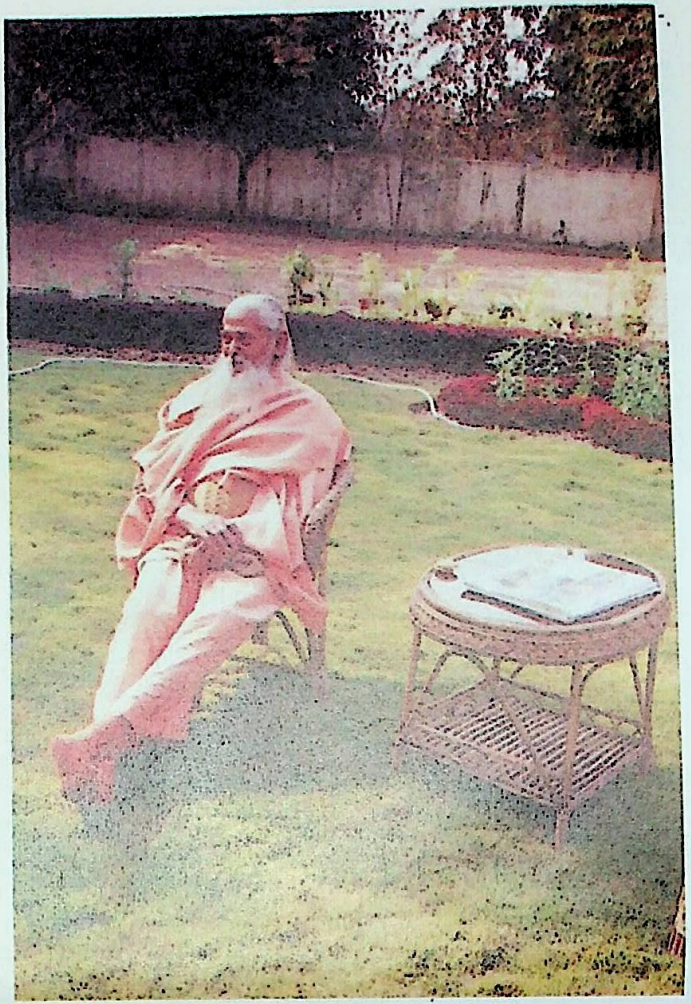

Enjoying the winter sun at Ukhra.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funded by MoE-IKS

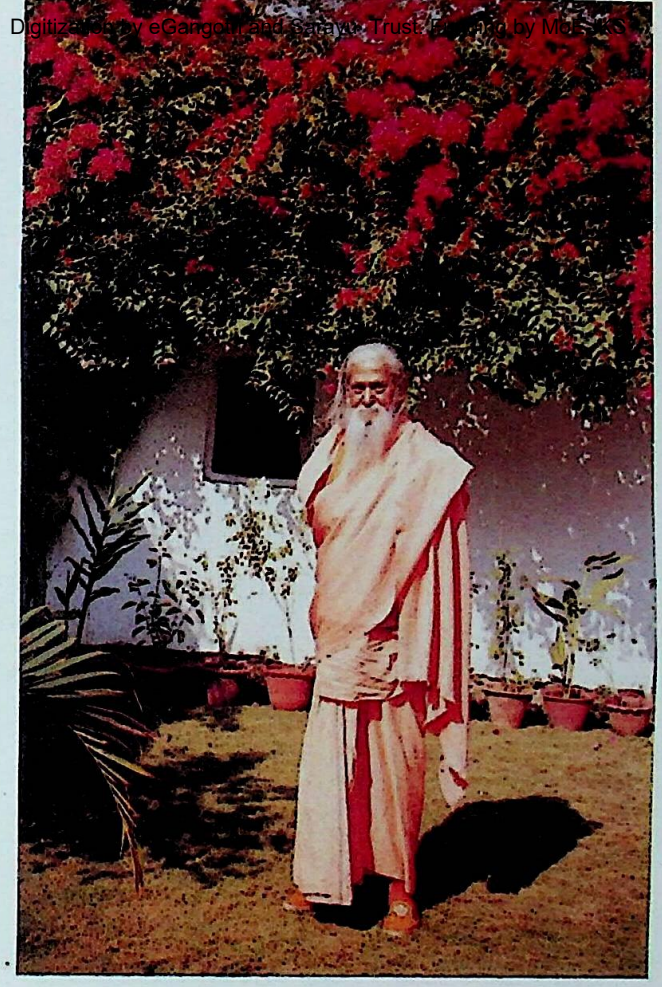

In a beautiful surrounding at Jhanjra, West Bengal.

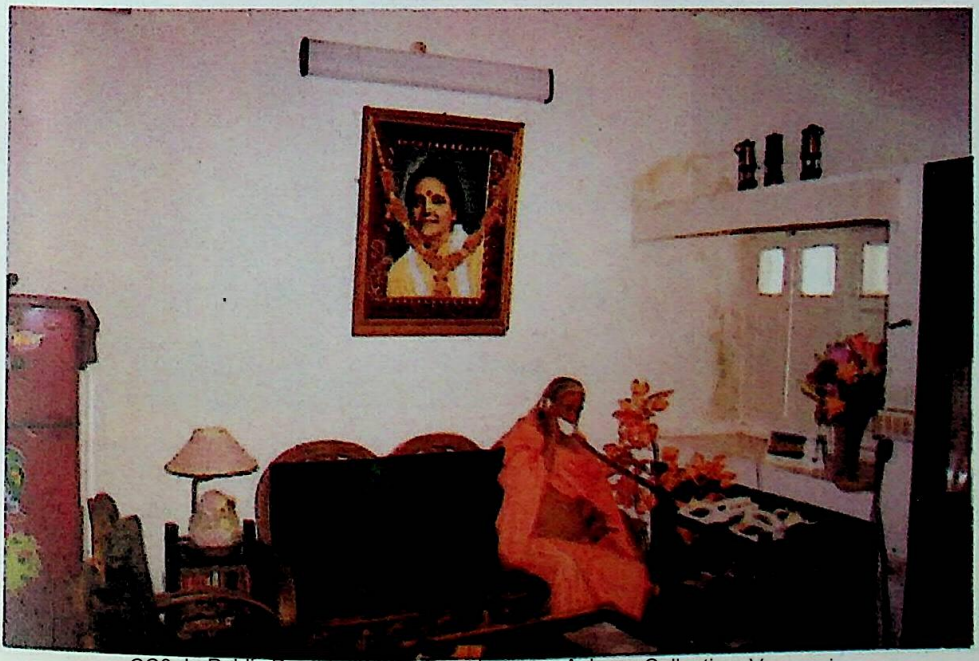

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Sri Sri Ma's bungalow house at Jhanjra

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

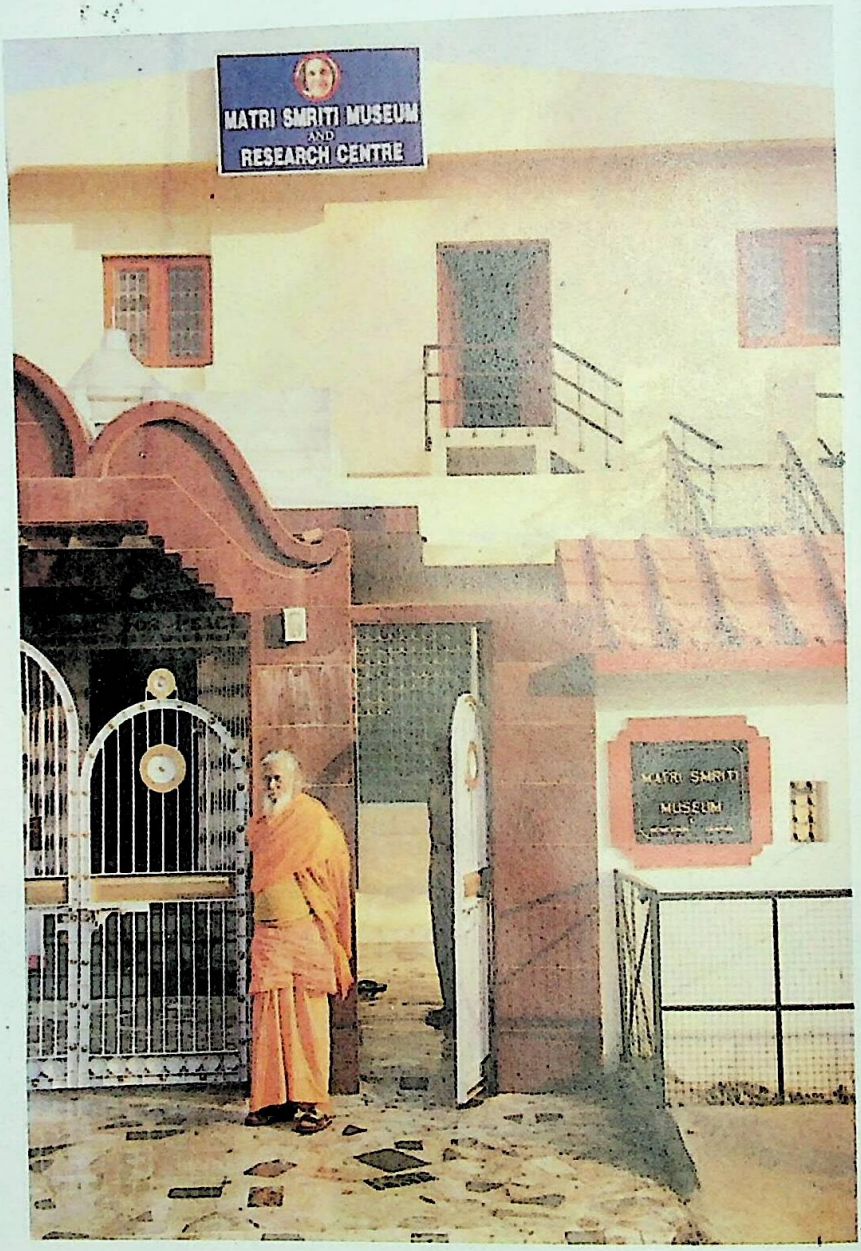

Fulfilment of Swamiji's dream-project—
Matri Smriti Museum at Kankhal.

—Nov. 2001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

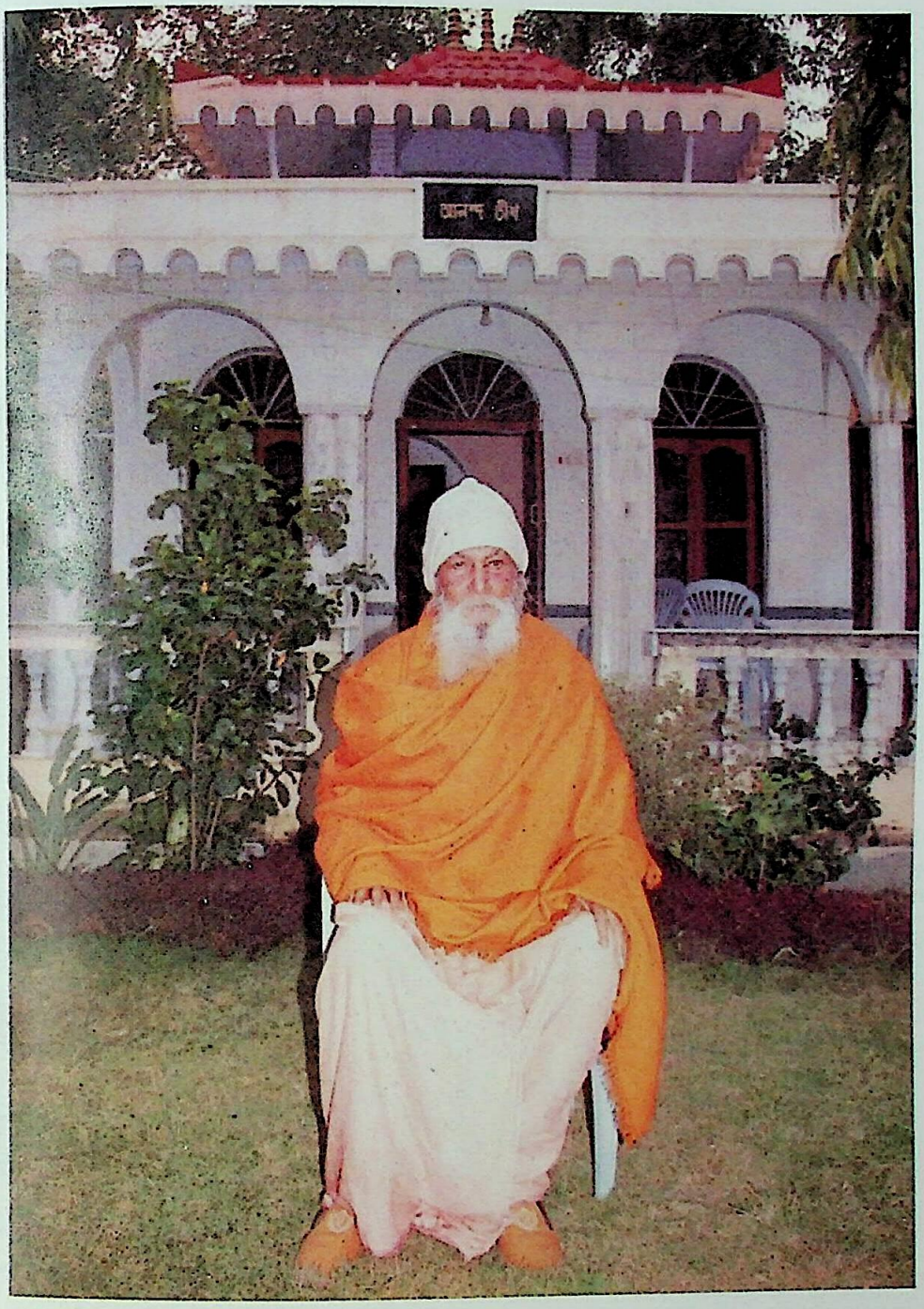

Last visit to Ananda Tirtha, Ukhra.

Feb. 2002

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

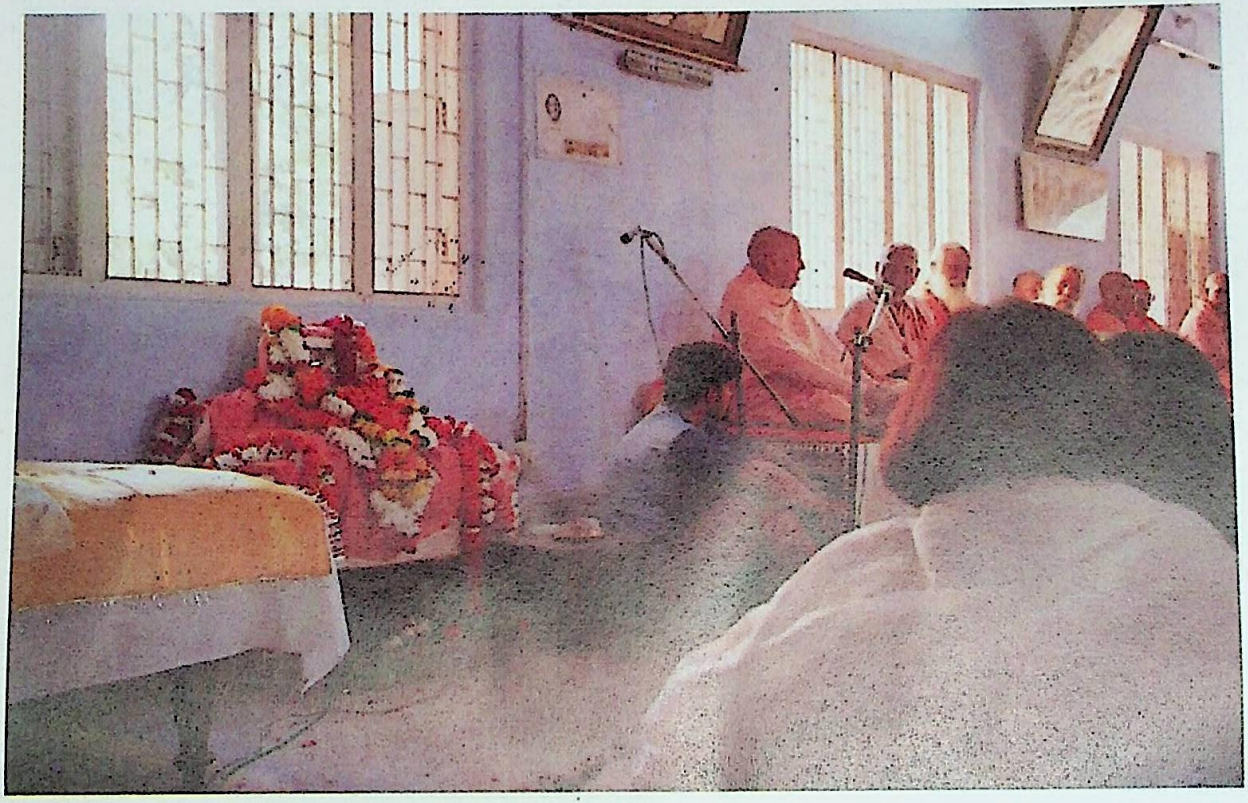

A scene from the special ceremony on the sixteenth day of the "Jal samadhi" of Swamiji. Mahamandaleshwars and Mahants of different *akhadas* speaking eloquently upon Swamiji

—Kankhal ashram, 30th Sept., 2002

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

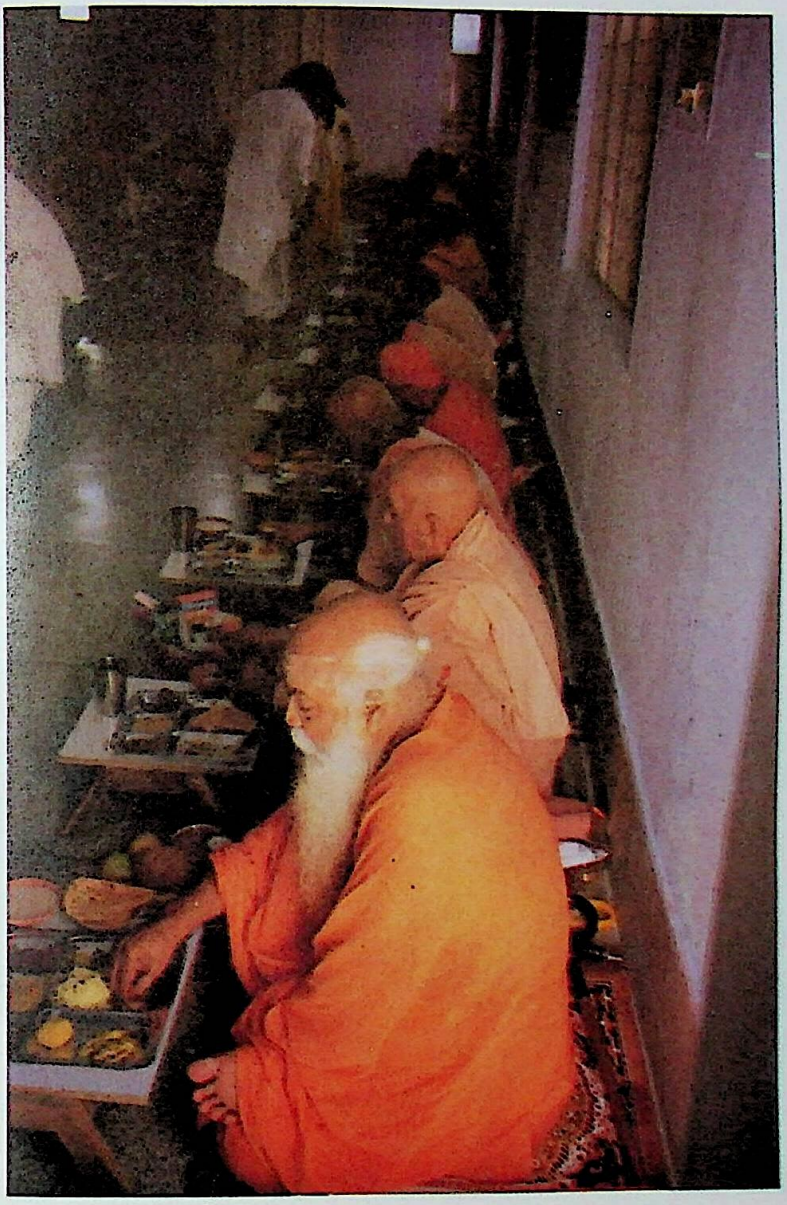

Mahamandaleshwars and Mahants being treated to a grand feast on the occasion of the *"Sodashi Bhandara"*.

—30th Sept., 2002

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Another scene from the sadhu bhandara.

—30th Sept.. 2002

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

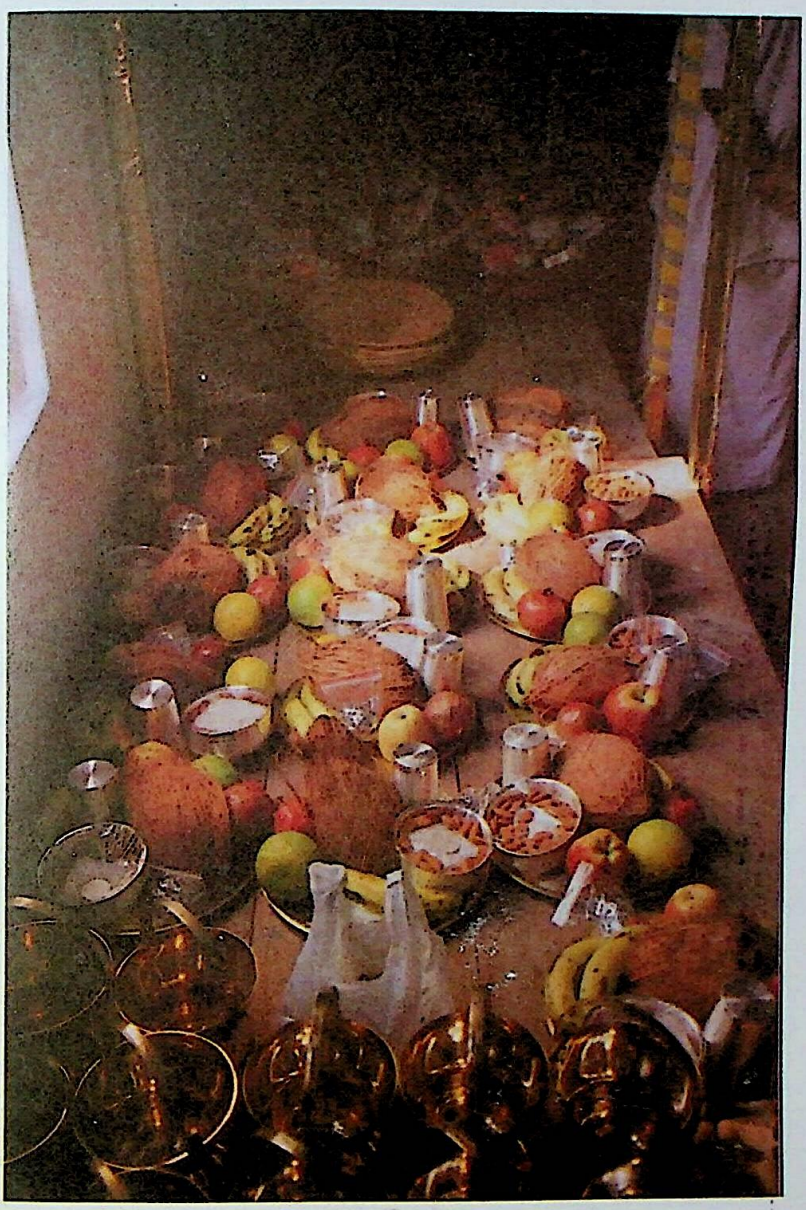

A view of the various offerings to distinguished Mahatmas on the said occasion

—30th Sept. 2002

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

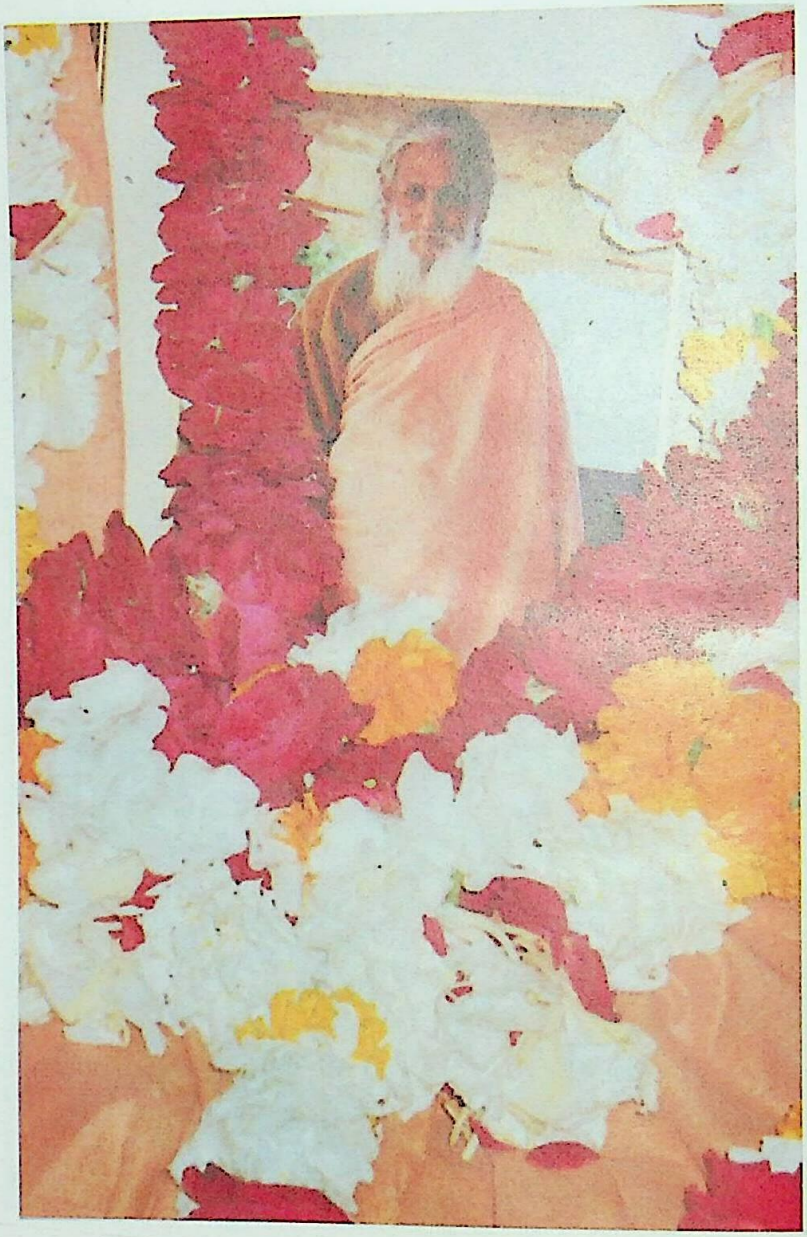

"You are always with us."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০

২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬

৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 464 2217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্ম্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

Head Office :
D. Wren Industries (P) Ltd.
25, Swallow Lane,
Calcutta – 700 001.

Factory :
Dum Dum & Baroda,

Baroda City Office:
D. Wren International Limited,
Alkapuri, Baroda – 390 007.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের
সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"
— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে :—

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments From :

"Endeavour to go through life leaving your burdens in His hands."

—Ma Anandamayee

UNIQUE ELECTRONICS (Regd.)
16, Central Market,
Lajpat Nagar
New Delhi—110024
Phone : 6834559, 6836475

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best compliments from :

"The pilgrimage to the goal of human existence is the only path to Supreme happiness."

—Sri Ma

M/s. Sugam Parivahan Ltd.
43, Lekh Ram Road
Daryaganj, New Delhi-110002
Ph. 3257581/3268459 Fax : 3267462

With best compliments from :

"Abandaon yourself to God in all matters without exception."

—Sri Ma

M/s Anandamayee Forgings (Pvt) Ltd.
A-5, Site-IV, Industrial Area
Sahibabad, Ghaziabad-201010
Ph : 770064 - Fax : 770427

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

✿ Branch Ashrams ✿

14. NEW DELHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)
15. PUNE	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Ganesh Khind Road, Pune-411007. (Tel : 020-25537835)
16. PURI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
17. RAJGIR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)
18. RANCHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)
19. TARAPEETH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233.
20. UTTARKASHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193.
21.VARANASI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)
22. VINDHYACHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal. Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)
23. VRINDABAN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH	:	
1. DHAKA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel : 405266)
2. KHEORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

VOL.-7 APRIL 2003 No.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 033-25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-233208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005.
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 01334-216575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, Uttaranchal
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৭ | এপ্রিল ২০০৩ | সংখ্যা ২

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-

সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সূচী

১.	মাতৃবাণী		—	১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	– শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	—	৩
৩.	গান	– চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	—	৬
৪.	বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে	– ম০ম০ গোপীনাথ কবিরাজ	—	৭
৫.	গান	– শ্রী নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য	—	৯
৬.	সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী	– ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	—	১০
৭.	শক্তি-স্বরূপ, শক্তি-রূপ : শ্রীদুর্গা	– ড০ শুকদেব সিংহ	—	১৫
৮.	মায়ের আসন (কবিতা)	– শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র	—	১৭
৯.	মাকে মনে পড়ে	– স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ	—	১৮
১০.	মাতৃ-স্বরূপামৃত	– শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য	—	২২
১১.	আনন্দময়ী স্মৃতি	– কুমারী চিত্রা ঘোষ	—	২৬
১২.	ভাইজীর দশমবাণী	– 'জয়'	—	২৯
১৩.	মাতৃ সংগ্রহালয়ে (কবিতা)	– শ্রী শৈলেশ ব্রহ্মচারী	—	৩৪
১৪.	স্মৃতিচারণ	– শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী	—	৩৫
১৫.	ব্রহ্ম-সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব	– আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	—	৩৮
১৬.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা কথা	– ড০ বীথিকা মুখার্জী	—	৪০
১৭.	স্বামী ভজনানন্দজী স্মরণে	– ড০ সুমঙ্গল সেন	—	৪৩
১৮.	আশ্রম সংবাদ		—	৪৪

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER ENTITLED "MA ANANDAMAYEE AMRIT VARTA" AS REQUIRED TO BE PUBLISHED U/S 190 OF THE PRESS AND REGISTRATION ACT. FORM IV (RULE 8)

1. Title of Newspaper	:	**Ma Anandamayee Amrit Varta**
2. Place of publication	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi-1**
3. Periodicity of publication	:	**Quarterly**
4. Printer's Name	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address		**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
5. Publisher's Name	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
6. Editor	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi-1**
7. Name & address of the owner, who owns the Newspaper	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd) H.O., Kankhal, Hardwar-249408**

I, Panu Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

March, 1,2003

(Sd) PANU BRAHMACHARI
Publisher.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃবাণী

নববর্ষ–নূতন জীবনে ভগবৎপথের যাত্রী হয়ে নূতন নূতন পরিস্থিতি প্রাপ্তির চেষ্টা হওয়া।

✯ ✯ ✯

যদিও তিনি ভিতরে বাইরে সর্বদাই রয়েছেন, তবুও ভাবে ও কর্মে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখা দরকার। কেন না জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারগুলি এমনভাবে বদ্ধ করে রেখেছে যে তাঁর সন্ধান পাওয়া সহজ নয়।

✯ ✯ ✯

আচারবান না হলে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কথায় বলে, "আচারের ঘর আছাড়ে ভাঙে না।" শৌচাদির প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রেখে সদ্‌বিধি অনুসরণ ও শুদ্ধাচারী হওয়া আবশ্যক।

✯ ✯ ✯

কোন কোন সময়ে তোদের মুখে এক অজুহাত শুনি–"তাঁর কৃপা না হলে কি ডাকা যায়?" তাঁর কৃপা সব সময়ে আছে বলেই তো বেঁচে আছিস। তোরা একটু ধৈর্য ধরে নিজের উপর লক্ষ্য কর দেখি, তাহলে তাঁর কৃপার আভাস পাবি।

✯ ✯ ✯

শূন্য হলে সাদা হওয়া যায়, কিম্বা সকলের ভিতর হারিয়ে গেলেও সাদা হওয়া যায়। সাদা সকল রূপ নিয়ে অরূপ হয়ে আছে, অথবা অরূপের রূপই সাদা। সাদা হতে হলে সিধা থাকতে হয়।

✯ ✯ ✯

সত্য ও সরলতার আশ্রয়ে বাহিরে ভিতরে দুধের মত সাদা হবার চেষ্টা কর, তা হলে নিজে তো সুখে থাকবিই, অন্যেরাও তোর কাছে এসে সুখ পাবে।

✯ ✯ ✯

ত্যাগী হওয়াই সাদা বা সরল হওয়ার লক্ষণ। আত্মাভিমান শূন্য হয়ে জগতের ভিতর ছড়িয়ে পড়, দেখবি তোর শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্য সকলে ব্যস্ত হবে এবং তোর আদর্শ কর্মে ও ধর্মে সর্বত্র মঙ্গল বিধান করবে।

✯ ✯ ✯

এই ভোগ–বিলাসের দিনে ত্যাগপূত সরলতাই মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণত্যাগের নামই পূর্ণভোগ।

✯ ✯ ✯

অনেকেই বলে, "কীর্তনের হৈ চৈ ভাল লাগে না; একটু একান্তে বসে তাঁকে ডাকি।" আসল কথা, যদি নির্জনে বসে তাঁর সন্ধান পাস, সে তো খুবই ভাল। কিন্তু মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে দেখিস তো, মন কি সে সময় তাঁর খোঁজ করে, না সংসারের ধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়ায়?

✯ ✯ ✯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্তনের মাতামাতিতে মন না রেখে যদি নামের দিকে লক্ষ্য রাখিস, খোল করতালের নানা সুর, তাল ও ঠোকার প্রতি কান না দিয়ে ধূন বা শেষ আওয়াজটির যদি অনুসরণ করিস, তাহলে দেখবি ভাব সহজেই জাগ্রত হবে।

☆ ☆ ☆

সাধারণের পক্ষে সূক্ষ্মতত্ত্বের জন্য স্থূল সঙ্গ খুব আবশ্যক। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সর্বদা কীর্তন করবি। ইহার সুবিধা না থাকলে যেখানে কীর্তনাদি হয় সে জায়গায় যাবি।

☆ ☆ ☆

নাম করতে করতে কীর্তনের ভাব আসে, আর কীর্তন করতে করতে জপ, ধ্যান, ধারণা আসে। পূজা অর্চনাতে যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ে কর্মাদির বিধান আছে, কীর্তন সেরূপ ভাবে করা আবশ্যক।

☆ ☆ ☆

এক সুর, এক তাল হলেই ভাল হয়। যাঁকে নিয়ে কীর্তন, তাঁকে স্মরণে রাখিস, নতুবা কেবল বাদ্যোৎসব হবে, নাম কীর্তন নয়।

☆ ☆ ☆

শরণাগত ভক্ত হতে হলে ভাষা ও ভাব থেকে 'আমি' র মূলোচ্ছেদ করে বুদ্ধি-বিচারটা একেবারে ভেঙ্গে দেওয়া আবশ্যক।

☆ ☆ ☆

ভগবান ও জীবের নিত্য বিরহ আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। ভগবান সর্বদা জীবকে কোলে করবার জন্য প্রস্তুত। আর জীব আপন কর্মচক্রে পড়ে তাঁর ভিতর থেকেও অন্ধের মত তাঁকে দেখেও না, খোঁজেও না।

☆ ☆ ☆

সাধন ভজনে অনুরাগী হলে দেখা যায়., এই বিরহ বা বিচ্ছেদই মিলনের সেতু এবং আনন্দেরই উৎস খুলে দেয়।

☆ ☆ ☆

মিলনের আশা মিলনের চেয়েও সুখকর এবং যতই শ্রদ্ধা, ভক্তি বাড়তে থাকে, ততই এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ব্যাকুলতা, প্রার্থনা ইত্যাদি পূর্ণতায় পৌঁছায়।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

শিবরাত্রির উৎসব—

২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার (ইং ১২/২/৫৩)

আজ শিব চতুর্দ্দশী, এবারও আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে শিবপূজা হইল। ঁঅন্নপূর্ণার মন্দিরের মধ্যে যে দুইটি শিব আছেন তাঁহাদের পূজাত হইলই, তাহা ছাড়া ঐ মন্দিরের বারান্দায় এক শিব স্থাপন করিয়া আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ পূজা করিয়াছেন। নীচে বাসন্তী মন্দিরেও মেয়েরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া শিবপূজা করিয়াছে—একদিকে আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীগণ এবং অন্যদিকে আর কুমারীগণ। বিল্ববৃক্ষের নীচে ঢাকার যে শিব আছেন তাঁহার পূজা করিয়াছেন কমলদাদা। প্রহরে প্রহরে পূজার অবসরে যে সময় পাওয়া গিয়াছে উহা ব্রতিগণ ভজনকীর্তন করিয়া কাটাইয়াছেন। এই ভাবে আজ সমস্ত রাত্রিই পূজা এবং কীর্তনে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলের মধ্যেই এক প্রফুল্ল ভাব, ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন কাহারও মধ্যে দেখা গেল না।

রাত্রির অধিকাংশ সময় মা ঁঅন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া কাটাইলেন। ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে মা ও কিছুক্ষণ "জয় শিব শঙ্কর ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর" এই পদটি কীর্তন করিলেন। মাঝে মাঝে মেয়েদের মধ্যে গিয়া তাহাদেরও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিলেন। একবার মা নীচে গিয়ে পুনরায় যখন মন্দিরের বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার নববধূর বেশ। একখানা সূক্ষ্ম রেশমের শাড়ী পরিধান করিয়াছেন। মস্তকের উপর অবগুন্ঠন টানিয়া দিয়াছেন। দিব্য জ্যোতিঃতে তাঁহার মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ মনোহর রূপ দেখিয়া মনে হইল যেন স্বয়ং পার্ব্বতীই কৈলাসশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন। উপর আসিয়াই মা বলিলেন, "আমাকে ফুল দাও। আমিও পূজা করিব।" নারায়ণস্বামী এক ঝুড়ি ফুল ও বিল্বপত্র মায়ের সম্মুখে ধরিলেন। মা নারায়ণস্বামীকে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলে, নারায়ণস্বামী বলিতে লাগিলেন, "এষ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ নমঃ শিবায় নমঃ," আর মা ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে ব্রতিদের গায়ে ফুল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। পূজায় ব্রতিদিগকে মা এইভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়াও ঐরূপ করিতে লাগিলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। মা আমাকে কাছে আসিতে বলিলেন। আমি কাছে গেলে মা আমার গায়েও ঐরূপ ফুল ছিটাইয়া দিলেন। দোতলার সকলকে এইভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া মা নীচে বাসন্তী মন্দিরে মেয়েদের কাছে গেলেন। ঐখানে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য আমিও নীচে চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, মা উপরে যাহা করিয়াছেন, নীচে আসিয়াও তাহাই করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর নারায়ণস্বামীসহ মা বাসন্তী মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলে নারায়ণস্বামী আমাকে ঐখানে উপস্থিত দেখিয়া মাকে বলিলেন, "মা, অমূল্যদাদাকে ত আশীর্ব্বাদ দেওয়া হয় নাই"। মা বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অমূল্যকে একবার দিয়াছি। আচ্ছা, যখন বলিতেছ তখন আবার দিতেছি।" এই বলিয়া মা বিল্বপত্রসহ তাঁহার পাবন করকমল আমার মস্তকে স্থাপন করিলেন। উহার মঙ্গলস্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ যেন শীতল হইয়া গেল। আমি হর্ষরোমাঞ্চিত কলেবরে শ্রীশ্রীমায়ের রাতুলচরণে প্রণাম করিলাম। এই পূণ্যতিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের করস্পর্শ লাভ করিয়া নিজকে কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইলে শিবরাত্রির মাহাত্ম্য পাঠ হইল। ইহার পরে মা বিশ্রাম করিতে তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমরা ও নিজ নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন আশ্রমে গিয়া পারণ করিতে আমাদিগকে বলা হইল।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার (ইং ১৩/২/৫৩)

আজ গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় আসিতে একটু বেলা হইয়া গেল। বাসায় পৌঁছিয়া দেখি যে আমাদের পারণের জন্য আশ্রম হইতে প্রচুর পরিমাণে ফল এবং মিষ্টি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রসাদ পাইয়া বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মাকে অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় পাইলাম। এবার এইখানেই পাঠ এবং সৎসঙ্গ প্রভৃতি হইতেছে। ইহার কারণ এই যে আশ্রমের ঘাট মেরামতের জন্য যে সকল কূপ খনন করা হইয়াছে, উহার জন্যই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক আশ্রমের চত্বর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের সমস্ত ঘরগুলি ফাটিয়া গিয়াছে। এমনকি কন্যাপীঠের নীচের তলায় মা যে ঘরে শয়ন করেন উহাতেও ফাটল ধরিয়াছে। এই কারণে হলঘরে এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরগুলিতে কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হইতেছে না। মায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। হলঘরে এতগুলি লোককে যাইতে দেওয়া হইলে অকস্মাৎ কোন বিপদ হইতে পারে মনে করিয়া এবার সৎসঙ্গ প্রভৃতি অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় হইতেছে। মা একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "তোমরা অন্নপূর্ণার সম্মুখে কীর্তন এবং সৎসঙ্গ কর না দেখিয়া মা অন্নপূর্ণাই হলঘরের ঐ অবস্থা করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার সম্মুখে পাঠ এবং কীর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছেন।"

ভগবান কি করেন ?

আজ সকালে পাঠ কীর্তনাদি নিত্যকৃত্য শেষ হইলে এক ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?" উত্তরে মা সচরাচর যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই বলিলেন। মা বলিলেন, "আপনাকে আপনার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেল। এই আপন কে? যাহার সহিত নিজকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে? এই আপন হইলেন স্বয়ং ভগবান। ভগবান ভিন্ন সংসারে আর যাহা কিছু আপন বলিয়া মনে করিবে, উহাই দ্বন্দ্ব ও দুঃখ সৃষ্টি করিবে, কারণ সংসারে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। ছেলের জন্ম হইল তোমরা সুখী হইলে। আবার ঐ ছেলে যখন মরিয়া গেল তখন তোমাদের দুঃখ হইল। এখানে সুখ দুঃখ তুমি ভিন্ন অপর কাহাকেও উপলক্ষ্য করিয়া হইতেছে বলিয়া দ্বৈতভাব। যতক্ষণ এই দ্বৈতভাব ততক্ষণ দুঃখ দ্বন্দ্ব এবং ভয় অনিবার্য্য। সেইজন্য মনটাকে সর্ব্বদা ভগবানে লাগাইয়া রাখিতে হয়। তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু বলিয়া তাহা হইতে পরমসুখ এবং পরমশান্তি পাওয়া যায়। সংসার করিতে গিয়াও ভগবানকে সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিতে হয়। অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র পালনাদি যাহা কিছু করিবে সমস্তই ভগবৎ সেবাজ্ঞানে করিবে। এইরূপ করার নামই হইল আপনাকে আপনার সহিত বাঁধিয়া ফেলা। এইরূপ করিলে কি হইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, ইহার ফলে তোমার দ্বৈতভাব কাটিয়া গিয়া তাঁহার প্রকাশ হইল। তোমার মধ্যে তুমি ভগবানের জন্য একটু পথ করিয়া দাও। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে তিনি কেমন করিয়া তোমার সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলেন। তাঁহার কাছে নিজকে শূন্য না করিয়া দিলেত তিনি পূর্ণ করিয়া দেন না। আবার নিজকে শূন্য করিয়া দিবারও প্রয়োজন হয় না; শুধু তোমার ভিতর ভগবানকে প্রবেশ করিবার একটু পথ করিয়া দিলেই তিনি যাহা করিবার তাহা নিজেই করিয়া নেন। ভগবানকে একটু পথ করিয়া দেওয়াই হইল তাঁহার দিকে তোমার মনটি ফেলিয়া রাখা। এই জন্য সৎসঙ্গ, সদালোচনা, সদগ্রন্থ পাঠ, ধ্যান জপ ইত্যাদি করিতে হয়। এইজন্যই তোমাদিগকে বলা হয় যে বিষয়ের সহিত নিজেকে বাঁধিও না। বিষয় বিষ হয় বলিয়া উহা হইতে তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। বিষ পান না করিয়া অমৃত পান কর, অমর ফল খাও তাহা হইলেই তোমরা অমর হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম যে তোমরা নিজকে ভগবানের সহিত বাঁধিয়া ফেল তাহা হইলেই তিনি তোমাদের অহঙ্কার খাইয়া ফেলিবেন।

এই সম্বন্ধে একটা গল্প আছে–এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কেহ তাহার চারটি প্রশ্নের সন্তোষজনক ভাবে উত্তর দিতে পারিবে তিনি তাহাকে প্রচুর ধন দিবেন। প্রশ্ন চারটি ছিল এই--(১) ভগবান কোথায় আছেন? (২) তিনি কি খান? (৩) তিনি কখন হাসেন? এবং (৪) তিনি কি করেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক পন্ডিত লোকই রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের উত্তর শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই ভাবে কিছুদিন গেল। একদিন কয়েকজন পন্ডিত এক মাঠের ভিতর দিয়া রাজসভা অভিমুখে আসিতেছিলেন। তাঁহারা পরস্পরে রাজার প্রশ্ন এবং ঐ সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিতে করিতে আসিতেছিলেন। ঐ মাঠে এক চাষা চাষ করিতেছিল। সে পন্ডিতদের ঐ আলোচনা শুনিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রাজার প্রশ্ন এবং পুরস্কারের সব খবর জানিয়া নিয়া বলিল, "রাজার প্রশ্ন ত এমন কিছু নয় যাহা এযাবৎকাল পন্ডিতেরা সমাধান করিতে পারিলেন না! আমি নিজেই ইহার উত্তর বলিয়া দিতে পারি।" তাহার কথা শুনিয়া পন্ডিতগণ বলিলেন, "তবে তুমি আমাদের সহিত রাজসভায় চল না, দেখি তুমি কি ভাবে এগুলির সমাধান কর।" পন্ডিতদের কথায় ঐ চাষা রাজসভায় যাইতে সম্মত হইল। রাজসভায় পৌঁছিয়া পন্ডিতগণ রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ এই কৃষক আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছে। আপনার প্রশ্ন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা কৃষককে বলিলেন, "তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে আমি প্রচুর ধন দিব।" ঐ চাষা বলিল, "মহারাজ, আপনি আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, আমি সাধ্যমত উহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।" তখন রাজা বলিলেন, "আচ্ছা বলত ভগবান কোথায় আছেন?" উহা শুনিয়া চাষা বলিল, "মহারাজ, ভগবান নাই কোথায়?" উত্তর শুনিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "তুমি যথার্থই বলিয়াছ।" এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও–"ভগবান কি খান?" ঐ কৃষক কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিল, "ভগবান লোকের অহঙ্কার খান।" এই উত্তর শুনিয়াও রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন তাঁহার তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন–"ভগবান কখন হাসেন?" কৃষক উত্তর করিল, "লোক যখন মাতৃগর্ভে যন্ত্রনা পাইতে থাকে, তখন সে এই বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, 'ভগবান, তুমি আমাকে এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া দাও, জন্মগ্রহণ করিয়া আমি তোমার সেবা ও গুণকীর্তন ভিন্ন অন্য কিছু করিব না।' কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া ভগবান্ ভিন্ন আর সব কিছু লইয়াই মত্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ঐ আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভগবান হাসিতে থাকেন।" ঐ কৃষকের এই সকল উত্তর শুনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ কৃষকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও বাড়িয়া গেল। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "এখন আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দাও। "ভগবান কি করেন।" এই প্রশ্ন শুনিয়া কৃষক বলিল, "মহারাজ, যদি এ প্রশ্নের উত্তর শুনিতে চান তবে আপনাকে আমার কথামত কাজ করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি, বল আমাকে কি করিতে হইবে?" ঐ কৃষক বলিল, "মহারাজ, আপনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আমার জায়গায় বসুন, আর আমি গিয়া ঐ সিংহাসনে বসি।" রাজা কৃষকের জ্ঞান দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাহার কথামত কাজ করিতে এইটুকুও দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া কৃষকের স্থান অধিকার করিলেন আর কৃষক গিয়া সিংহাসনের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ গেলে রাজা কৃষককে বলিলেন, "কই তুমিত আমার চতুর্থ প্রশ্নের জবাব দিলে না?" কৃষক হাসিয়া বলিল, "মহারাজ, জবাব ত কার্য্যদ্বারাই কহিয়াছি। ভগবান চাষাকে রাজা করেন এবং রাজাকে চাষা করেন।" (সকলের হাস্য)

এই গল্প বলিয়া মা বলিলেন, "বাস্তবিক ভগবান ঐরূপই করিয়া থাকেন। ভাঙ্গাগড়া তাঁহারই কাজ। আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই, দেখ না, তোমাদের বাংলাদেশ রাতারাতির মধ্যে পাকিস্তান হইয়া গেল। এইরূপ যে হইতে পারে তাহাকি তোমরা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলে? (সকলের হাস্য)

এদিকে বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীমতী উদাস মাকে ডাকিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মা তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেলেন।

☆

গান

"প্রাণের ঠাকুর"

—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

সুর - রাগ তোড়ী
তাল - রূপক/তেওড়া

আস্থায়ী : - তুমি মাগো প্রাণের ঠাকুর মোর-
তোমার চরণে প্রাণ সঁপি মাগো ধন্য জীবনমোর।

অন্তরা : - আমার প্রাণে আমার গানে সকল কাজে সকল খানে
তোমার ছোঁয়ার পরশ পাই মাগো ঝরে আঁখি লোর

আভোগ : - সারাজীবন তুমি আমায় করো কৃপাধন্য,
বুঝতে নারি মাগো তোমার মহিমা অনন্য।

সঞ্চারী : - সর্ব্বজীবের তুমি ধাত্রী জনে জনে সিদ্ধি দাত্রী,
তোমার পায়ে জীবন দিয়ে জীবন পেলাম মোর।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে

—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

বৌদ্ধধর্মে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকেই দুইটি মত প্রচলিত। এই দুইটি মত উত্তরোত্তর অধিক স্পষ্ট হয়েছে। প্রথম–মলিন বাসনা ক্ষয়ের সিদ্ধান্ত। ইহার স্বাভাবিক ফল মুক্তি অথবা নির্বাণ। দ্বিতীয়–বাসনার শোধন। ইহাতে শুদ্ধ বাসনার আবির্ভাব হয় এবং দেহশুদ্ধি ঘটে। দেহ–শুদ্ধির দ্বারা বিশ্ব-কল্যাণ তথা লোক-কল্যাণের সম্পাদন করা যেতে পারে। প্রথমটিতে শুদ্ধ-বাসনাও থাকে না, উহারও ক্ষয় হয়ে যায় এবং তাহাতে পূর্ণত্বলাভ হয়। ইহাকে ঐসব লোক বুদ্ধত্ব বলেন। ইহাকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে পরামুক্তি বলা যায়। উপরোক্ত দুই স্থিতিতে অনেক মতভেদ। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম–আদর্শ হীনযানের এবং দ্বিতীয়–মহাযানের। তবে ইহাও সত্য যে হীনযানেও মহাযানের সূক্ষ্ম বীজ নিহিত ছিল। শ্রাবকগণ আপন ব্যক্তিগত দুঃখের নাশ অথবা নির্বাণ চাইতেন। 'প্রত্যেক' বুদ্ধের লক্ষ্য দুঃখ নাশ তথা ব্যক্তিগত বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। ইহার অর্থ, স্বয়ং বুদ্ধত্ব লাভ করে বিশ্বের দুঃখনিবৃত্তিতে সহায়তা করা।

প্রাচীনকালে দশ সংযোজনের বিনাশ করে অর্হত্বপ্রাপ্তি করা লক্ষ্য ছিল। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে জীবন্মুক্তির আদর্শ বলা চলে। বৌদ্ধমতে ইহাও একপ্রকারের নির্বাণ। ইহাকে সোপাধিশেষ নির্বাণ বলা হয়। এরপরে স্কন্দনিবৃত্তি অর্থাৎ দেহপাত হলে অনুপধিশেষ নির্বাণ অথবা বিদেহ কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। এই পথে ক্লেশই অজ্ঞানের স্বরূপ। পাতঞ্জল যোগদর্শনে যেমন অবিদ্যাকে মূল ক্লেশ মানা হয় তেমনি প্রাচীন বৌদ্ধদের মধ্যে ক্লেশনিবৃত্তিকেই মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ বলা হতো। বস্তুতঃ ক্লেশনিবৃত্তি হয়ে গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাসনার সর্বথা নিবৃত্তি হতো না, কেননা মলিন বাসনার নাশ হলেও শুদ্ধ বাসনার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে সন্দেহ নেই যাহার শুদ্ধ বাসনা নেই তারপক্ষে ক্লেশ-নিবৃত্তিই চরম লক্ষ্য।

কিন্তু পূর্ণত্ব অথবা বুদ্ধত্বের আদর্শ ইহা থেকেও অনেক উচ্চে। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কেহ বুদ্ধত্ব-লাভ করতে পারে না। শুদ্ধ বাসনা বস্তুতঃ পরার্থ-বাসনা। বোধিসত্ত্ব এই বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রমশঃ বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত করার অধিকারী হয়। বোধিসত্ত্ব'র অবস্থাও একপ্রকারের অজ্ঞানের অবস্থা। পরন্তু ইহা ক্লিষ্ট নয়, অক্লিষ্ট। বোধিসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ভূমি ক্রমশঃ ভেদ করে অগ্রসর হতে হয়। এইপ্রকারে ক্রমশঃ শুদ্ধ বাসনার নিবৃত্তি হয়। বোধিসত্ত্বের অন্তিম অবস্থায় বুদ্ধত্বের বিকাশ হয়, যেমন আগম মতে শুদ্ধ অধ্বায় সঞ্চরণ করতে করতে জীবের মধ্যে ক্রমশঃ শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু যতক্ষণ চিদ্রূপাশক্তির অভিব্যক্তি না হয় ততক্ষণ বা ততদিন শিবত্বের আভাস দেখা দিলেও শিবত্বের সম্যক্ অভিব্যক্তি হয় না, এমনকি বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান কৈবল্যরূপ স্থিতিতে অবস্থিত হলেও পূর্ণ শিবত্ব লাভ হয় না।

ঠিক এইপ্রকার বোধিসত্ত্বের অবস্থা দশ অথবা ততোধিক ভূমিতে বিভক্ত। 'ভূমি প্রবিষ্ট প্রজ্ঞা'র বিকাশ হতে হতে অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়ে যায় এবং অন্তিম অবস্থায় পূর্ণাভিষেকের প্রাপ্তি হয়। ঐ সময় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধপদে অধিরূঢ় হয়। বুদ্ধত্ব অদ্বয়স্থিতির বাচক। পুদ্গল-নৈরাত্ম্য সিদ্ধ হলে বুঝতে হবে ক্লেশ-নিবৃত্তি হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বৈতের ভান থেকে যায়। এরজন্য ধর্ম-নৈরাত্ম্য হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধ বাসনার নিবৃত্তি হলে ধর্ম-নৈরাত্ম্যের সিদ্ধি হয়ে যায়। ঐ সময় নৈরাত্ম্যদৃষ্টিতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সমরস হয়ে যায়। ইহাই পূর্ণ নৈরাত্ম্য। বৈদিক তথা আগমিক আদর্শে বাহ্যদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ ভেদ প্রতীত হয়। ইহা এমন ভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন Old Testament এবং New Testament-এ Law (বিধি) তথা Love (প্রেম) এই লক্ষ্যের আধারে কিঞ্চিৎ ভেদ প্রতীত হয়।

বুদ্ধত্বের আদর্শ প্রাচীন সময়েও ছিল। জনতার জন্য বুদ্ধ হওয়া আপাততঃ সহজ ছিল না, কিন্তু অর্হৎ-পদে উত্থিত হয়ে নির্বাণ-লাভ করা-অর্থাৎ দুঃখের উপশম করা, সবারই অভীষ্ট ছিল। কিন্তু যে স্থিতিতে নিজের এবং অন্যের দুঃখে সমান প্রতীত হয় এবং আপন সত্তার বোধ বিশ্বব্যাপী হয়ে যায় ঐ সময় সবার দুঃখ-নিবৃত্তিই আপন দুঃখের নিবৃত্তিতে পরিণত হয়ে যায়। ক্লিষ্ট বাসনার উপশমে যে নির্বাণ পাওয়া যায় উহা যথার্থ নয়। মহানির্বাণপ্রাপ্তির পূর্বে সাধককে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আরূঢ় হয়ে ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমি সকলকে অতিক্রম করতে হয়। ক্রমবিকাশের এই পথে কারও কারও শত-শত জন্ম কেটে যায়।

সাংখ্য-যোগের পথে যেমন বিবেকখ্যাতি ও বিবেকজজ্ঞানের ভেদ দৃষ্টিগত হয়, ঠিক তেমনি শ্রুত-চিন্তা-ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা ও ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞার ভেদ লক্ষিত হয়। বিবেকখ্যাতি কৈবল্যের কারণ, পরন্তু বিবেকজজ্ঞান কৈবল্যের অবিরোধী ঈশ্বরতত্ত্বের সাধক। ঈশ্বরত্বের ভূমি পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষ উঠতে পারে না। কিন্তু বিবেকজজ্ঞান প্রাপ্ত করার পর কৈবল্যপ্রাপ্তির অধিকার সবারই মিলতে পারে। বিবেকজজ্ঞান তারক, অক্রম, সবিষয়ক, সর্বথা বিষয়ক তথা অনৌপদেশিক। অর্থাৎ ইহা প্রাতিভ জ্ঞান অথবা স্বয়ংসিদ্ধ মহাজ্ঞান। ইহা সর্বজ্ঞত্ব, কিন্তু কৈবল্যস্থিতি নয়। যোগভাষ্যে বলা হয়েছে সত্ত্ব এবং পুরুষের সমরূপে সমানতালে উভয়ের শুদ্ধি হয়ে গেলে কৈবল্য-লাভ হয়, কিন্তু বিবেকজজ্ঞানের প্রাপ্তি অথবা ঈশ্বর-লাভ হোক্ অথবা না হোক্—ইহার সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নেই।

জৈন মতেও সেইরূপ কৈবল্য-জ্ঞান সবাই পেতে পারে, কিন্তু তীর্থংকরত্ব সবার জন্য নয়। তীর্থংকর গুরু তথা দৈশিক। এই পদে ব্যক্তি-বিশেষই যেতে পারে, সবাই নয়। তীর্থংকরত্ব ত্রয়োদশ গুণস্থানে প্রকট হয়, কিন্তু সিদ্ধাবস্থার প্রাপ্তি চতুর্দশভূমিতে হয়।

দ্বৈত শৈবাগমে যোগী শুদ্ধ অধ্বায় প্রবিষ্ট হবার পর ক্রমশঃ তাঁর শুদ্ধ অধিকার-বাসনা এবং শুদ্ধ ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয়ে যায়। এই দুইই শুদ্ধ অবস্থার দ্যোতক। এরপরে লয়াবস্থায় শুদ্ধভাবেরও অভাবে শিবত্বের উদয় হয়। অধিকার-বাসনা তথা ভোগ-বাসনা অশুদ্ধ নয়, কিন্তু ইহারও নিবৃত্তি আবশ্যক। অধিকারাবস্থাই শান্তার পদ। শুদ্ধবিদ্যায় অধিষ্ঠাতা হয়ে দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন জগতে জ্ঞানদান করা তথা জীব এবং জগৎকে শুদ্ধ অধ্বায় আকর্ষিত করা-ইহাই বিদ্যেশ্বরগণের কার্য্য। ইহা বিশুদ্ধ পরোপকার। এই বাসনার ক্ষয় হলে শুদ্ধ ভোগ হতে পারে, কিন্তু ইহার জন্য বাসনা থাকা আবশ্যক। এইপ্রকার ঈশ্বরত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত আরোহণ হয়। যখন শুদ্ধ আনন্দ থেকেও বৈরাগ্য হবে তখন অন্তর্লীন অবস্থাতে শিবত্বের স্ফুরণ হবে। কিন্তু ইহাতে উপাধি থাকে। এরপরে নিরুপাধিক শিবত্ব লাভ হয়। উহাতে ব্যক্তিত্ব থাকে না, কেননা শুদ্ধ বাসনার ক্ষয় হলে পর ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না। ঐ সময় মহামায়া থেকেও পূর্ণ মুক্তি মিলে যায়। অদ্বৈত শৈবাগমেও ভগবদ্ অনুগ্রহের প্রভাবেই শুদ্ধমার্গে প্রবেশ হয়, পরে পরমশিবত্বের স্থিতির ক্রমশঃ বিকাশ হয়। দীক্ষারও যথার্থ রহস্য ইহাই। ইহাতে পাশক্ষয় এবং শিবত্ব-যোজন দুইই লাভ হয়।

প্রাচীনকালে বুদ্ধত্বের আদর্শ প্রত্যেক জীবের ছিল না। ইহা কোন কোন উচ্চাধিকারীর ছিল। এর জন্য তাঁদের বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন প্রকারের সংঘর্ষণের প্রভাবে জীবনের উৎকর্ষের সাধনা করতে হয়েছিল। এই সাধনাকে পারমিতার সাধনা বলা হয়। পুণ্যসম্ভার তথা জ্ঞান-সম্ভার দুই থেকেই বুদ্ধত্ব নিষ্পন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্য-সম্ভার কর্মাত্মক, জ্ঞান-সম্ভার প্রজ্ঞাত্মক। এই দুইয়েরই উপযোগিতা ছিল। অদ্বৈতভাবের বিস্তারের সাথে সাথে বুদ্ধত্বের আদর্শ ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে গোত্রভেদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হতো। কিন্তু লক্ষ্য বড় হওয়ার দরুণ ইহা ক্রমশঃ উপেক্ষিত হতে লাগল। অভিনব দৃষ্টির অনুসারে বুদ্ধ-বীজ সবার ভিতরে আছে। পরন্তু একমাত্র মনুষ্য-দেহেরই ইহা বৈশিষ্ট্য, এখানে অঙ্কুরিত হয়ে বিকশিত হতে পারে, তখনই বুদ্ধত্ব-লাভ হতে পারে। যে সময় থেকে বুদ্ধত্বের আদর্শের প্রসার হয়েছিল, ঐ সময় থেকে বোধিসত্ত্বের চর্যা আবশ্যক প্রতীত হতে লাগল। এই অবস্থায় নির্বাণের প্রাচীন আদর্শ মলিন হয়ে গেল এবং ইহাই আদর্শ মহানির্বাণ অথবা মহাপরিনির্বাণের রূপে পরিণত হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

☆

গান

—শ্রী নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য

মা যেন চরণকমলে মন রাজে
কোমল নয়ন ঢল ঢল বদন
কথায় মৃদুল মধুভাষে
মা যেন - - - - - রাজে।
নবনী ছানিয়া তনু মরালগমন,
চরণেতে কোটি শশী শোভে
ত্রিলোক জিনিয়া হাসি
পরাণে লাগায় ফাঁসি
দিবানিশি মনোবীণা বাজে
মা যেন - - - - - - রাজে
আসে কত গৃহবাসী লয়ে জায়া পরিজন
উদাসী সন্ন্যাসী আসি, ফিরে না করে গমন
পূজা পাঠ ভেসে যায় চরণে শরণ চায়
রসের সাগরে সবে দিবানিশি ভাসে
মা যেন চরণ কমলে মন রাজে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভে মা আসেন ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী। ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত মা ছিলেন ত্রিবেনীক্ষেত্রে। ১৪ই ও ২১শে জানুয়ারীর পুণ্য স্নানের দুটি তিথিতেই উপস্থিত ছিলেন। এই কুম্ভমেলার পর ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী প্রয়াগের পুণ্যক্ষেত্রে অর্ধকুম্ভমেলায় মা উপস্থিত হয়েছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণে মা আনন্দময়ী আশ্রমে ক্যাম্প খোলা হয়েছিল ১০ই জানুয়ারীর আগে থেকে। এই তারিখ থেকেই আশ্রমবাসী মহিলারা একমাসব্যাপী 'কল্পবাস' ব্রত পালন করেছিলেন। মাকে ঘিরে যেমন খ্যাত–অখ্যাতব্যক্তিদের ভীড়–তেমনি সাধু–মহাত্মাদেরও।

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার প্রথম শোভাযাত্রায় মাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশেষভাবে। মা যথাবিধি গঙ্গায় নেমে জলস্পর্শ করেন এবং সকলকে সস্নেহ জলস্পর্শে ধন্য করেন।

১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত পূর্ণকুম্ভে মায়ের দিব্য অবস্থানের বিবরণ দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী লেখক হিসামে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ তাঁর 'কুম্ভমেলায়' গ্রন্থে। মাতৃ–প্রসঙ্গে তিনি আবেগ–আকুল। কুম্ভমেলায় গিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়েছেন কুম্ভমেলার যর্থাথ হৃৎ-স্পন্দন অনুভব করার জন্য।

"ভিড় ঠেলে সঙ্গম মার্গের মোড়ে আসি। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেন, "কোন দিকে যাবি?"

আমি উত্তর দেবার আগেই কাকু আমাকে বলে, "চল্, আনন্দময়ী মায়ের ক্যাম্পে যাই। মা নাকি আজ দশটায় দর্শন দান করবেন।"

কাকু ভক্ত মানুষ, সে বলতেই পারে। কিন্তু আমাদের দলের একমাত্র আধুনিকা শঙ্করীও সেই একই কথা বলে, "তাই ভাল। চলুন মা-কে দর্শন করা যাক।"

অতএব এগিয়ে এসে মায়ের ক্যাম্পে প্রবেশ করি। গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়ে ডানদিকে মন্দির। অনেকটা জায়গা নিয়ে অস্থায়ী মন্দির–টিনের ছাউনি। অপরপ্রান্তে মঞ্চের ওপর রাম–সীতার মূর্তি। পাশে আরকটি ছোট মঞ্চ। এখন খালি পড়ে আছে। তারপর থেকে প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে সতরঞ্জি পাতা। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পোশাকের বহু নারী–পুরুষ ও বালক–বালিকা বসে রয়েছে। কয়েকজন শিষ্যা মধুর স্বরে ভজন গাইছেন। ভক্তবৃন্দ সমাহিত হয়ে সেই গান শুনছেন। শুনছেন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ যুবক–যুবতী। তাঁরাও শান্ত এবং সমাহিত। তাঁরা হয়তো ভাষা বুঝছেন না, কিন্তু সুরের মাহাত্ম্যটি হৃদয়ে অনুভব করছেন। ভাষা আঞ্চলিক–কিন্তু সুর সর্বজনীন।

আমরাও সবার সঙ্গে বসে পড়ি। আর তখুনি ওরা এসে হাজির হলো। দুটি শ্বেতাঙ্গ যুবক–যুবতী। সাহেবের কাঁধে দু'টি ক্যামেরা আর মেমসাহেবের হাতে একটা টেপ্–রেকর্ডার।

একটু বাদে সাহেব ছবি নিতে শুরু করলেন আর মেমসাহেব আমাদের পাশে এসে বসে পড়লেন। সামনে থেকে দেখছি বলেই মেমসাহেব বলতে পারছি, নইলে তাঁর উচ্চতা, স্বাস্থ্য ও পোশাক কোনটাই নারীসুলভ নয়।

১. কুম্ভমেলায়–শঙ্কু মহারাজ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা–৭৩ (১৯৮৯) পৃঃ ৬৩–৬৪

২. তদেব, পৃঃ ৬৮–৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন শেষ হয়, কিন্তু নীরবতা নষ্ট হয় না। সারা মন্দির জুড়ে বিরাজ করছে এক অনির্বচনীয় নীরবতা। অথচ এখানে বেশ কিছু ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে এসেছে তাদের বাপ-মায়ের সঙ্গে। তারাও যেন কোন এক অদৃশ্য যাদুবলে দুষ্টুমি ভুলে শান্ত ও সংযত হয়ে গিয়েছে।

কয়েক শ' মানুষ এক পরমলগ্নের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরা মায়ের দর্শন পাবার আশায় রয়েছেন। কলির ভগবতী মা-আনন্দময়ীকে দর্শন করার জন্য আমরা আকুল হয়ে বসে রয়েছি।

মা এলেন। স্মিত হাসিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করে মা মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তাঁর গায়ে একখানি সাদা চাদর, চোখে চশমা। এখনও তাঁর কেশরাশি তেমনি কৃষ্ণকালো। মায়ের মুখে পরম প্রশান্তি, ঠোঁটে করুণার হাসি।

কেউ ছবি তুলছেন, কেউ ফুল ও মালা দিচ্ছেন। মা সানন্দে গ্রহণ করছেন সকলের সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন মন্দিরের দিকে। আমরা নতমস্তকে প্রণাম করি মা-অন্নপূর্ণাকে। তারপরে মনে মনে তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি—মা, তুমি আমাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত কর। আমি যেন সৎ জীবন যাপন করতে পরি।

রাম-সীতার পাশে সেই মঞ্চটিতে গিয়ে মা বসে পড়লেন। তারপরে হাত তুলে আবার আমাদের আশীর্বাদ করলেন।

একটু বাদে একজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার এগিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। মাকে প্রণাম করে উঠে দু'হাত জড়ো করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তারপরে সবিনয়ে বললেন—মা! আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না, না, অসুবিধে হবে কেন? এবার তো মেলায় খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। মা প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন।

পুলিস অফিসার বলেন—সব আপনার আশীর্বাদ, মা!

—না, না, আমার আশীর্বাদ কেন হতে যাবে? সবই তাঁর করুণা। মা, ওপর দিকে তাকিয়ে চোখ বোজেন।

—মা!

মা পুলিস অফিসারের দিকে তাকান। পুলিশ অফিসার আবার বলেন—মা, আপনি কৃপা করুন মা! আর চার-পাঁচটা দিন যেন বৃষ্টি না হয়।

হঠাৎ কেন যেন মায়ের মুখে হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। তিনি একটু কাল চুপ করে রইলেন। তারপরে গম্ভীরস্বরে বললেন—সবাই মিলে তাঁকে ডাকো। তিনি করুণাময়। তাঁর কৃপা হলে আবহাওয়া নিশ্চয়ই ভাল থাকবে।

আবার মাকে প্রণাম করে পুলিশ অফিসার খুশি মনে বিদায় নিলেন। কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মা হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গেলেন! কেন ওভাবে বললেন কথাটা? তাঁর কৃপা হলে .....। তার মানে কি এই যে তাঁর কৃপা নাও হতে পারে? কিন্তু এই রৌদ্রস্নাত শীতের সকালে বৃষ্টির ভয় করা কেন? এখানে এখন বৃষ্টি হলে লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্গতির শেষ থাকবে না সত্য, তবে এই মেঘমুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে সে দুশ্চিন্তা খুবই অমূলক নয় কি?"

এরপর মাতৃ-প্রণামের বিচিত্র অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে লেখকের বর্ণনায়। মীরার ভজনে মুগ্ধ সমাগত জনতার কথা লেখক সানন্দে বর্ণনা করেছেন এবং এরই মাঝখানে ধরা পড়েছে তাঁর এক পাঠিকার বিমুগ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই পাঠিকা আর কেউ নন তিনি মাতৃস্নেহে অভিষিক্তা ব্রহ্মচারিণী চিত্রা ঘোষ।

"ওঁরা যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসছেন তখনই লেখকের কানে আসে,—শুনছেন! একটু শুনুন! ..... তাড়াতাড়ি পিছন ফিরি।

একজন ভদ্রমহিলা প্রায় ছুটে আসছেন। হাত নেড়ে তিনি আমাদের থামতে বলছেন। তার পরনে সাদা জামা-কাপড়, ব্রহ্মচারিণীর বেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি কাছে আসেন। ভদ্রমহিলা কালো না হলেও খুব ফর্সা নন, সুশ্রী হলেও সুন্দরী নন। কিন্তু তাঁর মুখখানিতে স্বর্গীয় সুষমা আর চোখ দুটিতে নক্ষত্রের দীপ্তি। মনে হচ্ছে আশ্রমবাসিনী।"

অবশেষে মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় শঙ্কু মহারাজের (বলা বাহুল্য, নামটি ছদ্মনাম)—

লেখকের কথায়—"ব্রহ্মচারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি সঙ্গীদের কাছে। সবার সঙ্গে বেরিয়ে আসি আশ্রম থেকে। কিন্তু মনে মনে আশ্রমবাসিনীর কথাই ভাবতে থাকি। কে এই ব্রহ্মচারিণী? ইনিই কি সেই ঈশান স্কলার শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ, যিনি আমার বই পড়তে খুব ভালবাসেন? গোরাদা বলেছেন, ভদ্রমহিলা আই০এ০ তে ফিফ্থ এবং এম্০এ০তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন। স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পি০এইচ০ডি করতে যান। কিন্তু মা আনন্দময়ীর ডাকে দেশে ফিরে আসেন। সেই থেকে মায়ের কাছে আছেন। হিমালয় সহ তিনি ভারতের তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো একজন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সাত্ত্বিক সাধিকা আমার মানসীকে ভালবেসে ফেলেছেন। এই কুম্ভমেলায় মানসীর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি খুশি হবেন! কি জানি? সংসারে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

তবে আমার মতো একজন নগণ্য লেখকের কাছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?

হে তীর্থরাজ প্রয়াগ, তোমার অসীম করুণা। তোমার এই পুণ্যক্ষেত্রে প্রথম দিনেই তুমি আমাকে পরমানন্দ প্রদান করলে! পূর্ণকুম্ভের হে আনন্দস্বরূপ পুণ্যপ্রয়াগ, তোমাকে প্রণাম-শত-সহস্র প্রণাম।"

কুম্ভমেলায় অমৃতময় পথপরিক্রমায় লেখকের অমৃতলাভ হয়েছে নিঃসন্দেহে। এই অমৃত নানা ধারায় নানাজনের হৃদয়কুম্ভে সঞ্চিত হয়েছে। লেখকের সহযাত্রিণী শংকরীদেবীর মনে প্রশ্ন জেগেছে,—এই রৌদ্রস্নাত দিনমানে বর্ষণের কথা পুলিশ অফিসারের মনে আসার তবু অর্থ হয়, তিনি সকল সম্ভাবনার কথা ভাবছেন। কিন্তু মা কেন শুধু করুণ-প্রার্থনার কথাই বললেন? তবে কি বর্ষণ হবেই? তা হলে অগণিত নরনারীর কষ্টের শেষ থাকবে না। "মা যে শুধু অন্নপূর্ণা নন, তিনি অন্তর্যামিনী। তাই তিনি সবাইকে সর্বশক্তিমানের কাছে করুণা প্রার্থনা করতে বলেছেন।"

সত্য সত্যই বর্ষণ এলো। যেমন বর্ষণ, তেমনি মাঘ মাসের হাড় কাঁপানো শীত। এই আশাতীত অশ্রান্ত বর্ষণে স্নানার্থীদের কষ্টের অবধি নেই। রাত্রিতে যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁরা স্নান সেরে ফিরে এলেন ভোর ছটায়। সাড়ে ছটায় লেখক তার সহযাত্রীদের নিয়ে স্নানের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেনে। পথের কষ্ট পরাজিত হয়েছে অমৃতস্নানে হৃদয়-কুম্ভের পূর্ণতায়। তারপর পুনর্বার লেখক বেরিয়েছেন কুম্ভমেলার ছবিকে হৃদয়ের পর্দায় ধরবার জন্য। ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে বেরিয়ে শিবিরের পথে মা আনন্দময়ী আশ্রমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লেখকের সঙ্গে পুনর্বার দেখা হয় ব্রহ্মচারিণী চিত্রাজীর। 'এই যে মহারাজ! বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?' কথা প্রসঙ্গে লেখককে স্বীকার করতে হয় সাধুদের স্নান এবং মায়ের স্নানযাত্রা দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয় নি। তখন ব্রহ্মচারিণী মায়ের শোভাযাত্রা তথা স্নানযাত্রার যে অপরূপ চিত্র রচনা করেছেন তার তুলনা নাই। সেই স্নানযাত্রার পুণ্যকথা অপরিমেয় আনন্দের নিত্য-নির্ঝর।

"তাহলে একটু বলুন না সেই স্নানযাত্রার কথা। শুনে ধন্য হই।"

"বেশ বলছি।" ব্রহ্মচারিণী আরম্ভ করেন, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন ১৯৭৪ সালে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে নির্বাণী আখড়ার তরফ থেকে মাকে হাতীর পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার নির্বাণী আখড়া প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরা মাকে তিনটি স্নানেই শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবেন।"

ব্রহ্মচারিণী সহসা থেমে যান। তিনি আমার দিকে তাকান।

আমি বলি, "বুঝতে পেরেছি। তিনটি স্নান মানে মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা ও শ্রীপঞ্চমীর স্নান। আপনি বলুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারিণী শুরু করেন, "আপনি জানেন, আমাদের দিদিমা অর্থাৎ মায়ের গর্ভধারিণী মা শ্রীমুক্তানন্দ গিরিজী কিছুদিন হল অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন?"

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নেড়ে বলি, "বন পরিক্রমার সময় বৃন্দাবনে দিদিমাকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছে আমার! তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাও বলেছি।"

"দিদিমার সন্ন্যাসগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ মঙ্গলগিরিজী নির্বাণী আখড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই নির্বাণী আখড়ার সন্ন্যাসীরা মাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। এদিকে নির্বাণী আখড়ার মোহন্তজী শ্রীশ্রীগিরিনারায়ণজীও মাকে খুব ভক্তি করেন। তিনি বললেন—মায়ের কুম্ভমেলায় প্রবেশের শোভাযাত্রার ব্যবস্থা তাঁর আখড়া থেকে করা হবে এবং স্নানযাত্রার আয়োজনও করবেন নির্বাণী আখড়া।"

একবার থামলেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "গতকাল ঐ ঝড়-বৃষ্টি ও ঠান্ডার মধ্যেও আমরা রাত আড়াইটেয় ঘুম থেকে উঠে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করেছি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় মার কুটিয়াতে ঢুকে দেখি, মাও প্রস্তুত। মা নিজ হাতে আমাদের সবাইকে একখানি করে হলুদ রুমাল দিয়ে মাথায় বেঁধে নিতে বললেন। আমরা যাতে ভিড়ের মাঝে দলছাড়া না হয়ে যাই, তাই মার এই ব্যবস্থা।

"এই সময় কন্যাপীঠের একটি মেয়ে ছুটে এসে মাকে বলল—মা বাইরে বড্ড বৃষ্টি। একটু না কমলে বেরুবো কেমন করে? বৃষ্টিটা কমাও!

"মা মৃদু হেসে বললেন—দেখ, তোমাদের বাক্য যদি সিদ্ধ হয়।

"সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটল। সত্যি সত্যি সহসা বৃষ্টিটা বেশ কমে গেল। মা ক্যাম্প থেকে বের হয়ে মোটরে উঠলেন। ভোর ছ'টায় নির্বাণী আখড়ায় পৌঁছলেন। সেখানে ফুল ও মালা দিয়ে একটি পাল্কী সাজানো হয়েছিল। পাল্কীর ওপরে প্রায় একতলার সমান উঁচু একটা রূপোর সিংহাসন। মা নিজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই সিংহাসনে গিয়ে বসলেন।

"মায়ের পরনে সরু হলুদপাড় সাদা গরদ, গলায় রজনীগন্ধা ও শোলার মালা। স্মিত হাসিতে মার শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। বেদধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত।

"মায়ের একনিষ্ঠ সেবিকা কাশ্মীরী মেয়ে দুহিতা উদাসজী মার পায়ের কাছে বসলেন। প্রবীন সাধু স্বামী পরমানন্দজী বসলেন মায়ের পেছনে। আর রূপোর ঝলক দেওয়া বিরাট সাদা স্যাটিনের ছাতা নিয়ে পরমানন্দজীর পাশে দাঁড়ালেন ভাস্করানন্দজী। ১৯৭৪ সালে পূর্ণকুম্ভে ত্রিবেন্দ্রামের মহারাজা মাকে এই ছত্রটি দিয়েছেন।

"আমরা ব্রহ্মচারিণীরা ছিলাম মায়ের ডানপাশে। কীর্তনীয়া কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিল আমাদের মধ্যে। আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ ছিলেন মায়ের বাঁদিকে। আর মার সামনে রূপোর সিংহাসনে নারায়ণ বিগ্রহ। আমাদের সংঘের সেক্রেটারী স্বামী স্বরূপানন্দজী সুষ্ঠুভাবে শোভাযাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করছিলেন।

"শোভাযাত্রার সামনে ছিল কীর্তনপার্টির ছেলেরা। খোল-করতাল বাজিয়ে তারা গান ধরল—'হর হর মহাদেব, ব্রহ্মময় কুম্ভজল.....।' আমরা মায়ের মেয়েরাও গেয়ে উঠলাম—'আনন্দময় কুম্ভজল।' মা তাঁর ডানহাত খানি তুলে তাল দিতে থাকলেন। শুরু হল স্নানযাত্রা।"

"মায়ের ঠিক পেছনে নিরঞ্জনী আখড়ার মহামন্ডলেশ্বরী যোগশক্তি মায়ের পাল্কী, তাঁর পেছনে আরও কয়েকজন মন্ডলেশ্বরের পাল্কী। আর সবার আগে আমাদের ধ্বজা ও ত্রিশুল—কমন্ডলুসহ ব্রহ্মচারী দাশু এবং সারা ভারতের নাগা সন্ন্যাসিগণ। সব মিলিয়ে সে এক অপরূপ স্বর্গীয় পরিবেশ।

"কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। মাঝে মাঝেই পা ডুবে যাচ্ছে। মাঘের শীত, যেমন বৃষ্টি তেমনি বাতাস। কিন্তু আমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা, কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি —

ভজ মা-আনন্দময়ী, গাহ মা আনন্দময়ী .....
প্রভাতে মায়ের নাম ভজিলে আনন্দধাম,
আনন্দে মার নাম গাওরে।'

"কীর্তনের শব্দে বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দ হারিয়ে গেছে। মায়ের নামগানে সারা কুম্ভনগর মুখরিত। মাতৃদর্শনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাঙ্খায় লক্ষ লক্ষ নরনারী শেষরাত থেকে পথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মায়ের পাল্কী দেখামাত্র সে জনসমুদ্রে ঢেউ ওঠে। সবাই একসঙ্গে শ্রীমায়ের শ্রীমুখখানি দর্শন করতে চান। সেকি আকুলতা, কী ব্যাকুলতা শীত বৃষ্টি ও বাতাস উপেক্ষা করে তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতীক্ষা করছেন। সেই প্রতীক্ষা সার্থক হল।

"তাঁরা যেমন মাকে দর্শন করেন, মাও তাঁদের দেখেন। আমাদের বলেন—জনজনার্দনের এই বিরাট রূ তোরাও বহুপুণ্যে দর্শন করলি।

"কেবল ভারতীয় ভক্তরাই নন, বহু বিদেশী পর্যটক মায়ের সেই ভুবন ভোলানো জগন্মোহিনী রূপ দর্শ করে মোহিত হচ্ছিলেন। বার বার তাঁদের ফ্ল্যাশ ক্যামেরা থেকে আলোর ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মাকে দর্শন ক ও মায়ের ছবি নেবার জন্য তাঁরাও সমানে জল-কাদা ভেঙ্গে ছুটোছুটি করছিলেন।

"অবশেষে সঙ্গম ঘাটের কাছে পৌঁছে মায়ের পাল্কী দাঁড় করানো হল। পাল্কী থেকে নেমে মা হেঁটে সঙ্গ অবধি গেলেন। তিনি গঙ্গায় অবতরণ করলেন। স্বহস্তে গঙ্গাবারি নিয়ে মাথায় দিলেন।"

"মায়ের পরে নাগাসন্ন্যাসীরা ও অন্যান্য সব সাধু-মহাত্মারা পুণ্যস্নানে নামলেন। সবশেষে আমরা মেয়েরা অমৃত লাভ করলাম। আমি মায়ের চরণামৃতময় কুম্ভবারি শিশিতে সঞ্চয় করে উঠে এলাম তীরে। মায়ে পাল্কীর পাশে এসে দাঁড়ালাম।"

"ফেরার পথে আমরা আবার নির্বাণীর আখড়ায় এলাম। মা এবং মহামন্ডলেশ্বরগণ গিয়ে মঞ্চের ওপ উপবেশন করলেন। আরতি হল। মা তারপরে আখড়ার মন্দির দর্শন করলেন। অবশেষে মায়ের সঙ্গে আম সকাল আটটা নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে এলাম।"

থামলেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরেই বলে উঠলেন, এইরে, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম।"

"তাতে তো আমার ভালই হল। দেখতে না পারলেও স্বর্গীয় স্নানযাত্রার কথা শোনা হল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আসি।"

"আসুন।" ব্রহ্মচারিণী দুহাত তুলে নমস্কার করেন।

ব্রহ্মচারিণী চিত্রার প্রতি লেখকেরই শুধু নমস্কার নয়, সভক্তি নমস্কার আমার মত সাধারণ মানুষদেরও। এই অপূর্ব কথন স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ। মায়ের কুম্ভস্নানের এরূপ মধুক্ষরা বর্ষণ আর দ্বিতীয় নেই।

প্রয়াগের কুম্ভমেলায় মা বার বার এসেছেন। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের অনুষ্ঠিত প্রায়াগের কুম্ভমেলাতে তাঁ শরীরীরূপে শেষ অবস্থান। নির্বাণী আখড়ার মোহন্তরা বিরাট শোভাযাত্রা করে মাকে নিয়ে যান মেলা প্রাঙ্গ এবং মাকে দিয়েই এই মেলার উদ্বোধন করান তাঁরা। ১৪ই জানুয়ারী মকরসংক্রান্তির দিনেও বিরাট মিছি করে মাকে পুরোভাগে রেখে সকলে গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে যান। মা জলস্পর্শ করেন এ সকলকে সঙ্গম-বারিতে ধন্য করেন। মেলা প্রাঙ্গনে আনন্দময়ী আশ্রমের ক্যাম্পে মা ১০ই থেকে ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত অবস্থান করেন। সাধু-মহাত্মা, ভি.আই.পি. এবং সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষের জ মায়ের স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত। মা সকলকেই কৃত-কৃতার্থ করেছেন। নৈমিষারণ্যের নারদানন্দ স্বামী 'মা এ ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই' এই ঘোষণা করেছিলেন।৩ প্রকৃতপক্ষে কুম্ভমেলায় মায়ের উপস্থি ভারতবর্ষের সাধুমহাত্মাদের আনন্দে এক স্বর্গীয় পরিবেশের রচনা ছিল সহজ-সিদ্ধ। শরীরীরূপে স্ব জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রীর অবস্থান মর্তে অমর্তের প্রতিষ্ঠারই নামান্তর! তাই অধ্যাত্মজগতের দিক্‌পালগ মহামন্ডলেশ্বরগণ, শংরাচার্যগণ সকলেই এই মাতৃ-মূর্তির বন্দনায় নিত্য-মুখর।

৩) আনন্দময়ী মায়ের কথা-ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার, ১৯৯৫) পৃঃ ১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি-স্বরূপ, শক্তিরূপ : শ্রীদুর্গা

('দেবীভাগবতে'র কথা)

—ডক্টর শুকদেব সিংহ

দেবী ভাগবত গ্রন্থটি গ্রন্থকারের ভাষায় মহাপুরাণ। কিন্তু শাস্ত্রবেত্তাদের নির্ণয়ে উপ-পুরাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মতো আঠারো হাজার শ্লোকেই 'দেবী ভাগবত'-ও রচনা করেছেন মহর্ষি বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন মোক্ষকামী রাজা পরীক্ষিতকে শুনিয়েছিলেন মহামুনি শুকদেব, তেমনি ব্যাসদেব স্বয়ং 'দেবী ভাগবত' শুনিয়েছিলেন ভোগ ও মোক্ষ উভয়কামী পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়কে। ভোগ-মোক্ষ উভয়পন্থাশ্রয়ী গ্রন্থ বলে 'দেবী-ভাগবতে' মহামুনি শুকদেব আর দেবর্ষি নারদের ভোগে লিপ্ত হওয়ার অদ্ভুত কাহিনী আছে।

শুকদেবের কাহিনীটি এই রকম। শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করে ব্যাসদেব শুকদেবকে তা পড়ালেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম অতীত হলে পিতা পুত্রকে বললেন বিবাহ করতে। কিন্তু পুত্র রাজী নন। ব্যাসদেব তখন পুত্র শুকদেবকে স্ব-রচিত 'দেবীভাগবত' পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই বইখানি পড়ায় শুকদেবের মনে কেমন অস্থিরতা এলো। পিতা পুত্রকে এবার নির্দেশ দিলেন মহারাজ জনকের সঙ্গে দেখা করতে। তাই করলেন শুকদেব। ফলে জনকের কাছে তিনি উপদেশ পেলেন। ঘরে ফিরে শুকদেব এবার বিবাহে সম্মত হলেন। তিনি বিবাহ করলেন পীবরীকে।কালে তাঁর চার পুত্র আর এক কন্যা হলো। সংসার করার পর শুকদেব গেলেন কৈলাশে। সেখানে সমাধিস্থ থেকে তিনি অনন্তে বিলীন হলেন। ব্যাসদেব পুত্রশোকে কাতর হয়ে কৈলাসে গিয়ে পুত্রকে একবার দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন। শিববরে তিনি দেখলেনও পুত্রকে, তবে নির্বাক্ ছায়ারূপে।

'দেবী ভাগবতে'র ষষ্ঠস্কন্ধে রয়েছে নারদের স্ত্রীরূপ-গ্রহণের কথা। দেবর্ষি নারদ একবার স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন। রাজা তালধ্বজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো। ছেলে ও নাতিপুতি হলো অনেকগুলি। তারা সব মরে যাওয়ায় প্রচন্ড শোক পেলেন নারদ। তারপর দেবীর শরণ নেওয়ায় তাঁর স্ত্রীলোক-জন্ম বিদূরিত হলো। নারদ বুঝলেন মায়া তাঁকে গ্রাস করেছিলো। বাঁচালেন মহামায়া।

এই মহামায়া মা দেবী ভগবতীর তত্ত্ব নিয়েই দেবী ভাগবত। গ্রন্থ মধ্যে বলা হয়েছে—

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাহবিকৃতা শিবা।
যোগপম্যাহখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ প্রিয়াঃ॥

(দেবীভাগবত—১।২।১৯-২০)

অর্থাৎ-যিনি নির্গুণা, তিনি সর্বদাই বিরাজমান। (দেশ-কাল ও বস্তুর সীমা অতিক্রম করে) যিনি সর্ব-বিস্তৃতা, বিকারবিহীনা ও মহালক্ষ্মী, যোগেই যাঁকে পাওয়া যায়, যিনি বিশ্বের আশ্রয় আর শূন্যে সংস্থিতা, তাঁর (সেই দেবীর) সাত্ত্বিকী, রাদসী ও তাপসী শক্তি মহালক্ষ্মী, সরস্বতী ও মহাকালী নামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবিধা।

পালন, সৃষ্টি ও ধ্বংস শক্তির স্ফুরণ এই তিনটি ক্ষেত্রেই। তাই মহাশক্তি ভগবতী সাত্ত্বিকী সত্তায় মহালক্ষ্মী, সব কিছুকে পালন বা রক্ষা করেন। তিনি রাজসী বা রাজসিকী সত্তায় সরস্বতী, সৃষ্টি করেন আর তামসী ধারিনী মহাকালী রূপে করেন সংহার বা ধ্বংস।

মহালক্ষ্মীর মধ্যে পালনের কথা বড় বলে পালন-অধিকর্তা বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ। সরস্বতীর মধ্যে সৃষ্টি বড় বলে স্রষ্টা ব্রহ্মার সঙ্গেই তাঁর উদ্বাহ। আর তামসী শক্তিধারিনী মহাকালী রুদ্র-শিবের সঙ্গে অন্বিত কারণ দুয়ের ক্ষেত্রেই ধ্বংস প্রধান কাজ।

দেবী ভাগবতে দেবীর চরিত্র পাঁচটি প্রসঙ্গে সুব্যক্ত–

(১) মধু-কৈটভ বধ (২) মহিষাসুর বধ (৩) চন্ড-মুন্ড বধ (৪) ধূম্রলোচন বধ (৫) শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ

মধু-কৈটভ বধের বৃত্তান্ত আছে 'দেবী ভাগবতে'র ১ম স্কন্ধে। অন্য চারটি পঞ্চম স্কন্ধে।

'মার্কন্ডেয় চন্ডী'তে দেবী মহাকালী রূপে মধু কৈটভ নিধনের কারণ হয়েছেন। সে বৃত্তান্ত আমরা চন্ডী আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করেছি। এখানে সংযোজনের মধ্যে এই–শ্রুতি-বিরোধী অর্থাৎ বেদ-বিরোধী ভাবেই তাদের উদ্ভব, তাই কর্ণমলের প্রসঙ্গ।

মধু-কৈটভ আহার-বিহার রূপ প্রবণতার প্রতীক। এ গুলি মাথা তুলে দাঁড়ায় তামসিকতার প্রাবল্যে কিন্তু বিষ্ণুকে জাগালে অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটলে আহার-বিহার রূপ প্রবণতা হয় বিনষ্ট।

ভগবতীর পরবর্তী কাজ মহিষাসুর বধ। তা আমরা বিবৃত করেছি চন্ডী-প্রসঙ্গে। এখানে বক্তব্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মহিষাসুর মোহের প্রতীক। এই মোহকে দুর্বার দৈবী শক্তিতে পরাভূত না করতে পারলে জীবনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এটিই উদাহৃত মহিষাসুর বধে।

মার্কন্ডেয় চন্ডীর মতো 'দেবী ভাগবতে'ও বলা হয়েছে মধু-কৈটভ বধে দেবীর প্রথম চরিত্র, মহিষাসুর বধে দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিত্র। দেবীর তৃতীয় চরিত্র প্রকটিত শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে। এটিকে উত্তম চরিত্রও বলা যায়। শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে দেবীর দুর্ধষ সংগ্রামের মধ্যে এসেছে তাদের অনুচর চন্ড আর মুন্ড, এসেছে ধূম্রলোচন। দেবী এদের সকলকে করেছেন নিধন। তারপর তিনি বধ করেছেন শুম্ভ-নিশুম্ভকে। এই শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি বধের তাৎপর্য কী? অহঙ্কার আর বিষয়সুখ যথাক্রমে শুম্ভ ও নিশুম্ভ; ধূম্রলোচন নিঃসন্দেহে আলস্য; চন্ড-মুন্ড রাগ-দ্বেষ আর রক্তবীজ বাসনা। এসব প্রবল শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে তবে জীবনীশক্তির সাধনা সফল হয়। 'সাধন-সমর' গ্রন্থে দেবী ভাগবতের এমন ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

'দেবী ভাগবত' অনুসারে দেবী সচ্চিদানন্দময়ী। মধু-কৈটভ বধে তাঁর সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রমানিত মহিষাসুর বধে দেবীর চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানময়তা নিরূপিত। আর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে প্রতিষ্ঠিত দেবীর আনন্দময়তা।

মূল প্রকৃতি থেকে মণিদ্বীপ পর্যন্ত দেবী ভগবতীকে কোথায় কিরূপে আরাধনা করতে হয় তা 'দেবী ভাগবতে' সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। নবম স্কন্ধের প্রথম শ্লোকে দেবীর পাঁচটি রূপ শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়েছে–

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধাস্মৃতা॥

অর্থাৎ সৃষ্টিবিধানে গণেশজননী (দেবী) দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পাঁচটি প্রকৃতি স্মরণীয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম থেকে ত্রয়োদশ স্কন্ধে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেবী ভাগবতে দেবীর এই পাঁচটি রূপেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে দেখি, দেবী সর্বশক্তিরূপা দুর্গা, সর্বসম্পদরূপিণী লক্ষ্মী, সর্ববিদ্যাধীশ্বরী সরস্বতী, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সাবিত্রী আর পরমানন্দস্বরূপিণী রাধা। এসব রূপের সূত্রেই মনে করতে পারি 'দেবী ভাগবতে' দেবীর রূপচিন্তায় শক্তিসাধনার সঙ্গে লৌকিক চিন্তা, সাত্ত্বিক ভাব ও শৈশবতাকে অঙ্গীকার করা হয়েছে।

☆

মায়ের আসন

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

মনুষ্যজন্ম হয় যে ধন্য মায়ের সেবায় জীবন সঁপে,
মায়ের মতো সাক্ষাৎ দেবী যায় না পাওয়া জপে তপে।
মাতৃরূপে আছেন কালী, মা দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারী
মা সরস্বতী, শ্রীমা লক্ষ্মী জ্ঞান ধন বিতরণকারী।
'মা'কে পূজে শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎ মাঝে হলেন ধন্য
মায়ের সেবায় বিদ্যাসাগর সর্বজনের অগ্রগণ্য।
মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে মায়ের সেবায় জীবন ধারণ
মায়ের সেবাই সব চাইতে বড় সকল সেবার কারণ।
বিশ্বমাঝে অনেক মা এলেন গেলেন মায়ের বেশে
চারজন মা এলেন শুধু সেবা দিতে নিত্য হেসে।
মা সারদা এলেন ভবে শ্রী রামকৃষ্ণের পত্নী-রূপে
পুত্র-কন্যা জঠরে না ধরেই, মাতৃ-আসন তার স্বরূপে।
শ্রী অরবিন্দের 'শ্রী মা' সর্বজনের মাতা হলেন
দুই হাতে সেবা দিয়ে ছেলে মেয়ের বিলিয়ে গেলেন।
মায়ের আসন হয় না শূন্য, করেন পূর্ণ দিব্য বিভায়;
'মা আনন্দময়ী' মায়ের আসন প্রতিষ্ঠিলেন শুদ্ধ সেবায়।
সেবা দিলেন, আদর দিলেন, আরো দিলেন মিষ্টি হাসি
সারা ভারত মুগ্ধ হল, ধন্য হল কাশীবাসী।
কোলকাতায় মা টেরেসা পেলেন মায়ের কেমন আসন
দীন দুঃখী, কুষ্টরোগী বিশ্বজনের সেবার কারণ।
এঁরা সবাই মায়ের আসন লাভ করেছেন স্বর্ণ-বিভায়
এঁদের স্মরণ নিত্য হবে মন্দিরে আর কর্ম-গাথায়।
গর্ভধারিণী মাতা এঁরা নয়তো তবু যায় না কিছু,
'মায়ের মূর্তি' সেবা ও কর্মে সদাই চলে পিছু পিছু।
এঁদের কথা নিত্য হবে কর্মে-ধর্মে কথকথায়;
'মা' যে 'সত্য', 'মা' যে 'নিত্য', হাসি-কান্না, সুস্থ ব্যাথায়।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে মনে পরে

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

২৫শে আগষ্ট সূর্য উঠেছে পুবের আকাশ রাঙিয়ে। আমার মন রাঙ্গিয়ে রয়েছে শ্রীশ্রীমারই রঙে। এক বেলা বাড়তেই আশ্রম আঙ্গিনায় এলাম। স্বামিজী ও পানুদার সাথে দেখা করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে সামনের বারান্দায় বসে তাঁরই কথা ভাবতে লাগলাম। কি মিষ্টি যে ভাবনা। কিন্তু তারই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠে কি যেন একটা বিষাদের সুর। ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়—বিদায় গোধুলি যেন ধূলায় ছিন্নদল ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আজ আমার 'তে-রাত্রি' থাকার সময় আছে, কিন্তু শ্রীশ্রীমার আর সময় নেই। শ্রীশ্রীমার অনুমোদন সাপেক্ষ লখ্‌নৌ ফেরার ভাবনা ত্যাগ করে অমলদাকে পাঠালাম দেরাদুন স্টেশনে আমাদের ২৮শে আগষ্ট লখ্‌নৌ ফেরার টিকিট করতে। আমি ও অরুণদা বসে রইলাম শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সামনের বারান্দায় শ্রীশ্রীমা ঘরে। আমরা বাইরে আমার সমস্ত মন-প্রাণ কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের সাথেই একাকার হয়ে রয়েছে।

বিল্বজী আমাকে ও অরুণদাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। আজ ঘরের মধ্যে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের খাটখানা পূর্ব-পশ্চিম করে রাখা। শ্রীশ্রীমা তাতেই শান্ত সমাহিত হয়ে, নিথর নিস্কম্প, নিস্তব্ধ হয়ে আছেন। মুখখানি সৌম্যতা প্রশান্ততার প্রতিমূর্তি। চোখ দুটো আমাদের চোখে। প্রণাম করলাম। মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রলাম। আসনে উপবেশন করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শীকৃত ফল আমাদের হাতে দেওয়া হলো। কিয়ৎকাল বসে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের পরিচর্যার অসুবিধার কারণ হতে পারি ভেবে উঠে দাঁড়ালাম। শ্রীশ্রীমায়ের চোখ দুটো ছলছল জলভরা। ক্রমে নেমে এলো চোখের কোণে বিন্দু-বিন্দু অশ্রুধারা। আমার মনের বাঁধন আগেই ভেঙ্গেছিল। এবার হৃদয় ভরে কান্না এলো। চোখে জলে ভরে গেলো। তবু নিজেকে সম্বরণ করলাম। আজ যে কান্নার দিন নয়। অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি। অনেক বিদায়ের মধ্যে আজ শেষ বিদায়ের দিন। অনেক প্রণামের মধ্যে এখন শেষ প্রণামের ক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের কোণে বারবার এ কথাগুলোই ভীড় করে আসতে লাগলো। মনে হতে লাগলো যদি কোনো দিন শ্রীশ্রীমার শেষ প্রণামের স্মৃতিচারণ করতে বসি বা লিখতে বসি তবে এই হবে মোর শেষ প্রণামের শেষ শুভক্ষণ। শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকারা শ্রীশ্রীমার অশ্রুবিন্দু মুছিয়ে দিলেন. আরো একটু পরে নয়ন ভরা জল নিয়ে শ্রীশ্রীমার মুখের দিকে মুখ রেখে, শ্রীশ্রীমায়ের চোখে চোখ রেখে ঘরের বাইরে এলাম। যদি কেহ শুধায় আমাকে কারণ, কেন ঐ সময় আমার মনে এই কথাগুলো মনে এসেছিল, কেন শেষ প্রণামের স্মৃতিচারণের কথা সেদিন সেইক্ষণেই ভাবছিলাম, উত্তর জানা নেই। তবু ভেবেছিলাম এইটুকুই শুধু জানি। আর জানি বুঝি দিয়ে সব কিছুর নাগাল পাওয়া যায়না।

দুপুরে আশ্রমেই প্রসাদ নিলাম। শ্রীশ্রীমা অসুস্থ তবু প্রসাদের উপকরণ অনেক। বোম্বে থেকে ডাঃ শ্রীশ্রীমাকে দেখতে এসেছেন। সস্ত্রীক তিনি এবং শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘের সভাপতি বি০কে০ শাহ ও তাঁর বহিনও আমাদের সাথেই প্রসাদ নিলেন। অমলদা আমাদের ২৮শে আগষ্ট লখ্‌নৌ যাবার টিকিট করে এনেছেন। আমরাও ইতিমধ্যে স্থির করেই ফেলেছি আগামী কালই সকালে হরিদ্বার ফিরে যাবো। দু-তিন দিন সেখানে কাটিয়ে লখ্‌নৌ চলে যাবো। আমার মনের ভাবটা শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার মধ্যে আশ্রমিকদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর বিব্রত না করা। সর্বোপরি যে কাজটি বিগত বেশ কয়েক বছরেও রূপায়িত করতে পারলাম না, তা আজ এ অবস্থায় রূপায়িত হলেও রূপায়িত হতে পারে, কিন্তু আজ আর তার কোনো মূল্যায়ন বা সার্থকতা নেই। মনে হলো যা অপূর্ণ রলো তা অপূর্ণই থাক। এই অপূর্ণতাই যেন একদিন আমার জীবনে শ্রীশ্রীমাতৃ প্রসাদে পরম পরিপূর্ণতা এনে দেয়।

অমলদা ও অরুণদা বিকালে একবার দেরাদুন শহরে গেলেন। আমি একলা ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবনায় রপ্ত আছি। স্মৃতির পাতায় জাল বুনি। চোখের সামনে ভেসে উঠে অত্যুজ্জ্বল একটা ছবি। বাংলার অখ্যাত নদীমাতৃক পল্লীতে যাঁর যাত্রা শুরু, তিনিই আজ নগাধিরাজ হিমালয়ের কোলে মহাপ্রস্থানের আসন পেতেছেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই আমরা একবার আশ্রমে গেলাম। স্বামিজী ও পানুদাকে আমাদের অভিপ্রায়ের কথা জানালাম। জানালাম কাল সকালেই আমরা হরিদ্বার চলে যাচ্ছি। স্বামিজী ও পানুদা বারবার থাকার কথা বললেন। স্বামিজী বললেন–এখানে থাকলে তো অন্ততঃ দিনে একবার মাতৃ–দর্শন হচ্ছে। তাছাড়া তোমরা থাকায় মায়ের খেয়ালটা মাঝে মাঝে এদিকে থাকছে। কিন্তু মা যাদের রাখবেন না, তারা থাকবে কি করে? তাই আমরা চলে আসার কথাতেই স্থির রইলাম। রাতের প্রসাদ নিয়ে আবাসস্থলে ফিরে আসার প্রাক্‌কালে শ্রীশ্রীমায়ের আহ্বানে শেষ দর্শনের জন্য শেষবারের মতো পানুদা ও উদাসজীর সাথে মাতৃসমীপে উপনীত হলাম। ঘরের মৃদু আলোটা পরিণত হলো উজ্জ্বল আলোতে। প্রণাম করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছাকাছি মুখ রাখলাম। হাত দুটো বিছানার উপর। চেয়ে রইলাম মুখ পানে। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিও আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ভক্তগণ আমাদের হাতে শ্রীশ্রীমাতৃ প্রসাদী কাপড় ও ফল প্রভৃতি দিলেন। আবার প্রণাম করলাম। আমার কাপড়টা শ্রীশ্রীমা দেখতে পাননি। তাই বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সমস্ত মুখটা ও হাত দুটো দোলায়িত হয়ে উঠলো। আধো-আধো টুকরো-টুকরো কথায় কাপড় কথাটার প্রথম চরণটা উচ্চারণ করলেন। ভক্তজন জানালেন–কাপড় দেওয়া হয়েছে। আমার হাতে সুন্দর কাপড়খানা শ্রীশ্রীমায়ের চোখের সামনে তুলে ধরলাম। শ্রীশ্রীমা হাত দুটো অল্প একটু তুলে কাপড়টা স্পর্শ করলেন। তারপর শান্ত সমাহিত হয়ে শুয়ে রলেন। চেয়ে রলেন আমাদের দিকে। পানুদা শ্রীশ্রীমায়ের কানের কাছে মুখ রেখে বললেন–"সুধীরভাই থাকবে বলে এসেছিল, কিন্তু মার শরীর অসুস্থ বলে চলে যাচ্ছে।" আমি একটু অপ্রস্তুতই বোধ করলাম। শ্রীশ্রীমা অপলক নেত্রে চেয়েই রলেন। পানুদা আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন–'আপনি মাকে কিছু বলুন।' কথাটা শুনামাত্র আমি যেন আরো অপ্রস্তুত হলাম। আরো ইতস্তত বোধ করতে লাগলাম। শ্রীশ্রীমাই তো আমাদের বলবেন, আমি শ্রীশ্রীমাকে কি বলবো? মুহূর্ত মাত্র চুপ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের আরো কাছাকাছি মুখটা রেখে আমার অজান্তেই বলে ফেললাম–'মা তুমি সুস্থ হয়ে উঠো, আবার আসবো।' শ্রীশ্রীমা হাত জোড় করে অল্প একটু উর্দ্ধে তুলে স্নিগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে আমার দৃষ্টিকে উর্দ্ধপানে আকর্ষণ করলেন। তারপর আবার শান্ত সমাহিত ভাবে শুয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিলাম। এই আমার শ্রীশ্রীমাকে প্রথম ও শেষ তুমি বলে সম্বোধন।

শেষ বিদায়ের স্মৃতি নিয়ে 'যা চেয়েছি যা পেয়েছি তুলনা তার নেই,' একথা ভাবতে ভাবতে আবাসস্থলে ফিরে এলাম। একথা ভাবতে ভাবতেই শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে উঠলাম। গাড়ি এলো। গাড়িতে মালপত্র উঠলো। আশ্রমের গেটের সামনে গিয়ে গাড়ি থামলো। পানুদা উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে নীচে নেমে এলেন। নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমায়ের গত রাতের শারীরিক অবস্থার কথা জানতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাইলাম। জানতে পারলাম রাতটা একটু ভালোই কেটেছে। পানুদাকে বললাম–শ্রীশ্রীমা সুস্থ হয়ে উঠুন এ আশা নিয়েই আমরা ফিরে যাচ্ছি। সামনের হলে শ্রীশ্রীমায়ের আসন ও প্রতিকৃতিতে প্রণাম করলাম পানুদাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। গাড়িতে বসলাম। গাড়ি আশ্রম ছেড়ে দেরাদুন রেল-স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। মন পড়ে রলো ছোট্ট একটা ঘরে। চোখের সামনে ভেসে রলো সে ঘরের শয্যায় শায়িত শ্রীশ্রীমায়ের শান্ত সমাহিত মুখটি। আর নয়নে নয়ন রাখা তাঁর স্নিগ্ধ মধুর চোখ দুটো।

হরিদ্বার। আর্য সমাজ মন্দির। দুদিন এখানেই কাটালাম। অরুণদা এই প্রথম হরিদ্বার এসেছেন এখানে সেখানে একটু ঘুরে বেড়ালেন। পরদিন সকালে কিছু সময়ের জন্য হৃষিকেশ ও লছমনঝুলা গেলাম। আজ ২৮শে আগষ্ট লখ্‌নৌ ফেরার দিন। সকালবেলার সূর্যের কিছুটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে হরিদ্বারের পথে প্রান্তরে, গঙ্গার জলে আর দূর পাহাড়ের কোলে। আমি আপন মনেই বসে আছি আর্য সমাজ মন্দিরের গঙ্গার ঠিক তীরবর্তী উপরের ঘরে। দৃষ্টি দূর আকাশের দিকে আর সামনের চন্ডীপাহাড়ের নাম না-জানা হিমালয়ের ছোটো বড়ো গিরিশৃঙ্গের প্রতি। এমন সময় আকস্মিক ভাবে বারান্দার পাশে জানালায় কারো উপস্থিতি অনুভব করলাম। দৃষ্টি সেদিকে একটু ফেরালাম। চেয়ে দেখি আর্য সমাজ মন্দিরের ম্যানেজার। তাঁর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে একটু বিস্মিতই হলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে মৃদু কন্ঠে জানালেন–মার মহাপ্রয়াণের খবর। হাতে একটা স্থানীয় সংবাদপত্র। কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত সত্তায় যেন একটা ধীর ও মৃদু আলোড়ন বয়ে যেতে লাগলো। এক মুহূর্ত পূর্বেও আমার সত্তায় যা ছিল, এক মুহূর্তেই তা নেই। শ্রীশ্রীমা নেই।

দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলাম। প্রথম পাতার মধ্যভাগে শ্রীশ্রীমার গতকাল রাত আটটায় মহাসমাধি লাভের সংক্ষিপ্ত একটু খবর। ম্যানেজারজী বললেন–আপনাদের সাথে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমার একটা বিশেষ যোগাযোগের কথা জানা আছে বলেই সংবাদটা জানাতে এসেছি। পাশের ঘরে অবস্থানরত অমলদা ও অরুণদাকে ডাকলাম। সংবাদটা জানালাম। সকলের মনই বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। অমলদা ও অরুণদা পরবর্তী বিশদ সংবাদের জন্য ও প্রয়োজনে তখনই দেরাদুন যাবার ব্যবস্থা করার জন্য কনখল আশ্রমে চলে গেলেন। আমি একাকী বিজন ঘরে। আমার সমস্ত সত্তায়, মনে প্রাণে ভাবনায় ভাবনা প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে–মা নেই, মা নেই। মা চলে গেছেন। এতোদিন যেমন করে পেতাম, আর তেমন করে পাবো না।

অমলদা ও অরুণদা কনখল আশ্রম হতে সংবাদ নিয়ে ফিরলেন। দেরাদুন যাবার প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীমার শ্রীদেহ কনখল আশ্রমেই নিয়ে আসা হচ্ছে। সেখানেই শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করা হবে।

বেলা এগারটায় মধ্যে আমরা কনখল আশ্রমে পৌঁছলাম। এতোদিনের পরিচিত আশ্রমটা যেন অন্য সুরে বাঁধা। যেদিকে তাকাই শুধু মনে হয় সব আছে, শুধু মা নেই। এই আশ্রমে অনেক চরণচিহ্নের মধ্যেও তাঁর পায়ের চিহ্ন আর কোনোদিন পড়বে না।

অপরাহ্ন প্রায় দুটোয় শ্রীশ্রীমার শ্রীদেহ শোভাযাত্রা সহকারে আশ্রম দ্বারে এসে পৌঁছল। হলের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম অন্নপূর্ণাপূজা হয়েছিল এবং বর্তমানে শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের প্রতিমূর্তি স্থাপিত রয়েছে সেখানেই শ্রীশ্রীমার পাঞ্চভৌতিক দেহ সংস্থাপিত হল। সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করতে লাগলেন। আমরা বিনম্র চিত্তে প্রণতি জানিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে নাতিদূরে বসে রলাম। স্মৃতি শুধু পড়ে আছে ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এমনি করেই কাটলো। তারপর ফিরে এলাম আবাসস্থলে। স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়েই সমস্ত রাতটা কেটে গেলো। পরদিন বেলা এগারটার সময় আবার গেলাম কনখল আশ্রমে। বিপুল জনতার ভীড়। প্রণতি জানিয়ে জনতার ভীড়েই মিশে রইলাম। প্রনতি জানাতে এলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সময় হলো শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করার। ভক্তজনের আকুলতার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করা হলো হলের বাইরে উত্তর প্রান্তে। জনস্রোত মিলিয়ে গেলো। প্রায় শূন্য প্রাঙ্গণে আরো একটু সময় কাটালাম। তারপর অশ্রুসিক্ত মৌন বেদনায় শেষ বারের মতো কনখল আশ্রম প্রাঙ্গন হতে বিদায় নিলাম। ব্রহ্মকুন্ডে স্নান করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি প্রণতি জানিয়ে গঙ্গাজলে প্রদীপযুক্ত রাশিরাশি পুষ্পভেলা ভাসালাম। অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। শ্রীশ্রীমার মহাসমাধি লাভের পর আমরা কেউ কিছু গ্রহণ করিনি। আজ একাদশী। তাই কিছুটা দুধ নিয়ে আমরা রাতের গাড়িতে লখ্‌নৌ অভিমুখে রওনা হলাম। গাড়ি চলছে। জানালার পাশে বসে আমিও আনমনা হয়ে স্মৃতির পাতায় ভেসে চলেছি বারবারই মনে হতে লাগলো–জীবন যাঁকে নির্মলা হতে আনন্দময়ীতে পরিণত করেছে, মরণ তাঁকেই আনন্দময়ী হতে বিশ্বজননীতে পরিণত করেছে।

॥স্বপ্নে আমার মনে হল॥

দিন চলে যায়। দিন আসে। আমরাও মরণ সাগরের পথে এগিয়ে চলি। প্রয়াস করি–'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান। বলতে পারি কিনা তার উত্তর মিলবে শেষ পাড়ানির খেয়ায়। চলার পথে পুণ্য তীর্থ বেনারসে রয়েছি। শ্রীশ্রীমা নেই। আশ্রমে যাইনি। ভোররাতে স্বপ্ন দেখেছি একটা দিব্য পরিবেশ শ্রীশ্রীমা সমাসীন। আমি সামনে বসা। শ্রীশ্রীমা বললেন–'তুমি আশ্রমে গেলে না? আমি তো রয়েছিই। সব আশ্রমে যেও'। স্বপ্ন মিলিয়ে গেলো। তারপর আরো অনেকটা পথ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছি। আজ আর সে প্রয়াসের ত্রুটি নেই। যেখানেই যাই যদি জানি বা শুনি যেখানে শ্রীশ্রীমার আশ্রম রয়েছে, অতি অবশ্যই যাই। হউক তা ক্ষণিকের জন্য। কেউ চিনলো বা না চিনলো, জানলো বা নাই জানলো, সে ভাবনা আর ভাবিনা জানি–শ্রীশ্রীমা তো আছেনই।

ভব তাপ বিনাশিণ্যৈ আনন্দঘনমূর্তয়ে।
জ্ঞান ভক্তি প্রদায়িণ্যৈ মাতঃ স্তুভ্যং নমাম্যহম॥

॥ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

কেন উপনিষদে জানা যায় যে ব্রহ্ম স্বশক্তি প্রভাবে যক্ষ রূপে দেবতাদের কাছে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁকে জানতে পারেন নি। দেবতাগণ যক্ষকে জানবার জন্য অগ্নি ও বায়ুকে প্রেরণ করলেন। অগ্নি যক্ষ দ্বারা স্থাপিত একটি তৃণকেও দগ্ধ করতে পারলেন না–বায়ুও তৃণটিকে উড়াতে সমর্থ হলেন না। ইন্দ্র যখন গেলেন তখন যক্ষ অন্তর্হিত হলেন। তখন আকাশে যক্ষ মূর্ত্তির জায়গায় বহু শোভমানা এক নারীমূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি উমা হৈমবতী। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই যক্ষ মূর্তি কে?" উমা হৈমবতী বললেন, "সা ব্রহ্মেতি হোবাচ।" (কেন. ৪.১)। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম।' উমার রূপ সেখানে জ্যোতির্ময়ী, তিনি ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মের যা কিছু গৌরব সবই ব্রহ্মশক্তির স্বক্রিয়ায়। উমাই মা, উমাই জননী, উমাই নারায়ণী। মা শব্দের অর্থ বলতে দীপ্তিও বুঝায়। গমনার্থক অ ধাতুতে ডু (উ) প্রত্যয়ে উ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাই আকাশে ইন্দ্র উমার যে সাক্ষাৎ পান সেই উমা গতিশীল আলোক-ব্রহ্মবিদ্যা। উমাই মা, কারণ তিনি সর্ব ক্লেশ হারিণী। উমা স্বরূপিণী মাকে ইন্দ্র এবং ঋক্‌বেদের ঋষিরা 'এক ঝলক বিদ্যুতের মত আভাসে দেখেছিলেন। প্রকৃতি প্রভাবে ব্রহ্মের যে অংশ জ্ঞেয় তাই হল ক্ষর, আর যার বিকৃতি নেই তা হল অক্ষর বা অজ্ঞেয় অংশ। ক্ষর, অক্ষর উভয়ের নিয়ন্তাই হলেন ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, তাই মাতৃরূপে তিনি ব্যক্ত হতে বাধা নেই। ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ ব্যক্ত হয় না, কারণ মন ব্রহ্মসত্তাকে ধারণ করতে পারে না।

মা সীমায় আসেন ব্রহ্মময়ী হয়ে–মা ও ব্রহ্ম একাত্মক। নারায়ণী ভাবে ভক্তের ভাব কল্পনায় তিনি এসেছেন। মায়ের মধ্যে সলিল, অপ এবং জ্যোতির সংযোগ বহুবার ব্যক্ত হয়েছে, মাতৃভক্তের দৃষ্টিপথে। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন–সূর্যের রূপ সর্ব্বদেবাত্মক। "সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ" (স্কন্ধ। পুরাণ, কাশী, ৪৯।৩৫) অর্থাৎ সর্বদেবাত্মক তেজপূর্ণ সূর্য কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন পালন করেন। সূর্যাগ্নির পরম বরণীয় জ্যোতিরশ্মি মায়ের দেহ থেকে একবার প্রকাশিত হয়েছিল একজন ফরাসী মহিলার ভাবদৃষ্টিতে। মহিলার নাম ছিল পেন্টরোজ। তিনি হরিরামজীকে বলেছিলেন, "আমি যখন আলমোড়াতে মার সমাধি অবস্থায় মার কাছে বসিয়া ছিলাম, তখন দেখিতে ছিলাম মার শরীরটা যেন একটা বিরাট আকার ধারণ করিল। আমি ভাবিলাম হয়ত আমার দেখিবার ভুল হইতেছে, এই ভাবিয়া চক্ষু খুলিয়াও দেখি সেই রূপ। কিছুকাল পরে মার শরীর হইতে একটা সূর্য কিরণের মত জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৬৬)। 'জ্যোতি'কেই ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়, কারণ গায়ত্রী মন্ত্রের 'ভর্গ' হল জ্যোতি। পেন্টরোজ ভাবদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তিতে মাকে প্রতক্ষ্য করেছেন, জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছেন--এ হল ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মশক্তি, তাই তিনি মায়ের অর্থাৎ পরমজ্যোতির্ময়ী শক্তির সংস্পর্শে এসে মাকে জেনেছিলেন 'পরা জ্ঞান' বলে। তিনি বলেছেন, "আমি মনে করি মাই 'পরাজ্ঞান' (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৬৭)। ভক্তের ভাবে জগত কল্যাণ মা সাধনার খেলার সময় তাঁর ভর্গরূপিণী আদিশক্তির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন তিনি বলেছেন, "- - - ভাবটা জাগিত আমি একা। আত্মীয় স্বজন কাহারও সঙ্গে যে কোন আকর্ষণ নাই, কেউ নাই। এক বিরাট শূন্য এবং বিরাট জ্যোতি। আবার একমাত্র জ্যোতিই, আর কিছুই নাই। আবার আমিও ঐ একই জ্যোতি।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ১৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবপুরাণ বলেছেন যে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে "তদ ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যপ্তিরূপঞ্চ সন্ততম্" (শিব পু. জ্ঞান সংহিতা, ১০২৫) অর্থাৎ তখন দিব্য ব্রহ্মময় পরম জ্যোতি বর্তমান ছিল। সেই ব্রহ্মের সনাতনী ইচ্ছা বা খেয়াল প্রকাশ পায় এবং এই ইচ্ছাই প্রথমে প্রকৃতি ও মূলকারণ বলে অভিহিত হয়। প্রকৃতিই হচ্ছেন মহাদেবী। তারপর পুরুষ ব্যক্ত হলেন। উভয়ে মিলে তখন সৃষ্টির চিন্তা করলেন, তখন আকাশ থেকে দৈববাণী হল, 'তোমরা তপস্যা কর'। তাঁরা তপস্যা করতে লাগলেন। উভয়ের অঙ্গ থেকে জলধারা নির্গত হতে থাকে, জলরাশি দ্বারা সবকিছু তখন ব্যাপ্ত হল। সেই জলরাশিকে শিবপুরাণ বলেছেন, "ব্রহ্মরূপম ভূজ্‌জলম্" অর্থাৎ "সেই জলরাশি ব্রহ্মস্বরূপ অনন্ত"। এই পুরুষ ও প্রকৃতিকে শিবপুরাণ বলেছেন, 'নারায়ণেতি বৈ নাম জাতংতস্য মহাত্মনঃ। নারায়ণীতিবৈ নাম প্রকৃতেঃ সম্মতং মুনে'॥ (শিব পু০ জ্ঞানসংহিতা ১।২৯) অর্থাৎ 'এই জন্য সেই পুরুষের নাম নারায়ণ এবং প্রকৃতির নাম নারায়ণী হল।' এই শিবপুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, নারায়ণী নারায়ণের সঙ্গে জলে শয়ন করেন।

ভক্তগণের প্রতি মায়ের করুণার অন্ত ছিল না। তিনি সারগর্ভ এবং তাত্ত্বিকভাবে তাঁর নারায়ণী এবং স্বরূপের অতি গুহ্যতম কথা সরল ভাবে প্রকাশ করেন ভক্তগণের ইচ্ছায়। মার কিন্তু কোন দিন এমন কোন খেয়াল প্রকাশ পায় নি যে, তিনি ভক্তগণের সামনে উত্তমরূপে চিহ্নিত হবার জন্য লীলা ব্যক্ত করেছেন। ভক্তদের মনের ভাবই মায়ের লীলার কারণ, কখনও বা স্বরূপ প্রকাশ। একবার ১৩৫১ বাংলা সনে, ১২ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, মা বলছেন, "এই শরীরটা কি রকম দেখছি জান? যেন মাখন দিয়া গড়া আর তাতে উজ্‌জ্বল শুভ্র ঘন জ্যোতি। বললেও বলা হয় না। আর সেখানে বটপত্রে শিশুরূপী ভগবান আপন পা আপনি চুষছেন। ঠিক সেই রকম মূর্তি। তবে শোয়া অবস্থায় না– বসা। নধর নধর শরীর। বসে বসেই ঐ ভাবে পাটা চুষছেন। পূর্ণরূপ–রংটিতে যেন কি রকম একটা গভীর নীল জ্যোতি–অপূর্ব কান্তি। তবু কিন্তু বলা হল না। পাশেই একটি অতি সুন্দর ছোট্ট শিশু মেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার শুভ্র জ্যোতিতেও যেন সব আলো করে আছে" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, অষ্টম ভাগ, পৃঃ ১৬৬-৬৭)। শিবপুরাণ বর্ণিত নারায়ণী এবং নারায়ণ দিব্য ব্রহ্মময় পরম জ্যোতি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরা জ্যোতির্ময়ী এবং জ্যোতির্ময়। অভয় মার সামনে ছিলেন এবং তিনি বলে উঠেছিলেন "পুরুষ প্রকৃতি"। মা অভয়ের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অভয় ব্রহ্মময়ী মাকে আবার প্রশ্ন করলেন–"মা, আপনার ভিতর থেকেই এই সব বের হয়েছে তো?" মা মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন। গুরুপ্রিয়া দিদি বললেন, "মা, তোমার শরীরের ভিতর থেকেই বের হল এসব তাহাও দেখেছ-তে?" মা বললেন–"বাহির আবার কি হবে? আছেই ত সব" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, অষ্টম ভাগ, পৃঃ ১৬৭)

শিবপুরাণ বর্ণিত ছোট্ট নারায়ণী কিন্তু প্রথম জাতা, তিনি শুয়ে আছেন জ্যোতির জ্যোতি হয়ে, মা ও তাই ব্যক্ত করলেন গুরুপ্রিয়া দিদিদের কাছে। মা যে 'বাচ্চি' বলতেন নিজেকে, ভক্তের ভাবের তত্ত্বে সেই তো মার নারায়ণী রূপ। মায়ের বর্ণনায় জানা যায় এখানে যে, নারায়ণ রূপ শিশুটি বসা, শুয়ে নেই। পূর্বেই বলেছি, অসীমতার নাম অদিতি, অদিতি অনন্ত প্রকৃতি। তিনিই সূর্যাগ্নির তেজরাশি, প্রতিটি রশ্মিই তো দেবতা, তাই তিনি মা, তিনিই নারায়ণী, জলগণের অখন্ডরূপ, জল মানে এখানে আকাশেরই সূর্যরশ্মি–সূর্যজ্যোতি। তিনি নারস্য অর্থাৎ আকাশ সলিলের আশ্রয় স্বরূপ। শিবপুরাণ বলেছেন সে নারায়ণী প্রথম একা ছিলেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে, নারায়ণ ব্রহ্মা এবং শিব তখনও ব্যক্ত হন নি।

সর্ব্বদেব তেজোময়ী উমাকে কেন উপনিষদে দেখা গেল 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' মা রূপে, নারায়ণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে। সত্যকথা বলতে গেলে বৈদিক দেবতাদের উৎস নারায়ণী রূপিণী অদিতি থেকে অর্থাৎ জ্যোতি থেকে–স্বর্গে দেবতারা থাকেন, স্বর্গ হলো জ্যোতি সমুদ্র বা অনন্ত আলোর অমৃতলোক। তাই তো সন্তান অফুরন্ত আলোতে যেতে চায়, জ্যোতির্ময়ী যে তার মা। বলা হয়ে থাকে 'ওঁ মা' থেকে 'উমা' শব্দটির প্রকাশ। প্রণব রূপেও উমা শব্দটির আলোচনা হয়ে থাকে। উমা আবার হৈমবতী, তাঁর কান্তি হেমবৎ, জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত বলে তিনি হৈমবতী। উপনিষদের উমার স্বরূপ বৈদিক সোমে প্রকাশিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সোম আসলে ব্রহ্মজ্ঞান–এই অভিমত প্রদান করেছেন স্বয়ং সায়নাচার্য। শতপথ ব্রাহ্মণে ১১.১.৫.৩ মন্ত্রে সরল ভাবে বলা হয়েছে, "চন্দ্রমা বৈ সোমঃ" অর্থাৎ সোমই চন্দ্র। ঋকবেদে সোমকে বলা হয়েছে সবিতা ও অগ্নি (ঋ.বে.৯.৬৮.২৬)। সূর্যাগ্নিরূপী সে রশ্মি চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে আলোকে ভরিয়ে দেয়, তাঁকেই বলা হয় চন্দ্র, তাঁকেই সোম বলা হয়। চন্দ্র আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ বা শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্ম। ঋকবেদের খিলমন্ত্রে চন্দ্রকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'চন্দ্র' (ঋ.খিল, ২।৬।১)। চন্দ্রই শ্রীসূক্তের দেবী শ্রী। কাঠক সংহিতায় প্রকাশিত হয়েছে 'সোম অম্বা' (কাঃ. সংহিতা ৫।৪) অর্থাৎ সোম মা। ঋকবেদে বলেছেন সোমই গৌরী (ঋ.বে.৯.১২.৩)। সায়ন ভাষ্য গৌরী হলেন বাক্–"গৌরী গান্ধর্বী ইতি বাঙনামসু পাঠাৎ"। ব্রহ্মময়ী অম্ভৃণী বাক্ বলেছেন, "অহং সোমমাহনসং বিভর্মি (ঋ. বে. ১০.১২৫.২) অর্থাৎ 'আমি সোমকে ধারণ করি'। তাই সোমই চন্দ্র, চন্দ্রই বাক্, বাক্ই গৌরী তথা জ্যোতির্ময়ী নারায়ণী, এবারকার লীলায় মা। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী অরূপ হয়েও জ্যোতি রূপা উমা হয়ে প্রকাশিতা হন। সন্তানের ভাবনায় মায়ের ভাবদেহ থেকে জ্যোতির ছটা প্রকাশিত হত, তাই জ্যোতির্ময়ী নারায়ণীর জ্যোতিরূপ কখনও কখনও ভক্ত সন্তান দর্শন করতে পারত। এ সম্পর্কে মা বলেছেন "কখনো কখনো আমার শরীর হতে এমন জ্যোতির ছটা বাহির হত, তাতে চারদিক জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। সেই জ্যোতি ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এমন মনে হত।" (মাতৃদর্শন, পৃঃ৫৩)।

পার্ব্বতী হেমকান্তীময়ী হিমবতের দুহিতা। শতপথ ব্রাহ্মণে তিনি পার্ব্বতী স্বরূপ (শতঃ পঃ ব্রাঃ ১।৫।১৫)। পার্ব্বতী মাতৃশক্তি, মাতা। শংকর কৃত অন্নপূর্ণা স্তবে "মাতা চ পার্ব্বতী" অর্থাৎ পার্ব্বতী মাতা। পার্ব্বতী মহাশক্তি। তন্ত্রে শিব পার্ব্বতীকে বলেছেন, "যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রা প্রকীর্তিতাঃ। তে সর্ব্বে তব মন্ত্রা স্যুস্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ" (মহা. নি. ত.৫.১৯) অর্থাৎ 'যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র বর্ণিত হয়েছে সে সব তোমারই মন্ত্র, কেন না তুমিই আদ্যা প্রকৃতি'। ললিতা সহস্রনামে পার্বতীকে বলা হয়েছে "সর্বেশ্বরী সর্বময়ী সর্বমন্ত্রস্বরূপিনী" (ললিতা. স. ১০৩) অর্থাৎ তিনি সর্বমন্ত্রস্বরূপিনী। দুর্গা সপ্তশতীতে পার্ব্বতী মহাদেবী। দেবতারা শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য হিমালয়ে দেবীর স্তব করেছিলেন। পার্ব্বতী তাঁদের প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কার স্তব করছেন?' সেই সময় পার্ব্বতীর শরীর কোষ থেকে শিবা অম্বিকা প্রকাশিতা হয়ে উত্তর দিলেন যে দেবতারা তাঁরই স্তব করছেন। অম্বিকাই কৌশিকী। কৌশিকী পার্ব্বতীর দেহ থেকে নির্গতা হবার পর তিনি কৃষ্ণা হলেন–হিমালয়ে অধিষ্ঠিতা হয়ে কালী নামে আত্মপ্রকাশ করলেন (দুর্গা সপ্তশতী. ৪.৪১)। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে হিমালয় দুহিতা উমাও কালী নামে খ্যাত হয়েছেন। উমা শৈলসুতা, তিনিই পার্ব্বতী, গিরিজা–তিনি কৈলাসবাসিনী বা মন্দরবাসিনী বা বিন্ধ্যবাসিনী।

পার্ব্বতী উমা সিংহবাহনা, শক্তি-দেবীর প্রাচীন রূপই হল পার্ব্বতী উমা। তবে এই প্রসঙ্গে অথর্ব বেদের খানিকটা উল্লেখ নিই, তবে স্পষ্ট ভাবে 'দেবী'র স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্মান্ডাত্মক স্বরূপ লক্ষণে নারায়ণীর তথা পার্ব্বতী উমার কথা অথর্ব বেদে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন 'সিংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা। ইন্দ্রং যা দেবী সুভজা জান সা নঐতু বর্চসা সংবিদানা॥ যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে ত্বিষিরপ্সু গোষু যা পুরুষেষু - - - রথে অক্ষেষ্বৃষভস্য বাজে বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে- - - রাজন্যে দুন্দভাবায়তাষামশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ। ইন্দ্রং যা দেবী - - -" (অথর্ব. বে. ৬.৪.৪.১-৪) অর্থাৎ 'দীপ্তি রূপে যিনি সিংহে, ব্যাঘ্রে, সর্পে, অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে আছেন ইন্দ্রকে জন্ম দিয়েছেন যে সুভগা দেবী--সেই তেজোদীপ্তা দেবী আমাদের কাছে আসুন। যিনি দীপ্তি হস্তীতে, দীপ্তিতে ও স্বর্ণে, দীপ্তি যিনি জলরাশিতে, গো সমূহে, পুরুষ সমূহে, - - - দীপ্তি রূপে যিনি রথে ও তার চাকাগুলিতে, বৃষের গতিতে, বায়ুতে, পর্জন্যে-বরুণের শক্তিতে - - - যিনি দীপ্তিরূপে রাজন্য, দুন্দুভিতে, অশ্বের গতিতে, পুরুষের উচ্চশব্দে সেই তেজোদীপ্তা সুভগা দেবী, ইন্দ্রকে জন্ম দিয়েছেন যিনি, আমাদের কাছে আসুন। এই ইন্দ্র জননী অদিতি, তিনিই জ্যোতির্ময়ী নারায়ণী। তিনিই বৈদিক দেবতা প্রধান বা দেববাদ প্রতিষ্ঠাত্রী প্রথম জ্যোতিঃ 'মাতা দেবানাম্'। তিনি অরূপা, ভক্তকে অনুগ্রহ করতে তিনি জ্যোতিরূপে এলেন, কেন উপনিষদের উমা হয়ে, ঋষি দুহিতা বাক হয়ে, বিংশ শতাব্দীতে মা হয়ে আবির্ভুতা হলেন।

পূর্ণব্রহ্মময়ী মা ভক্তের ভাবনায় অধরা হয়েও যেন পার্ব্বতী রূপে শ্রী নরেন চৌধুরীকে আপনা আপনি স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। ভাবদৃষ্টিতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে চৌধুরী মহাশয় মাকে দর্শন করলেন। তিনি লিখেছেন 'আমি কিন্তু চমৎকৃত হয়ে দেখলাম-হিমালয়ের পাদদেশে স্থিরভাবে দন্ডায়মানা, শুক্লাম্বরা, পরমাসুন্দরী, দ্বিভূজা দীপ্তিময়ী পার্ব্বতী মূর্তি। তাঁর এই পার্ব্বতী রূপে মাতৃদর্শন লীলায় মা খন্ডরূপে ভাবের সীমায় এলেন, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে পার্ব্বতী ভাবে মাকে রূপময়ী বলে দর্শন করা অকল্পনীয় নয়। এসব খন্ডরূপে মাতৃদর্শন করলেও ফল হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে মা খন্ড রূপেও থাকেন, তবে তাতে তিনি রেখায়িত হয়ে থাকেন। ভাবঘোরে আবেগমথিত চিত্তে যখন রূপময়মূর্তিতে সীমার মধ্যে আসেন ব্রহ্মময়ী মা, আর তাঁর শ্রীচরণে ভক্ত আত্মসমর্পণ করেন-তখন কি মা ধরা দেন? মা পূর্ণ, রূপে এলেও পূর্ণ-মা ভক্তের ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হলেও তাঁকে জানা যায় নি-জানা যায় না। কারণ পূর্ণকে জানা যায় না। অথচ সন্তানের প্রতি অসীম করুণায়, সাধারণভাবে ভক্তের চাওয়ায় তাত্ত্বিক ভাবে তিনি তাঁর নারায়ণী স্বরূপে গুহ্যতম কথা আপন খেয়ালে প্রকাশ করেছেন অবশ্য যেমন ভক্ত তার তেমন ভাব-প্রকাশটা ভক্তের ভাবানুসারী হয়েছে সব সময়। মার কথায় তাঁকে যেমন ভাবে বাজানো গেছে তিনি তেমন ভাবেই বেজেছেন।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী স্মৃতি

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

ভক্তদের আগ্রহে আমার মার বিষয়ে লেখা। প্রথমে আমি ইতস্ততঃ করেছিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তই মনে হল—এতো আমারই সৌভাগ্য মার কথামৃত আলোচনায় আমার আত্মশুদ্ধি তো হবেই—আমার বন্ধ ঘড়িতে দম দেওয়া হবে। মা বলতেন—"সৎসঙ্গে যোগ দেওয়া মানে ঘড়িতে দম দেওয়া চাবি দেওয়া।" গয়ার গ্রীষ্মে ফল্গুনদীর লুপ্ত ধারা যেমন বালির তলায় তির তির করে চিরতরে বয়ে যায়, বাইরে তার প্রকাশ অবলুপ্ত হলেও; তেমনি মায়ের জন্য চাপা কান্না আমার ভেতরে সব সময় আছেই। বাইরে হাসি গল্প সবের মধ্যে আছি ঠিকই, কিন্তু মা যাবার পর থেকে অশ্রু ধারা একেক সময় বুক ভেঙ্গে রুদ্ধদ্বারে একা ঘরে বেড়িয়ে আসে।

'আজ ঐ শুভ্রকোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে।'

আজ স্বপ্ন মনে হয় তাঁর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে জীবনের ২৭টী বছর কেটে গেছিল, তার থেকে ছিটে ফোঁটা কয়েকটি ঘটনা-স্মৃতি রোমন্থন করে আপনাদের কাছে বলার চেষ্টা করব।

'পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।'

জাগতিক দিক দিয়ে মার দেখা প্রথম পাই ১৯৫২ সালে। কিন্তু মা পূর্বে বলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ বহু আগেই আমার ঘটেছিল। "তোমাকে ৯ বছর যখন তোমার বয়স তখন দেখা। দিকে সিথি করতে, ফোলা হাত ফ্রক পরা"। ২রা বৈশাখ, ১৯৫২ সালে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্তর বাড়ীতে মার প্রথম দর্শন। অপলক নেত্রে তাঁকে প্রথম দর্শন করলাম। মুখ দিয়ে ৬টী ইংরাজী শব্দ বেরোল। 'She is not of this world' তিনি জগতাতীত।

কুন্তলকৌমুদীযুক্তা শুদ্ধাসনাতনী হৃদয়বাসিনী মাকে দেখলাম। গোপালদা ১০৮ লাল পদ্মের মালা মাকে পরালেন। অভয়দা বসে গাইছেন—

"জনম জনম গাঁথলাম মালা
কার লাগি তা জানতাম না
জনম জনম সাজাই আলো
তোমার লাগি তা মানতাম না।
আজকে দেখি তোমার গলে
মালা আমার ঐ যে দোলে
তোমার বেদীর তলে ঐ যে
জ্বলে আমার সকল বাতি।"

ধীরে ধীরে এগোচ্ছি হাঁটু গেড়ে ভয়ে ভয়ে কোলের কাছে মাথা নামিয়ে ওঠাতেই মার প্রশ্ন—তোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম কি? বাবার নাম কি? কী পূজা করো ইত্যাদি। মা কে বললাম। দিদির রণরঙ্গিনী মূর্তিতে প্রবেশ ইতিমধ্যে। কিছু পরে দিদির প্রস্থান। মাকে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলি—আমি ২৯শে আগষ্টএ বছর (১৯৫২) পি.এচ.ডি. করতে আমেরিকা রওনা হব। হঠাৎ মার সেই ভুবন মোহিনী হাসি গোমুখী ধারার মত অজস্র উচ্ছল অনবদ্য। "এবছর তোর আমেরিকা যাওয়া হবে না"। মা বললেন। আমি স্তম্ভিত। অভিমান সুরে বললাম, 'কেন?' মার উত্তর—'তুমি এ শরীরের কাছে এক বছর কাটিয়ে তবে যাবে'। আমার scholarship ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেওয়া হল। যে ছেলেটি কাজ করছিল তার কাজের দেরী হল বলে সত্যি আমি next year গেলাম।

বিদেশে যাবার আগে কোলকাতায় একডালিয়া রোডের আশ্রমে মার সঙ্গে কয়েক বার দেখা হয়েছিল--মার সঙ্গে প্রাইভেটও হয়। মার চরণের খড়ম আব্দার করে রক্ষা কবচের মত চেয়ে নিই। এটি বিদেশে সব সময় আমার hand bag এ থাকতো। বিদেশে যাবার আগে মা হাত ধরে আমায় তিন সত্যি করিয়ে নেন, "যেমনটি যাবে ঠিক তেমনটি ফিরে আসবে"। বিয়ে না করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। বিদেশে মার পাঠানো দুটি চিঠির উল্লেখ করছি।

১৯৫৪ সালে লেখা—

"শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই তো পড়ে—নিজকে ভগবানের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য সর্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা। একলাটি? একলা কোথায়? বন্ধু কি আর বন্ধু ছেড়ে?"

১৯৫৫ সালে U.S.A. তে মার চিঠি পাই, "এমন একটা স্থিতি, যেখানে বেতারে যেমন সুর আসে, ভক্তের আকুলতা ব্যাকুলতা চাহিদা, অচাহিদা সবই খেলা করে। তিনিই প্রেরণা যোগান, ব্যাকুলতার, আবার তিনিই নিজে অপেক্ষা করে বসে থাকেন কখন ভক্তের উন্মুখতা হবে। ফাঁক পেলেই তিনি স্বয়ং ঢুকে যাবেন। আবার ফাঁক না পেলেও তিনি ফাঁক করে ঢুকে পড়েন। তিনি চাইলে উল্টো পাত্রও সোজা করে নিতে পারেন।"

মার চিঠি পেলাম ১৯৫৫তে, পানুদা লিখেছেন—"মা বললেন তুমি সম্ভব হলে একবার মার সঙ্গে দেখা কর।" ফিরলাম ১৯৫৫ জুন মাসে summer vacation এ। তখনো বুঝিনি এরপরে আমার আর Ph.d. complete করতে ফেরা হবে না।

ফিরে কোলকাতায় নেমেই সোলনে মা তখন ছিলেন, সেখানে ছুটলাম। মার কাছে যাবার পথে ট্রেনে গুণগুণ করে গাইলাম—

"তব দয়া দিয়ে হবে যে মোর জীবন ধুতে
নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুঁতে।"

আবার মনে এল—

"করুণা-তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
এনেছ তোমারি দুয়ারে॥"

সোলনে পৌঁছলাম। মা যোগীভাই সোলনের রাজার বাড়ীতে কীর্তন সভায় বসা। মাকে কাছে পেয়েও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎক্ষণাৎ কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাইনা। আস্তে আস্তে ঢুকে দূর থেকে ভূমিতে মাকে প্রণাম করলাম। যেই উঠে চোখ মেলেছি মার সেই প্রাণ মাতানো মনভুলানো হাসি এসে আলিঙ্গন করে নিল।

এরপরেই মার সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দুই মাস ঘুরেছিলাম। মার নিবিড় একান্ত সঙ্গ জীবনে প্রথম প্রাণ মনভরে পাই। এসময়ই decision নিলাম যে আর বিদেশে ফিরবোনা। এর পর কোলকাতায় ফিরে–মার চিঠির একটি বাণী "ভগবৎ কর্ম সাধনের জন্যই দেহখানি"—আমার বিদ্যার্থী career এর অবসান এনে দেবার শক্তি পাই। সব ছেড়ে ঝাঁপ দিলাম আশ্রম জীবনে। এর মধ্যে বহুবার private করি ও মার যে পূর্ণ স্বীকৃতি ও অনুমতি পাই তা বলা বাহুল্য।

(ক্রমশঃ)

☆

উৎসব–সূচী

১. শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা	--	৯ই--১২ই এপ্রিল
২. শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস তিথি উৎসব	--	১৪ই এপ্রিল
৩. শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মদিন	--	৩রা মে
৪. অক্ষয় তৃতীয়া	--	৪ঠা মে
৫. বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি	--	৯ই মে
৬. বুদ্ধ পূর্ণিমা	--	১৬ই মে
৭. শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি	--	১৮ই মে (রাত্রি ৩টা)
৮. গঙ্গা দশহরা	--	৯ই জুন
৯. গুরু পূর্ণিমা	--	১৩ই জুলাই

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাইজীর দশম বাণী

—'জয়'

"তাহার নিকট ভেদাভেদ নাই; ভাবই তাঁহার আকর্ষণ বিকর্ষণের সূত্র। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। তাঁহার নিকট যে যত শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হইতে পারে, সে ততই সহজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।"

ভাইজীর প্রতিটি বাণী সাধকের গভীর অতলস্পর্শ ভাবসাগরের এক একটি প্রাণস্পর্শী গম্ভীর অভিব্যক্তি। প্রতিটি বাণীর সূক্ষ্ম ভাব তরঙ্গ আমাদের অভ্যস্ত বহির্মুখী ভাবনার মূলে আঘাত করে তাদের অন্তর্মুখী করে দেয়। সাধারণ ভাবে জগতের স্থূল বিষয় নিয়ে আমরা সদাই ব্যস্ত। একটু গভীর ভাবে ভিতরের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে এই স্থূল প্রকাশময় জগতের আড়ালে আছে অপ্রকাশ নীরব এক ভাব জগৎ, যা প্রকৃতভাবে রয়েছে এই প্রকাশময় বিশ্বের মূলে। শ্রীমা কত সুন্দর করে বলেছেন—'গঙ্গার উৎপত্তি স্থান লোকচক্ষুর অতীত গভীর অরণ্যে, অথচ তার স্নেহ ধারা কত দেশকে শস্যশ্যামলা করে তাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করছে। ভাবই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল। কর্মজগৎ প্রকাশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, আর ভাব জগতের খেলা নীরব ও অপ্রকাশ, আর তা না হলে ভাবের পুষ্টি হয় না এবং এই ভাবের পুষ্টি নিয়েই কর্মজগৎ চলে।'

সরব ও প্রকাশময় জগতের খেলা চলে স্থূল নিয়ে। নীরব ও অপ্রকাশ ভাবের লীলা চলে সূক্ষ্মে। আর মায়ের শ্রীমুখ থেকে শুনলাম—নীরব ও অপ্রকাশ অবস্থায়ই ভাবের সমধিক পুষ্টি হয়। ঋষিরা গভীর এই সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের রহস্য অনুভব করে বলেছিলেন—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ—তস্মাৎ পরাঙ্পশ্যতি ন অন্তরাত্মান্! কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"। বিশ্বনাথের লীলার ইচ্ছায় জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বার সব বহির্মুখী করে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে সবাই বাইরেটাই প্রথমে দেখে। আর তাই প্রাথমিক ভাবে বাইরের বিষয় নিয়েই সকলে সদা ব্যস্ত থাকে। অপ্রকাশ ভাবজগতের খবর ও তার আড়ালে প্রত্যক্ষ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে ও তাঁর লীলার খেয়ালকে তারা জানতে পারে না। যারা ধীর, যারা তাঁকে জানতে চান, যারা জানতে চান—কোথা থেকে এলাম? কেন এলাম? সৃষ্টি লীলার মধ্যে এখানে কি কর্ম দেবতা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন? তারা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে অন্তরাবৃত্ত হন। অন্তরাবৃত্ত না হলে ভাবরাজ্যের রহস্য আমাদের কাছে অজানাই থেকে যায়। অজ্ঞানের অন্ধকারে কর্মবহুল বহির্জগতের গতিবিধি ও পরিণতি চিরকাল আমাদের কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে যায়। সূক্ষ্মে যা 'ভাব', স্থূলে তাই 'কর্ম' রূপে প্রকাশ পায়। আবার কর্মরূপে যা প্রকাশিত হল তার অনুকূল বা প্রতিকূল সংবেদনাই যথাযথ ভাবে ভাব ও সংস্কারকে পুষ্ট করে। কর্ম থেকে ভাব ও সংস্কারের সৃষ্টি, আবার ভাব ও সংস্কার অনুযায়ী কর্ম। তাই ভাইজী বললেন—যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

শ্রীমা স্বয়ং মহাভাবময়ী। কোন বিশেষ ভাবকে অঙ্গীকার করে তিনি তাঁর অবাধ ভাবসাগরকে কূলের মধ্যে বদ্ধ করে লীলা করেন নি। তাই তাঁর দিক থেকে জগতের কারুর প্রতি, কিছুরই প্রতি ভেদদৃষ্টি বা ভেদভাব ছিলনা। আমাদের কাছে এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অভিজ্ঞতা, অথচ আমাদের চোখের সামনেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য দিন শ্রীমায়ের কথায় ব্যবহারে কত সুন্দর ভাবে অপ্রাকৃত এই চরম সত্যটি ফুটে উঠত। একদিন একজন মাকে প্রশ্ন করছে যে-মা ভগবান জগতে ভালর সাথে মন্দও সৃষ্টি করলেন কেন? মা তখুনি তাকে বলছেন-"বাবা ভগবানতো কিছু সৃষ্টি করেননি, তিনিই ত এই সব হয়েছেন"। কি অদ্ভুত কথা। শ্রীচন্ডীতে দেখি মধু কৈটভ বধের আগে ব্রহ্মা আদ্যাশক্তিকে স্তব করে বলছেন-মা তুমি এক দিকে মহাদেবী, মহামেধা, মহাস্মৃতি আবার তুমিই মহাসুরি, মহামায়া, মহামোহ। মহিষাসুর বধের পর দেবতারা মায়ের স্তব করে বলেছেন-সুকৃতিদের গৃহে তুমি স্বয়ং লক্ষ্মীরূপে প্রকাশিতা। আবার পাপীদের গৃহে সেই তুমি অলক্ষ্মীরূপে প্রকাশিতা। তাই দেখছি মা ত কিছু করেন নি, মা ই সব হয়েছেন। মায়ের কথায়, "এ ত তাঁর নিজেকে নিয়ে নিজের খেলা, তাঁর লীলার মৌজ"। লীলাকে আনন্দময় করে রাখার জন্য সাধারণ ভাবে শ্রীমা তাঁর সর্বময় স্বরূপটি সকলের কাছে সদা প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। আবার কখনও না কখনও কোন না কোন ঘটনার মধ্যে দিয়ে কি সুন্দরভাবে তাঁর এই স্বরূপটি কোন কোন ভাগ্যবানের সামনে প্রকাশিত হত। কখনও গুরুপ্রিয়া দিদি মায়ের সেই সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত বিরাট স্বরূপের আভাস পেয়ে বলতেন-উঃ, কার সঙ্গে ব্যবহার করছি আমরা। মা ভুলিয়ে রাখেন তাই ব্যবহার করতে পারি। মনে পড়ে যায় ঢাকা রমনা আশ্রমে কালী মূর্তির গহনা চুরির কথা। তখন মা কক্‌স্‌বাজারে ছিলেন। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে মা বলেন-'সেই দিন সকাল বেলা হইতেই নিজের শরীরেই এক হাত দিয়া অপর হাতখানা ভাঙ্গিবার বা কাটিবার ভাব প্রকাশ হইতেছিল। খুকুনী ভয়ে ভয়ে দা, ছুরি ইত্যাদি লুকাইয়া রাখিতেছিল এবং এই শরীরটাকে ছেলেমানুষের মত ভুলাইয়া রাখিতেছিল। কথাটা হইল এই যে চোরটার সকালবেলা হইতেই ঐ ভাবটা প্রবল হইতেছিল। অবশ্য সে চুরি করিল রাত্রিতে, কিন্তু প্রাতঃকাল হইতেই চুরি করার ভাবটা প্রবলভাবে চলিতেছিল। চোরের ওই ভাবটিই এই শরীরের মধ্যে আসিয়া ঐ ভাবে প্রকাশ হইতেছিল। কারণ ঐ চোরই বা কে? ঐ চোরও যে আমিই। কে কার হাত ভাঙ্গিবে? আমিই যে আমার হাত ভাঙ্গিয়া গহনা নিয়াছি। এক ছাড়া দুই কোথায়?

কি অদ্ভুত কথা, কি অদ্ভুত সংবাদ। লীলা ছলে মা-ই অনন্তরূপে জগতে লীলা করছেন। একদিকে তিনি 'সর্বজ্ঞ' সর্বশক্তিমান আবার অন্য দিকে নিজেরই মায়া শক্তি দিয়ে নিজের স্বরূপ ঢেকে তিনি রূপে রূপে জীব সেজে 'অজ্ঞ' ও সীমিত শক্তির অধিকারী হয়ে রয়েছেন। মায়ের এই নিজের মায়ার আবরণ উন্মোচনের খেলাই 'সাধকের সাধনা', আর তাঁর স্বরূপ স্মৃতিকে আবরণ দিয়ে ঢেকে খেলার খেয়ালই জীবের 'জগৎ ভোগে'র ইচ্ছা। মায়ের এ প্রসঙ্গে ঐ এক কথা-"এ তো তাঁর নিজেকে নিয়া নিজেরই খেলা, এখানে দুই কোথায়?" তবু তাঁর খেলার খেয়ালে জীব সে গুহ্য বিষয়ে অজ্ঞ। এখানে অনন্ত শরীরে, অনন্ত রূপে অনন্ত ভাবে, অনন্ত ইচ্ছাপূর্তির খেলায় জীব নিযুক্ত। মূলের বোধটি তার বিস্মৃতির অতলে। তাই সে সদাই নিজেকে একক ও স্বতন্ত্র ভাবে। এখানে সকলের ভিন্ন বিদ্যা, সামর্থ্য ও সংস্কার অনুযায়ী সকলের ভাব অনন্ত, চাওয়াও অনন্ত-তাই প্রাপ্তিও অনন্ত অনুভবে ভিন্ন। ভাইজী বললেন-আমাদের এই ভাবের ভিন্নতাই শ্রীমায়ের প্রতি আমাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সূত্র।

শ্রীমায়ের দিক থেকে ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই নাই। তিনি সদাই রয়েছেন এক অবিচ্ছিন্ন, এক রস নিরপেক্ষ আনন্দঘন স্বরূপে। এই স্বরূপ লাভই ছিল ভাইজীর জীবনের চরম লক্ষ্য। তিনি নিরলস ঐকান্তিকতার সঙ্গে সেই চরম লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। একটা সময় ছিল যখন তাঁর শিক্ষার সংস্কার এই চরম লক্ষ্যকে ও তাঁর প্রগতির সাধনাকে বার বার বুদ্ধি বিচার দিয়ে মাপত। কি দেওয়া হল, কি পাওয়া গেল তার হিসাব কষত। অপরিণত বুদ্ধির বশে কখনও কখনও সন্দিহান হয়ে চলা থমকে যেত। কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের বহু সঙ্গ করার পরও অনুভূতিতে আলো ও আনন্দের আভাস না পেয়ে অভিযোগ করে বলত–"এ আমার কি হল? আমি কেন আপনার কথা চিন্তা করব? এখানে আসা যাওয়া করব? আমি তো বেশ ছিলাম। খেতাম, ঘুরতাম–ইত্যাদি"। মা হাসতেন নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ আর ঘরে বাইরে কত আঘাতই ত ভাইজীকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু মায়ের করুণায় হৃদয়ের অন্তস্তলে মা-ই যে পরম আশ্রয় এ বোধ তিনি কখনও হারান নি, তাই সহস্র সংঘাত সত্ত্বেও মাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেননি। ভাইজীর অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে তিনি ত সবই সমর্পণ করেছেন তবু চরম অনুভব হৃদয়ে কেন ভরে থাকছে না, আর ঐ সময় মা প্রতিনিয়ত তাঁকে বুঝিয়েছেন যে আত্মসমর্পণের সাধনার পূর্ণ অভিষেকের এখনও অনেক বাকি। ভাইজী নিজেই বলেছেন–শরণাগতির প্রথম অবস্থায় একদিন সকালে প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাসে কাঁদতে কাঁদতে একটি গান তিনি লেখেন। গানটির নাম দিয়েছিলেন 'পাগলের গান'। ওই গানটি তিনি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে একদিন ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমের কাছে মা ভাইজীকে বললেন–তোর 'পাগলের গান'টা গা তো। ভাইজীর গান গাওয়ার তেমন কোন অভ্যাস ছিলনা। তারপর সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল তাই তিনি দ্বিধা করতে লাগলেন। মা হাসতে হাসতে বললেন–"পাগলের গান লিখেছিস মাত্র, এখনও ত পাগল হতে পারিসনি।" ভাইজী বলছেন যে মায়ের কথাগুলি যেন হৃদয়ের প্রতিটি স্তর বিদীর্ণ করে দিল। সাধনার এই সময়টি বড় কঠিন। এক সময় হৃদয় হয়ত আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকে, আবার পরক্ষণে কী এক গভীর অবসাদে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়। আনন্দ স্থায়ী হয় না। হৃদয়ে যে একটানা চরম অনুভবটি চায় তা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অধ্যাত্ম আনন্দের মাঝে কোথা থেকে লৌকিক বিষয়ের স্মৃতি ও ব্যবহার এসে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। ভাইজী একদিন দুঃখ করে মাকে বলেছেন যে–'আপনার এরূপ আশ্রয় পেলে বোধহয় পাথরও সোনা হয়ে যেত। কিন্তু আমার ত কিছু হল না'। মা পরম স্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে–"যে জিনিষটা গড়ে উঠতে বেশী সময় নেয় তা খুব পাকা পোক্ত হয়, সুন্দর হয়। তুই এত ভাবিস কেন? কেবল শিশুর মত হাত ধরে থাক।" ভাইজী বলছেন–"এত প্রবোধ, এত স্নেহ উপদেশ তবু ভিতরের শুষ্কতায় ঐ সময় ছট্ ফট্ করতাম। মায়ের অপার দয়া, অভাবনীয় স্নেহও, তাঁর চরণে আমাকে সর্বক্ষণ বেঁধে রাখতে পারত না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের নিত্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কী কঠিন।" সত্যই কঠিন। শুধু কঠিনই নয়, যেন অসম্ভবও। তিনি কৃপা করে ধরা না দিলে জীব তাঁকে ধরতে পারে না। প্রতিটি সাধকই এক সময়ে অনুভব করে যে তিনি করুণা করে ক্ষুধারূপে অন্তরে জাগ্রত না হলে জীব তাঁকে চাইতেও পারে না। তাই তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে সাধকের কেঁদে কেঁদে বলতে হয়–আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছ নিজেরই সত্তা থেকে, কিন্তু দিয়েছ অদ্ভুত এক স্বাতন্ত্র্য বোধ, ও রেখেছ অজ্ঞানের আবরণে। এখন আমার আমি যে প্রকৃত ভাবে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমারই এক অঙ্গ, এই সত্য উপলব্ধির 'ক্ষুধা' রূপে তুমি অন্তরে জাগ্রত হও। আমার অজ্ঞানের তমকে তুমি অপসারিত কর। লীলার কারণে আদি আবরণ যখন তোমারই দান, তখন আত্মানন্দ আস্বাদনের জন্য করুণা করে এই আবরণ তুমিই অপসারিত কর। এ ত জীবের সামর্থ্যে হবে না। জীব নিজের প্রকৃত অবস্থানটা অনুভব করে শুধু তাঁর চরণে প্রার্থনা রাখতে পারে। এর বেশি তার আর কি সাধ্য আছে?

ভাইজীর এই সময়ের ক্ষুধা, চোখের জল, প্রার্থনা, অভিমান, সকলের সমালোচনা, হতাশা সব যুগপৎ হৃদয়ে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। দ্বন্দ্বের বিহ্বলতায় তিনি এক এক সময় শ্রীমায়ের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু বেশি দিন, বেশিক্ষণ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন না। একবার এই অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমাকে দর্শনের তীব্র ব্যাকুলতায় শাহবাগের অনতিদূরে এক শিখ আখড়ায় গিয়ে পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুতিন দিন সকলের অজ্ঞাতে শ্রীমাকে দর্শন করে আসেন। পরিণত বয়সের এক শিক্ষিত বিচক্ষণ মানুষের মনের এই গতি প্রবাহকে দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন, কিন্তু অবাক হলেও তিনি অন্তরের ভাবের গতিকে রুদ্ধ করে রাখতে পারতেন না। হাওয়াতে যেমন করে একটা শুকনো পাতা তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে ভেসে যায় তেমন করে শ্রীমায়ের আকর্ষণে তিনি ভেসে যেতেন। তাঁর শ্রীমায়ের কাছে নিত্য যাতায়াত দেখে এই সময় আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য অনেকেই বহু কটাক্ষ করেন। নানা ভাবের সমালোচনা শুনে ভাইজীরও এক সময় মনে হয় যে সর্বদা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করা চিত্তের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুইত নয়। তিনি নিজের সাধন পথে অগ্রসর হবার জন্য একবার যোগবাশিষ্ঠ পাঠ ও বিচারের পথে মনঃসংযোগ করলেন। এর সাত আট দিন পর একদিন দুপুরে বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত কালীকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কাছে সাক্ষাতের জন্য আসেন। দেখা হলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে বলেন যে, 'আমি নিরঞ্জন বাবু ও শশাঙ্ক বাবুর বাসায় গিয়েছিলাম, তাঁদের না পেয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। শুনেছি আপনি মা আনন্দময়ীর ভক্ত। বলুন তো মা কি রকম? তাঁর বিশেষত্ব কি?' এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে ভাইজীর দুচোখ জলে ভরে যায়, তিনি নির্বাক হয়ে থাকেন। তখন ভদ্রলোক বলেন যে আমি আমার জবাব পেয়ে গিয়েছি। এখন বলুন তো আপনি কেন কাঁদছেন। তখন ভাইজী বলেন যে-'এই কয়দিন আমি মার চিন্তা ছেড়ে অন্য বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্ম উন্নতির প্রচেষ্টায় আছি। আর আপনি এসেছেন আমার কাছে সেই মায়েরই খোঁজ করতে। আমি লজ্জায় দুঃখে মরমে মরে যাচ্ছি।' মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে ভাইজীকে তখনি তাঁকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হয় ও মায়ের দর্শনের পর তাঁর একান্তে থাকার সঙ্কল্প কোথায় ভেসে যায়। ভাইজী বার বার অনুভব করেছেন যে শ্রীমায়ের আকর্ষণ তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন অপেক্ষা না রেখে তাঁকে মায়ের শ্রীচরণে টেনে নিয়ে যেত।

ভাইজীর গৃহে তাঁর সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রথম সন্তান। সকলের বিশেষ আদরের হওয়ার জন্য তিনি স্বভাবে ছিলেন খুবই অভিমানী। ভাইজীর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রথমদিকে ভাইজীর মাতৃপূজার একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ণ হৃদয়ে তিনি ছিলেন ভাইজীর প্রধান সহায়। পরে ভাইজীর স্ত্রী ভাইজীর সংসারের প্রতি উদাসীনতা দেখে আরও আগ্রহের সঙ্গে চেষ্টা করেন তাঁকে সংসারের মধ্যে ধরে রাখতে, কিন্তু মহাকালের ইচ্ছায় ঘটনা প্রবাহ ধীরে ধীরে ভিন্ন খাতে বইতে লাগল। জন্ম জন্মান্তরের পুনরাগমনের আর্বত থেকে বেরিয়ে নিজের শিব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভাইজীর হৃদয় তখন বৈরাগ্যে আকুল। বিরাটের আকর্ষণে তখন তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার সব দ্বন্দ্ব, চাওয়া পাওয়ার সব অভিরুচি হারিয়ে যেতে বসেছে। সংসার ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি ভাইজীর হৃদয় উদাসীন হয়ে গেছে। সংসারের প্রতি তাঁর এতটা উদাস ভাব কারও চোখেই ভাল লাগেনি। তাঁর স্ত্রীও অন্যের সমালোচনায় অধৈর্য হয়ে শেষে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন-একদিন অসহিষ্ণু হয়ে তিনি বলেন-'ঘরে বসে কি ধর্ম হয় না? ছুটোছুটি করে, শরীরের উপর যথেচ্ছাচার করে, পুত্র কন্যার প্রতি অমনোযোগী হয়ে, এই ধর্ম না করাই ত ভাল। ভাইজী শান্ত হয়ে থাকেন। কোন উত্তরই তিনি দেন না। কারণ তাঁর নিজের এই অবস্থার কারণ তাঁর নিজের কাছেই এক দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতা। তিনি তখন অন্তরে "সহজ উদাসী"। তাঁর কাছে তখন সবাই আছে, সবই আছে, পদ্ম পাতার ওপর জলের মত।

এক সময় এমন হল যে সকলের বিরূপতা, সমালোচনা ভাইজীর ভাবের উপর বিশেষ কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতনা। তাঁর সাধক হৃদয় তখন বিরাটের ছোঁয়া পেয়ে আকাশবৎ নির্বিকার হয়ে গেছে। এমনটাই হয়। জীবতনু পঞ্চভূতে গড়া। ভাব ভোগপ্রবণ হলে পঞ্চভূতের অদিব্য গুণ তাঁর সাথী হয়। 'ক্ষিতি'র জড়ত্ব, 'অপে'র বাঁধহীন ইতস্তত গতি, 'অগ্নি'র সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা, 'বায়ু'র নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করার প্রবণতা ও 'আকাশে'র শূন্যতার বোধ—জীবের মন বুদ্ধি অহংকে বিক্ষুব্ধ, অশান্ত, অতৃপ্ত করে রাখে। সেই সাধক যখন তার ভাবপ্রবাহকে আত্মউপলব্ধির পথে সুনিয়ন্ত্রিত করতে চায়, তখন পঞ্চভূতের দিব্য গুণ তার সহায় হয়ে তাকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'ক্ষিতি' তখন সাধককে দান করে তার অচল, অটল সুমেরুবৎ স্থৈর্য, যে স্থৈর্য—মন, বুদ্ধি অহংকারেও সংক্রামিত হয়। 'অপে'র অবাঞ্ছিত গতির পাশে তখন আলের আড়াল, পাড়ের বাধা পড়ে তাঁর গতিকে সাবলীল, সুনিয়ন্ত্রিত করে। 'অগ্নি'র উর্ধ্বমুখীনতা তাকে ভূমার দিকে বিরাটের দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখার জন্য উৎসাহিত করে। অগ্নিশিখা কখনও নিম্নমুখী হয় না, সে সদাই উর্দ্ধমুখী। আবার অগ্নির তাপ তাকে তাপ সহিয়ে দেহকে যোগাগ্নিময় করে তোলাতে উদ্বুদ্ধ করে। মা বলেন—'তাপ সওয়াই ত তপস্যা'। আরও অগ্নির আলো অজ্ঞানের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখে। আলো কত ভাল, আলোর মাঝেই অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণের যত যজ্ঞ, আর যত অকল্যাণকারী ক্রিয়া তা অনুষ্ঠিত হয় অন্ধকারে। আলোয় বাস, আলোর সঙ্গ, আলোর ধ্যান, দৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছতা এনে দেয়। শ্রেয় প্রেয়ের বিবেক জাগ্রত হতে থাকে। সাধক এই সময় বিপুল উৎসাহ বোধ করেন ও আরও এগিয়ে চলেন। তখন 'বায়ু' তাকে দান করে ব্যাপ্তির অনুভব। শুধু নিজের সুখের জন্য যখন ভাব ভাবনা সঙ্কুচিত হয়, তখন জীব পায় মৃত্যুর দিকে গতি। আর ভাবনা যখন সকলের সুখের জন্য হয় তখন জীব পায় অমৃতের দিকে গতি। নিজের সুখের ভাবনাকে ছাপিয়ে সকলের সুখের ও আনন্দের জন্য হৃদয়ের প্রসারতার মধ্যে আছে অমৃতত্বের বীজ, মুক্তির স্বাদ। বায়ু এই ব্যাপ্তির অনুভব শেখালেও সে নিজে মাধ্যাকর্ষণের সূক্ষ্ম শক্তিতে বাঁধা পড়ে। এই সময় সাধকের বহু স্থূল সংস্কার বিগত হয়ে গেলেও কিছু কিছু সূক্ষ্ম সংস্কার তাকে তখনও সংসারের দিকে ধরে রাখে। সাধন পথে এ এক কঠিন স্থান। নিজের স্থূল ভোগের চাওয়া থেকে নিবৃত্তি পেলেও মন কাঁদে যে আমি মরে গেলে, চলে গেলে, আমার ওপর যারা নির্ভর করে রয়েছে তাদের যে বড় ব্যাথা লাগবে। তাদের সে কষ্ট দেওয়ার অধিকার কি আমার আছে? আসলে এ ভাব সাধকেরই হৃদয়তন্ত্রীতে সংস্কারের এক সূক্ষ্ম বাধা। সে তখনও 'কর্তাপনা' থেকে অব্যাহতি পায় নি। সে তখনও বোধে বোধ করতে পারেনি যে ভগবানই সকলের ভর্তা। এই সময় সাধক যদি তীব্র সংবেগ নিয়ে ভগবৎকরুণা প্রার্থনা করে তখন 'আকাশে'র নির্বিকার, ভূমা বোধে সে আপূরিত হয়। আকাশ—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবাইকে বুকে ধরে রয়েছে, কিন্তু কারও সঙ্গে সে জড়িয়ে নেই। সে বিরাট, সে সুখে দুঃখে নির্বিকার। তার বুকে কালি ছেটালে সেখানে কোন রং ধরেনা। এই সেখানে মেঘ, বিদ্যুৎ, বর্ষণ, আবার পরক্ষণেই যেমন তেমনি। ঋষিরা আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের আভাস দর্শন করে তাই বলতেন—'খং ব্রহ্ম'। মা আমাদের শেখাতেন—'আর কিছু না পারিস খালি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবি'। মা ত জানেন, ঐ আকাশের শূন্যতা আসলে শূন্যতা নয়। পূর্ণতারই অপরিচ্ছিন্ন রূপ। সে সব রং, সব রূপ, সব গুণ, সব বিকারকে বুকে ধরে নিজে নির্বিকার হয়ে বিরাজ করছে। সাধক তার সঙ্গগুণে 'আমি' ও 'আমার' এই দুই দুর্লঙ্ঘ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মা আরো বলতেন—"সাদা সব রূপ নিয়েই অরূপ হয়ে আছে", কি সুন্দর কথা! রামধনুর যত রং সব ত সংহত হয়ে থাকে ঐ সাদার ভিতরেই। তেমন করে যিনি বিরাট, যিনি অনন্ত, যিনি ব্রহ্ম, তিনি সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাকে সম ভাবে গ্রহণ করে নিজে রয়েছেন–অরূপ, নির্গুণ, নিরূপ, পূর্ণ আত্মা হয়ে। এই দিকে খেয়াল রেখে তাই ত ভাইজী আমাদের বললেন–তাঁর নিকট যে যত শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হতে পারে সে তত সহজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। প্রকৃত শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতার নিরালম্ব সহজ প্রকাশ। নিজের মনের সঙ্কল্প বিকল্পের ঘড়া যে সাধক যতখানি খালি করতে পারে, ভগবানের আনন্দময় সত্বা অনুভবের পথে সে তত সহজে অগ্রসর হয় ও অন্তিমে পূর্ণতা আস্বাদন করে।

ভাইজীর ভাবনাকে জানাই আমাদের সকলের প্রণাম, তাঁর অনুভব ও বাণীকে আমাদের সকলের প্রণাম। জয় মা।

☆

মাতৃ-সংগ্রহালয়ে

—শ্রী শৈলেশ ব্রহ্মচারী

সংগ্রহশালা হল উদ্‌ঘাটন
ভিতরে প্রবেশ করি
শিহরি উঠিল চিত্ত ও তনূ
কী যে কহি,–মরি! মরি!!
চমকিয়া হেরি দক্ষিণে–বামে
মার লীলা–সম্ভার
রয়েছে ছড়ায়ে, অঙ্গে জড়ায়ে
শত ইতিকথা তার।
বিস্ময়ে হেরি,–সেই শাহবাগ,
রমনার কালীবাড়ী,
সম্মুখে সেই যুগল-বৃক্ষ,
সেই সিদ্ধেশ্বরী।
অদূরেই হেরি ভোলানাথ আর
ভাইজীরে সাথে করে
স্বয়ং জননী আছেন দাঁড়ায়ে
বাঁধি কেশচূড়া শিরে।
সুস্মিত তাঁর বদন কমল,
দুনয়নে স্নেহ ধারা,
ডাকিয়া কহেন,–আমি আছি হেথা
মেলে নাই বুঝি সাড়া।
বিস্ময়োপরি আরো বিস্ময়,
দক্ষিণে ফিরে দেখি,
তুলদান মাঝে বসিয়া জননী
নিমিলিত দুটি আঁখি।
ধ্বনিত হতেছে বেদের মন্ত্র,
শোভিছে পতাকা সারি,
অপলক চোখে হেরিছে পুলকে
অগণিত নরনারী।
সে সুদূর দিনে যাঁরা কাছে ছিল,
যাঁরা বলেছিল–শোন,
ঈশ্বরে কভূ দেখেছ কি চোখে?
করেছ কি দর্শন?
যাঁরা ভুলেছিল মায়া মানবীর
সেই অবগুণ্ঠনে
তাঁরাও হেথায় বিস্ময়াহত
স্তব্ধ তুলীর টানে।
এমনি কত না হারানো দিনের
মুছে-আসা ইতিহাস
হেথা অম্লান–করিতেছে বুঝি
অতীতেরে পরিহাস।
সে সব পাবনী, মহার্ঘ-গাথা
গাহিতে শকতি নাই,
তাই বিস্ময়ে আপনা হারায়ে
শুধু দেখি–দেখে যাই।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিচারণ

(দশ)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬—

ঝুলন পূর্ণিমার কীর্তন, ভোগ, আরতি, খাওয়া দাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হল। তারপর দিদি আগামী কাল রওনা হবার জন্য packing আরম্ভ করলেন। আমি সঙ্গে আছি। সারারাত ধরেই জিনিষ গোছাতে হল। মায়ের গতিবিধি ত ঠিক থাকে না–দিদি সবরকম ভাবে যথাসাধ্য প্রস্তুত থাকবার চেষ্টা করেন। মুখ ধোবার বাসন থেকে রান্নার বাসন, বাল্টি, ঘটি, রান্নার কিছু কিছু উপকরণ যাতে দরকার হলে সামান্য ভোগ রেঁধে মাকে দিতে পারেন। কারুর কাছে কিছু চাওয়া, মা পছন্দ করেন না। যদি সুবিধা করে দিল ত ভাল তা না হলে দিদিকেই যোগাড় রাখতে হয়। তারপর দিদির famous 'কালা বাক্স'। কতরকমের খুঁটি নাটি জিনিষ ভাগে ভাগে pack করা। কখন কি প্রয়োজন হবে কে জানে। চিঠির বিরাট থলি। দিদি সুযোগ পেলেই দু-একটি চিঠি শুনিয়ে বাণী note করে নেন এবং চিঠির জবাব দিয়ে দেন। দিদির এই সেবাকার্যের ভক্তরা যথেষ্ট মাহাত্ম্য দেয় কিনা কে জানে।

ভোর হয়ে এলে অন্যান্য কাজে সকলে গেলাম। ৮টার মধ্যে সকলে রওনা হয়ে যাবে। আমরা কয়েকজন পরে মার সঙ্গে যাব। গন্তব্যস্থল দেরাদুন। দিল্লী গিয়ে train ধরা হবে। মা বলেছিলেন ১০টার মধ্যে রান্না খাওয়া শেষ করতে হবে। দিদির সঙ্গে আমি আছি, মা হরিবাবার সৎসঙ্গে চলে গেলেন। শ্রী কৃষ্ণপ্রেম ও মতিরাণী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন মার প্রতীক্ষায়, কিন্তু আজ আর দর্শন হল না।

অমলদার মোটরে আমরা প্রায় ১২টার সময় রওনা হলাম। পটলদা ও মোহনানন্দজী সামনে বসলেন। কাল সারারাত ঘুম হয়নি বলে মা বলছেন, "ঘুমিয়ে নে"। মা নিজেই আমার উপর হেলান দিয়ে চোখ বুঝলেন। গিনি পায়ের কাছে বসেছিল। তাকে বললেন, "রেণুর হাঁটুতে মাথা দিয়ে ঘুমা।"

ঘুম ত কত হল কিন্তু বেশ আনন্দে রাস্তা কেটে গেল। এক জায়গায় মোটর থামালে মা অনেকক্ষণ হাঁটলেন। বললেন, "তাড়াতাড়ি পৌঁছে কি হবে"।

Delhi Railway Station এ বহুলোক মাকে see-off করতে এসেছেন। মোহনানন্দজী যাবার সময় মাকে ৩০টাকা দিয়ে গেলেন। মা অমলদাকে ওই টাকা দিয়ে ফল কিনতে বললেন। বললেন, "সাধুর টাকা, সাধুর হাতের প্রসাদ মনে করবে"। আমাকে দিয়ে ওই ফল বিতরণ করিয়ে দিলেন।

গাড়ী ছাড়বার আগে নিজের compartment এ এসে ওপরের একটি berth এ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙ্গল একেবারে হরিদ্বার station এ। Station এ নেমে মুখ ধুয়ে এক কুল্হড় চা খেলুম। আমার চা খাবার অভ্যাস যদিও নেই, এই ঠান্ডায় এবং লম্বা journeyর পর ভালই লাগল।

দেরাদুন stationএ হেমবাবু এসেছেন, যদিও তাঁকে খবর দেওয়া হয়নি। তিনি নাকি কাল সারাদিন মাকে দেখেছেন যে মা বাসে করে travel করছেন। আন্দাজে আন্দাজে stationএ এসে মাকে পেয়ে খুব খুশী। মার আর গুপ্তভাবে থাকা হল না। সবাই খবর পেয়ে গেল। কিষণপুরে পৌঁছে মা বললেন, "এখানে জিনিষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলো না–রায়পুর যাব"। বোধহয় একান্তে থাকবার উদ্দেশ্য। মা বললেন, "বিল্লো ও রেণু এখানেই থাকুক"। আমি আচমকা এই আদেশের জন্য প্রস্তুত না থাকায় একটু বিচলিত হয়ে গেলাম ও কান্না এসে গেল। কান্নাকাটি মা একেবারেই পছন্দ করেন না এবং আমার স্বভাবও নয়। মা মাথায় পিঠে হাত দিয়ে একটু বোঝালেন, আমিও ততক্ষণে সামলে নিয়ে খাবার যোগাড় করতে লাগলুম। বিল্লোজী বেশ শান্ত ও গম্ভীর–কোনও চাঞ্চল্য নেই। ওইরকমই হওয়া উচিত।

এখানে কি ভাবে থাকতে হবে, মা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে দিলেন। আমি মার 'মৌনও' রক্ষা করি। (সোম সপ্তাহ মৌন, বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা অবধি কথা বলা। মা গত বছর বিন্ধ্যাচলে আরম্ভ করেছিলেন বোধহয় জানুয়ারী মাসে)।

১৭ই আগষ্ট ১৯৪৬–

প্রায় রোজই দিদির লেখা note পাই লোক মারফৎ। আমার 'মৌন' কয়েকদিন বিল্লোজী করবে। আশা হচ্ছে হয়ত মা অন্যত্র যাবার আগে এখানে হয়ে যাবেন।

হঠাৎ দেখি শের সিংজী সপরিবারে। তারা শুনেছে যে মা আসবেন। ব্যস আমাদের আনন্দ দেখে কে? কিছুক্ষণেই মা, কুসুম ও ভূপেনকে নিয়ে এসে পৌঁছালেন। শুনলাম, রায়পুরে কীর্তন হচ্ছিল, মা হঠাৎ বললেন, "চল, কিষণপুরে গিয়ে কীর্তন করবে"। অমনি রওনা। বৃষ্টিতে পাহাড়ী নদী ভরে উঠেছে। মা শুধু ছেলেদের নিয়ে হেঁটে হেঁটে নদী পার হয়ে এসেছেন। দেরাদুন শহর থেকে রায়পুর যেতে প্রায় তিন চারটি পাহাড়ী নদী পড়ে।

এখানে এসেই খুব জোর কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেল। লোকজনও বেশ হয়েছে। কি রকম করে সবাই খবর পেয়ে গেছে। প্রায় ১২টা অবধি কীর্তন হল। মায়ের জন্য ধ্যান মন্দিরে জায়গা করে দেওয়া হল।

রাত্রে শোওয়া নিয়ে একটু গোলমাল হল। মা প্রথমে বললেন, "মেয়েরা যে যার জায়গায় নীচে শোবে"। দিদি আমাদের হয়ে একটু বলাতে মা রাজি হলেন। তাহলে ছেলেদের নীচে যেতে হয়। দিদি বলছেন, "এত গোলমালের দরকার কি। আমিই না হয় কাছেই শুই"। অমনি দিদি বলছেন, "তুমিত বাপু দশমাস পেটে ধরেছিলে তখন আমরা কেউ ভাগ বসাতে আসিনি। এখন বাপু তুমি ভাগ বসাতে আস কেন?" এই হাসাহাসির মধ্যে মা সবাইকার যথাযোগ্য শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা কাছাকাছি রইলাম, ছেলেরা দূরে দূরে বিছানা পেতে শুল।

রাত দুটোয় শুয়ে ভোর চারটেয় উঠে পড়লুম। অনাদি ভাঙ্গা গলায় একলাই উষা কীর্তন করছে। আমি মার মুখ ধোবার যোগাড় করছি এবং অন্যান্য কাজ করছি। মা একটু বকলেন যে কীর্তনে যোগ দিইনি। সত্যিই, আশ্রমের নিয়ম পালন করবার প্রতি আমাদের নিষ্ঠা নেই। মায়ের কাছাকাছি থাকতে পারলেই আনন্দ। মা সকালে একটু তালমিছরির জল খেলেন ও ইঁট গরম করে পায়ে সেক দিলুম। সে সময় মা কুসুম ও ভূপেনকে অনেক উপদেশ দিচ্ছেন, তাই আমিও শুনতে পেলাম। "হ্যাঁ, এ পথে আসলে মা, বাবাকে ছাড়তে কষ্ট-ত হয়ই। তাঁরা কষ্ট পান। তবে এদিকের ইচ্ছা প্রবল হলে কোন বাধাই টেঁকে না" মোহনানন্দজীর আদর্শ দেখালেন। প্রথমে পিতামাতা খুব কান্নাকাটি করেছে, পরে তারাই আবার ছেলের গুণগান করে আনন্দ করেছে। গোবিণের (প্রান্দগোপালবাবুর ছোট ছেলের) কথাও বললেন।

মা সারা সকাল private করলেন। আমাদের বললেন, "তোরা কয়জন মিলে ৯টা থেকে রোজ কীর্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবি।"

ভোগ হলে মা অল্প একটু বিশ্রাম করলেন, তারপরেই যাবার সময় বৃষ্টি নামল। মার জন্য কোনও আশ্রমেই bathroomএর ভাল ব্যবস্থা নেই। মা সত্যিই কি যে কষ্ট করেন। যার জন্য এত ব্যাপার তাঁকে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে টিনের চালার ব্যবস্থায় বাইরে যেতে হয়, আশ্চর্য! আমি ছাতা নিয়ে সঙ্গে গেলাম। মাকে যথাসাধ্য আড়াল দিয়ে নিজে স্রেফ ভিজতে লাগলুম। মা আসতে যেতে অনেক কথা বললেন। কি ভাবে আশ্রমে থাকতে হবে। পিঠে ব্যাথার জন্য তোষক তৈয়ারী করে নিয়ে শুতে বললেন। বারে বারে বললেন যাতে আমি এতে ঢিলা না দিই।

বৃষ্টিতেই মা রওনা হলেন। আমরা ও ভিজতে ভিজতে মোটরের কাছে কাছে কিছুটা গিয়ে শূন্য আশ্রমে ফিরে এলাম।

২৭শে আগষ্ট ১৯৪৬—

আশ্রমে অনেকেই আসছেন। বিন্দুদি অসুস্থ। আমার সময় রান্না ও পরিবেশনেই কেটে যায়। সকাল সাতটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ার routine। বিকেলেও রান্না ও পরিবেশন। বিন্দুদিকেও কিছুটা সময় না দিলে তার ভাল লাগে না। জপ, ধ্যানের জন্য অতিকষ্টে চার পাঁচ ঘন্টা বার করে নিই। দিদি টাকাকড়ির ভারও এবার দিয়ে গেছেন, হিসাব রাখতে হয়। আমি ত এই কাজটিকে বাঘের মত ভয় পাই--পরের টাকা ঠিকমত ব্যবস্থা না করতে পারলে মহা মুস্কিল। আমার কৃপণ বলে দুর্নাম হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু গচ্ছিত টাকায় যদি কুলিয়ে উঠতে না পারি, সেই ভয়ে অতি সাবধানে খরচ করছি।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম-সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব

(প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ)

—আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (১।২।১)

শ্রুতিশাস্ত্রে সর্বত্র ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ,
উপনিষদে সর্বত্র ঈশ্বর-ধ্যানের আদেশ।
ব্রহ্মই বিজ্ঞানময় পরমাত্মা হন,
পরমাত্মা উপাস্য, জীবাত্মা নন।
ঈশ্বর উপাস্য, জীবাত্মা উপাসক,
জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ, ব্রহ্মই শাসক।
দুই থেকে চার সূত্রও সমর্থন করে,
গীতাতেও কহে, জীব ঈশ্বর হতে না পারে।
জীবাত্মা অক্ষর পুরুষ, ব্রহ্ম পুরুষোত্তম,
পুরুষোত্তমের উপাসনা মুক্তির সাধন সর্বোত্তম।

সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষাৎ (১।২।৮)

পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান,
পরমাত্মা সুখদুঃখ ভোগ নাহি করেন।
সুখদুঃখ ভোগ জীবের ভাগ্যে জোটে,
প্রারব্ধ ক্ষয় হলে সুখদুঃখ মেটে।
জীবাত্মাও চৈতন্যময়, কিন্তু হন অনু,
পরমাত্মা পূর্ণ চৈতন্য, হলে তিনি বিভু।

অত্তা চরাচর গ্রহণাৎ (১।২।৯)

অত্তাধিকরণ অনুসার ব্রহ্ম জগতের অত্তা,
তবে কি জীবের মত ব্রহ্মও ভোক্তা?
জীব হয়ে ভোক্তা, ব্রহ্ম ভোগ করান,
তা হলে তো ব্রহ্ম ভক্ষণকারী নন।
হৃদয়গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মই সংহার-কর্ত্তা,
অত্তা মানে কর্মফল ভোক্তা নন, তিনি লয়-কর্ত্তা।
সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের কারণ পরমেশ্বর হন,
অতএব তিনিই তো জগৎকে ভক্ষণ-করেন।
সংহারকারী রুদ্র-দেহে বিশ্বলয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri Siddhanta Gyaan Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর মৃত্যু যিনি, তাঁর দেহে প্রলয়।
চরাচর লাভ নির্বাণ পরব্রহ্মের দেহে,
জগতে গ্রাসেন রুদ্রাণী কালী পরম স্নেহে।
দশ থেকে তের সূত্রও সমর্থন করে,
দ্রষ্টা ভগবান অনুমন্তা, ভোগ নাহি করে।

অন্তর উপপত্তেঃ (১।২।১৩)

চক্ষুমধ্যে যে পুরুষ হন দৃষ্ট, তিনি পরমাত্মাই,
চক্ষু-অভিমানী হিরণ্যাক্ষ পুরুষ পরব্রহ্মই।
সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত দেবতার নিয়ন্তা ব্রহ্ম।
পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত দেবতারাও তো ব্রহ্ম।
পরব্রহ্ম সুখ-স্বরূপ, হন আকাশ-স্বরূপ,
'প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম' বলেন এইরূপ।
সুতরাং তিনি সুখ-স্বরূপ বলেই পরব্রহ্ম,
শ্রুতির তত্ত্ব ও অক্ষিপুরুষ জ্ঞাতার গতি একই ব্রহ্ম।

অন্তর্য্যাম্যাধি দৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ। (১।২।১৯)

অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে কভু,
অমৃতময় সর্বনিয়ন্তা, হন ব্রহ্ম বিভু।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তঃ (১।২।২২)

ব্রহ্ম হন অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অশ্রোত্র,
অচক্ষু, অপানি, অপাদ, নিত্য, ব্যাপক, সর্বগত।
তিনি হন অব্যয়, অতি সূক্ষ্ম, ভূতগণের যোনি,
প্রকৃতি বা জীবাত্মারে আদিকারণ না মানেন জ্ঞানী।

বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দবিশেষাৎ (১।২।২৫)

অশ্বপতি আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় বলেছেন–
বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরমাত্মাই হন।
মানবদেহও বৈশ্বানর, মানবাত্মাও বৈশ্বানর,
বৈশ্বানরকেই, আহুতি দেয়, আহার যখন করে নর।
বৈশ্বানর সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যা হয় ব্রহ্মের ধর্ম,
জীবের ধর্ম নহে ইহা, জানেন ধীর এই মর্ম।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা কথা

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

(ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী দ্বারা ইংরাজী হইতে রূপান্তরিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুলতানপুরের শ্রী রমাকান্ত ভট্টাচার্যের পরিবারে তৃতীয় প্রজন্মের কন্যা ব্রহ্মচারিণী চন্দন শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখে তাঁর আবির্ভাব বৃত্তান্ত শোনার সৌভাগ্য লাভ করেন। দিদিমা ও দাদামহাশয়ের মধ্যবর্তিনী নবজাতিকা মায়ের কথায় তাঁর মনে উদয় হয় ত্রিবেণী সঙ্গমের উপমা। বিশেষতঃ ত্রিবেণীর তৃতীয় ধারা সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী এবং অন্তঃসলিলা, লোকলোচনের অগোচরা। উপমাটির বিশেষ সার্থকতা এইখানেই।

নবজাতিকার নাম রাখা হল নির্মলা সুন্দরী। লীলারম্ভ থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের এই নামের সার্থকতা সর্বৈক ভাবে প্রমাণিত হয়। শিশুরূপী মা দর্শনমাত্রেই সর্বজনের মনোহরণ করতেন। ক্ষুদ্র বালিকাটিকে একটিবার মাত্র দেখলে পর দর্শনকারী এমনই অভিভূত হতেন, মুগ্ধ হতেন যে সহজে তার সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে পারতেন না। এমনকি অচেনা অজানা লোকও তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পরত। তাকে একটু আদর করে তার সাথে একটু খেলা করে তবেই যেত। শিশু নির্মলার মা এ দৃশ্য দেখায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে একদিনের একটি ঘটনা তাঁর স্মৃতিপটে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি কিছুদিনের জন্য বিদ্যাকূটে গিয়েছিলেন। একদিন দেখেন যে এক অসাধারণ পুরুষ, শরীরে দিব্য জ্যোতির আভা, তাঁর শিশু কন্যার কাছে উপস্থিত। মাত্র দশমাস বয়সের নির্মলা তখন আপন মনে খেলায় মগ্ন। আগন্তুক শিশুর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন, যেন প্রণাম নিবেদনের ভঙ্গিমায়। তারপর অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দিদিমাকে বললেন, "এই যাকে দেখছ, এ মা, জগতের মা, ঘরে রাখতে পারবেনা। থাকবেই না।" মোক্ষদা দেবীর মনে হল আগন্তুক ব্যক্তিটি বুঝি কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। তবে ওই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা রয়ে গেল।

খেওড়া – বাল্যলীলার পটভূমিকা

খেওড়া গ্রামটি ক্ষুদ্র। গ্রামের পশ্চিম ভাগে সেকালে মাত্র দুইটি ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস ছিল এবং সে অংশটুকুর তিনদিক ঘিরে ছিল বেশ কিছু মুসলমান পরিবারের বাসস্থান। পূর্বদিকে আরো কিছু হিন্দু পরিবার বাস করতেন। উভয় বসতির মধ্যখানে ছিল বিশাল মাঠ ও বনভূমির ব্যবধান। মুসলমান বসতির মাঝখান দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পথ ছিল। ছোট্ট নির্মলার যখন হাঁটাচলার বয়স হল, তখন থেকে সে এই পথ ধরে আপন মনে নেচে খেলে চলে যেত এবং প্রতি গৃহের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হত। সেখানে সে কাউকে নানা, কাউকে চাচা, কাউকে দাদা, কাউকে বুআ ইত্যাদি বলে অনায়াসে সবার আপন হয়ে যেত। এইভাবে গোটা গ্রামখানিই বালিকা নির্মলার আত্মীয়তায় এক বৃহৎ অবিভক্ত পরিবারে পরিণত হয়েছিল।

নির্মলার মিষ্টিমধুর স্বভাব সবাইকে কাছে টানে। কেউ কোন কাজ করতে বললে সে হাসিমুখে করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয়। যার যা প্রয়োজন, তাকে বললেই সে সহজ সরল ভাবে সাহায্য করে দেয়। ছোটখাট জিনিষপত্র নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া, হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দেওয়া–শুধু যে তার পরিবার বর্গকে সে এভাবে সাহায্য করত তাই নয়, তার পাড়া প্রতিবাসিগণও তার থেকে এ ধরণের সাহায্য পেত। সর্বদাই তার হাসিমুখ, প্রসন্ন ভাব, কখনও কাউকে বিরক্ত করেনা। এমনকি তার মায়েরও মনে পড়ে না কখনও সে রাগারাগি বা কান্নাকাটি করেছে বলে। তবে তার কান্নার দুটি ঘটনা তিনি ভুলতে পারেন নি। নির্মলার জন্মের পর তাঁর তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন সাত বছর বয়সে পরলোক গমন করে এবং অন্য দুজনও নিতান্ত শিশু অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরম ধৈর্য ও সহ্যের প্রতিমা মোক্ষদা দেবী কখনও কখনও এই অসহনীয় দুঃখে কাতর হয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতেন। এ অবস্থায় নির্মলা তাঁকে দেখে ফেললে সে এমনই আকুল ক্রন্দন আরম্ভ করত যে তিনি মেয়েকে শান্ত করতে গিয়ে নিজের ক্রন্দন সংবরণ করতে বাধ্য হতেন।

অন্য ঘটনাটি ঘটে মায়ের নিতান্ত শিশুকালে। একাব্বর নাম্নী এক মুসলমান বালিকা। এক প্রতিবাসীর মেয়ে। নির্মলাকে খুব ভালবাসত ও প্রত্যহ তার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে আসত। একদিন সে নির্মলার সঙ্গে এক নতুন খেলা শুরু করল। কিছুদূর থেকে সে হাতের ইশারায় নির্মলাকে ডাকে, নির্মলা হাসতে হাসতে হামা দিয়ে এগোয়, তখন একাব্বর দুষ্টুমি করে গুটিগুটি পিছু হটে আবার হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে। এইভাবে চার পাঁচ বার তার সাথে ছলনা করার পর নির্মলা মাটিতে বসে পড়ল আর উচ্চস্বরে রোদন আরম্ভ করল। একাব্বর এই দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে কোলে তুলে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু নির্মলার কান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এমনই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল, যে ভীত একাব্বর দ্রুতগতিতে তাকে নিয়ে তার ঠাকুরমার কাছে পৌঁছে দিল। অতঃপর সে আর কখনই নির্মলার সঙ্গে এধরণের খেলা খেলবার সাহস করেনি। যখন দুজনেই বড় হল, তখনও একাব্বর মাঝে মাঝে নির্মলাকে তার ছোটবেলার এই কথা মনে করিয়ে দিত। বলত, "কী মেয়ে বাবা! কী ভীষণ কান্না! মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়!"

এই শিশু কন্যাটির ব্যাপারে অন্য অনেকেরই বহু আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা হয়। খেওড়া গ্রামে অবস্থান কালে তার ঠাকুরমার বয়সী অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা মাঝে মধ্যে দেখা করতে আসতেন। গ্রাম সুবাদে তাঁরা সবাই ছিলেন নির্মলার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা। এমনই এক ঠাকুরদা (শ্রী কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য) প্রায়ই ছোট্ট নির্মলাকে কোলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে আবার দুহাতে লুফে নিয়ে খেলা করতেন। এই মজার খেলায় নির্মলাও খুব আহ্লাদিত হত আর খিলখিল করে হাসত। একদিন বৃদ্ধ যখন তাকে তুলে ধরেছেন, সে তার একটি পা বৃদ্ধের স্কন্ধে স্থাপন করে অন্য পা টি তাঁর বাহুর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ বৃদ্ধ ঠাকুরদা 'ধর, ধর' বলতে বলতে পড়ে যাওয়ার অবস্থায় মাটিতে বসে পড়লেন। তিনি যে কেন 'ধর, ধর' বললেন, কাকে ধরতে বললেন, নির্মলাকে না কি তাঁকেই–তা তিনি পরে সঠিক বলতে পারেন নি। তবে যে কথা সকলের মনে হল তা এই যে শিশু নির্মলার ভার হঠাৎ এত বেড়ে গিয়েছিল, যে ঠাকুরদার পক্ষে নিজেকে সামলানো দায় হয়ে পড়েছিল। তিনি ভীতিবিহ্বল অবস্থায় নির্মলাকে মাটিতে নামিয়ে বললেন, "বাবারে বাবা, কী মেয়ে!"

নির্মলা যেমন-যেমন বড় হয়, তার স্বভাবের বিশেষ লক্ষণীয় দিক গুলি সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই লক্ষ্য করে যে এ মেয়েটি কেমন মধুর স্বভাবের, সর্বদা কেমন হাসিখুশি, যে যা করতে বলে, সব হাসিমুখে করে দেয়, তার কাছে আপনপর, বড় ছোট, জাতি ধর্ম–কোনও কিছুরই ভেদ নেই। আর নির্মলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে তো সব কিছুই ছিল আনন্দময়। এক রাত্রে প্রচন্ড ঝড় উঠল, ঝড়ের বেগে ঘরের চালের এক অংশ উড়ে গেল, নির্মলা হাততালি দিয়ে হেসে মাকে বলল, "মা দেখ দেখ, ঘরের ভেতর বসেই কি সুন্দর তারা দেখা যাচ্ছে, বাইরে যাওয়ার আর দরকার নেই, বাইরে–ভেতরে সব এক হয়ে গেছে!" গ্রীষ্মের উত্তাপ শীতের কন্‌কনানি বা বর্ষার উপদ্রপ কোন কিছুই নির্মলাকে ব্যতিব্যস্ত করে না, তার প্রসন্নভাবে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনা। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে সে খুশিতে নাচে, গ্রীষ্মের দুপুরে প্রচন্ড রোদের মধ্যে সে বালুকাস্তূপের ওপর লাফিয়ে ঝাপিয়ে খেলা করে। শিশুসুলভ কোন দুঃখ কষ্টই তাকে স্পর্শ করে না। তার এই সদানন্দময় স্বভাব দেখে পাড়াপ্রতিবাসী তাকে নানা নাম দেন, যেমন হাসি, খুশির মা, ইত্যাদি।

নির্মলার যে গুণটি সকলকে ভাবিয়ে তুলত, তা হল তার অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করার স্বভাব। বড়রা যেমন-যেমন আদেশ করেন, নির্মলা তা হুবহু পালন করে। এর ফলে তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বড়দের সদা সতর্ক থাকতে হয়, কারণ অসাবধানতা বশতঃ বা খেলাচ্ছলে কিছু বললেও নির্মলার "আদেশ পালনে"র ফলে তা সত্য হয়ে যাবে। একদিন মা তাকে একটি পাথরবাটি দিয়ে বললেন পুকুরে জলে ধুয়ে আনতে। নির্মলা আপনভোলা মেয়ে, তাই তাকে সাবধান করে দেবার জন্যই মা বললেন "দেখিস্, পারলে ভেঙ্গে নিয়ে আসিস"। কিছুক্ষণ পর নির্মলা ফিরল, পাথরবাটির ভাঙ্গা টুকরোগুলি তার ছোট্ট হাতে করে। সে মাকে বলল, বাটিটি তার হাত থেকে আপনা হতে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। মা অতিকষ্টে হাসি চাপতে চাপতে জিজ্ঞেস করলেন, সে টুকরোগুলো কেন নিয়ে এসেছে। নির্মলা বলল, সে দেখেছে পাথরের বাসনের ভাঙ্গা টুকরো পোড়া ঘা সারাতে ব্যাবহার করা হয়, তাই যদি কারো কাজে লাগে সেইজন্য খন্ডগুলো সে কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। নির্মলা অত্যন্ত সরল ও সত্যবাদী, তাই তার কথায় অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ছিলনা।

নির্মলার ছোটবেলার আর একটি কৌতুকোদ্দীপক গল্প হল 'দাঁড়ি'র গল্প। লেখাপড়া শেখাবার সময় তার বাবা তাকে বলেছিলেন যে সম্পূর্ণ বাক্য পড়া হলে দাঁড়িতে এসে থামতে হয়। দাঁড়ি চিহ্নে থামার পর আবার নতুন বাক্য পড়া আরম্ভ করার নিয়ম। কিছুদিন পর বাবা দেখলেন নির্মলা কেমন করে তাঁর এই আদেশ পালন করছে। দেখে যেমন তাঁর হাসি পেল, তেমনি তিনি ভীত হলেন। তিনি দেখলেন, বাক্য পূর্ণ না করে নির্মলা কোথাও থামেনা। যখন কোন দীর্ঘ বাক্য পড়তে হয়, তখনও কোথাও না থেমে অতিকষ্টে শরীর বেঁকিয়ে কোনমতে দাঁড়িতে এসে তবেই শ্বাস নেয়।

(ক্রমশ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী ভজনানন্দজী স্মরণে

—ডঃ সুমঙ্গল সেন

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর চরণাশ্রিতা, মায়ের অন্তরঙ্গপরিকরদের অন্যতমা স্বামী ভজনানন্দজী গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার পুণাতে প্রায় আশি বছর বয়সে নশ্বর দেহকে ত্যাগ করে অমরলোকে যাত্রা করেন।

সর্বজনের আপন "পুষ্পদি" প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে যেদিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই পুষ্প ব্রহ্মচারিণী। পূর্বাশ্রমে তিনি "সাবিত্রী"। জন্ম সাবিত্রী চতুর্দশী তিথিতে, তাই নাম সাবিত্রী। আশ্রমে প্রবেশ করে 'পুষ্প' হলেন, সেই নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিতা ও বন্দিতা। সর্বশেষে হৃষিকেশে পরমপূজ্য স্বামী চিদানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র যখন নিলেন, তখন নাম হল স্বামী ভজনানন্দ। কিন্তু 'পুষ্পদি' রূপেই তিনি পরিচিতা রইলেন শেষ পর্যন্ত।

জন্ম ১৪ই মে, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা ৩১শে বৈশাখ, ১৩৩০ সন। ময়মনসিংহ জেলার সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে তাঁর জন্ম। পিতা স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি উভয়বঙ্গের কিংবদন্তী প্রধান শিক্ষক। সংসার আশ্রমে উমেশ চন্দ্র সেন। মাতা ক্ষীরোদ বাসিনী দেবী শ্রীহট্টের বিখ্যাত দস্তিদার পরিবারের জ্যোতির্ময় পুরুষ রজনীকান্ত রায় দস্তিদারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। ক্ষীরোদ বাসিনী উচ্চশিক্ষিতা হয়েছিলেন গৃহেই, কেননা তখনকার দিনে ওই পরিবারের কন্যাদের বাইরে পড়াশুনা আভিজাত্যের পরিপন্থী ছিল।

ভজনানন্দর বিদ্যালাভ কলকাতা, ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী গার্লস্ স্কুল, ঢাকার নারীশিক্ষা আশ্রম ও কামারুন্নেসা গার্লস্ কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মুখেই ঢাকার দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয় এল। স্কুলে বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা মাতৃদেবী, মাতামহ ও অন্যান্য ওস্তাদদের কাছে। ঢাকার আকাশবাণীতে তখন শুধু বয়স্কদের প্রোগ্রামই হত। সেখানেও তিনি নিয়মিত শিল্পী যখন হলেন, তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। তারপর চারের দশকের অনেকটা সময় জুড়ে তালিম নিলেন সুখেন্দু গোস্বামীর কাছে "সঙ্গীত ভারতী" প্রতিষ্ঠানে। কিছুকাল ঢাকায় তাঁর নিজের স্কুল নারীশিক্ষা আশ্রমে শিক্ষকতা করেন। বেহালাবাদন শিক্ষালাভ করেন তাঁর মাতামহের অনুজ তখনকার বিখ্যাত বেহালাবাদক যামিনীকান্ত রায় দস্তিদারের কাছে।

সর্বগুণে গুণান্বিতা, ভাগবতী তনু, শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, আশ্রমের প্রায় প্রতিটি শাখায় শ্রীশ্রীমার চরণস্পর্শ যেখানে–যেখানে পড়েছে, প্রায় সর্বত্র তাঁর নিত্য অনুগামিনী ছিলেন।

সর্বশেষে যখন সজ্ঞানে তিনবার স্পষ্টভাবে "মা, মা, মা," উচ্চারণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁরই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে তাঁর নশ্বর দেহ কনখল নিয়ে যাওয়া হল। তারপর তৃতীয়দিন সোমবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে বহু সন্ন্যাসী, মহাত্মা, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী ও পূর্বাশ্রমের আত্মীয় পরিজন তাঁর পার্থিব দেহ হরিদ্বারে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গাবক্ষে "জল সমাধি" দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল—

শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র আশ্রম কনখলে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী যথারীতি শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রমের প্রাচীনতমা প্রব্রাজিকা স্বামী ভজনানন্দজী (সকলের আদরের "পুষ্পদি") যিনি আশ্রমের সুগায়িকা ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত নিজের সংগীত সাধনার দ্বারা আশ্রমের সেবা করে গেছেন তিনি গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ পুণাতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর ইচ্ছামত তাঁর পবিত্র দেহ পরদিন আকাশপথে দিল্লী আনা হয়। সেখান থেকে কনখলে আনা হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাতে। পরদিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে দিব্য জীবন সংঘের কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং মহানির্বাণী আখাড়ার মহন্ত স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজীর উপস্থিতিতে সন্ন্যাসীর প্রথামত সমস্ত অন্তিম কৃত্য শেষ করে নীলধারায় স্বামী ভজনানন্দজীর পূত মরদেহকে সমাহিত করা হয়। ৪ঠা মার্চ কনখল আশ্রমে যথারীতি তাঁর ষোড়শী ভান্ডারা সম্পূর্ণ হয়। আগামী সংখ্যায় স্বামী ভজনানন্দজীর শুদ্ধ পবিত্র জীবন প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

গত ১লা মার্চ মহাশিবরাত্রি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন দোল উৎসবও উদ্‌যাপিত হয়েছে।

২। বারাণসী—

বারাণসী আশ্রমে কন্যাপীঠে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী গুরুপ্রিয়াদিদির জন্মদিনও অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় স্বামী ভজনানন্দজীর ব্রহ্মলীন হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপীঠে কীর্তন ও সম্পূর্ণ গীতা পাঠ আরম্ভ হয়ে যায়। ভজনানন্দজীর সঙ্গে কন্যাপীঠের অতি মধুর সম্বন্ধ ছিল প্রথম থেকেই। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দীর্ঘ ৫৫ বছর আগে আসার পর সর্বপ্রথম তিনি কাশীধামে কন্যাপীঠে বেশ কিছু সময় ছিলেন। তাই তাঁর দেহরক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই মেয়েরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টা অখন্ড কীর্তন চালিয়ে যায় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশিত বিধান মত। জল সমাধি হওয়ার পর থেকে ৪ঠা মার্চ ষোড়শী ভান্ডারা পর্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ১ ঘন্টা কীর্তন, গীতা পাঠ ও ভাগবত পাঠ হয়েছে।

৪ঠা মার্চ ষোড়শী ভান্ডারার দিন ১৬ জন সাধুকে বস্ত্র, আসন, রুদ্রাক্ষের মালা, গীতা, ফল ও দক্ষিণা সহ ভালভাবে ভোজন করানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ৫১জন কুমারীকেও বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ ভোজন করানো হয়। প্রথমে শিবের ষোড়শোপচারে পূজা সম্পন্ন হয়। প্রায় তিনঘন্টা খুব জমজমাট কীর্তন হয়। এইরূপে স্বামী ভজনানন্দজীর ষোড়শীভান্ডারা কাশীধামে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে ষোড়শোপচারে বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১লা মার্চ মহা শিবরাত্রিও সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মাতা আনন্দময়ী হাসপালের প্রাঙ্গণে আশ্রমের পক্ষ হতে নবনির্মিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত অতিথি ভবনের শুভ প্রবেশ পূজা গত ১৩ই মার্চ ফাল্গুন শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীশ্রী নারায়ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri Siddhanta, Trust. Funding by MoE-IKS

সহ সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত এবং বাবা ভোলানাথের কৃপাধন্য শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন গাঙ্গুলী (দাসুদার) বিশেষ আর্থিক সাহায্যেই দীর্ঘদিন প্রতীক্ষিত বারাণসী আশ্রমে একটি অতিথি নিবাস নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে ভক্তদের সহযোগিতায় অতিথি নিবাসের দোতলার কাজও আরম্ভ হবে।

১৪ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রী নারায়ণ ও শ্রীশ্রী গোপালকে আবির প্রদান, মহা অভিষেক, শৃঙ্গার ও ষোড়শোপচারে সুন্দর ভাবে পূজা সম্পন্ন হয়।

আগামী ৯ই এপ্রিল হতে ১২ই এপ্রিল শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা এবং ১০ই শ্রীশ্রী মা অন্নপূর্ণার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল—

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে নাক, কান, গলা রোগের উপর আয়োজিত দ্বিদিবসীয় রাষ্ট্রীয় কার্যশালার উদ্বোধন হয়। রোগীদের নাক, কান, গলা রোগের বিনামূল্যে পরীক্ষা ও অপারেশন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মুম্বাই হতে নাক, কান, গলা রোগের ভারত বিখ্যাত সার্জন ডা০ এ০বী০ আর০ দেশাই এই সেবার কাজে যোগদান করেন। ডা০ এ০বী০ আর০ দেশাইএর সুযোগ্য পুত্র ডা০ অসীম দেশাইও সঙ্গে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে হাসপাতালের উপরের ছাদে খুব সুন্দর শিবির বানানো হয়েছিল। ডা০ দেশাই হাসপাতাল পরিদর্শন করে খুবই খুশী হয়েছেন। তিনি বলেছেন এই রূপ শিবিরের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের হাসপাতালই উপযুক্ত স্থান।

৩। বৃন্দাবন—

শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে গত ১লা মার্চ শ্রীশ্রী মহাশিবরাত্রি মহোৎসব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রী সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের রূদ্রাভিষেক এবং বিশেষ পূজা হয়। ভক্তগণ ব্যক্তিগত ভাবেও রাত্রিতে শিব পূজা করেন।

বৃন্দাবন আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী মহোৎসবও গত ১১ই মার্চ হতে ১৮ই মার্চ বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১১ই মার্চ হতে ১৭ই মার্চ গোস্বামী শ্রী ইন্দুভূষণ মহারাজ (রামায়ণী) প্রতিদিন শ্রীরাম কথা শ্রবণ করান। ১৩ই মার্চ হতে ১৭ই মার্চ প্রতিদিন বিকালে শ্রী রামজী শর্মার অধ্যক্ষতায় রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় নামযজ্ঞের অধিবাস ও সারারাত অখন্ড শ্রীহরি নাম সংকীর্তন ও ১৮ই দোল পূর্ণিমার দিন নাম যজ্ঞ, শ্রীমন মহাপ্রভুর ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ ছলিয়া এবং শিবেরও ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে সাধুসেবা ও সন্ধ্যায় অখন্ড নাম সংকীর্তনের পরিসমাপ্তি হয়।

৪। ভীমপুরা—

ভীমপুরা আশ্রমের পক্ষ থেকে আমেদাবাদে 'দিব্য আনন্দধামে' গত ২৯শে জানুয়ারী হতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সংযম সপ্তাহ আয়োজিত হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী এখানেই শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভীমপুরা আশ্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ আয়োজিত হয়। প্রবক্তা ছিলেন বৃন্দাবন নিবাসী শ্রী রাজেশ কিশোর গোস্বামী। ১লা মার্চ মহাশিবরাত্রি পূজাও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। তারাপীঠ—

তারাপীঠে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও বাৎসরিক উৎসব এবার বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভজন কীর্তন, সৎসঙ্গ, শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, স্থানীয় মন্দির সমূহে পূজা, অধিবাস, নগরকীর্তন, রামায়ণ গান, সাধুভান্ডারা, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আনন্দ মিলনোৎসবের সমাপ্তি হয়।

এই বিশেষ উৎসবের সুষ্ঠু পরিচালনায় ছিলেন আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্বপন গাঙ্গুলী। এই উপলক্ষে কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা ব্রহ্মচারিণী গীতা দ্বারা লিখিত তারাপীঠ আশ্রম ও শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন করে একটি পুস্তিকাও প্রকাশন হয়েছে যা ভক্তরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

৬। জামশেদপুর—

জামশেদপুর স্থিত আশ্রমে দেবীপক্ষে প্রতিদিন চন্ডীপাঠ হয়েছে এবং দীপাবলী উপলক্ষে আশ্রমের কালীমন্দিরে বিশেষ কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা শেষে সমবেত ভক্তবৃন্দ ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ১২ই নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত আশ্রমে সংযম সপ্তাহ পালিত হয়েছে।

আশ্রমে নিয়মিত সৎসঙ্গ, প্রতি পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ পূজা, প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ কালীপূজা ও প্রতি শনিবার শনিপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

☆

আবশ্যক সূচনা

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানানো হইতেছে যে শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় এবং জনৈক ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় পরম পবিত্র বারাণসী ধামে গঙ্গার অতি সন্নিকটে মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় প্রাঙ্গণে ভক্তদের বিশেষ সুবিধার্থে দীর্ঘদিন প্রতীক্ষিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি অতিথি ভবনের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। উপস্থিত চারটি প্রশস্ত ঘর (সংলগ্ন রান্না ঘর ও স্নানাগার সহ) একতলায় নির্মিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতল ও ত্রিতলে আরো আটটি ঘর ভক্তদের থাকিবার উদ্দেশ্যে নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

এই বিশেষ কার্যে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পত্র দ্বারা যোগাযোগ করিবেন আশা করা যাইতেছে। ভক্তদের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে প্রতিটি ঘরের জন্য আনুমানিক ব্যয় ২,২৫,০০০/- টাকা।

১লা এপ্রিল, ২০০৩

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
মাতা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

১। শ্রী আনন্দ ব্যানার্জী—

শ্রীশ্রীমায়ের অতি প্রাচীন ভক্ত স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জীর পৌত্র ও শ্রী প্রণব ব্যানার্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী আনন্দ ব্যানার্জী গত ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০২ বারাণসীতে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে লীন হয়েছেন। ১৩ই আগষ্ট, ১৯৫৩ সালে আনন্দের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের তিনদিন পরেই শ্রীশ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ করেন। মায়ের চরণে অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার উর্ধ্বগতি কামনা করি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

২। শ্রীমতী ননীবালা চ্যাটার্জী—

বিগত ২২শে জানুয়ারী, ২০০৩ অধুনা কোলকাতা নিবাসী মাতৃভক্ত ননীবালা চ্যাটার্জী (শ্রীমতী রমা ব্যানার্জীর মাতা) ১০২ বছর বয়েসে মাতৃ শ্রীচরণে চির আশ্রয় লাভ করেন। ঢাকা শাহবাগে তিনি মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন এবং পরবর্তী কালে কোলকাতায় বসবাস কালে একডালিয়া আশ্রম ও আগরপাড়া আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও নানা ভাবে সেবার কাজে সহায়তা করতেন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ননীদি নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং সৎসঙ্গেও অংশ নিয়েছেন।

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

৩। শ্রী অর্দ্ধেন্দু শেখর বসুরায়—

সল্টলেক নিবাসী শ্রী অর্দ্ধেন্দু শেখর বসুরায় ৮৪ বছর বয়সে ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সালে স্বীয় নিবাসে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর দীক্ষিত ছিলেন এবং পরিবারের সকলেই মাতৃ আশ্রিত। আমরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার চির শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

৪। কুমারী মলয়া সেনগুপ্ত—

শ্রীশ্রীমায়ের অতি প্রাচীন জামশেদপুর বাসী ভক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ সেনগুপ্তর কন্যা কুমারী মলয়া সেনগুপ্ত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সালে জামশেদপুর স্থিত বাসভবনে সজ্ঞানে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। মলয়াদি টাটা আয়রণ ও স্টীল কোংর শিক্ষা বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চাকরী করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যান ধারণায় তিনি মাতৃময় হয়ে থাকতেন। তাঁর স্নেহের ফল্গুধারা তাঁর ভাই বোনেদের ও গুরুভাই বোনেদের উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হত। মলয়াদির মৃত্যুতে শ্রীশ্রীমায়ের জামশেদপুর স্থিত ভক্তরা একজন অভিভাবককে হারাল।

আমরা মাতৃচরণে তাঁর সদ্‌গতির কামনা করি ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। শ্রী তারা প্রসন্ন বর্দ্ধন—

কোলকাতা যোধপুর পার্ক নিবাসী শ্রী তারা প্রসন্ন বর্দ্ধন ৯১ বছর বয়সে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁরা মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন ১৯৭৪ সালে যোধপুর পার্কে ভাগবত অনুষ্ঠানে। তারপ থেকে নিয়মিত আগরপাড়া আশ্রম ও মৌনমিলনীর সৎসঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি ও পুত্র কন্যাদের কল্যাণ কামনা করি।

৬। শ্রী পরমেশ লাহিড়ী—

মাতৃভক্ত শ্রী পরমেশ লাহিড়ী গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সালে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর বয় ৭৭ বছর হয়েছিল। তিনি মায়ের আশ্রিত। আগরপাড়া আশ্রমের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ন সৎসঙ্গে যোগদান করতেন। আমরা তাঁর আত্মার ঊর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি এবং পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্ব কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৭। শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য—

কোলকাতার ঢাকুরিয়া নিবাসী শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ৯৩ বৎসর বয়সে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০ ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি শ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমা) দীক্ষিত ছিলেন। পরিবারের সকল মাতৃ আশ্রিত। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি ও পরিবার বর্গের সকল কল্যাণ কামনা করি।

৮। যুবরাজ শ্রী শরৎ চন্দ্র পদ্মশরণ শাহ

শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত পরিবার বিহার ছোটনাগপুরের মহারাজা ও মহারাণীর বড় জাম বিজয়গড়ের যুবরাজ শ্রী শরৎ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত। যুবরাজ সস্ত্রীক শ্রীশ্রী কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন এবং বারাণসীতেই স্থায়ীভাবে নিবাস করতেন। পরিবারের সকলেরই আশ্রমে নিয় যাতায়াত ছিল।

জঙ্গলে শিকার করতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে তিনি পরিকরগণ স সোনভদ্রের জঙ্গলে শিকার করতে যাচ্ছিলেন নিজে জীপ চালিয়ে। সঙ্গে বেশ অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল। গভী জঙ্গলের মধ্যে নক্সালপন্থীরা যুবরাজ ও তাঁর সঙ্গীকে মেরে অস্ত্র শস্ত্র লুট করে জঙ্গলে পলায়ন করে। এ নির্ম্মম হত্যাকান্ডে বারাণসী এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে তুমুল আলোরণের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই স্তব্ধ।

বিজয়গড় রাজ্যের বৃদ্ধ রাজা ও রাণী—যাঁরা শ্রীশ্রীমার দর্শন করেছেন, যুবরাজের স্ত্রী, একমাত্র পু এবং দুই কন্যা শোকে মুহ্যমান। শ্রীশ্রীমার চরণে পরলোকগত আত্মার শান্তি এবং পরিবারের সকলের ম কামনা করছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma—শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ-জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৩০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী — শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা. গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৩০/- টাকা।

সদ্‌বাণী — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত। একত্রে মূল্য ১২৫/- টাকা।

মাতৃবাণী — শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা — মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ড: গীতা ব্যানার্জ্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা — মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 464 2217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

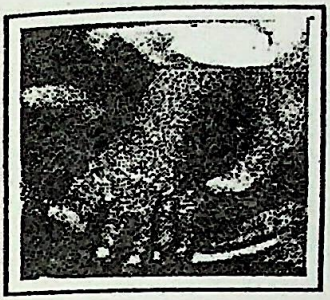

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে :—

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের
সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"
— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্ম্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

Head Office :
D. Wren Industries (P) Ltd.
25, Swallow Lane,
Calcutta – 700 001.

Factory :
Dum Dum & Baroda,

Baroda City Office:
D. Wren International Limited,
Alkapuri, Baroda – 390 007.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best compliments from

RAM PANJWANI & COMPANY

Timber Merchants & Financiers
1—Birla Road
Hardwar—249401

☎ 227266 228672 Fax 01334-226001

Suppliers of :
Best Quality Himalayan Pine Timbers

Branches :

Jammu (J & K) **Yamuna Nagar (Haryana)**
Parwanoo (H.P.)

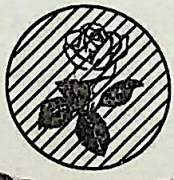

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-25537835)

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001 (Tel: 0651-2312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-2310054+2311794)

23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 0565-2442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 8802-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

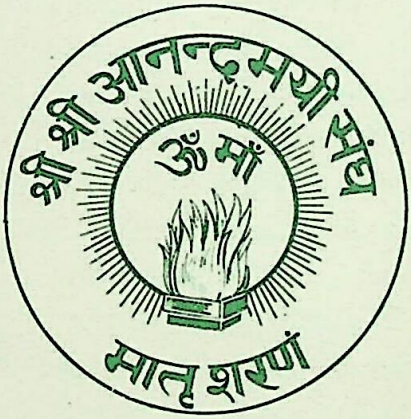

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi
रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन- २३१२८२०

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

VOL. 7 JULY 2003 NO.3

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

✿ Branch Ashrams ✿

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881. (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105. (Tel : 02663-233208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur. Dehradun-248009, (Phone : 135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 0133-4216575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445.
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৭ জুলাই ২০০৩ সংখ্যা ৩

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সূচী

১.	মাতৃবাণী		—	১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	– শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	—	৩
৩.	বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে	– ম০ম০ গোপীনাথ কবিরাজ	—	৬
৪.	মা আমার আনন্দময়ী (গান)	- শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী	—	৮
৫.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী	- স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি	—	৯
৬.	হারায়ে খুঁজি (কবিতা)	- 'আনন্দ স্বরূপা'	—	১৩
৭.	মাতৃ-স্বরূপামৃত	– শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য	—	১৪
৮.	মায়ামৃগ (কবিতা)	- ডা০ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী	—	১৬
৯.	স্মৃতিচারণ	- শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী	—	১৭
১০.	ব্রহ্ম-সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব	– আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	—	২১
১১.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা কথা	– ড০ বীথিকা মুখার্জী	—	২৪
১২.	অমরাত্মা শ্রী ভজনানন্দজী	- স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী	—	২৮
১৩.	স্বামী ভজনানন্দজী	- ব্রহ্মচারিণী চন্দন	—	৩০
১৪.	স্মৃতিচারণ	- শ্রীমতী জয়শ্রী সেন	—	৩২
১৫.	শ্রদ্ধাঞ্জলী	- ব্রহ্মচারিণী গীতা	—	৩৪
১৬.	আশ্রম সংবাদ		—	৩৭

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃবাণী

এক ছাড়া কিছুই নাই। এক হইতেই জগৎ সৃষ্ট।

★ ★ ★

এখানে আসিয়াছ—সকলে দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা কর। হিংসা-নিন্দাই যদি করিতে হয় তবে এখানে আসিয়া লাভ কি?

★ ★ ★

যে যে এখানে আসে সকলকেই তৈয়ার হইতে হইবে। এখন পর্যন্ত ত কিছুই না, শুধু মাটিতে কোদাল পড়িয়াছে মাত্র। কত সহিতে হইবে, কত ঝড় উঠিবে, সেই বাতাসে যাহারা যাইবার চলিয়া যাইবে, যাহারা থাকিবার তাহারা থাকিবে।

★ ★ ★

নিন্দা জানিও অঙ্গের ভূষণ, এই পথে আসিলে নিন্দাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া নিতে হয়।

★ ★ ★

যেমন সধবার হাতের লোহা সৌভাগ্যের পরিচয় দেয়, তেমনই জানিও এই পথেও নিন্দা খুব সাহায্য করে।

★ ★ ★

এই পথে আসিলে নিন্দা অনিবার্য। কাজেই বলিতেছি, নিন্দাতে ভয় করিও না বা চটিও না।

★ ★ ★

যে নিজেরটা জানে না আমি তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করি।

★ ★ ★

তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে থাকিলেই আমি সুস্থ থাকিব। তোমাদের শুদ্ধ ভাবেই আমার পুষ্টি সাধন করিবে। বাহিরের খাওয়ায় কিছুই হইবে না।

★ ★ ★

তিনি ধরা না দিলে সাধারণের ধরিবার উপায় নাই।

★ ★ ★

যিনি সাধক, তিনি কোন নিয়মে কি কতগুলি নিয়মে নিজেকে আজীবন বাঁধিয়া রাখেন।

★ ★ ★

কিন্তু যিনি অবতার, তিনি কোন নিয়মেরই অধীন হন না। যদিও ঠিক ভাবে সবই তাঁহার ভিতর দিয়া হইয়া যায়, কিন্তু তিনি কোনটাতেই বদ্ধ থাকেন না। লক্ষ্য করিলে ইহা ধরা যায়, অবশ্য সাধারণের ধরা মুস্কিল।

★ ★ ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোরা-বাক্স করিতে হয়। এই সব ভাবের বিষয় প্রকাশ করিতে নাই, বাক্স ভরিয়া যদি কিছু বাহির হইয়া পড়ে তাহা হউক, সেই দিকে লক্ষ্য করিতে নাই।

☆ ☆ ☆

তুমি তোমার লক্ষ্য পথে চলিতে থাক, যেটুকু প্রকাশ হইয়া পড়িবার পড়ুক, তুমি কিছু প্রকাশ করিতে যাইও না।

☆ ☆ ☆

এই যে এক একটা প্রকাশ হইয়া পড়ে ইহাতো এই রাস্তার একটা অবস্থা মাত্র।

☆ ☆ ☆

এই পথে চলিতে চলিতে এমন একটা স্তর আসে, যখন আপনা আপনিই এই সব প্রকাশ হইয়া যায়।

☆ ☆ ☆

কিন্তু সাধকের সেই দিকে লক্ষ্য করিতে নাই, সে যদি নিজের যশের আকাঙ্ক্ষায় এই সব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে তবেই সেখানে সে আটকাইয়া পড়ে।

☆ ☆ ☆

আর যদি রাস্তার এই তামাসা দেখিতে সে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আপন লক্ষ্য ধরিয়া চলিতে থাকে তবে দেখা যায়-এই যে প্রকাশ হইতেছিল আবার এক স্তরে গিয়া এইগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

সারদামঠের শঙ্করাচার্য্যকে অন্তিমসময় গিয়া স্পর্শ করা

মৌনের পর আমরা যখন মায়ের ঘরে গিয়া বসিলাম তখন কথায় কথায় ইতঃপূর্ব্বে মা যে একবার দ্বারকায় গিয়াছিলেন সেই কথা উঠিল। সে অনেক দিনের কথা। সেইবার দ্বারকায় সারদামঠের শঙ্করাচার্য্য মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দ্বারকাধীশের মন্দিরের দ্বারে আপেক্ষা করিতেছিলেন। মায়ের সঙ্গে দেখা হইবা মাত্র তিনি মঠে চলিয়া গিয়া শুইয়া পড়েন। তাঁহার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তিনি আহারে আসিতেছেন না দেখিয়া একজন তাঁহার খোঁজে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সংবাদ পাওয়ামাত্র মা খুকুনীদিদি প্রভৃতি সহ সারদামঠে গেলেন। মা বলিলেন, "গিয়া দেখি যে মঠে তখন অনেক লোক জড় হইয়াছে। উহার মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটও আছে। শঙ্করাচার্য্যকে ঘরের মধ্যেই রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার কাছে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু আমি উহার মধ্যেই এক ফাঁকে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আসিলাম।"

আমি। মা, তিনিত পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কাজেই মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া কি লাভ হইল?

মা। না, তখনও তাঁহার দেহের সহিত সম্বন্ধ ছিল। তাহা ছাড়া আমি মৃত পশুকেও স্পর্শ করিয়াছি। এমন ভাবে করিয়াছি যে সকলে উহা জানিতেও পারে নাই।

২রা ফাল্গুন, শনিবার (ইং ১৪।২।৫৩)—

বিকাল বেলা মা চত্বরের উপর বেড়াইতেছিলেন। আমরা ও ঐখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ডাঃ পান্নালালের গলায় জপের একটি রুদ্রাক্ষের মালা দেখিয়া মা বলিলেন, "জপের মালা গলায় পরিতে নাই। কারণ জপের মালা হইল ইষ্টের প্রতীক। ইহাকে শরীরের ঘাম এবং ময়লার সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া ঠিক নয়। তাহা ছাড়া, মালাধারণ করিয়া মিথ্যাচার করিলে উহার জন্যও খুব খারাপ হয়। সাধারণ ভাবে মিথ্যাচার করিলে উহার যে কুফল ভোগ করিতে হয় মালা ধারণ করিয়া উহা করিলে উহার কুফল অনেক বেশী হয়। এ সম্বন্ধে তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তাহা তোমরা জান। এ শরীরের যাহা খেয়ালে আসিল তাহা বলা হইয়া গেল।"

এবার শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণ ভ্রমণের সময় যে সকল বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল উহা লোকমুখে কিছু কিছু শুনিলেও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে উহা শুনা হয় নাই। সেইজন্য আমি মাকে একদিন বলিয়াছিলাম যে ঐ সকল ঘটনার বিষয় গোপীবাবুও শুনিতে খুব উৎসুক। গোপীবাবুর সহিত একত্র হইয়া আমারও উহা শুনিতে খুব ইচ্ছা করে। মা আমার কথা শুনিয়া তখন বলিয়াছিলেন, "এখন ত শিবরাত্রির গন্ডগোলে কয়েকদিন যাইবে। আগে উহা শেষ হইয়া যাক্, পরে দেখা যাইবে।" গতকল্যই শিবরাত্রির উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। মা গতকল্যই আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমি এখন গোপীবাবুকে খবর দিতে পারি। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে গতকল্য গোপীবাবুকে বলিয়া আসিয়াছিলাম যে আজ রাত্রিতে তিনি যদি আশ্রমে আসেন, তবে মায়ের নিকট হইতে তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণের বিশেষ ঘটনাগুলি জানা যাইতে পারে। গোপীবাবুও আজ রাত্রি ৯টার সময় আশ্রমে আসিতে সম্মত হইয়াছেন। এই কথাবার্ত্তার সময় যাতে বেশী লোক মায়ের কাছে উপস্থিত থাকিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মায়ের অনুমতি লইয়াই আমরা করিয়াছিলাম। স্থির হইয়াছে যে, স্বামী শঙ্করানন্দ, নারায়ণ স্বামী, খুকুনিদিদি, কমল ব্রহ্মচারী, গোপীবাবু এবং আমি উপস্থিত থাকিব। অবশ্য এই বন্দোবস্তের জন্য আমাদিগকে একাধিক লোকের অনুযোগ শুনিতে হইয়াছে। এরূপ যে হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু তবুও আমরা শ্রোতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিতেই মনস্থ করিয়াছিলাম। কারণ বহুবার ইহা দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে কথা বলিতে গিয়া মায়ের সকল কথা স্পষ্টভাবে বাহির হয় না। তাহা ছাড়া অন্যলোকের উপস্থিতিতেও গোপীবাবু মাকে কোন আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করেন না।

রামেশ্বর দর্শনে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সূক্ষ্মদেহধারী এক মহাপুরুষের গমন—

রাত্রি ৯॥টার সময় গোপীবাবু আশ্রমে আসিলে আমরা সকলে গিয়া মায়ের ঘরে বসিলাম। দুই চারটি কথাবার্ত্তার পর আমিই মাকে রামেশ্বরের বিশেষ ঘটনাটি বলিতে বলিলাম। মা বলিতে লাগিলেন, "রামেশ্বর পৌঁছিয়া যখন স্টেশন হইতে সকলের থাকিবার জায়গায় যাওয়া হইল তখন দেখা গেল যে এ শরীরের থাকিবার জন্য যে বড়ঘরটি ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে উহা প্রায় সকলেরই যাতাযাতের ঘর। হরিবাবা এবং অবধূতজীকে অবশ্য আলাদা আলাদা ঘর দেওয়া হইয়াছিল। ঘরখানা দেখিয়া আমি দিদিকে বলিলাম, 'দিদি এ ঘরের উপরে যাইবার কি কোন সিঁড়ি নাই?' দিদি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আমি সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। গিয়া দেখি যে এ শরীরের জন্য যে ঘরটি রাখা হইয়াছিল উহার ঠিক উপরেই খসের একখানা ছোট কুটির। উহা আবার বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। উহা দেখিয়া আমি দিদিকে বলিলাম, 'আমি এই ছোট ঘরটিতেই থাকিব। আমার বিছানা এইখানেই করিয়া দে।' দিদি ঘরটি পরিষ্কার করিয়া আমার বিছানা পাতিয়া দিলে আমি দিদিকে তাহার আর অন্য কাজে যাইতে বলিলাম।

এদিকে কখন রামেশ্বর দর্শন করিতে যাওয়া হইবে তাহা হরিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে বলিয়া দিল যে বেলা ১২॥টার সময় দর্শনে যাওয়া হইবে। ঐ কথা শুনিয়া আমি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া একদিকে তাকাইয়া আছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে আমার দক্ষিণদিকে কতকটা ধোঁয়ার মধ্য হইতে একখানি মুখের প্রকাশ হইল। মুখ খানি বেশ বড় ও জ্যোতির্ময়। শরীরের অন্যান্য অংশ কিন্তু প্রকাশ হইল না। অবশ্য যদি ঐ মূর্ত্তির সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতাম তবে উহার সমস্ত শরীরটাই দেখিতে পাইতাম, কিন্তু তাহা আর দেওয়া হইল না। দৃষ্টিটা শুধু মুখেই আবদ্ধ রহিল। ইহা শুনিয়া তোমরা মনে করিও না একটা গলাকাটা মুন্ডই দেখা গেল। সেরূপ নয়। ঐ মূর্ত্তির মুখের রং বেশ ফরসা। উহা হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল। অবশ্য ঐ মুখের বর্ণনা আরও স্পষ্ট ভাবে করা যায়, কিন্তু উহা এখন আসিতেছে না।

গোপীবাবু। যাহাকে দেখা গেল তাহার বয়স কত?

মা। বয়সের কথা যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ তখন বলিতে পারি যে এ বালক বা বৃদ্ধ ছিল না। ইহা হইতেই তোমরা বয়স অনুমান করিয়া লইতে পার। যদিও এ কে এবং কোথা হইতে আসিতেছে তাহা সকল এ শরীরের জানা ছিল। তবুও তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু শুনিয়া নেওয়া গেল। এ প্রশ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং উত্তর ভাষার সাহায্যে হয় নাই বলিয়া ভাষা দ্বারা ঐ গুলিকে প্রকাশ করা শক্ত। যাহা হউক, উহার নিকট হইতে যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে জানা গেল যে, সে চিদাম্বরমের পূজারীর ছেলে। সে প্রথমে শক্তি উপাসনা করিয়াছে। উহার সঙ্গে নাকি শিবও ছিলেন। পরে অক্ষর উপাসনা করিয়া শব্দের উপাসনা করে, শেষে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শরীরের সহিত সে রামেশ্বরকে দর্শন করিবে বলিয়া আজ ১০বৎসর যাবৎ অপেক্ষা করিতেছে। এ দর্শনের ফলে তাহার বিশ্বমিলন হইবে এবং এ শরীরের সহিত সে দ্বারকানাথকে দর্শন করিলে তাহার মহামিলন হইবে। এ শরীরের সহিতই সে দ্বারকায় গিয়া দ্বারকানাথকে দর্শন করিবে এবং উহা এক পৌর্ণমাসীর মধ্যে হইবে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে যখন রামেশ্বর যাইবে তখন কি তাহাকে স্থূল মূর্ত্তিতে দেখা যাইবে? সে উত্তর করিল না।

চিদাম্বরমের মহাপুরুষের সাধনপদ্ধতি

ইহার পর চিদাম্বরমের মহাপুরুষ তাঁহার সাধনার ধারা সম্বন্ধে মাকে যাহা বলিয়াছিলেন মা গোপীবাবুকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাদের শাস্ত্রে ঐ জাতীয় সাধনধারা আছে নাকি?"

গোপীবাবু। হাঁ, বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের সাধনধারার যে বিবরণ পাওয়া যায় উহার সহিত ঐ সাধনধারার কতকটা মিল আছে।

মা। আর বিশ্বমিলনটা কি ?

গোপীবাবু। উহা সমষ্টিজীবের সহিত ইষ্টের মিলন।

মা। আর মহামিলন কি?

গোপীবাবু। ইহা নিজের সহিতই নিজের মিলন।

এই বলিয়া গোপীবাবু হাসিলেন। শ্রীশ্রীমাও হাসিয়া ঐ কথা যেন অনুমোদন করিলেন।

পরে গোপীবাবুর নিকট আমি ঐ সাধনধারা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা কতকটা এইরূপ—ঐ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রথমে শক্তির সাধনা করেন এবং উহার সহিত শিবও ছিলেন। ইহা হইল কুন্ডলিনী জাগরণের অবস্থা। শক্তির উপাসনার ফলে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় এবং জীবের শিবরূপতা হয়। শিবভাবের অভিব্যক্তি না হইলে ব্রহ্মে প্রবেশের অধিকার হয় না।

উহার পর ঐ মহপুরুষ অক্ষর উপাসনার কথা বলিয়াছিলেন। অক্ষর হইল ব্রহ্মের দ্বারস্বরূপ। এখানে শব্দরূপ যে চৈতন্য তাহাতে প্রবেশের অধিকার হয় অর্থাৎ ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয়। ইহার পর শব্দ উপাসনা। ইহার ফলে নাদ, মহানাদ, পরনাদ ইত্যাদি নাদের অবস্থাগুলি ভেদ হইয়া যায়। ইহা ভেদ হইলে শব্দব্রহ্মের অতীত পরব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে। পরব্রহ্ম প্রাপ্তিই সত্য প্রতিষ্ঠা বা সত্যে স্থিতি। এতটা পর্য্যন্ত আয়ত্ত হইলে রসব্রহ্মে যাওয়ার অধিকার জন্মে। সত্যের পর চিৎব্রহ্মের অভিব্যক্তি, তাহাতে আনন্দ আভাসরূপে প্রকাশিত থাকে। এইখানে যে মিলন হয় উহাকে ঐ মহাপুরুষ বিশ্বমিলন বলিয়াছেন। ইহাকে সমষ্টি আত্মার মিলন বলা যাইতে পারে। ইহার পরাবস্থাই মহামিলন অর্থাৎ আত্মার পরমস্বরূপাবস্থা।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গে

—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

সাধক তথা যোগীর জীবনে অন্য ধর্মের বিকাশের মতো করুণার বিকাশও আবশ্যক। জগতের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রস্থানে এই ধর্মের বিশেষ মহত্ব স্বীকার করা হয়েছে। করুণাই সেবার মূল। এই প্রসিদ্ধি ঠিক -'সেবাধর্মঃ পরমগহনো যোগিনাম্ অপি অগম্যঃ'। যাঁর চিত্তে সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয় না এবং যাঁর হৃদয় করুণায় প্রভাবিত হয় না, এইরকম পুরুষের হৃদয় অবশ্যই সঙ্কুচিত। সমস্ত প্রকারে আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের সিদ্ধিই তাঁর লক্ষ্য হয়। যখন তাঁর অধিকার স্বল্প হয় তখন তিনি আপনার জন্য ঐহিক তথা পারত্রিক অভ্যুদয় চান–হয় জাগতিক ঐশ্বর্য্য চাইবেন অথবা পারলৌকিক স্বর্গাদির আনন্দলাভ। যখন অধিকারের উৎকর্ষ হয়, তখন তাঁর লক্ষ্য হয় ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি। যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য আনন্দের অভিব্যর্জনও হয়, তাহলেও তিনি ব্যক্তি-জীবনের সীমায় আবদ্ধই থাকেন। বিশ্ব-কল্যাণ অথবা পরার্থ-সম্পাদন তাঁর জীবনের সীমায় আবদ্ধই থাকেন। বিশ্ব-কল্যাণ অথবা পরার্থ-সম্পাদন তাঁর জীবনের ধ্যেয় হয় না। কখনও কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরার্থপরতারও আভাস মেলে, কিন্তু উহা বস্তুতঃ স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপই হয়। ইহার উদাহরণে দয়া-বৃত্তির নাম নেওয়া যেতে পারে। এই বৃত্তিকে কার্যরূপে পরিণত করলে পর অথবা ভাবনারূপে গ্রহণ করলে পর উহাতে কার্যকর্ত্তা তথা ভাবকের চিত্তশুদ্ধি হয়। উহাতে জ্ঞানপ্রাপ্তি তথা মুক্তিতে সহায়তা মেলে। এই স্থলে দয়া অন্যের জন্য মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা আপন কল্যাণেরই সাধক।

ভক্তি তথা প্রেম সাধনের ক্ষেত্রে যেমন সাধনরূপ ভক্তি এবং সাধ্যরূপ প্রেম-ভক্তিতে পার্থক্য আছে, ঠিক তেমনি করুণাসম্বন্ধী অনুশীলন ক্ষেত্রে সাধন তথা সাধ্যকরুণার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হয়।

যোগদর্শনে চিত্তের পরিকর্মরূপে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা তথা উপেক্ষার নিয়মিত পরিশীলনের উপযোগিতা দেখানো হয়েছে। প্রাচীন পালি সাহিত্যেও ব্রহ্মবিহার নামে এইসকল বৃত্তির নির্দেশ আছে। যোগদর্শনে করুণার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, উহাতে সর্বাংশতঃ ভিন্ন এক অন্যরূপও আছে। ইহার অবলম্বনে অর্থাৎ উহাকে জীবনের লক্ষ্য বা সাধ্য করলে, মহাযানী অধ্যাত্ম-সাধনার পথ প্রবর্ত্তিত হয়। এইপ্রকার করুণার অন্তরায় ব্যক্তিগত মুক্তি। এজন্য এই মুক্তি উপাদেয় মানা যায় না। উপনিষদ্‌কালীন প্রাচীন সাধনায় জীবনমুক্তির দশাকেই করুণা প্রকাশের ক্ষেত্র স্বীকার করা হয়েছে। জ্ঞানী তথা যোগীর পরার্থ-সম্পাদন এই মহান ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। জীবনমুক্ত জ্ঞানীর জীবনের উদ্দেশ্য ভব-দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য উপায়রূপে জ্ঞান দান করা। করুণাপ্রকাশনের ইহাই মুখ্য প্রণালী ছিল। করুণা প্রকাশ করার অন্য প্রণালীসকল গৌণ মনে করা হতো। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই সংসারতাপে পীড়িত জীবের উদ্ধারের জন্য অধিকারী ছিলেন। বর্তমান জগতে করুণার যত প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা আবশ্যক হলেও মুখ্য করুণার নিদর্শন নন্। হাঁ-দুইই সেবাধর্ম, ইহাতে সন্দেহ নেই। যতক্ষণ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ দেহ থাকে। এজন্য জীবন্মুক্তিই সেবার জন্য যোগ্য সময়। কিন্তু ইহা পরিমিত, কেননা দেহান্ত হলে সেবার অবসর থাকে না। এইজন্য জীবন্মুক্তিবিবেকে বিদ্যারণ্য স্বামী জ্ঞানতন্তুর সংরক্ষণকেই জীবন্মুক্তির মুখ্য প্রয়োজন বলেছেন।

জীবন্মুক্তিতে জ্ঞানের আবরণশক্তি থাকে না, এজন্য স্বরূপ-জ্ঞান অনাবৃত থাকে। পরন্তু বিক্ষেপশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য উপাধি থাকে। এইজন্য এই সময়ে জীব তথা জগতের সেবা হতে পারে। জীবন্মুক্তই যথার্থ গুরু। একমাত্র এই গুরুই তারক-জ্ঞানের সঞ্চারক এবং যথার্থরূপে দুঃখমোচক তথা সেবাব্রতী হয়।

কিন্তু এই সেবার ক্ষেত্র দেশগত দৃষ্টিতে পরিমিত এবং কালগত দৃষ্টিতেও সঙ্কুচিত। পরিমিত এইজন্য যে এক ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র বিশাল হলেও সীমাবদ্ধ। সেবকের জন্য সেবার অবসর ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ দেহের সাথে সম্বন্ধ থাকে। দেহ অবসানের পর অথবা কৈবল্য-লাভ করবার পর সেবা করবার সম্ভাবনাই থাকে না। উহার প্রয়োজনও থাকে না, কেননা ব্যষ্টিচিত্তের শুদ্ধিই তো তাঁর প্রয়োজন। তাঁর জন্য সেবাব্রত সর্বথা অনাবশ্যক হয়ে যায়। ঐ সময় আপনা-আপনিই কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়ে যায়। ঐ সময় জীবন্মুক্ত গুরু পরম্পরাক্রমে সেবাব্রতের ভার আপন যোগ্য শিষ্যকে দিয়ে পরমধামে প্রয়াণ করেন। ইহাই স্বাভাবিক।

যাঁর চিত্তে পরদুঃখের প্রহাণেচ্ছা বা দূর করার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, তিনি এমন প্রযত্ন করেন যাতে শীঘ্র স্কন্ধ-নিবৃত্তি না হয়। তাঁর এই প্রযত্ন বা চেষ্টা ভোগের বিলাসের জন্য নয়, বরং জীব-সেবার অবসর বাড়ানোর জন্য। যাঁর চিত্তে স্বল্পভাব অথবা সঙ্কোচ নেই, তাঁহাতে এইপ্রকার ইচ্ছার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সব চিত্তে এইপ্রকারের ইচ্ছা হয় না, ইহা সত্য; কিন্তু কারও-কারও মধ্যে অবশ্য হয়, ইহাও সত্য। ইহাই তাঁর মহত্ত্বের নিদর্শন। গোত্র-ভেদ যাঁরা মানেন তাঁদের এই মূল যুক্তি। ভক্তি-সাধনার মার্গেও ঠিক এই প্রকারের বিচার দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্য কারও কারও মতে আবশ্যক হলেও ভক্তি চিরস্থায়ী নয়, কেননা অভেদ-জ্ঞান অথবা মোক্ষলাভ করার পর উহার অবকাশ থাকে না। এই ভক্তি উপায় অথবা সাধনরূপ, এখানে উপেয় (সাধ্য) জ্ঞান অথবা মুক্তি থাকে। যাঁর চিত্তে সঙ্কোচ কম তাঁর নিত্যভক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়, ইহা ফলরূপা ভক্তি। উহা মুক্তি থেকে অভিন্ন অথবা উর্ধ্বে।

এইপ্রকার ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ। কত মুক্ত পুরুষও এর জন্য লালায়িত থাকেন। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ।

কিন্তু নশ্বর, পরিণামী এবং মলিনদেহে এই প্রকারের মহান আদর্শের প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব। এইজন্য মর্ত্ত্যদেহকে স্থির তথা নির্মল করার জন্য প্রযত্ন আব্যশক। বৈষ্ণবদের ভাবদেহ, প্রেমদেহ তথা রসদেহ এইপ্রকারের সিদ্ধদেহ। এইসব দেহ জরা-মৃত্যুর অতীত। ইহারই নামান্তর পার্ষদ-তনু। ইহার দ্বারা নিত্যধামে নিত্যভক্তির যাজন হয়। জ্ঞানীর বিষয়েও এইপ্রকারের কথা আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞান-অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, কিন্তু উহা অজ্ঞানের আবরণ অংশেরই নিবর্ত্তক, বিক্ষেপ অংশের নয়। এজন্য বলা হয় জ্ঞানের উদয় হলেও প্রারব্ধের নাশ হয় না। কিন্তু এমনও বিশিষ্ট জ্ঞান আছে যাতে বিক্ষেপেরও নিবৃত্তি হয়ে যায়। এইপ্রকার জ্ঞানের উদয়ের সাথে সাথেই দেহপাত হয়ে যায়। এমনও জ্ঞান আছে যাঁর প্রভাবে এই কর্মজন্য মলিনদেহের নাশ হয় না, কিন্তু রূপান্তর প্রাপ্তি হয়। ইহাতে দেহ চিন্ময় হয়ে যায়। প্রথমে উহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হয়। ঐ সময় উহার জরা-মৃত্যু থেকে নিবৃত্তি হয়ে যায়। তারপর সাক্ষাৎ চিন্ময়ত্ব লাভ হয়ে যায়। আগমের পরিভাষায়, প্রথম দেহের নাম 'বৈন্দব' এবং দ্বিতীয়ের নাম 'শাক্ত'। শাক্তদেহ বস্তুতঃ চিৎ-শক্তিময় দেহ। উহাতে বিন্দু অথবা মহামায়ার লেশও থাকে না। এই বৈন্দবদেহের নামই সিদ্ধদেহ। বৌদ্ধ, শৈব তথা শাক্তসিদ্ধাচার্য্যগণ এই বৈন্দব অথবা সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত করে আপন ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ করেন। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খলায় বদ্ধ নয়। তাঁরা এই দেহে অবস্থান করে জীব-সেবা করেন। এই দেহে মৃত্যুর ভয় নেই। এজন্য সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই দেহে থেকে জগতের কল্যাণের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘকাল পরে ইহারও এক সীমা আসে। ইহা তো ঠিকই এই সময়েও দেহের পাত হয় না। কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যাবার পর যোগী উহাকে সঙ্কুচিত করে পরমধামে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ এই দেহকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যতনু নামেও বর্ণনা করেন। নাথ সম্প্রদায়, রসেশ্বর যোগী সম্প্রদায় তথা মহেশ্বর সম্প্রদায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সেন্টজনের এপোকলিপ্সেও এ বিষয়ে বহু ইঙ্গিত আছে। খ্রীষ্টীয় মতে 'রিসারেক্শান্ বডি' তথা 'এসেন্সন্ বডি'-র ভেদ এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

(ক্রমশঃ)

☆

মা আমার আনন্দময়ী

—শ্রী নিগমকুমার চক্রবর্তী

(১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রী দুর্গাপূজার সময়ে নৈমিষারণ্য আশ্রমে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা'র শ্রীচরণ কমলের জ্যোতির্ময়ী ছায়ায় বসিয়া মাতৃ-আজ্ঞায় পঠিত)

আনিলে ভুবনে আনন্দধারা আনন্দধাম হতে
প্লাবিত হইল বিশ্বজগৎ তব করুণাস্রোতে॥
মুগ্ধকন্ঠে গাহিল গায়ক তব বন্দনা-গীতি
ছন্দে তাহার মন্দ্রিত হইল কল্পযুগের স্মৃতি॥
ভক্তিধারায় ধৌত হইল সব সংশয়-দ্বন্দ্ব
মন্ত্রপ্রবাহে হৃদয়তন্ত্রে মুক্ত হইল বন্ধ॥
জাগ্রত হল সুপ্তশক্তি নিদ্রিত মূলাধারে।
আকুল হিয়া ব্যাকুল হইল জাগৃতি-সঞ্চারে॥
অচৈতন্য লভিল চেতন উন্মুখ হইল ধারা।
জননি! তোমার বরদ-হস্ত ভাঙ্গিল নিগড়-কারা॥
প্রকাশিলে ভবে পরমেশ্বরি! কী অপরূপ সাজে
ষড়ৈশ্বর্য ভাতিছে তোমার দিব্য কান্তি মাঝে॥
আনন্দঘন-মূরতি মাঝে রাজিছে পূর্ণানন্দ
সত্যশিবসুন্দর তুমি নির্গুণ নির্দ্বন্দ্ব॥
নিত্যনূতন চিরপুরাতন তুমি মা চিরন্তনী
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত শাশ্বত সনাতনী॥
জয়তু জননী আনন্দময়ী রাজরাজেশ্বরী মা-গো
গুরু গরীয়সী তুমি মা শ্রেয়সী অন্তরে মম জাগো॥
পূর্ণ হৃদয়ে পূজিতে কাতর তব চরণারবিন্দ
রচিয়া এ গীতি জানায় প্রণতি ভক্ত নিগমানন্দ॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী *

"ও নমো ভগবতে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণায়"

—স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

মঙ্গলাচরণ

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
ন তৎসমশ্চাধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রুয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাদিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

একোবশী নিষ্ক্রিয়ানাং বগুনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেনু পশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শ্বাশ্বতং নেতরেষাম্॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যঃ বিদধাতি কামান্
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

যো ব্রহ্মানং বিদধাতি পূর্ব্বম্
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

(উদ্ধৃতিঃ শ্বেতাশ্বেতর – উপনিষদ্)

---

* শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-ধন্য স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবিষক তত্ত্ব ও তথ্য-সম্বলিত গবেষণামূলক নবীন গ্রন্থ "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী" প্রকাশিত হইবার পথে। ধারাবাহিক ভাবে অমৃতবার্তার পাঠকদের জন্য উহা প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত।

—কার্য্যকরী সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Shri Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমারাধ্যা, পরমপূজনীয়, মঙ্গলময়ী, কল্যাণময়ী, অখন্ডভাবঘনতনু, দেবমানব—বন্দিত চরণযুগল। ভুবনমঙ্গলবিগ্রহ, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের শ্রী পাদপদ্মে নমো নমো নমঃ।

মা!

তুমি আমার হৃদয় কমলে নিত্য বিরাজিত। তুমি আমার আত্মা। তুমি আমার মতি-গতি-স্থিতিতে সদাই বিরাজমান—তা যেন আমি অনুভব করতে পারি। তুমি সদাই বলে থাক, এখনও সুমধুর স্বরে বলে চলেছ—'হরি কথাই কথা—আর সব বৃথা ব্যথা'। আমি তো বুঝি 'মাতৃকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। তোমার অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা-বিলাস সাগরের কতগুলি লীলায়িত তরঙ্গ মাধুরী এই লেখনীর মাধ্যমে জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করার প্রেরণা ও প্রয়াস তোমারই কৃপায় যেন সার্থক হয়। সূর্যকে যেমন দীপের আলো দিয়ে প্রকাশ করা যায় না তেমনই তোমার মহাপ্রকাশের বর্ণনা অক্ষরের মাধ্যমে কালি-কলমের সহায়তায় কি প্রকাশ করা যায়? তবুও মন যে বোঝে না, প্রাণ যে মানে না তুমি ছাড়া অন্য কিছু আছে কি, যা নিয়ে মেতে থাকব। জীবনের সপ্ততারে (সেতারে) তোমার কথা সদাই বাজে। তোমার কথা শুনতে তোমার কথা শোনাতে বড়ই ভাল লাগে। মা, তাই এই লেখনীর মাধ্যমে তুমি যে নিত্য আছ তারই যেন প্রকাশ হয় এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

গুরুও বুঝি না ইষ্টও, বুঝি না। তুমিই আমার ইষ্ট তুমিই আমার গুরু। তুমিই যে সদগুরু জগদ্গুরু প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা একথা তুমি মর্ত্তলীলায় জগদ্বাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছ। যারা বোঝবার তারা বুঝেছে। যারা মাতবার তারা মেতেছে। যারা মজবার তারা মজেছে। তবে আমি জানি তুমি আমার মা বড় আপন মা। মা বলার অধিকার দিয়েছ যে চমৎকার—সেই অধিকার বলে বলীয়ান হয়ে তোমার মধুর লীলাগাথা আজ লিখতে বসেছি। আমার ওপর যেন গুরুকৃপা ইষ্টকৃপা হয় সেই আশীর্ব্বাদ কর।

'মা', তোমার দিব্য শরীরের মধ্যেই সকল দেব-দেবীর আবির্ভাব ও স্থিতি-সেকথা আমরা তোমার শ্রীমুখ থেকেই শুনেছি। তাই এই মহাগ্রন্থ লেখার আরম্ভ পর্ব্বে সকল দেব-দেবীর আশীর্ব্বাদ ও কৃপা প্রার্থনা করি।

প্রাচীন শাস্ত্র পরম্পরা অনুসারে এবং লৌকিক বিধি অনুসারে সর্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণনায়ক শ্রীগণেশের স্মরণ-মনন করি। গণেশ-জননী মা দুর্গাকেও প্রণাম জানাই। উমা হৈমবতী রূপে তিনিই ব্রহ্মশক্তি চিন্ময়ী আমাদের সকল শক্তির আধারভূতা। মা সারদা সরস্বতী বিদ্যাদায়িনী দেবীর চরণবন্দনা করি। ইনি আজ সেই বিদ্যা দান করুন যে বিদ্যার আলোকে শ্রীশ্রী মায়ের স্বরূপ-স্বভাব-লীলা-বিলাস প্রকাশিত হয় লেখনীর মাধ্যমে। কার্য সুষমা সৌন্দর্য্য ও শ্রী প্রাপ্তির জন্য মহালক্ষ্মীর পাদপদ্মে বারবার নমন্ করি। রামকৃষ্ণাদি অবতারগণকে প্রণাম জানাই। প্রাচীন ঋষি মুনিদের অনুভব ও ভাবনাকে আজ সাদরে শ্রদ্ধা জানিয়ে আহ্বান করি।

মাতৃভূমি জন্মভূমি ভারতবর্ষ তোমার কোলেই জন্ম নিয়েছি, জন্ম-কর্ম সবই তোমার পবিত্র ভূমিতে। শ্রীমদ্ ভাগবতে তোমার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তুমিই মর্ত্তের বৈকুন্ঠ ধাম্ (ভারতাজির)। দেবতাগণও তোমার পবিত্রভূমিতে জন্ম নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ যে কোন পন্থা অবলম্বন করে এই ভারত ভূমিতে সিদ্ধিলাভ করা যায়·এ কথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। এই ভূমিতে দেবতা মানব হয়ে নেমে এসে লীলা করেন। আবার মানব তার ত্যাগ তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে হয়ে যায় দেবতাতুল্য। এই দেব-মানবের মিলন ভূমিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের খেওড়া নামক গ্রামের পবিত্র মাটিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ বারে বারে মাথা নোয়াই। সেখানকার ধূলিকণাতে মিশে আছে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মঙ্গলময় মহাস্পর্শ। শুভ আবির্ভাব ও মহিমায় যা চিরভাস্বর।

এই সুযোগে শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্ত অনুরাগীবৃন্দের সমাদর করি। যারা মাতৃ-কথামৃতের ও চরিতামৃতের রসগ্রাহী। সর্বাগ্রে মনে পড়েঁ জ্যোতিষচন্দ্র রায় মহাশয়কে। যিনি পরবর্ত্তী জীবনে ভক্তগণের কাছে 'ভাইজী' এবং সন্ন্যাসজীবনে 'মৌনানন্দ পর্ব্বত' বলে পরিচিত ছিলেন। যিনি জীবনের অন্তিম সময়ে মায়ের স্নেহ সিঞ্চিত অঙ্কে মস্তক রেখে দৃঢ় বলিষ্ঠ কন্ঠে সঙ্কোচবিহীনভাবে বলে উঠেছিলেন—**'মা, আমি এক, পিতাজী আমি এক, আমরা সকলে এক'**। আজ সেই একান্নবর্ত্তী মাতৃপরিবারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভাইজীর স্মরণ মনন করি। মায়ের গর্ভধারিনী মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী যিনি পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাসিনী হয়ে 'স্বামী মুক্তানন্দ গিরি' নাম ধারণ করে গুরুপদ অলঙ্কৃত করে অগণিত মানবকে দীক্ষাদান করে তাঁদের মাতৃ-কৃপা ও মুক্তির আনন্দলাভে সাক্ষাৎ সহায়ক হয়েছিলেন সেই মুক্তিদাতা গুরু মুক্তানন্দ গিরিকে প্রাণভরে প্রণাম করি। তাঁর আশীর্ব্বাদলাভে বঞ্চিত না হই। এবার স্মরণ করি মায়ের জাগতিক স্বামী বাবা ভোলানাথকে। পূর্বাশ্রমে যিনি রমনীমোহন চক্রবর্ত্তীরূপে, সাধক জীবনে তিনি তারাসিদ্ধ 'রমা পাগলা' রূপে, মায়ের বধূজীবনে যিনি সদাসংরক্ষক পতিরূপে এবং ভক্তজনের কাছে পরম আদরের পিতাজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অপূর্ব্ব এই মাতৃ-পার্ষদ ভোলানাথের জীবনচরিত্র। পূর্ব্বসিদ্ধি বলে স্বয়ং শিবানীর স্বামীরূপে প্রথম জীবনে আবির্ভূত হলেন। পরে তিনিই আবার এই স্ত্রীকে ইষ্টরূপে গুরুরূপে বরণ করে নিলেন। জীবনের অন্তিমকালে আবার সন্তানভাবে পরিপুষ্ট হয়ে তাঁকেই মা, মা ডেকে জগতকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন, কঠিন ত্যাগ, তপস্যা ও সংযমের প্রতিমূর্ত্তি বাবা ভোলানাথকে আজ সশ্রদ্ধ স্মরণ মনন করি। আজকের এই মঙ্গলময় মুহূর্তে গুরুপ্রিয়া দেবীকেও প্রণাম জানাই। প্রথমে জীবনে যিনি মা-বাপের আদরিণী হয়ে 'খুকুনি' নামে পরিচিত ছিলেন, পরে তিনি মাতৃদত্ত মহানাম গুরুপ্রিয়াদেবী নামে পরিচিত হলেন। যথা নাম তথা গুণ এমনটি সাদৃশ্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, তিনি ছিলেন মাতৃসেবা নিষ্টার ঘনীভূত প্রতিমূর্ত্তি। শতকাজের মাঝেও সময় করে তিনি যে মাতৃ-লীলা বিষয়ক গ্রন্থরাজি লিখে গেছেন তা অতুলনীয় আকার গ্রন্থরূপে নিজের স্থান করে নিয়েছে। ধন্য গুরুপ্রিয়াদেবী, ধন্য তোমার মাতৃ-ভক্তি, গুরুভক্তি ও সেবা নিষ্ঠা। বহুদিন তোমার সাহচর্য্য পেয়েছি। তোমার ছোঁওয়া পেয়ে নিজেকে যেন কৃত কৃতার্থ মনে করতে পারি। মায়ের সর্ব কাজ সাধন ও সঙ্কট মোচন মহাবীররূপে নিষ্কাম কর্মযোগীরূপে স্বামী পরমানন্দজীকেও আজ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। যিনি শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমাকে সর্বশাস্ত্রময়ী চলন্ত গীতারূপে দর্শন করতেন। শ্রীশ্রী মায়ের এই পঞ্চপার্ষদের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা নিয়ে এই পরম শুভকাজে ব্রতী হওয়ার সাহস করছি।

মাতৃ-সমাজে সতত সমাগত শ্রদ্ধেয় সাধু সন্ন্যাসীগণের মধ্যমণি শ্রীশ্রী হরিবাবাজীর কথা আজ বারে বারে স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে। সৎসঙ্গের মহিমা ও নিষ্ঠা এবং মাতৃ-লীলার মহিমা বর্ণনায় তিনি যে কত বড় একনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। তিনি শ্রীশ্রীমাকে কখনও শ্রীমান্ মহাপ্রভুরূপে কখনও বাৎসল্যরসময়ী মা যশোদারূপে দর্শন করতেন। যিনি নিজেই নিজেতে সমুজ্জ্বল-সকল প্রকার বাঁধনহারা-সদা স্বাধীন-সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র এমন শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাকে সৎসঙ্গে মধুর মাধ্যমে কিভাবে বেঁধে ফেলা যায় সেটা হরিবাবার জীবনের মধ্য দিয়ে মা আমাদের সামনে এক অপূর্ব্ব আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা ধন্য মাতৃ-সান্নিধ্যে হরিবাবার সৎসঙ্গের মহিমার সাহচর্য পেয়ে। সর্ব্ব শেষে আমার পরমার্থ পথের পরম শিক্ষাগুরু জ্ঞানমূর্ত্তি আচার্য্যপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ করিবাজ মহাশয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণ বন্দনা করি। যাঁর জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়ে আমি সর্বত্র এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের দৃষ্টির প্রেরণা ও সন্ধান পেয়েছি। সকল পাঠকমাতৃভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে বিনীত প্রার্থনা করি যেন এই শুভ গ্রন্থ আরম্ভ ও সমাপ্তির জন্য তাঁহাদের স্নেহ-দৃষ্টি হতে বঞ্চিত না হই।

সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্বদেব-দেবীময়ীরূপে-অরূপে স্বরূপে রূপাতীতে সদা বিরাজিতা মঙ্গলময়ী মায়ের কাছে মঙ্গলমত গ্রন্থারম্ভ ও সমাপ্তির জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা জানাই-আশীর্ব্বাদ যাচনা করি।

☆ ☆ ☆

ঢাকার রমনা মাঠে মায়ের নামে নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবপ্রতিষ্ঠিত যে কোন আশ্রমে প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতির পর যেমন গুরুবন্দনা ও ইষ্টবন্দনা দিয়ে নাম গান ও সৎসঙ্গ শুরু হয় এখানে এখনও পর্য্যন্ত তেমন কিছুর প্রচলন হয়নি। কেবলমাত্র মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত একটি অসম্পূর্ণ স্তোত্র সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাওয়া হত। একদিন স্বয়ং মা ভাইজীকে ডেকে বললেন-"যে স্তোত্রটি এখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাওয়া হয় সেটিতো অসম্পূর্ণ। আর কোন ব্যবস্থা করতে পারিস"? মার আদেশ শিরোধার্য করে ভাইজী ঐ বিষয়ে ভাবতে আরম্ভ করলেন। এর কয়েকদিন পরে শেষ রাত্রে তিনটায় ভাইজী মাতৃভাবে ভাবিত হয়ে লেখনী ধারণ করলেন। তাঁর মনে হল স্বয়ং মা-ই যেন তাঁর স্বরূপ ও স্বভাব লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অতি সাবলীল ও সহজভাবে কিছুমাত্র পূর্ব্ব ভাবনা চিন্তা না করে ভাইজীর লেখনীর থেকে নিম্নলিখিত মাতৃ বন্দনা-অষ্টকটি প্রকাশিত হল-১১ই পৌষ, ১৩৩৬, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২৯, বৃহস্পতিবার।

এখানে স্বরচিত মাতৃ-বন্দনার অবতারণা না করে মাতৃভাবে ভাবিত ভাইজীর লিখিত ভক্তগণের চিরস্মরণীয় চিরবরণীয় চিরাচরিত সুপ্রসিদ্ধ মাতৃ-বন্দনা-অষ্টকটি মঙ্গলাচরণের আনন্দমঙ্গলে সমাপন পর্বে সন্নিবেশিত হল।

☆

মাতৃ-বন্দনা অষ্টক

(জয়) হৃদয়-বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী (শ্রী) আনন্দময়ী মা।
ভুবনউজ্জ্বলা জননী নির্মলা পুণ্যবিস্তারিণী মা॥
রাজরাজেশ্বরী স্বাহা স্বধা গৌরী প্রণবরূপিনী মা॥
সৌম্যাসৌম্যতরা সত্যা মনোহরা পূর্ণপরাৎপরা মা॥
রবিশশীকুন্তলা মহাব্যোমকুন্তলা বিশ্বরূপিনী মা॥
ঐশ্বর্যভাতিমা মাধুর্যপ্রতিমা মহিমামণ্ডিতা মা॥
রমা মনোরমা শান্তি শান্তা ক্ষমা সর্বদেবময়ী মা॥
সুখদা বরদা ভকতিজ্ঞানদা কৈবল্যদায়িনী মা॥
বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বপালিনী বিশ্বসংহারিনী মা॥
ভক্তপ্রাণরূপা মূর্তিমতী কৃপা ত্রিলোকতারিণী মা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্যকারণভূতা ভেদাভেদাতীতা পরম দেবতা মা॥
বিদ্যাবিনোদিনী যোগিজনরঞ্জনী ভবভয়ভঞ্জিনী মা॥
মন্ত্রবীজাত্মিকা বেদপ্রকাশিকা নিখিলব্যাপিকা মা॥
সগুণা সরূপা নির্গুণা নিরূপা মহাভাবময়ী মা॥
মুগ্ধ চরাচর গাহে নিরন্তর তবগুণ মধুরিমা॥
(মোরা) মিলি প্রাণে প্রাণে প্রণমি (শ্রী) চরণে জয় জয় জয় মা॥

ডাক মা মা মা মা মা মা মা,
বল মা মা মা মা মা মা মা,
গাও মা মা মা মা মা মা মা,
ভজ মা মা মা মা মা মা মা,
জপ মা মা মা মা মা মা মা,
জয়তু মা আনন্দময়ী।

(ক্রমশঃ)

☆

হারায়ে খুঁজি

—আনন্দ স্বরূপা

না ডাকিতে তুমি আসিলে জননী
ডাকিলে পাইনা দেখা
মধুর হাসি, সুমিষ্ট গান,
জুড়াইলে কত অভাগার প্রাণ
আমার বেলায় নিঠুর কেনগো, দাও মোরে ওগো দেখা॥
চক্ষু মুদিয়া দেখিবারে চাই
ব্যাকুলিত প্রাণ, করে হাহাকার
কোথা গেলে তোমা পাই?
ওগো কৃপাময়ী করো মোরে কৃপা
হিয়ার মাঝারে লুকায়ে থেকোনা॥
নয়ন সম্মুখে দাঁড়াও জননী,
প্রাণ ভরে তোমা করি দরশন
করোনা করোনা ছলনা॥
আয়ু সূর্য্য মোর বসিতেছে পাটে
আর কত তুমি কাঁদাবে আমাকে?
অধম সন্তানে না করিলে পার
(কেহ) পতিত–পাবনী কবে না তো আর।
মাতৃ নামেতে কলঙ্ক রটিবে
না করিলে মোরে কৃপা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

নারায়ণী অখন্ড পূর্ণ সত্তারূপে স্বতন্ত্রা, স্বশ্রয়া, মহাশক্তি। তিনিই ভাগবতের যোগমায়া, বিষ্ণুমায়া, -তাঁকেই দুর্গাসপ্তশতী বলেছেন মহামায়া। বিষ্ণুমায়া কারো পত্নী নন, নারায়ণ পর্যন্ত এই মহাশক্তির বশীভূত। দুর্গাসপ্তশতীতে যে দেবীকে পাওয়া গেল তিনি নারায়ণী। শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জ্যোতির্ময়ী নারায়ণীর কাছেই এসেছেন মহেশ্বর শক্তি মাহেশ্বরী, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী এবং ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী। দুর্গাসপ্তশতীতে মা নারায়ণী পরমতত্ত্ব। স্কন্দপুরাণে দেবী নারায়ণীকে বলা হয়েছে 'দুর্গাহন্ত্রে দক্ষায়েতে নমো নমঃ' অর্থাৎ 'দুর্গাসুর বধকারিণী দক্ষকন্যা তোমাকে প্রণাম'। দুর্গাকে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে, 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং' অর্থাৎ 'অগ্নিবর্ণা, তপস্যায় প্রজ্জ্বলিত বিরোচনের কন্যা'। ঋক্‌বেদে অদিতি জ্যোতিষ্মতী, তিনি জগত ধারণ করে আছেন (ঋ.বে.১.১৩৬.৩.)। দুর্গাসপ্তশতীতে সমস্বরে ব্যক্ত করেছেন 'দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ' অর্থাৎ 'ভগবতী দুর্গা যাঁর দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রয়েছে' (দুর্গাসপ্তশতী, ৫।১১৬)। দুর্গাসপ্তশতীর প্রথমেই দেখা গেল মহামায়া মহাশক্তিকে—তিনি সেখানে নারায়ণের মায়াশক্তি যোগনিদ্রা। তিনিই নারায়ণকে শক্তিমান করেন। নারায়ণ-পত্নীর আভাষ যোগনিদ্রায় নেই। তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন 'একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' অর্থাৎ 'আমি জগতে এক ও অদ্বিতীয়' (দুর্গাসপ্তশতী, ১০.৫)। তাই নারায়ণী শিবাশ্রয়া বা নারায়ণাশ্রয়া এখানে বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের ঈশ্বরী তা প্রকাশিত হয়ছে। এই পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তি নারায়ণীই, 'পরমা ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যা' (দুর্গাসপ্তশতীর ৪.৯)। ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির হেতু। দুর্গাসপ্তশতীর পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হল, "যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণু মায়েতি শব্দিতা" অর্থাৎ তিনি সর্ব প্রাণীতে বিষ্ণুমায়া রূপে অভিহিতা হন। শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'যে শক্তি মেঘ, বৃষ্টি, ও শষ্যের উৎপত্তি প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই বিষ্ণুমায়া (বরাহপুরাণ)। বিষ্ণুমায়া নারায়ণী, কারণ মেঘ, বৃষ্টি ও শষ্যের সঙ্গে ব্রহ্মাত্মিকা ব্রহ্মশক্তি নারায়ণীরই প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। দুর্গাসপ্তশতীর একাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলা হল 'অপাং স্বরূপ স্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ বীর্যে' অর্থাৎ আপনি জল রূপে অবস্থিতা হয়ে এই সমগ্র জগতকে পরিপুষ্ঠ করেছেন, অতএব আপনি সর্বাত্মিকা তারপর স্বয়ং ব্রহ্মময়ী নারায়ণীই পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশিতা হয়েছেন। দুর্গাসপ্তশতীতে প্রকাশ করা হয়েছে, 'সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি প্রদায়িণী' (দু.স.১১.৭) অর্থাৎ 'আপনি সর্বভূত স্বরূপা, স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী এবং প্রকাশরূপিনী'। নারায়ণী মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম, পুরাণের ভগবান ত আসল কথা হল। স্বয়ং ভগবান ছাড়া কেউই মুক্তি প্রদান করতে পারেন না।

নারায়ণীত্ব প্রকাশ করতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলেছেন যে, 'নারায়ণী মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী' অর্থাৎ 'দুর্গতি নাশকারিণী দুর্গাই নারায়ণী' (ব্রঃ,পু.৬৪.৫২)। দেব্যুপনিষদ বলেছেন যে দুর্গা ব্রহ্মস্বরূপিনী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অহং ব্রহ্মস্বরূপিনী'। মা দুর্গার পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকাশ করেছেন 'মা দুর্গা মেনকা কন্যা দৈবদুর্গতিনাশিনী' অর্থাৎ তিনি মেনকা কন্যা, দৈবদুর্গতিনাশিনী। তিনিই অগ্নির দাহিকা শক্তি ও সূর্যের প্রভাশক্তি। শ্রীমহাভাগবতের মতে দুর্গা অতসীকুসুমবর্ণা সিংহপৃষ্ঠ–সমারূঢ়া দশভুজা। দশভুজা মা দুর্গা শিবলোকের বামে গৌরীলোক ষোড়শদ্বার শোভিত ও বহু পতাকা দ্বারা সজ্জিত। নিখিল ব্রহ্মান্ডের ব্রহ্মাদি দেবগণ শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে জগদম্বিকা মা দুর্গার পূজা করেন (শ্রীমহাভাগবত ৪৩.১৮)। মা দশভুজার উপরোক্ত বৈদিকীমূর্তির অনুরূপ দেবীর পৌরাণিক মূর্তি, 'পৌরাণিকী তুযা মূর্তি দেবী দশভুজা পরা'। দেবীর অষ্টভুজা, দশভুজা ও দ্বাদশভুজা মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তবে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্তিই বঙ্গদেশে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। দশভুজা দুর্গা অরূপা হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য রূপ ধারণ করেন। কারণ মা দুর্গার নিরাকার রূপের ধারণা জীব করতে পারে না, এই জন্য রূপ নির্মাণ করেই পূজক বা সাধক সাধন পথে যাত্রা করেন। পরাৎপরা জগদম্বা দুর্গার রূপ হিমালয় দেখেছিলেন। এবারকার লীলায় মার মধ্যে দশভুজার রূপ ভাবঘোরে অন্তরের ভক্তিতে অনেকে দেখেছেন। বিশেষ এক স্থিতিতে মার পূর্ণ রূপটি কীর্ত্তনে প্রকাশিত হয়েছিল–"স্বয়ং ভগবতী দুই হস্তে তড়িৎ গতিতে দশটি হস্তের ভাবের বিকাশ; কি রকমই স্বয়ং চালনায় যেন দশ প্রহরণধারিণী। কিছুতেই যেন কোন দিকের বর্ণনা করা হয়ই না। ধরিয়া বুঝিয়া উঠাই কঠিন। এসব দিকেতে অক্ষমতাই মানি। যাহাদের চোখের দেখা এই ভঙ্গী, ধরা তো কঠিনই। চিন্তা করিয়া যতটুকু পাওয়া ততটুকুই এই লেখায়। এই দেখার ক্ষণের মধ্যে কাহারও নাকি দশহস্ত ধারিণী সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ রূপটি" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, পঞ্চম ভাগ)।

গুরুপ্রিয়াদিদি লাবণ্য নামে একটি মেয়ের কথা বর্ণনা করেছেন, 'মেয়েটি পূজার কাজে গিয়া বসিয়া একদৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু একটু হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল, 'দিদি, দেখুন, প্রতিমার মুখ ঠিক কাকীমার মুখের মত দেখাইতেছে'। - - - - মেয়েটির কথার উত্তরে আমি বলিলাম, 'কাকীমার কি দশ হাত নাকি? কি বলিতেছ ও সব'। মেয়েটি বলিল, সত্যি কথাই বলিতেছি। দশ হাত কি সকলে দেখিতে পারে? মানুষের সঙ্গে মিলিয়া থাকিবার জন্য দশ হাত লুকাইয়া দুই হাত দেখাইতেছেন (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ)। শুধু লাবণ্য কেন, গুরুপ্রিয়াদিদির পিতাও মার মধ্যে দশভুজা রূপ দর্শন করেছিলেন। তাঁর বাবার দর্শন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'মানস সরোবরে বাবার যখন রূপ পরিবর্ত্তন হইল সেই সময়, তিনি মাকে দশভুজা রূপেই দর্শন করিয়াছিলেন (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ)। অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত অযাচিত মায়ের কৃপালাভ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'শ্রীশ্রীমাকে গতকল্য কৃষ্ণবেশে সাজান হইয়াছিল তখন আমার জামাতা শ্রীমান রাখাল উহা দেখিতে আমার সহিত কন্যাপীঠের তেতলায় গমন করে। লোকের ভীড় দেখিয়া দর্শনান্তে আমি নীচে নামিয়া আসি, কিন্তু সে এখানে থাকিয়া যায়। পরে শ্রীযুক্ত সুধীর সরকারের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গিয়া মার মধ্যে দশভুজা দুর্গামূর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া যায়' (আনন্দবার্তা, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১ম, ১৯৮৭)।

উপরোক্ত দর্শনগুলিকে মায়ের স্বরূপ প্রকাশের লীলা বলে মাতৃভক্ত ধরে নিতে পারেন। দুর্গা দশভুজা রূপে যাঁরা মাকে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁদের দর্শনটি কি রূপ? তাতে ভাবের ঘোর অবশ্যই ছিল, আর ছিল অফুরন্ত অন্তরের ভক্তি। মা দশভুজার স্বরূপ তো কোটি কোটি সূর্যাপেক্ষা প্রভাযুক্ত, মানুষের চর্মচক্ষে তা কি দর্শন করা সম্ভব? তান্ত্রিক শ্রুতি বলেছেন যে ব্রহ্মময়ী দুর্গার সাকার সগুণ মানবাকার রূপ হয় এবং ভক্ত সন্তান মায়ের রূপ-দর্শন করতে পারে। মায়ের দেহরূপ স্বচ্ছদর্পণে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাবণ্য-রাখালাদি করেছেন তাকে কল্পকথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দর্শনের মধ্যে মার পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ স্বরূপ যতটুকু প্রকাশিত হবার ততটুকু হয়েছে, বেশী নয়, কমও নয়, যার যেমন স্থিতি তাঁর তেমন লাভ। মা রূপময় বিশ্বের সর্বরূপের রূপস্বরূপ। আবার তিনি সর্বরূপের অতীত রূপাতীতা। মা দশভুজার রূপের প্রতি মাতৃসন্তানের আকর্ষণ স্বাভাবিক ধর্ম। রূপের ভেতর রস, আর রসই আনন্দ, তাই মার আনন্দময়ী দশভুজা রূপ, সত্ত্বময় বিশুদ্ধ মায়াত্মক শরীর নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন—এ রকম ভাবনা ভাবুক ভক্ত ভেবে ভাবসাগরে ডুবতে পারেন, তাঁদের বক্তব্য হল, 'ভক্তানাম্ অনুগ্রহায়' অর্থাৎ ভক্তদের অনুগ্রহ করবার জন্য তিনি মানবীতনু আশ্রয় করে প্রকাশিতা হয়েছেন।

নারায়ণী সর্বভূতের আশ্রয় এবং আশ্রিত উভয়ই। সব কিছুকে তিনি যেমন নিজের মধ্যে দেখেন নিজেকেও সবকিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। একেই বৃহত্তর অর্থে বলা হয় লীলা। তাঁর বিচিত্রশক্তি লীলায়িত হয়ে থাকে সৎচিৎ আনন্দশক্তিকে অবলম্বন করে। আর নরলীলার গোড়ার কথাই হল আনন্দ। অনন্ত আনন্দের ভাবঘন মূর্তিই হলেন মা আনন্দময়ী। দুর্গা দশভুজা রূপে তাঁর লীলা ভক্তমনে যেমন আনন্দ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করেছিল, তেমন ভাবেই লক্ষ্মী দ্বিভুজা রূপে তাঁর নরলীলা ভাবে বিভোর হয়ে ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করেছেন।

(ক্রমশঃ)

☆

মায়া মৃগ

—ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী

মায়া মৃগের পিছে রে মন
ছুটে মরিস বৃথা আশে।
কাল রূপে এ মায়া মৃগ
ধীরে ধীরে তোকে গ্রাসে॥
সামর্থ আর অর্থ যত
করলি ত ভোগ মনের সুখে।
(এখন) পরম পথের সুখটা কেমন
পরখ করে দেখনা বুকে॥
ধিক ধিক বাসনা আগুন
জ্বলতে থাকে বুকের মাঝে।
খুঁচিয়ে আগুন না বাড়িয়ে
(কিসে) নিবভে আগুন দেখনা খুঁজে॥
হৃদয় গুহার অন্ধকারে
অঙ্গুষ্ঠ ঐ পুরুষটিরে।
জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃরূপে
পারিস যদি রাখনা ধরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিচারণ

(এগারো)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬, কিষণপুর আশ্রম, দেরাদুন—

দিনগুলি বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবেই কেটে যাচ্ছে। আশ্রমে যারা আছি ঠিকমত নিময়সব পালন করছি। পাঠ শুনতে লোক হয়, কীর্তন বেশ ভালই জমে ওঠে। সন্ধ্যাবেলা একটু হাঁটতে বের হই। Blancaji আছেন কখনও বিল্লোজীও যান।

রামকৃষ্ণমিশন থেকে বই পড়ি। সত্যিই ওই স্বামীজীরা কি কষ্ট করে থেকেছেন ও কি কঠোর তপস্যা করেছেন। আমাদের জীবন ত অতি আরামের। তপস্যার নাম গন্ধ নেই, অথচ মহানকে ধরতে চাই–দুরাশা বিশেষ। মাতৃ কৃপাতেই সব হবে এই আশা নিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬—

এবার আমি মৌন নিলাম, বিল্লোজী কথা বলবেন। আজ একটা মজা হল। বিল্লোজী Blanca কে গুরুনানকদেবের জীবনী থেকে গল্প বলছে। কথা প্রসঙ্গে বলছে, "এক দফে অপনী গদ্দী দেনেকে বিচার সে - - - ইত্যাদি। Blanca বলছে, 'বুঝলাম না, 'গধী' (গদ্দীর উচ্চারণ ওই রকম করছে) দেবে কেন? গধী ত গাধার বৌ না?'

আমার হাসি দেখে ওরা প্রায় ভয় পেয়ে গেল। পেটে খিল ধরে যাচ্ছে মাটিতে শুয়ে পড়েছি। ওরা দুজনে দুদিক থেকে চেপে ধরে কোনও রকমে হাসি বন্ধ করালো।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ —

আমরা বেশ ভালই আছি। মাঝে মাঝে দিদির চিঠিতে মায়ের গতিবিধির সংবাদ পাই।

বসে বসে অনেক পুরোনো ঘটনাও মনে পড়ল। এইবার সোলনে (July ১৯৪৬) একদিন সৎসঙ্গে একটি বাইরের দল এসে খুব কীর্তন জমিয়েছে। তার মধ্যে একটি ছেলে এত সুন্দর নাচছে ও গাইছে যে সকলেই যেন একটু তন্ময় হয়ে গেল। কীর্তনের পর মা তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলল, 'ওম প্রকাশ'। মা বললেন, 'তুমি কোথায় এত সুন্দর নাচ শিখেছ?' ছেলেটি উত্তর না দিয়ে একটু তফাতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটু পরে মা হরিবোল নাম ধরলেন। সকলেই যোগ দিল। ছেলেটি কান্না ভুলে এসে কীর্তনে যোগ দিল। মা পরে বলেছেন, 'আমি দেখলাম ও হরিনামেই শান্ত হবে। এবার ছেলেটি তাদের বাড়ীতে একটি যুগল মূর্তির সেবার কথা বলছে। বলছে 'মাতাজী কি বলিব, প্রেমভক্তির কথা ত দূরে, প্রভুর পূজা সেবা ও ভাল করিয়া হয় না। নাম জপ করিতে পারি না–কি করিব তাঁর কৃপা ভিন্ন ত' কিছু হইবার নয়'। বলতে বলতে তার কন্ঠ রূদ্ধ হয়ে আসছে। সকলেরই চোখে জল।

মা বলেছেন, 'তাঁর ছোঁয়া না লাগলে কি এমন স্বর বাহির হয়। তাঁর ছোঁয়ার আনন্দ এই ভাষাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় করে, আসে পাশের সকলকে আনন্দ বিলাইতেছে।'

পটলদা বললেন, 'এই সবে আমাদের কিছু হবে না, পথ বলে দিতে হবে'। মা বললেন, 'সে ত গুরুই বলিয়া দিবেন'।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬—

কয়েকদিন আগে চিঠি পেয়েছি যে সকলকে নিয়ে সোলন রওনা হতে হবে। এখানে অনাদি থাকবে। অনেক জিনিষের list, বিরাট luggage হল। তার ওপর আমার মৌনের সপ্তাহ। Train এ ভয়ানক ভীড়, কোনও রকমে আমরা রওনা হলাম। মার দেখা পাব এই উৎসাহে সব কাজই হয়ে যায়।

সোলনে পৌঁছে দেখি, station এ কেউ আসেনি। আমি কুলিদের পথ দেখিয়ে সোজা নানক ভবনে এসে উঠলাম। লোকজনদের সব settle করে নেওয়া হল। আমার মা, বাবা, বীথু, বাবু এখানেই আছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা হল। আমি মা বাবার কাছেই কয়েকদিন থাকতে পেয়ে বেশ আনন্দে আছি। এই আনন্দ কি সাধন পথের অন্তরায়?

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬, সোলন—

সোলনে পূজা উপলক্ষ্যে রোজই প্রায় দলে দলে লোক আসছে। বিদ্যাপীঠ এসেছে। কন্যাপীঠের মেয়েরাও আসবে। Palace এর একটু নীচে বিরাট ময়দান (Tennis court) সেইখানে এক পাশে বিরাট পূজার মন্ডপ রানী তৈয়ার করিয়েছেন। মাঝখানে পূজা মন্ডপ, তার ডান পাশে ভোগের ঘর, বাঁ পাশে নৈবেদ্যের ঘর। উপকরণের যোগাড় যেমন নিখুঁত তেমনি প্রচুর। প্রতিমা নিয়ে ভক্তরা এসেছেন, সুন্দর মূর্তি, রাজপ্রাসাদের উপযুক্ত। কাশী থেকে বিশুদা এসেছেন পূজা করবেন। লখ্নৌ এর আশুদা তন্ত্রধারক। মার নির্দেশে এবার নবরাত্রির প্রতিপদ থেকেই পূজার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। আমার মা ভোগ রাঁধছেন ও আমি নৈবেদ্য করছি।

পূজা মন্ডপের অপর দিকে যোগীভাই মায়ের জন্য একটি সুন্দর বাড়ী বানিয়ে রেখেছেন। মাঝখানে বিরাট জায়গা। বাড়ীটি একতলা–পাশাপাশি চার পাঁচ খানি ঘর–তিনপাশে চওড়া বারান্দা। মায়ের ঘর, স্নানঘর, রান্নাঘর–পরিপাটি ভাবে গোছানো। পাশেই দিদির ঘর। মা কত জায়গায় কত কষ্ট করে থাকেন, এবার একটু সুবিধামত থাকতে পারবেন দেখে খুব ভাল লাগছে।

সারা রাজ্যে সাড়া পড়ে গেছে। পাহাড়ী অঞ্চলে সবাই প্রায় দেবীর ভক্ত, কিন্তু দেবীর এই মহিষমর্দিনী রূপ আগে কেউ দেখেনি। রাজ্যের গণ্যমান্য লোক থেকে সাধারণ সবাই পূজার কোনও না কোনও কাজে তৎপর হয়েছে। বিরাট লোক সমাগম হবে–তাদের থাকার খাবার সুব্যবস্থা যাতে হয় তার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। উৎসবের সময় কোলকাতার এক ভক্ত বলছেন, শুনলাম–'আতিথেয়তা কাকে বলে রাজাসাহেবের লোকেদের কাছে শিখতে হয়। মা যখন কোলকাতায় আসেন, তখন আমরা ত' ভক্তদের জন্য কোনও ব্যবস্থাই করি না। কি মিষ্টি ব্যবহার এদের, কি সৌজন্য। আর এত দীর্ঘ সময়, সমান এক ভাবে করে যাচ্ছে। এদের রাজভক্তিও দেখার মত। সবাই প্রভুভক্ত, তাই তাঁর কাজে কারুর অমনোযোগ নেই।'

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

মা আসবার আগেই বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। আজ মা সদলবলে সোলনে এলেন। সঙ্গে বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা। হরিবাবা, চক্রপাণিজী, শরণানন্দজী, আরও দু একজন। ছেলেরা বাজনা বাজিয়ে কীর্তন করতে করতে অভ্যর্থনা করল ও একেবারে সকলকে মাতিয়ে তুলল।

মা প্রথমেই দুর্গাপূজার মন্ডপে এলেন, তারপর নিজেই নতুন গৃহে প্রবেশ করলেন। মার অনেক V.I.P. ভক্তও এসেছেন। সকলেরই যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাজাসাহেবের লোকেরা করছেন।

নিয়ম মত সৎসঙ্গ, রাসলীলা ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে গেল। হরিবাবার উপস্থিতিতে ঘড়িঘন্টা দেখে সব কিছু হয়। অবশ্য এখন দুর্গাপূজার প্রাধান্য পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হল। মহাষ্টমীর দিনটি আমাদের জীবনে বিশেষ প্রতিপন্ন হল। সেই দিনটি এত ব্যস্ত ছিলাম যে মায়ের সব কথা ভাল বুঝতেও পারিনি।

২রা অক্টোবর, ১৯৪৬—

মা বলছেন, 'এত সুন্দর যোগাযোগ। উত্তরাখন্ডের স্থান-মাহাত্ম্য ত রয়েছেই, সামনে স্বয়ং দেবী। নিজের মায়ের কাছে দীক্ষা নিলে শাস্ত্রে বলে মন্ত্রশক্তির ২৪ গুণ বৃদ্ধি হয়। তোদের কি ভাগ্য! এত দুর্লভ যোগাযোগ সহজে কি হয়?' এই জাতীয় কথা মা বলছেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে। আমি বুঝলাম, আমার ও বীথুর দীক্ষা হবে। মায়ের কথামত নৈবেদ্য ঘরে গিয়ে বীথুকে বলে এলাম, 'পূজার কাজ হলে মায়ের ঘরে এস, খেওনা কিছু, দীক্ষা হবে'। সে বেচারা ত অবাক হয়ে গেল। আমি নির্দেশ মত ভোগের কাজ শেষ করে মার ঘরে এলাম। পাশের ঘরে দেখলাম দিদিমা ও আমার মা বসে আছেন। আমার মার উজ্জ্বল সৌম্য মূর্তি–নিশ্চল যেন ধ্যানস্থ। পরে শুনেছিলাম যে শ্রী মা নিজেই সমস্ত উপকরণ যোগাড় করিয়ে রেখেছিলেন--সকাল থেকে এক এক করে আসন, ফল, ফুল, পঞ্চপাত্র ইত্যাদি জমা করিয়েছেন, কেউ জানেনা কি জন্য।

শ্রীমায়ের নিজেরও প্রোগ্রাম অতি tight–ওই ব্যস্ততার মধ্যেই শ্রীমা কোনও সময়ে দিদিমা ও আমার মাকে একত্র করেছেন। দিদিমা, শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে আমার মাকে দীক্ষা দিলেন। প্রায় ৯ বছর আগে কিষণপুর আশ্রমে শ্রীমা ও ভোলানাথজী মাকে মন্ত্র দিয়ে ছিলেন, আজ তান্ত্রিক দীক্ষা বিধিমত দেওয়ালেন। গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে যতদুর জানি, আমার মাই দিদিমার প্রথম শিষ্যা। এইজন্য দয়ানন্দজী (বিমলাদি) আমার মাকে 'বড়দি' বলে ডাকতেন।

এখন আমি শ্রীশ্রীমায়ের কথামত আমার মায়ের পাশে বসলাম। আমার মা ত নিয়ম ইত্যাদি কিছুই জানেন না। অতি যত্নে দিদিমা সব নিয়ম বলে দিয়ে আমার মাকে দিয়ে আমাকে দীক্ষা দেওয়ালেন। মন্ত্র শ্রীশ্রীমাই জানিয়ে দিলেন। আমিত একটু ঘাবড়েই ছিলাম। বিরাট কাজের মধ্যে থেকে এসে একেবারে অন্য রকম পরিবেশ। শ্রীমার কৃপাধন্য আমি কত সযতনে শ্রীমা সব দেখিয়ে, বলে দিচ্ছেন–আমার মাকেও, আমাকেও। দীক্ষান্তে পুষ্পাঞ্জলি শ্রীমায়ের চরণে দিলাম। মা গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

ততক্ষণে দেখি বেচারা বীথু ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকছে। তার আশঙ্কা ছিল, না জানি কে দীক্ষা দেবে, যদি তাকে গুরু বলে মন নিতে না চায়? এখন ঘরে আমাদের ছাড়া আর কাউকে না দেখে, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এল। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে মা বললেন, 'তোমার মার কাছে বস। তিনি সব জানেন, কি করতে হবে। তারপরে আমার কাছে আসবে'। আমাকে নিয়ে শ্রীমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মায়ের জন্য লোক সব দাঁড়িয়ে আছে। অনেক কাজ। তারই মধ্যে মা একটু সময় বার করে আমাদের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিশেষ যোগাযোগ করে দিলেন। এই কৃপার তুলনা নেই। মার তুলনা মা-ই।

☆ ☆ ☆

পূজা সমাপন হল। বিসর্জনের সময় সকলেরই একটু মন খারাপ হয়। এবার রাজ্যের লোকেরা যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওই জ্বলজ্বলে সুন্দর মূর্তি বিসর্জন দিতে হবে জেনে তারা শোক সংবরণ করতে পারছে না যেন। মহা মিছিল করে সব রওনা হল। ঢাক, ঢোল, কীর্তনের শব্দে সারা রাজ্য মুখরিত হয়ে উঠল। পাহাড়ী পথ এঁকে বেঁকে নামে, তাই বহু দূর থেকে শব্দ ভেসে গেল। ওই শূণ্যতা পূর্ণ করে শ্রীমা সন্ধ্যায় মন্ডপে বসলেন। রাত্রে বেদীর উপরই শুলেন। রাজা ও রাণীর মন প্রাণ ভরে গেল নিশ্চয়ই।

শ্রীমার কাছে অনেক দুর্গাপূজা দেখেছি কিন্তু সোলনের পূজার মত নিখুত, মহাসমারোহ বোধহয় অন্য কোথাও হয়নি। অনেকেরই এই পূজা মনে আছে নিশ্চয়ই। নবমীর দিন আশুদার শরীর একটু খারাপ হল। দশমীর দিন ভোরে দেখি আশুদা যথারীতি ঠান্ডা জলে স্নান করে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে মন্ডপে ঢুকছেন। আমি বললাম, 'একি, আপনার ত জ্বর এল বলে'। আশুদা প্রসন্ন মুদ্রায় হেসে বললেন, 'তা আসবে, কিন্তু ততক্ষণে পূজার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আর কি, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ব'।

বিরাট উৎসব হবার পর প্রায়ই দেখা যায় যে মা স্থান ত্যাগ করেন। বোধ হয় ভক্তদের ভার হালকা করবার জন্য। মা রওনা হলেই সবাই রওনা হয়ে যাবে।

মা দলবল সহ সোলন ছেড়ে দিল্লী রওনা হলেন। এবার বীথুকে মা সঙ্গে নিলেন। মা, বাবা ও বাবু ফতেপুর ফিরে গেলেন। বাবা দেবী ভক্ত। পূজা খুব ভাল লেগেছে। তিন দিন মন্ডপে বসে চন্ডীপাঠ করেছেন। অনেক পুরোনো ভক্তদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। এবার সোলনে সবাই বেশ আনন্দ করেছে।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মতত্ত্ব

(প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ)

—আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ। ১।৩।১

দ্যুলোক ও ভূলোকে আশ্রয় পরব্রহ্মই,
সারা বিশ্ব ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত আত্মাতেই।
মুণ্ডকোপনিষদের আত্মাই পরমাত্মা,
মুক্তির সেতু বা হেতু একমাত্র পরমাত্মা।
ভূলোক ও দ্যুলোক মানে সপ্তলোক হয়,
ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যলোক দ্যুলোকেতে রয়।
সপ্তলোকসহ সারা ব্রহ্মান্ড পরব্রহ্মের এক পাদ,
সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে আছে তিন পাদ।

মুক্তোপসৃপ্য—ব্যপদেশাচ্চ।১।৩।২

পরব্রহ্ম মুক্ত পুরষদের একমাত্র প্রাপ্য,
সকল গ্রন্থি ছিন্ন হলে হন তিনি প্রাপ্য।
যাঁকে জানিলে সব জানা হয় তিনিই পরমাত্মা,
পরমাত্মা অমৃতময়, মৃত্যুলোকে যাতায়াত করে জীবাত্মা।
মুণ্ডক শ্রুতির দুই পাখী দেহে বাস করে,
জীবাত্মা ফলভোগ করে, পরমাত্মা শুধু দর্শন করে।
ভোগকাঠী জীবাত্মা, পরমাত্মা নন,
তিনি শুধু সৃষ্টিলীলার সাক্ষ্যীমাত্র হন।
তিন থেকে সাত সূত্র সমর্থন করে,
পরমাত্মার কৃপাতেই অজ্ঞান-গ্রন্থি হরে।

ভূমা সম্প্র সাদাদধ্যুপদেশাৎ।১।৩।৮

অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই পরমসুখ,
ভূমাই পরমাত্মা, যাতে নাই কোন দুখ।
ভূমালাভ করে জীব প্রসন্নতা পায়।
একমাত্র ভূমা লাভে অমৃতত্ব হয়।
ভূমা হন অনন্ত, অমৃত, আনন্দ পরম,
এ সবই পরব্রহ্ম পরমাত্মার হয় ধরম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মোপপত্তেশ্চ।১।৩।৯

পরমাত্মার যত ধর্ম আছে সব ভূমাতে,
ধর্ম অর্থে স্বভাব, যা আছে পরমাত্মাতে।
নারদের প্রশ্নে বলেন সনৎকুমার,
ভূমা হন প্রতিষ্ঠিত মহিমাতে নিজের।
যিনি সর্বাশ্রয়, তাঁর আশ্রয় কে হবে,
তিনিই তো আশ্রয় হন সকল জীবের ভাবে।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ।১।৩।১০

অক্ষর ব্রহ্ম পরমাত্মা–স্বরূপ,
অম্বরান্ত আকাশ পর্য্যন্ত সব বিশ্বরূপ।
সারা বিশ্ব ক্ষর পুরুষ তাঁর এক পাদ,
অক্ষর পুরুষ আছেন ঊর্ধ্বে আরও তিন পাদ।
আকাশ ও মহাকাশ তাঁর আশ্রয়ে থাকে,
পরব্রহ্ম অক্ষর পুরুষ বলা হয় যাঁকে।

সা চ প্রশাসনাৎ।১।৩।১১

পরমাত্মার প্রশাসনে জগৎ ব্যাপার চলে,
জীব বা প্রকৃতির নয়, ঈশ্বরের শাসন চলে।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর যিনি,
ত্র্যক্ষরাত্মাক প্রণব অক্ষর তাঁহাকেই মানি।
ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ পুরুষোত্তমের দুই ভাব,
প্রশাসনের ক্ষমতা তাঁরই, জীবে তার অভাব।

ঈক্ষতি কর্মব্যপদেশাৎ সঃ।১।৩।১৩

ব্রহ্মের ঈক্ষণেতে বিশ্বসৃষ্টি হয়,
জীবাত্মার ঈক্ষণেতে ব্রহ্মদর্শন হয়।
ঈক্ষতি মানে মানস দর্শন বা ধ্যান,
ধ্যানরূপী কর্মের বিষয় ব্রহ্মই হন।
মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ওঙ্কার অবলম্বনে উপাসনা,
ওঙ্কারের মধ্যে নিহিত পর ও অপর ব্রহ্মের ধারণা।
সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ উপাস্য নহেন,
একমাত্র পরব্রহ্মই জীবের উপাস্য হন।
ওঙ্কার ব্রহ্মের জ্যোতি, ওঙ্কার সৃষ্টি–বীজ,
সমগ্র বেদের সর্ব উপনিষদের শাশ্বত বীজ।
অ উ ম্ এই তিন অক্ষর হন ঈশ্বর–বাচক,
ঈশ্বর লভিতে সদা জপেন জ্ঞানী সাধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দহর উত্তরেভ্যঃ।১।৩।১৪

দহরাকাশের অর্থ পরব্রহ্মই হন,
যেমন হৃদয়স্থ ব্রহ্মপুরে জীব সুষুপ্তিতে যান।
প্রতিদিন সুষুপ্তিতে গহরাকাশে মিলন,
পরমাত্মার সাথে ক্ষয়, জীবাত্মা না জানেন।
ধ্যানরূপী সাধনা দ্বারা এই তত্ত্ব জানা যায়,
ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন, মুক্ত জীব জানতে পায়।
দহরাকাশ বিশ্বের উর্দ্ধে, ভূতাকাশ নয়,
দহরাকাশ ব্রহ্মপুর, ব্রহ্মলোকে জানা যায়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মলোক অন্য দেশে নয়,
হৃদয়ের দহরাকাশেই উপলব্ধি হয়
হৃদয়ের অর্থ স্থূল হৃদয় কভু নয়,
হৃদয় মানে সর্বদাই কেন্দ্রস্থল হয়।
শরীরের কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্কেতে আছে,
সংসার বৃক্ষের কেন্দ্রস্থল ব্রহ্মলোকে আছে।

অনুকৃতেস্তস্য চ।১।৩।২২

জীবাত্মা বাসনাশেষে মুক্তিলাভ করে,
স্থূল শরীর ত্যাগ করে ব্রহ্মলাভ করে।
দহরাকাশে ব্রহ্মবোধে হয় সে জাগ্রত,
ঈশ্বরের সাধর্ম্য লাভ হয় ঈশ্বর অনুগত।
অপ্রাকৃত লীলাধামে হয় নিত্য লীলা সহচর,
দুঃখালয় অশাশ্বত মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করার পর।
ঈশ্বরের অনুকরণ অনুস্মরণ ঈশ্বর-সেবা হয়,
দেহাত্মবোধ কেটে গেলে তাঁর সাথে মিলন হয়।

শব্দাদেব প্রমিতাঃ।১।৩।২৪

কঠশ্রুতি অনুসারে আছেন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ,
অতীত ও ভবিষ্যতের শাসন কর্ত্তা হন পরম পুরুষ।
অসীম হয়েও তিনি সসীম হতে পারেন,
মুক্তজীবকে নির্ধূম জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে দর্শন দেন।
অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বর অসীম হয়েও সসীম;
বিভু হয়েও অনুরূপে বা হৃৎপদ্মে অঙ্গুষ্ঠ সম।
আত্মার রূপ আশ্চর্য্যবৎ, গুণও আশ্চর্যবৎ,
যিনি দেখেন তিনি আশ্চর্য্যবৎ, যিনি বলেন তিনিও আশ্চর্য্যবৎ।
ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ যার হৃদয় মাঝে হয়,
দেবযান মার্গে গমনও দেহ ছাড়বার পর,
হয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র সূক্ষ্মদেহে অমর জীবাত্মার।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী লীলা কথা

(মূল ইংরাজী হইতে ভাষান্তর—ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

বস্তুতঃ, অন্যের দ্বারা ভাষায় প্রকাশিত ইচ্ছার অনুকূলে কাজ হয়ে যাওয়া—এ শ্রীশ্রীমায়ের পর
কারুণিক স্বভাব রূপে সদাসর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয়ে গেছে। তাঁর এই আজ্ঞা পালনের লীলাটি কে
একটি পরদার মত তাঁর প্রকৃত খেয়ালকে ঢেকে রাখত। যাঁরা তাঁর একান্ত নিকটজন ছিলেন, তাঁরাও এ
আবরণ ভেদ করে মায়ের বাস্তবিক খেয়ালের রহস্য কখনও জানতে পারেন নি।

এখানে শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ উপস্থিত জীবন কাহিনীতে খেয়া
শব্দটি বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। যে সকল প্রসঙ্গে অন্যরা বলে, আমার ইচ্ছা হয়, আমি চাই, আম
সঙ্কল্প ইত্যাদি, সে সব ক্ষেত্রে মা বলেন, 'খেয়াল হচ্ছে'। মায়ের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা অথবা সঙ্কল্প ছিল
তিনি অহংভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, তথাপি কখনও কখনও কোনো বিষয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ
দেখা যেত, যা হয়তো আশেপাশে যাঁরা সে মুহূর্তে উপস্থিত থাকতেন তাঁদের প্রয়োজন বা প্রার্থ
ফলস্বরূপ, অর্থাৎ বাহিরের পরিস্থিতির অনুকূলে, তাঁর কোনো নিজস্ব ব্যক্তিগত ইচ্ছার ফলে নয়। তা
আত্মীয় স্বজনের ও নবাগত ভক্তগণের এই কথা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে যে 'খেয়াল' বলতে মা
ঠিক কী বোঝাতে চান। অবশ্য যদি এর অর্থ আদৌ কেউ বুঝে থাকেন।

শিশুকন্যারূপা মা যখন বিনা দ্বিধায় বড়দের আজ্ঞা পালনে সদা তৎপর থাকতেন, সে যে
অহংবোধ শূন্যতার পরিণাম, সে কথা স্বাভাবিক ভাবেই কেউ বুঝতেন না। সবাই ভাবতেন, মেয়েটি
সাদাসিধে। এমন কি কেউ কেউ তাঁকে একটু 'বোকা' মনে করতেন। কারণ সাধারণ শিশুর পক্ষে সদা স
এমন হাসিখুশি আর ভাল হয়ে থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য যদিও নির্মলার 'বুদ্ধি' সম্বন্ধে কারো কারো এবং
ধারণা ছিল, তথাপি এ ধারণাবশতঃ তার প্রতি সকলের স্নেহ ভালবাসায় কখনও ন্যূনতা দেখা যায় নি
কালে নির্মলার সদা সত্য ভাষণের দিকটি সকলের চোখে পড়ে। যে কোনও পরিস্থিতিতে তার সরল স
-ব্যবহারে, অকপট সত্যকথায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। ক্রমশঃ লোকে সন্দেহাস্পদ বিষয়ে নির্ম
কথাকে সন্দেহাতীত প্রমাণ বলে স্বীকার করতে লাগল, কারণ তাকে কখনও কথায় বা আচরণে মিথ্
আশ্রয় নিতে কেউ দেখেনি। নির্মলা নিজে হয়তো তার সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ধারণায় কৌতুক
করত। একদিন সে এক জলভরা কলসী কাঁখে নিয়ে মায়ের কাছে এসে বলল, 'তোমরা আমায় সে
সোজা বল; এই দেখ, আমি বাঁকা হয়েছি।

গ্রামের নিকটস্থ একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে নির্মলা কিছুদিন পড়াশোনা করে। তবে তার স্কুল যা
বড় একটা হয়ে উঠতনা। বাড়িতে ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করতে হত; আবার কখনও বা
বিদ্যালয়ে পৌঁছবার ও সেখান থেকে নিয়ে আসার লোকের অভাবে তার স্কুল যাওয়া হত না। ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষক মহাশয় দেখতেন যে সে পড়ায় কখনও পিছিয়ে থাকেনা। একবার বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর শিক্ষক মহাশয় বিদ্যাশিক্ষায় নির্মলার দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করে তাকে এবং নিয়মিত পাঠশালায় অধ্যয়ণকারিণী আরো দু'তিনটি মেধাবিনী ছাত্রীকে নিম্নপ্রাইমারী ক্লাসে প্রোমোশন দিয়ে উঠিয়ে দেন।

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন একজন তরুণী। একদিন স্কুলে পরিদর্শক মহাশয় এলেন, ছাত্রীদের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। কঠিন প্রশ্ন। ছাত্রীরা জবাবা দিতে পারবেন ভেবে হেড মিস্ট্রেস্ ক্লাসের বাইরে থেকে জানালা দিয়ে একটি স্লেটে উত্তর লিখে মেয়েদের দেখাতে লাগলেন। ইন্স্পেক্টার মহাশয়ের পিছনে জানালা। অতএব তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। এবার নির্মলার পালা। নির্মলা দেখল, জানালা দিয়ে স্লেটে লেখা উত্তরটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সে এ সুযোগ মোটেও নিলনা এবং চুপ করে রইল। মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় সে যে নিতেই পারেনা! সেদিনকার সেই প্রধান শিক্ষয়িত্রী বহুবর্ষ পরে কাশীর আশ্রমে আসেন। স্বয়ং তাঁর মুখেই এই ঘটনা এবং বিদ্যালয়ে নির্মলার সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন কালের কিছু অন্যান্য ঘটনার বিবরণ আমরা শুনি। দ্রুতগতিতে পড়া বা লেখা মায়ের শেখা হয়নি। যদিও তাঁর সুন্দর ও সুপরিশীলিত হস্তলিপির অনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই।

ধার্মিক অনুষ্ঠানাদিতে নির্মলার রুচি ও আগ্রহ চিরকালই ছিল অপরিসীম। এমন কি অন্য ধর্মের পর্ব-উৎসবাদিতেও। একবার সুলতানপুরে অবস্থান কালে দুজন খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বিনী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে নির্মলা ও তাঁর মামাতো বোনের পরিচয় হয়। এঁরা দুজন খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধীয় কিছু সুলভ পুস্তক বিক্রয়ার্থে এনেছিলেন। নির্মলা মহোৎসাহে ছুটে বাড়ি গিয়ে মায়ের কাছ থেকে বইকেনার জন্য পয়সা চেয়ে নিয়ে এল। তারপর সেই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের উপাসনা কালে নির্ম্মলা এক অদম্য আকর্ষণঅনুভব করল। অবশেষে সে এক দৌড়ে তাঁদের কাছে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁদের উপাসনা সঙ্গীত শ্রবণ করে আবার এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলো, যাতে বাড়ির লোকে তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ করতে শুরু না করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের প্রান্তদেশে অবস্থিত তাঁবুর কাছে পৌঁছে আবার বাড়িতে ফিরে আসা কী করে সম্ভব হল, কেউ তার খোঁজও করল না, এ এক রহস্য!

শ্রীশ্রী মায়ের পরবর্তী জীবনলীলায় এ ঘটনার একটি জের আছে। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের মে, জুন মাসে মা কিছুদিন পুনার ছিলেন। একদিন সেখানকার এক খ্রীস্টান আশ্রমে মা আমন্ত্রিত হয়ে যান। আশ্রমের সিস্টারগণ পরমসমাদরে মাকে পূজা ও আরতি করেন। শ্রীশ্রীমায়ের এক খ্রীস্টান ভক্ত মেলিটা ম্যাশমানকে মা বলেন যে সুলতানপুরে তাঁর যে খ্রীস্টান সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দেবার খেয়াল হয়েছিল, তা এতদিনে পূর্ণ হল। মেলিটা বিশ্বাস করেন, মা সেদিন তাঁবুতে গিয়েছিলেন উপাসনাকারিণীদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে।

খেওড়া গ্রামে নির্মলার জন্য খেলার মাঠ ছিল অগুন্তি। তার বাসস্থানের অদূরে এক বিরাট বড় বালির ঢিবি ছিল। নির্মলা সেই বালি নিয়ে নানারকম আকৃতি বানিয়ে খেলা করত। একদিন মোক্ষদা দেবী দেখেন, সে একটি বেশ বড়সড় গোলক তৈরী করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' নির্মলা সহজ সরল ভাবে উত্তর দিল, 'এর মধ্যে আছে নারায়ণ, লক্ষ্মী, শিব, পার্বতী, রাধা, কৃষ্ণ—আরও অনেক, অনেক ক-ত ঠাকুর। তুমিই তো বলেছ, যে সব কিছুর মধ্যেই এক ভগবান্ আছে, আর এক ভগবানের মধ্যেই সব কিছু আছে'। এ উত্তর শুনে মোক্ষদা দেবী বিস্ময়ে হতবাক্ হলেও মৃদু স্বরে তাকে বললেন, 'আচ্ছা বেশ, এখন ঘরে আয়। রোদে আর থাকে না'। নির্মলা বিনা বাক্য ব্যায়ে বালির মন্ডটি ভেঙ্গে ফেলে মায়ের পিছু পিছু বাড়ির দিকে চলল। পিছনে ফিরে একবার তাকালও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাটীর নিকটস্থ বিস্তৃত বনানী বহুবর্ণাঢ্য পুষ্প সম্ভার উপহার দিত নির্মলাকে। সে এগুলিকে বিচিত্র কারুকার্যে সাজাত। অথচ কোন কিছুই বেশিক্ষণ তাকে আকৃষ্ট করে ধরে রাখতে পারত না। তার এই নিত্যমুক্ত, বন্ধনহীন আত্মস্থ ভাবটি তার মায়ের দৃষ্টি এড়াত না। সব কিছুর মধ্যে থেকেও এক মুহূর্তে সব ফেলে সে চলে যেতে পারে, তার মুখমন্ডলে পরম অনাসক্তির ভাব বিরাজ করে। তার সঙ্গী সাথী, খেলাড়িদের বেলায়ও তাই। কতই না আনন্দে সে সবার সাথে খেলা করে, অথচ তাদের অনুপস্থিতিতে তার মনে বিন্দুমাত্র অভাব বোধ জাগে না। সে সদা প্রসন্ন–নিত্যতৃপ্ত।

ছোট্ট নির্মলার স্বভাবে একটি অসাধারণ দিক পরিলক্ষিত হত। কখন-কখন এই ক্ষুদ্র ক্রীড়ারত কন্যাটির রূপ সহসা পরিবর্তিত হয়ে দেখা দিত এক অলোকসামান্যা উদাসীন সত্তা। দৈনন্দিন জীবনের জাগতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে যে চির পরিচিতা বালিকাটি সবার পাশে সবার সাথে এক হয়ে থাকত, সে হঠাৎ যেন কোথায় হারিয়ে যেত মাঝে মাঝে। তার চিরশান্ত, চিরসুন্দর মুখচ্ছবি যেন অকস্মাৎ অনুপম স্বর্গীয় আভায় উদ্‌ভাসিত হত। এ দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা শুধু এটুকুই বাক্যে প্রকাশ করতে পেরেছেন যে এ যেন শান্ত সুন্দর আকাশে বিদ্যুতের হঠাৎ ঝল্‌কানি। তাঁদের অতি কাছের নির্মলার এই আকস্মিক ভাব পরিবর্তনে তাঁদের কী প্রতিক্রিয়া হত? এ বিষয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তাঁরা নিজেরাই ব্যাস্ত হতে নির্মলাকে তার আগের ভাবে, আগের রূপে সাধারণ কাজকর্মে, সাধারণ খেলাধূলায়,কথায়,হাসিতে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হতেন।

বহু-বহু বৎসর পর শ্রীশ্রীমায়ের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীদের মুখে এ সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করে অনেকেই এ বিষয়ে মাকে প্রশ্ন করেছেন। মা শুধু হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছেন, 'তোমারা বল, সাধারণ আসাধারণ, এই সব। এই শরীরের কাছে কোনও তফাৎই নাই। এ শুধু চোখের পলক ফেলার মত

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী ভজনানন্দ স্মরণে

(১৪ই মে ১৯২৩ — ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৩)

ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরাত্মা শ্রীভজনানন্দজী

(মূল ইংরাজী হইতে অনূদিত)

—স্বামী চিদানন্দসরস্বতী

পরমাধ্যক্ষ দিব্য জীবন সংঘ

প্রয়াত শ্রীভজনানন্দজী, যিনি সকলের কাছে 'পুষ্পদি' নামেই সুপরিচিতা ছিলেন, তিনি আমন্ত্রিতা হয়েছেন অব্যক্ত রূপে নিত্য বিরাজিতা শ্রীশ্রীমায়ের কোলে চির বিশ্রাম লাভের জন্য। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মা, যিনি স্থূলরূপে নিত্য বিরাজিতা ছিলেন আমাদের মধ্যে আজ তিনিই অব্যক্ত হয়ে সূক্ষ্মরূপে বিরাজিতা আছেন সকল চরাচর জগতের মাঝে।

ভজনানন্দজী যখন সশরীরে বর্তমান ছিলেন, তিনি তাঁর শিশুর মত সরলতা এবং বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি দিয়ে শ্রীশ্রী মাকে একান্ত আপন করে ভালবেসে ছিলেন। যে কোন বড় উৎসবের সময়, মাতৃ-সংসঙ্গ অথবা বিশেষ করে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের সময় যা কালী পূজার পরে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেই সময় কনখলে আদি শংকরাচার্য হল ঘরে পুষ্পদির কাজ ছিল প্রতিটি সংযমে কার্যক্রমের আরম্ভ ও শেষ করা কীর্তনের মাধ্যমে। সংযমে পুষ্পদির স্থান ছিল সর্বাগ্রে—শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে একেবারে শ্রীশ্রীমায়ের সন্নিকটে। সকলেই পুষ্পদিকে চিনতেন–জানতেন। তিনি তাঁর হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন। এই দৃশ্য সকলেরই অতি সুপরিচিত। দুইবেলাই ধ্যানের আগে ও পরে তাঁর কোমল মধুর স্বরের কীর্তনে হলঘর মুখরিত হয়ে উঠত। প্রাতে ধ্যানের পূর্বে যখন মন্দ্র মধুর স্বরে তিনি "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" কীর্তন করতেন, তখন তাঁর নাদ ব্রহ্ম স্বরে হলঘর গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। ধীরে ধীরে তাঁর স্বর তার সপ্তকে চলে যেত, শেষে তিনি অন্তিম সীমানায় গিয়ে পৌঁছাতেন, তিনি তখন বারে বারেই "আনন্দং ব্রহ্ম" এই পদটি গাইতেন। এইরূপেই আবার ধ্যানের শেষে তাঁর সুমধুর স্বরে 'জয় জয় মা' কীর্তনের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটত।

ভজনানন্দজী মাতৃভাবে এমন করে ডুবে থাকতেন যে তাঁর পিছনে হল ভর্তি শ্রোতারা যে বসে আছেন, সে কথা তাঁর যেন মনে থাকত না। তাঁর সম্বন্ধ শুধু পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেই ছিল। যখন হল ভর্তি ভক্তরা আকুলভাবে শ্রীশ্রী মাকে প্রার্থনা জানাতেন, তাঁর সেই প্রসিদ্ধ অতি সুপরিচিত কীর্তন 'হে ভগবান' গাইবার জন্য। প্রথমে মা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাতেন এবং বলতেন যে তিনি পরিশ্রান্ত এবং তাঁর গলা ঠিক নেই। কিন্তু যখন ভক্তরা বারে বারেই প্রার্থনা করতেন ও বলতেন 'মাগো, কৃপা করে শুধু দুমিনিট, দুমিনিটের জন্য গান কর'। তখন মা পুষ্পদির দিকে তাকাতেন (পুষ্পদি মার সময়ে 'ভজনানন্দজী' ছিলেন না।) পুষ্পদি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে মাথা নেড়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে নিম্নস্বরে 'হে ভগবান' কীর্তন শুরু করতেন। শ্রীশ্রীমা তখন বাঁ হাত দিয়ে নিজের তোয়ালে মুখের সামনে ধরে কীর্তন আরম্ভ করতেন 'হে ভগবান'। শ্রীশ্রীমায়ের কীর্তন আরম্ভ করার পর পুষ্পদি চুপ করে মায়ের কীর্তনের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সঙ্গত করতেন। এই যে শ্রীশ্রীমায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্পদির মধ্যে এক ঐক্যতানতার ভাব দেখা যেত এই ভাবটি আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি। কারণ ১৯৮২ সালের পূর্বে প্রথম দিকে প্রায়ই আমি শ্রীশ্রীমায়ের অতিনিকটেই বসতাম।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পুষ্পদির যে আত্মিক সম্বন্ধ, তা ব্যাখা করা অথবা ভাষায় ব্যক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। শিশু যেমন নিজের মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনই পুষ্পদিও শ্রীশ্রীমাকে নিজের মায়ের মতই ভালবাসতেন। জননী যেমন নিজ সন্তানকে দেখেন, শ্রীশ্রীমা ও তেমনই পুষ্পদিকে সেই ভালবাসায় পূর্ণ করে দিতেন। শ্রীশ্রী মা এবং পুষ্পদির মধ্যে নিশ্চিত রূপে এমনই একটি সমরসতা ছিল যা ভাষায় অবর্ণনীয়।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে আমিও কখনও পুষ্পদিকে একজন বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলা ভাবিনি। আমি তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতাম যেন তিনি আমার একটি ছোট্ট চিরআদরেরনাতনী স্থানীয়া। নাতনী যেমন পিতামহ অথবা দাদামশায়ের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে তাঁর ও আমার সঙ্গে সেইরূপই ব্যবহার ছিল। আমি যখনই কাশীতে কন্যাপীঠে যেতাম, পুষ্পদিও তখন যেখানেই থাকুন না কেন অবশ্যই কাশীতে চলে আসতেন। আমার কন্যাপীঠে থেকে যাওয়ার সময় তিনি সবসময়ই সর্বাগ্রে গিয়ে আমার মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ওই গাড়ীতেই আমি এরোড্রামে যেতাম। যখন আমি গাড়ীর কাছে যেতাম পুষ্পদি দরজা খুলে দাঁড়াতেন–যাতে আমি গাড়ীতে ঢুকে সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসতে পারি। আমার বসার পর গাড়ী ছেড়ে দিত। পুষ্পদি গাড়ীর দরজাটা আধখোলা ভাবে ধরে দাঁড়াতেন এবং গাড়ীর ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে ঝুঁকে বারে বারে আমার দুই হাত তাঁর মাথায় রেখে আশীর্বাদ করতে বলতেন। যদি কেউ আগেই দরজা বন্ধ করে দিত, তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গাড়ীর জানালার কাঁচ নামিয়ে দিতে বলতেন, তিনি জানালা দিয়ে তাঁর দুই হাত ভিতরে ঢুকিয়ে আমার দুই হাত বাইরে নিয়ে তাঁর আনত মাথার উপর রাখতেন। এইভাবে তিনি আশীর্বাদ গ্রহণ করতেন। যখন গাড়ী চলতে শুরু করত, তখনও তিনি তাঁর মাথার আশীর্বাদরত আমার হাত রেখে কিছুদূর অগ্রসর হতেন। যখন পিছন থেকে কেউ বলতেন, 'পুষ্পদি কি করেছেন? গাড়ী চলতে শুরু করেছে। স্বামীজীর হাত ছাড়ুন'। তখনই তিনি আমার হাত ছাড়তেন। প্রতিবারই এই দৃশ্য দেখা যেত।

যথার্থই অতি সরল হৃদয়া পুষ্পদি শ্রীশ্রীমায়ের একজন আদরের কন্যা ছিলেন। তিনি গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৩ সালে পুণাতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশান্তি লাভ করেছেন। শেষের দিকে পুণাতে তিনি কিছুদিন শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেছেন। সবই শ্রীশ্রীমায়ের সেই বিচিত্র খেয়ালেরই বিবিধ মায়ের লীলা বিলাস। শ্রী ভজনানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের অগণিত ভক্তদের স্মৃতিপটে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। পুষ্পদি পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের অতি সন্নিকটে তাঁর সেই অতি প্রিয় স্থানটি লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

ওঁ মা শ্রীমা জয় জয় মা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী ভজনানন্দজী

—ব্রহ্মচারিণী চন্দ

'মমৈবাংশজীবভূতঃ' শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন। অতএব স্ফুলিঙ্গে যেমন আগুন আছেই-থাকবেই তেমনি 'সত্যংজ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মলক্ষণম্' ব্রহ্মের এই লক্ষণ গুলিও প্রতি জীবে আছেই, তবে অস্ফুট ভাবে মা বলেন, 'তুমি যে নিত্য যোগী, নিত্য সাধক, এটা তুমি ভুলে যাও। এইটিই বিস্মৃতি'। এই বিস্মৃতি প্রপঞ্চময় সংসারের আনন্দে জীবকে ডুবিয়ে দেয়। জীব ভুলে যায় নিজস্বরূপ।

যার জীবন-সাধনে মহাজন কৃপা ও সৎসঙ্গের ফলে নিজ মধ্যে স্থিত চিদ্‌ভাব জাগরণের ইচ্ছা ও ঈশ্বর মুখী হওয়ার প্রেরণা আসে সেই জীবনই হয়ে ওঠে সার্থক ও মহিমময়।

আমরা দেখি সাধক ভজনানন্দজীর জীবন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কল্যাণতম ও পূর্ণতম তত্ত্বের আলোকে প্রবহমান। তাই তাঁর জীবন বিকশিত ও সাফল্য মন্ডিত।

ভগবানের মাধুর্যলীলা ও ঐশ্বর্যলীলা দুই রসসমুদ্র। কিন্তু দৈব আকর্ষণ লীলায় শ্রীশ্রীমা অনন্যসাধারণ লীলাময়ী মা নিজ মাতৃসুলভ আকর্ষণে-বিনা দ্বিধায় সকলকে কোলে স্থান দিয়েছেন। এমনই এক আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে কুমারী সাবিত্রী সেন মাতৃ-সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাবিত্রী চতুর্দশীতে জন্ম, তাই পিতামাতা আদরে নাম রেখেছিলেন 'সাবিত্রী'। কোলকাতা বালিগঞ্জস্থিত শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে ভীড়ের মধ্যে মায়ের দর্শন। হৃদয়ের কোন এক অমোঘটানে কেমন করে মাতৃসান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে অতিপরিচিতের মত, বিনা সংকোচে মায়ের কাছে বসা ও কথা। পরিশেষে মায়ের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ। মা বলে 'এখন বাড়ী যাও'। কি আর করেন অতি দুঃখিত হয়েই বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু মনতো পড়ে রইল মায়ের কাছে। বাড়ীতে মন বসে না। কেবল হৃদয়ে মাতৃ বিরহজ্বালা। পিতামাতা কারো কথাই মন মানতে চায়না সন্তানের ব্যাকুলতা, কান্না মাই বোঝেন ও শোনেন। এদিকে মা কাউকে বললেন-সেদিন যে মেয়েটি এই শরীরের কাছে এসেছিল, সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল—তাঁকে খবর দাও ও বল-'মা এই গাড়ীতে কাশী যাবে -তোমার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করে ও তোমার ইচ্ছা হলে স্টেশনে মায়ের সঙ্গে দেখা করো।' মায়ের ডাক -এই জন্যই অপেক্ষা-দেরী কেন? সময়মত স্টেশনে এলো, মায়ের সঙ্গে দেখা হল। মায়ের খেয়ালে-সাবিত্রী বাড়ীঘর, পিতামাতা সব পিছনে ফেলে আনন্দে মায়ের সঙ্গে কাশী আশ্রমে এল। আমরা দেখলাম-মায়ের সঙ্গে আমাদের এক নূতন দিদি এসেছেন-যিনি খুব শান্ত এবং একান্তে থাকতে ভালবাসেন। মার কিন্তু তাঁর উপর খুব খেয়াল। কিছুক্ষণ না দেখা গেলেই মা বলতেন-'ঐ নূতন মেয়েটি কোথায়? ডাকত'। মায়ের পাওয়ার জন্যইতো আসা। ডাকামাত্রই মায়ের কাছে। মাও আদরে স্নেহে রাখতেন।

কন্যাপীঠে তখন সাবিত্রীদিদি নামে আর একজন ছিলেন। তাই কন্যাপীঠের অধ্যক্ষা তাঁর নাম রাখলেন 'পুষ্প'। এখন থেকে 'পুষ্পদি' বলেই লেখা হবে।

পুষ্পদিকে মা কিছুদিন কন্যাপীঠে রাখেন মেয়েদের পড়াশোনা করাবেন আবার দেখাশোনাও করবেন। পড়ান ছাড়া ও দেখাশোনা ছাড়াও তিনি মেয়েদের গান-বাজনা নাচ শেখাতেন। নিজেতো ভাল গান, বাজনা -নাচ জানেতেনই। পুষ্পদির উদ্দেশ্য এসবের মাধ্যমে মাকে ধরে রাখা-মাকে আনন্দ দেওয়া ও নিজেরও মাতৃ সান্নিধ্যে থাকার প্রবল ইচ্ছা।

কন্যাপীঠেও বেশীদিন থাকা হলো না। কারণ পুষ্পদির মনপ্রাণ সদাই মাতৃসেবার জন্য কাঁদত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর মা নিজের কাছেই ডেকে নিলেন। যখন মাতৃ সেবায়-পুষ্পদির লক্ষ্য যাতে মায়ের সেবা নিখুঁত হয়, মার আরাম হয় নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্যই থাকত,না। সেবাই ধ্যান-জ্ঞান, সকলের মন রক্ষা করে চলার দিক। কিছুদিন পর অন্য কেউ মায়ের সেবার সুযোগ পেল। মা পুষ্পদিকে বললেন কিছুদিন বিশ্রাম করতে। মনে প্রাণে পুষ্পদি তা মানতে পারতেন না, অথচ মায়ের কথা পালনই কর্তব্য। দেখতাম সেই সময় পুষ্পদির তীব্র বৈরাগ্য কঠোর সাধনার দিক নেওয়া। কতবার দেখেছি মায়ের ব্যবস্থায় হৃষীকেশ, দেরাদুন বা অন্যত্র কোথাও তপস্যার জন্য যাওয়া। মাকে ছেড়ে থাকার কষ্টে মন ছটপট করত। মায়ের কাছে আসার জন্য আকুলি বিকুলি কিন্তু মায়ের ডাক না পেলেত যাওয়া যায়না। সে এক অদ্ভুত অবস্থা, নিজের চোখে দেখেছি।

মায়ের প্রতি যেমন গভীর আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে ভজনেও মত্ত হয়ে যেতেন। গলা ছিল অতি সুমধুর। পুষ্পদির গান শুনে মা একবার বলেছিলেন—'এ শরীরের কাছে কত বড় বড় সব গায়করা আসে গান-বাজনা সব শোনায়। কিন্তু মহাত্মারা পুষ্পের গান শুনতে চায়, ওর গলায় একটা বৈরাগ্যের ভাব আছে'। আমরাও দেখেছি ও শুনেছি—মায়ের কাছে পুষ্পদিকে না দেখলে মহাত্মারাও জিজ্ঞাসা করতেন—'মা, পুষ্প নহী আয়ী? উসকা ভজন বহুৎ আচ্ছা হ্যায়।'

পুষ্পদির দাদু দস্তিদার পরিবারের জমিদার ছিলেন, গুরুগম্ভীর লোক সজ্জন, তিনিও গান-বাজনা জানতেন। তিনি একবার নাতনীর গলায় গান শুনে বলেছিলেন—'দিদি, তোমার গানের সুর কোন ভাবলোকে মনটাকে নিয়ে যায়। বড় সুন্দর গলা তোমার'। পরে তো সংযম সপ্তাহে ধ্যানের আগে মায়ের আদেশে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' গাইতেন। পুষ্পদির গলায় 'সত্যংজ্ঞানম্' মন্ত্রের গুঞ্জনে হলটি মুখরিত হয়ে উঠত। সকলে মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। শেষ সময় পর্যন্ত পুষ্পদি মায়ের আদেশ অসুস্থ শরীরেও পালন করেছেন ও সকলকে আনন্দ দিয়েছেন। পুষ্পদির গান শুনতে সকলেই ভালবাসত। অসুস্থ অবস্থায়ও নিত্য আশ্রমের প্রভাতী কীর্তন করতেন। শরীরের জন্য নিষেধ করলে বলতেন—'মায়ের আদেশ পালন করাই। তারপর প্রভাতী কীর্তনের প্রভাবে সারাদিন মনটা ভরে থাকে'। পুষ্পদি একবার মাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'গানের মাধ্যমে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় কিনা-?' মায়ের উত্তর 'হ্যাঁ হয়'। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীত চর্চাই করেছেন। এই সঙ্গীত প্রিয়তার জন্যই সন্ন্যাস নাম 'ভজনানন্দ'। এই নামেই শেষের দিকে পরিচিতা।

আর সেই মনোমুগ্ধকারী গলা শোনা যাবে না কোন দিন। যিনি গানে গানে সকলের হৃদয় ভরে দিতেন। মায়ের সৎসঙ্গ মাৎ করতেন। মায়ের কথা শোনা-শোনান-বলা-পড়া ভালবাসতেন। শেষের দিকে পুণায় পুরাতন আনন্দবার্তা নিয়েই পড়ে থাকতেন। শরীরের বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ পড়তে মানা করলে বলতেন—'কেন নিষেধ কর—কত মধুর মায়ের কথা। এই নিয়ে থাকতে কত আনন্দ' ইত্যাদি।

ভাবুক ভক্তের জীবন ভাবুক লেখকের লেখনী ও ভাষায়-ই রেখা প্রকাশ হওয়া। এখানে তো কোনটারই প্রকাশ নাই। প্রচেষ্ঠায় যতটা ধরা দিল। তাই আজকের দিনে স্বামী ভজনানন্দ জীর—মাতৃভাবময় ভজন প্রিয় সাধকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই ও মায়ের চরণে প্রার্থনা ভজনানন্দজীর প্রদর্শিত গভীর মাতৃ আকর্ষণ ও সাধনার তীব্র ইচ্ছা প্রতি হৃদয়ে প্রতিফলিত হোক।

ওঁ শান্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি চারণ

—শ্রীমতী জয়শ্রী সেন

'স্বামী ভজনানন্দজী'— উচ্চ সাধন মার্গের পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজজীর সার্থক নামা শিষ্যা।

ছোট্ট বয়সে ঘর ছেড়ে জগন্মাতার টানে বেরিয়ে পড়ার মন নিয়ে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "মা, গান দিয়ে কি ভগবানকে পেতে পারি না?" মা অভয় হাতের পরশ বুলিয়ে স্মিত হাস্যে বলেন–'কেন নয়–নিশ্চয়ই পার"।

শ্রীশ্রীমায়ের সেই আশীর্বাদ-বাণী তাঁর সারাজীবন দিয়ে অনুভূত হয়েছে। যে ঐশ্বরিক ভাব, যে গভীর বৈরাগ্যের বিভূতি তাঁর গলা থেকে কীর্তন হয়ে, ভজন রূপে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হোত, একমাত্র ঈশ্বরের অপরিসীম কৃপা ছাড়া সে ভাবে ঐ ভাবসাগরে ডুব দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।

আমারা সকলেই, যারা তাঁর গানের ভেতর দিয়ে সেই ব্রহ্মময়ীর চরণে তাঁর আত্মনিবেদন শুনেছি– বোধহয় সেই স্বর্গীয় বাতাবরণের ছোঁয়া অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি। তাঁর উদাত্ত সুরেলা গলার চন্ডীপাঠ শুনে কি জগজ্জননী মা চন্ডিকার আসনও নড়ে উঠতো না?

আশ্রমপূর্ব জীবনে ধর্মপ্রাণ আদর্শ দম্পতি উমেশচন্দ্র সেন এবং ক্ষীরোদ বাসিনী দেবীর আট সন্তানের মধ্যে তিনি চতুর্থা। ইং ১৯২৩ সনের ১৪ই মে বাং জ্যৈষ্ঠ মাসের সাবিত্রীব্রতর দিন জন্ম বলে নাম রাখা হোল 'সাবিত্রী'। রূপে, গুণে, ব্যক্তিত্বে, তিনি যে সকলের মধ্যে এক ব্যতিক্রম, তা সব কিছুতেই ধীরে ধীরে প্রকাশ পেলো।

দক্ষিণ কোলকাতায় আশুতোষ হলে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য হবে। কি করে প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রাচীন পন্থী দাদামশাই এবং তাঁর নিজের বাবাকে জানানো যায় যে তিনি stage এ নাচের মুখ্য-চরিত্রে-এই ভাবনায় ভয়ে অস্থির। গান হলে তো অসুবিধা ছিল না বলার–ঢাকা রেডিওতেও তো কিশোরী কন্যা গান করেছেন–কোলকাতার গীতবিতানে ও গীতশিক্ষায় পারদর্শিনী। যাই হোক–চিন্তা ভাবনা মাথায় রেখে guest card দিয়ে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হোল function দেখার জন্য। মুখ্য চরিত্রের সুন্দরী নৃত্যরতা মেয়েটির দিকে বার-বার প্রশংসার দৃষ্টি না ফেলে পারলেন না তাঁরা–চেনা চেনা লাগে যেন মিষ্টি মুখখানি–প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন যেন অতিপরিচিত।–তারপর? ঐ মিষ্টি-হাসি দুষ্টু-চোখের মেয়ের প্রত্যাশা ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে 'ভালো লেগেছে' না বলে উপায় ছিল কি?

দিন যায়–অতি স্বাভাবিক নিয়মেই তাকে সুপাত্রস্থ করার চিন্তায় ব্যাকুল বাবা মা। অতিশয় সৎ আইনজীবী–পরের জীবনে বিদ্যালয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ছাত্র গত প্রাণ প্রধান শিক্ষক সাত সন্তানের সংসার অতি শান্তির হলেও সাধ্য ও তো সীমিত। যদিও সেই মেয়ের 'মা'কে 'রাজকন্যা' বললেও অত্যুক্তি হোত না 'কিন্তু আত্মাভিমানী নির্লোভ নিরাসক্ত সেই অসাধারণ ধর্মপরায়ণা 'মা' টিও তো তাঁর প্রবল প্রতাপান্বিত 'বাবা'র কাছে থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্যও নেবেন না। তাই অতি আদরের রূপ গুণে অনন্যা 'সাবিত্রী'র জন্য তাঁদের মনের মত পাত্র খুঁজতে সময় লাগবে বৈকি।

এদিকে সেই মেয়ের মনে কিসের যেন অস্থিরতা, ব্যাকুলতা তাড়া করে ফেরে। চঞ্চল–পাগল মন কেবলই ভেতর থেকে ডাক দিয়ে যেন বলে–'চলে আয়, চলে আয়–অনেক দূরে-এ জীবন তোর নয়'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনই সময় ১৯৪৬।৪৭ সালে হঠাৎ লোকমুখে দক্ষিণ কোলকাতায় একডালিয়া রোডের আশ্রমে 'শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা'য়ের নাম শুনে নেহাৎ কৌতূহল বশতঃই মামীমার সঙ্গে দেশপ্রিয় পার্কের মামাবাড়ী থেকে গেলেন তাঁকে দর্শন করতে। তারপর আর কি–মায়ের কাছে একবার পৌঁছতে পারলেই তো সেই জগজ্জননীর যাদুকাঠির ছোঁয়া লেগেই যায়। সেই যাওয়া মেয়েটির প্রাত্যহিক নিয়মে দাঁড়ালো। ঝড়-বৃষ্টি, দেশপ্রিয় পার্কের রাস্তায় হাঁটু-জল, কিছুই তাকে আটকাতে পারতো না। সারাদিন ব্যাকুল ভাবে সময়-গোনা কতক্ষণে সব প্রাত্যহিক কর্তব্য শেষে সন্ধ্যে বেলা 'মায়ের' কাছে যাবেন। এমনি ভাবেই চলতে চলতে আমাদের 'উড়ো-পাখী' মায়ের কাশী যাওয়ার দিন স্থির হোল। সাবিত্রীর মন চঞ্চল, অস্থির,–বার বার বলে 'মাগো'। আমাকে তোমার সঙ্গে নাও'। মা বলেন নির্বিকার ভাবে–'পাগল হয়েছো–অনেক কৃচ্ছ্র-সাধন, সে তুমি পারবে না'। মেয়ে নাছোড়বান্দা-'মা! তুমি একবার দেখো, আমি সব পারবো। কবে থেকেই আমি অভ্যাস করছি–মাছ-মাংস খাওয়া-সব বিলাসিতা ছেড়েছি-তুমি শুধু আমাকে কৃপা করে তোমার করে নাও'। মা কিন্তু অটল-স্থির-'নিজের বাবা মায়ের আন্তরিক সম্মতিও তো চাই-তোমার মনের প্রস্তুতিও আরও অনেক দরকার'। শ্রীভগবানের ভক্তকে পরীক্ষা। ক্রন্দসী সাবিত্রী সর্বহারার ব্যাথা বুকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। ভাঙ্গা মনটাকে যাচাই করতে চেষ্টা করেন–তার ভক্তির আকুলতায় কোথায় বিচ্যুতি? হঠাৎ-ই তার ঘরের দরজায় মায়ের দূত হাজির–'মা পাঠালেন', বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে যেমন আছে-সেই ভাবে এখনই যদি চলে আসে-তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে এসো'। মায়ের মেয়ের সে কি উদ্ভাসিত মুখের হাসি-সারা জগতের সেরা সম্পদ তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। একবারও আর পেছন ফিরে তাকাবার তাগিদ অনুভব করলেন না। সে ছিল ইং ১৯৪৭ সাল।

সেই থেকে সঠিক দিশায় তাঁর জীবনের নতুন যাত্রা পথ শুরু হোল। অনাবিল নির্মল আধফোঁটা ফুলের মত মেয়েটির আশ্রম-জীবনারম্ভে নতুন নামকরণ হোল-'পুষ্প'।

তখন থেকে মায়ের সেবিকা তদগত প্রাণ অক্লান্ত সুদীর্ঘ জীবন–সব সময় শুধু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা আর অনুধাবনের প্রয়াস-মা কি চান তাঁর আদেশে বিনা প্রশ্নে জীবন দিতে পারে এ যুগের রামভক্ত হনুমান–আমাদের অতি ভালবাসার–পরম শ্রদ্ধেয় 'পুষ্পদি'।

নির্দ্বিধায়, নিশ্চিন্তে, মায়ের সবরকম ইচ্ছের আভাসটুকুও নিঃসর্ত্তে মেনে নেওয়া–আমি সারা জীবন অবাক বিস্ময়ে দেখেছি–আর ওনার সাহচর্যে আর মায়ের কৃপায় যাতে ঐ পরাভক্তির একাংশও পেতে পারি সেই প্রার্থনা আকুল হয়ে জানিয়েছি মায়ের শ্রীচরণে।

আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় 'ভজনানন্দ'–জীও যে তাই চেয়েছিলেন আমাদের কাছে। যে পরম অমৃতের রসাস্বাদ তিনি করেছিলেন–সেই 'পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ'– এর শরণ নিতে তিনি পরম আকুলতায় সস্নেহে আত্মীয়-অনাত্মীয় দুহাত বাড়িয়ে সবাইকে ডাকতেন-'ওরে তোরা সবাই আমার মায়ের কাছে একবার আয়–একটিবারের জন্য সেই পরমপ্রিয়, সেই যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, সেই প্রেমময়ী, অমৃতময়ী, সেই অদ্ভুত করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের শরণ নে। এই আনন্দরূপ অমৃতের দরজা তোদের সকলের জন্য খুলে না গেলে আমার যে শান্তি নেই'।

মায়ের অতিপ্রিয় সেবিকা মায়ের কোলে স্থান পেয়েছেন–তাঁর উদ্দেশ্যে মনের সকল ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসার মালা গেঁথে প্রণতি জানিয়ে এই ভক্তি–স্মৃতি–গাঁথা শেষ করছি।

ওঁ নমঃ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণায়॥ জয় মা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আনন্দ-সুর-নির্ঝরিণী-পুষ্পদি

—ব্রহ্মচারিণী গীতা

শান্ত মন্দ্র গম্ভীর নাদ ব্রহ্ম ধ্বনিত হয়েছে ওই কন্ঠে। জীবনবীণার তন্ত্রীতে তাঁর হয়েছে মায়ের কৃপা ঝংকৃত। শ্রীমায়ের শত-শত ভক্ত তাঁর ভজন কীর্তন স্তবগান শ্রবণে হয়েছেন আনন্দিত। মায়ের জন্মোৎসব, সংযম সপ্তাহ, দুর্গাপূজা ইত্যাদিতে যাঁর স্তব গান, কীর্তন, ভজনে আশ্রম হয়ে উঠত মুখরিত, সেই আমাদের অতি আদরের 'পুষ্পদি'—কে আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি কবির ভাষায়—

"উৎসবের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ—
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে শ্রদ্ধায়
আনন্দের দানে ও গ্রহণে"।

সেই মন্দ্র গম্ভীর ধ্বনি আর ঝংকৃত হবে না ওই কন্ঠে; সংযম সপ্তাহে কনখল আশ্রমের হল ঘর 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই নাদ-ব্রহ্মকীর্তনে আর মুখরিত হবে না ওই কন্ঠে ভাবা যায় না; তাই বলি আবার কবির ভাষায়—

'আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্র রবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে'।

পুষ্পদির দাদা মহাশয় ছিলেন শ্রীহট্ট জেলার জমিদার ও বিশেষ নামী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ও বেশ উন্নত। স্বয়ং অগ্নিদেবের মত তেজস্বী। জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি। অদ্ভুত দেশভক্তি তাঁর। পিয়ানো বাজাতে ভালবাসতেন। "বন্দেমাতরম্" গান খুব সুন্দর করতেন। শ্রীশ্রী মা একবার পুষ্পদিকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যা কিছু ভাল ওই বাবার থেকেই এসেছে'।

পুষ্পদির দাদামশায় প্রায়ই পুষ্পদিকে বলতেন, 'তোমরা আশ্রমে কি করতে যাও?' পুষ্পদি বলতেন, 'মার কাছে যাই'। দাদামশাই বলতেন, 'আমি নীল জ্যোতির মধ্যে মাকে বসা দেখতে পাচ্ছি'। তিনি একবার মার দর্শন করতে বালিগঞ্জ আশ্রমে যান। মার কাছে কৃষ্ণবলরামের কীর্তন করেন। মা ছুটে এসে বললেন, 'আমি যে দু পাশে দুটো শিশু দেখতে পাচ্ছি'। মা ভাবে গড়াগড়ি দিলেন। সকলে সেই জায়গার ধুলো নিলেন। দাদামশায় অন্তিম সময়ে পুষ্পদির মাকে বলেছিলেন, 'এত আলো কেন?' তোমরা ত লাইট জ্বালিয়ে রেখেছ। 'এত আলো কেন?' এই বলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুদিন পর পুষ্পদির মা স্বপ্ন দেখেন যে সূর্যালোকের মধ্যে যেন দাদামশায়ের মুখ জ্বলজ্বল করছে।

পুষ্পদির বাবা শ্রী উমেশচন্দ্র সেন, পরে সন্ন্যাস জীবনে স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। হেড মাস্টার। প্রথম জীবনে উকীল। এই পেশা মিথ্যা চাতুরীর জন্য ছাড়লেন। অতি সুপুরুষ। পুষ্পদির বাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কপালের মাঝখানে একটি কালো দাগ দেখে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, 'যজ্ঞের টীকা নিয়েই জন্মেছে'।

পুষ্পদির মা শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী। ঘরে মাস্টার এসে পড়াতেন। আঁকা, হাতের লেখা, পড়াশুনোয় বিশেষ প্রতিভা ছিল। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন পুষ্পদির মাকে দেখে "আধারটা বড় ভাল। কোনদিন কোন অনীতি করেনি"।

পুষ্পদির নাম ছিল 'সাবিত্রী' মার দেওয়া নাম 'ভজন'। খবরের কাগজে শ্রীশ্রীমার কোলকাতায় আগমনের খবর পেয়ে মার দর্শনে যান পুষ্পদির ছোটমামা। ছোটমামার মুখে মার কথা শুনে পুষ্পদি তাঁর মামা ও মার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার দর্শন করতে যান ১৯৪৬ সালে বালিগঞ্জের একডালিয়া রোডের আশ্রমে। প্রথম দর্শনেই পুষ্পদির মাকে দেখে মনে হয়েছিল চারটি কথা–এত আপন আর কাউকে মনে হয়নি, এত আনন্দ কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি, আমার ভগবান এরকম হলেই হবে, আর আমাকে এর সঙ্গে যেতেই হবে।

আর একবার পুষ্পদি মার কাছে গেছেন। কি করে যে মার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন নিজেই বুঝতে পারলেন না। মা বললেন, পুষ্পদিকে 'সব বাচ্চাদের একটা করে মালা দিয়ে দাও'। পুষ্পদি সকলকে মালা দিলেন। একটি প্রসাদী মালা তাঁর নিজের জন্য রাখতে ইচ্ছা হল, কিন্তু পরে তাঁর মনে হল, মা তো বলেননি। এর পর মা সৎসঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার সময় কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে মার চেয়ারের মধ্যে একটি মালা গোলাপ দিয়ে সুন্দর গাঁথা ছিল, মা সেই মালাটি পুষ্পদিকে পরিয়ে দিলেন।

একবার পুষ্পদি ছোটমামীর সঙ্গে বাইরে বাজারে গেছেন। সেখান থেকে পুষ্পদি একাই মার আশ্রমে এলেন। যাওয়ার একটু পরে শুনতে পেলেন মা আসছেন। বেশ রাত হয়ে গেছে। পুষ্পদি একা। মা পুষ্পদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কার মেয়ে?' পুষ্পদি বললেন, 'তোমার মেয়ে'। মা আরো দুবার জিজ্ঞাসা করলেন 'তুই কার মেয়ে?। পুষ্পদি উত্তর দিলেন, 'তোমার মেয়ে'। পুষ্পদি বললেন, 'মা, তোমার সঙ্গে যাব'। মা তখন কিছু বললেন না। সেই রাতে পুষ্পদির অদ্ভুত অনুভব হল। সারাক্ষণ মনে হয়েছে মাথার কাছে যেন কেউ সাদা কাপড় পরা বসে রয়েছেন।

আর একদিন পুষ্পদি একডালিয়া রোডে আশ্রমে গিয়ে শুনলেন একডালিয়া প্লেসে জস্টিস এস. আর. দাসগুপ্তর জমিতে গৃহ প্রবেশ হবে। মা সেখানে। মা ও দিদিমা বসে আছেন। বাঁশ দিয়ে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। সেখান দিয়ে ভক্তরা লাইন করে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন। বিরাট লাইন। সকলে মালা দিয়ে প্রণাম করে চলে আসছেন। পুষ্পদি কিছুক্ষণ প্যান্ডেলে দাঁড়িয়ে মাকে দেখলেন। তারপর লাইনে গিয়ে মার কাছে প্রণাম করলেন। প্রণাম করেই পুষ্পদির মনে হল পুষ্পদির ভিতরে যেন কিছুই নেই। একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। পুষ্পদি প্রণাম করছেন এর মধ্যে মনে হল যেন কিছু একটা ভারী ঘাড়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখেন ফুলের মালা। মার কাছে একটি ফুলের বড় ভারী মালা ছিল। সেইটি মা ছুঁড়ে পুষ্পদির গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। মা পুষ্পদির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। পুষ্পদিও মার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, চোখ ফেরালেন না। পরে মা ধীরে ধীরে চোখ অন্যদিকে করে নিলেন। পুষ্পদি ওই মালা গলায় পরা অবস্থায়ই বাড়ী ফিরলেন।

পুষ্পদি সব সময় মার কাছে বসে কাঁদতেন। সকলে মাকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'মেয়েটি কাঁদে কেন?' মা হেসে বলতেন, 'ওকেই জিজ্ঞাসা কর'। পুষ্পদির অনেক বার মাকে বলার পরও যখন মা নিজের সঙ্গে পুষ্পদিকে নিচ্ছেন না তখন পুষ্পদির মনে হল যে যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললে তাঁরা হয়তো সঙ্গে নিতেন। আর মাকে বলব না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা একবার বিষ্ণুপুর যাচ্ছেন, যাওয়ার সময় হঠাৎ মা বললেন, 'ওই কাঁদুনী মেয়েটা কোথায়? ওকে আমার গাড়ীতে তুলে দাও'। কিন্তু পুষ্পদি তখন সেখানে ছিলেন না। মা তিন চার দিনের জন্য বিষ্ণুপুর গিয়েছিলেন। পরের দিন পুষ্পদি যখন আশ্রমে গেলেন, তখন সকলে বললেন, 'তুমি কোথায় ছিলে? তোমায় মা ডাকছিলেন, বিষ্ণুপুর নেবার জন্য'। পুষ্পদি বললেন, 'তিন চার দিনের জন্য না গিয়ে ভালই হয়েছে'।

এরপর মার কাশী যাওয়ার সময় পুষ্পদির মা পুষ্পদিকে নিয়ে মার কাছে এলেন। পুষ্পদির মা মাকে বললেন, 'মা, একে ঘরে তো রাখতে পারছিনা। আপনি নিয়ে যান। একমাস পরে পাঠিয়ে দেবেন'। মা বললেন, 'ও একা একা থাকতে পারবে?' পুষ্পদির মা বললেন, 'হ্যাঁ, মা থাকতে পারবে?' মা বললেন, 'যাও ওকে হাওড়া নিয়ে যাও। এই শরীর ও হাওড়া যাচ্ছে। ওখান থেকেই গাড়ী ছাড়বে'। পুষ্পদি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখেন পরমানন্দ স্বামীজী স্তুপীকৃত মালের মধ্যে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। পুষ্পদি একটি ডাব কিনে স্বামীজীকে ডাবের জল খাওয়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মা এসে গেলেন। মা গুরুপ্রিয়াদিদিকে পুষ্পদিকে দেখিয়ে বললেন, 'দিদি, এই মেয়েটা এই শরীরের সঙ্গে যাবে'। দিদি তার আগেই পুষ্পদিকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তুই কে? তুই আবার কোথায় যাবি? এখন ত কন্যাপীঠে বড় মেয়ে নেওয়া হয় না'। কিন্তু দিদি যেই মার মুখে পুষ্পদির কথা শুনলেন, অমনি পুষ্পদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার First class এর টিকিট আছে?' পুষ্পদি বললেন, 'না, আমার Third class এর টিকিট। অমনি দিদি ওই টিকিটটা নিয়ে ভীড়ের মধ্যে কাউকে দিয়ে বললেন, 'এই টিকিটটা বদলে দাও ত ভাই'। টিকিট আসার পরই ট্রেন ছেড়ে দিল। সেটি ১৯৪৭ সাল।

পুষ্পদি কাশীতে এসেই মার সেবায় লেগে গেলেন। একমাসের পর মা পুষ্পদিকে বললেন বাড়ী যাওয়ার কথা। পুষ্পদি কিন্তু বাড়ী যান নি। বেশ কিছু সময় পর পুষ্পদির বাবার একটি চিঠি এল শ্রীশ্রীমাকেও তার মধ্যে লিখেছেন পুষ্পদিকে বাড়ী পাঠাবার জন্য। মা পুষ্পদিকে প্রাইভেট্‌লি ডেকে ওই চিঠি পড়তে বললেন। পুষ্পদি সব পড়ে মাকে বললেন, 'মা, তোমার কাছে এলেও কি আবার সংসারে যেতে হয়?' ব্যাস, মা এই কথা শোনার পর নিজের থেকেই পুষ্পদির বাবার চিঠির উত্তর দিয়ে দিলেন।

পুষ্পদিকে মা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুই কি ব্রাহ্মণ?' পুষ্পদি বলতেন, 'না'। একবার পুরীতে পুষ্পদি পরমানন্দ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা কেন এই কথা জিজ্ঞাসা করেন? মা কি জানেন না?' তখন পরমানন্দ স্বামীজী বললেন, 'ব্রাহ্মণের কিছু লক্ষণ থাকে। মা নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে কিছু লক্ষণ দেখেছেন'।

শ্রীশ্রীমার জয়ন্তী উৎসবের সময় কাশীতে বিশিষ্ট গায়িকা শ্রীমতী গিরিজা দেবী মাকে গান শোনাচ্ছেন। তাঁর গান শেষ হলে মা পুষ্পদিকে একটি গান করতে বললেন। পুষ্পদি মাকে বললেন, 'মা, এরপর আর গান করতে নেই'। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? গান করলে কি হয়?' পুষ্পদি বললেন, 'শ্রোতারা ধরে মারে'। মা এই কথা শুনে পুষ্পদিকে বললেন, 'তোমার যে এত স্তুতি নিন্দার দিক আছে তাতো জানা ছিল না'। এই কথা শুনে পুষ্পদি তখনই গান আরম্ভ করলেন। তাঁর গান শেষ হওয়ার পর গিরিজা দেবী এসে পুষ্পদিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওহ! আপনার গলার আওয়াজে জাদু আছে'।

পুষ্পদির তখন অল্প বয়স। মা কিছুদিন তাঁকে দেরাদুন আশ্রমে একান্ত বাসে রেখে ছিলেন। পুষ্পদি প্রতিদিন মাইকে স্তব, গীতা পাঠ ইত্যাদি করতেন। পাশের রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা মায়ের আশ্রমের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওই অপূর্ব অমৃত নির্ঝর মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে বলতেন, 'কে এত সুন্দর গলায় সুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চারণে স্তব পাঠ করে? কে এই মেয়েটি?'

ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও পুষ্পদির গান, কীর্তন খুব ভালবাসতেন। বিশেষ আহ্বানে বেশ কয়েকবারই প্রধানমন্ত্রী ভবনে যেমন ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যুর পর, পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর এবং ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরও তাঁর অস্থি কলশের সামনে পুষ্পদিকে বিশেষ ভাবে যেতে হয়েছিল গানের জন্য।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পুষ্পদি দিব্য জীবন সংঘের পরমাধ্যক্ষ স্বামী চিদানন্দজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'স্বামী ভজনানন্দ' নামে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর গান কীর্তন অব্যাহত থাকে।

কিছুদিন হয় তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ছিলেন তিনি। তবে গত সংযম সপ্তাহেও তাঁর কন্ঠস্বরে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" এই নাদ ব্রহ্ম কীর্তন শ্রবণ করে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন। সংযমের পরে তিনি পুণা আশ্রমে চলে যান। ৬ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিনও তাঁর গানে পুণা আশ্রম মুখরিত হয়েছে। আর ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ তিনি মর্ত্যলোক থেকে অমৃতলোকে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দিব্য সংগীতের সুরসুধায় অভিষিক্ত চিরতরে লীন হয়ে গেলেন।

আমরা আজ কবির ভাষায় তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি—

"কোকিলের কুহু রবে শিখীর কেকায়
দিয়েছ সংগীত তব; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম–সংবাদ

১। কনখল–

দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পুণ্যতীর্থ কনখলে জাহ্নবীতীরে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে প্রতিবাত্ত মত এবারেও গত ১৪ই এপ্রিল শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষে গিরিজী মন্দিরে বিশেষ পূজা ও সাধুভান্ডারা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের ১০৮ তম শুভ জন্মোৎসব গত ৩রা মে হতে ১৯শে মে পর্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই উপলক্ষে ৩রা মে ব্রাহ্ম মুহূর্তে শুভক্ষণে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ, পুষ্পাঞ্জলি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অর্পিত হয়। ৪ঠা মে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে জল পূর্ণ ঘট দান ও বিশেষ পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়

অক্ষয় তৃতীয়ার এই শুভদিনেই কোলকাতা নিবাসী শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত স্বর্গীয় শ্রী কুলরঞ্জন ব্যানার্জী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারাণসী স্থিত স্বর্গীয় শ্রী হরীশচন্দ্র ব্যানার্জী ও তাঁর ধর্মপত্নীর পুণ্য স্মৃতিতে তাঁদের সুযোগ্য পুত্রগণ শ্রী সোমেশ ব্যানার্জী ওপৃথ্বীশ ব্যানার্জীর ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ আয়োজিত হয়, যা ১১ই মে উদযাপিত হয়। ভাগবতের প্রবক্তা ছিলেন ভাগবত সম্রাট শ্রী ১০০৮ স্বামী অখন্ডানন্দজীর প্রশিষ্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। ভাগবত সপ্তাহ খুবই সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

৬ই মে শংকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শংকরাচার্য হলে আচার্য শংকরের মর্মর মূর্তিতে ষোড়শোপচার বিশেষ পূজা ও ভোগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

নিত্য শ্রীশ্রী শত চন্ডী পাঠ ও পূজা এবং হোম ৩রা মে হতে ১৮ই মে পর্যন্ত চলে। ৯ই মে ভোলানাথের তিরোধান উৎসব এবং ১৬ই মে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ১০৮ কুমারী পূজা, বটুক পূজা ও ভোজ হয়। দরিদ্র নারায়ণ সেবাও হয়। শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঐ দিন স্থানীয় মন্দির সমূহে বিশেষ পূজা ও স্থানীয় কুষ্ঠ হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৪ই মে হতে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ রাসপার্টী এসে শ্রীশ্রী মহাপ্রভু ও শ্রী কৃষ্ণলীলা করে সকলকে আনন্দ দেয়। বিবিধ প্রকারের ধার্মিক কার্যক্রম ১৮ই মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে ৭টা এবং সন্ধ্যারতির পর ৮টা থেকে ৮–৪৫ পর্যন্ত বিভিন্ন মহাত্মাদের প্রবচন রাখা হয়। যেমন কৈলাস আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজী, গীতা মন্দিরের ম০ম০ স্বামী মঙ্গলানন্দজী, ভোলাগিরি আশ্রমের ম০ম০ স্বামী দেবানন্দজী, সন্ন্যাস আশ্রমের ম০ম০ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী জগদ্‌গুরু আশ্রমের ম০ম০ স্বামী প্রকাশানন্দজী ও ম০ম০ স্বামী আত্মানন্দজী উদাসীন আখাড়ার ম০ম০ স্বামী শ্যাম সুন্দর দাসজী প্রভৃতি বিশিষ্ট মহাত্মাদের বিদগ্ধ প্রবচনে শ্রোতারা লাভান্বিত হতেন। প্রথম দিন সৎসঙ্গের প্রারম্ভে ম০ম০ স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে এবার শ্রীশ্রীমায়ের ১০৮তম শুভ জন্মদিন। ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে ১০৮ সংখ্যা বিশেষ মহত্বপূর্ণ। তাই শ্রীশ্রী মার ভক্তদের পক্ষেও এইবারের জন্মদিন এবং আগামী অষ্টোত্তরশত জন্মবার্ষিকী উৎসব বিশেষ রূপে পালন করা কর্ত্তব্য।

আরো একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখনীয়। এবার সৎসঙ্গে শ্রোতাদের বিশেষ সংখ্যা লঘুতা দেখে বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে ম০ম০ স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ বলেন–হৃষিকেশ কৈলাশ আশ্রমে প্রত্যেক ভক্তকেই সৎসঙ্গে অবশ্য যোগদান করতে হয়। এখানে আপনারা আশ্রমের নিত্য সমবেত ভাবে গীতা, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র পাঠে যোগদান করেন কি? আপনারা শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা ও পরম্পরা কি ভুলে গেলেন? যদি সৎসঙ্গে এইরূপ অনাগ্রহ থাকে তাহলে আগামীবার হতে শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসবের বিশেষ কার্যক্রম, মাত্র তিন দিনের জন্য করার বিষয়ে আশ্রম সঞ্চালকরা বিচার করতে পারেন।' ম০ম০ স্বামী দেবানন্দজীও বিশেষ অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেন।

সকল মাতৃভক্তদের জন্য এই কথা অবশ্যই অতি লজ্জার বিষয় এবং ভবিষ্যতে যাতে এই জাতীয় অনুযোগ শুনতে না হয় তার জন্য বিশেষ সর্তক থাকা আবশ্যক। সকল মাতৃভক্তদের এই কথা মনে রাখা উচিত।

১৮ই মে রাত্রিতে যথারীতি সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মে মধ্যেহ্নে বিশেষ ভাবে সাধু ভোজনের পর সন্ধ্যায় নামযজ্ঞের অধিবাস এবং পরদিন সন্ধ্যায় নামযজ্ঞ সমাপনের সঙ্গে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

২। বারাণসী–

বারাণসী আশ্রমে চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষে ২রা এপ্রিল প্রতিপদ হতে ১১ই এপ্রিল নবমী পর্যন্ত কলশ স্থাপন করে নিত্য সম্পুট চন্ডী পাঠ এবং সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথিতে পূজা মন্ডপে শ্রীশ্রী বাসন্তীপূজা সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাষ্টমীর দিন আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার বিশেষ পূজা ও ভোগ ইত্যাদি সুসম্পন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে গত ১৯৪৪ সন থেকে সুদীর্ঘ ৬০ বছর ধরে শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে কাশী আশ্রমে একই মন্ডপে বাসন্তী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৪ই এপ্রিল শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস তিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সাধু ভান্ডারাও হয়েছিল।

৩রা মে হতে ১৯শে মে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৮তম শুভ জন্মোৎসবও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩রা মে শেষ রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মদিনের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য পর্বে জলপূর্ণ ঘটদান ও আনন্দজ্যোতিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মাতৃ মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের; গোপাল মন্দিরে শ্রীশ্রী গোপাল ও শ্রীশ্রীযোদমায়ার; গিরিজীর মন্দিরে শ্রী গিরিজীর ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, ভোগ, কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ২৪জন সাধুকে ফল, বস্ত্র, দক্ষিণা সহ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হয়। ৯ই মে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথিতে বাবা ভোলানাথের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, কীর্তন, ভোগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সাধুভান্ডারাও হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথিতে ১৮ই মে রাত্রি ৩টাতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ, কীর্তন ইত্যাদি হয় এবং পরদিন ১৯শে মে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ ভোগও ভক্তরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিন শ্রীশ্রীমায়ের হাসপাতালে রোগীদেরও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৯ই জুন গঙ্গা দশহরার দিন মা গঙ্গার বিশেষ পূজার আয়োজন হয়। এবং ২২শে জুন এলাহাবাদ বাসী শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত মহিলা শ্রীমতী সুশীলা দেবী অগ্নিহোত্রীর পুণ্য স্মৃতিতে আশ্রমে৫১ জন সবস্ত্র সাধু ভোজন এবং ১০১ জন দরিদ্র নারায়ণকে বিশেষ পরিতৃপ্তি সহকারে চাদর ও দক্ষিণা সহ ভোজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করানো হয়। আগামী ১৩ই জুলাই গুরুপূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হবে।

৩। আগারতলা—

আগরতলাতে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৮তম জন্ম জন্মোৎসব ৩রা মে হতে ১৯শে মে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ৩রা মে মা সরস্বতী মন্দিরে সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা এবং সন্ধ্যা ৬টায় 'নাট মন্দিরে' ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান ও সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই মে সন্ধ্যায় বিশেষ আরতির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। রাত্রি ১২টা থেকে ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান ও সৎসঙ্গ, রাত্রি পৌনে ৩টা হতে ৩টা পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত 'মৌন' উদযাপন এবং রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা এবং প্রভাতী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মে উদয়াস্ত কীর্তন, দ্বিপ্রহরে মাতৃপূজা ও ভোগ্ এবং ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় দেড় হাজার ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় শত শত ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করে আনন্দ লাভ করেন। সন্ধ্যায় মন্দির সমূহ আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল।

৪। উত্তরকাশী—

সুদূর উত্তরকাশীতেও শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৮ই মে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইদিন সন্ধ্যা হতে ভজন-কীর্তন এবং রাত্রি ২টা হতে পূজা আরম্ভ হয়। ভোরবেলা হোম। পরদিন সকালে সাধুভান্ডারা এবং কুমারী ভোজন ও মধ্যাহ্ন ভোগের পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৫। জামশেদপুর—

জামশেদপুরে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১৪ই এপ্রিল স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী মহারাজের সন্ন্যাস তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যায় কীর্তন, আরতি, ভক্তিমূলক গান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা মে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ণ জন্মদিবস উপলক্ষে মাতৃপূজা, নামকীর্তন ও আরতির পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৪ঠা মে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য পর্বে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা দিবসে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি ও বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করা হয়। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৯ই মে বাবা ভোলানাথের তিরোভাব তিথি উদযাপন উপলক্ষে পূজা, সান্ধ্য নামকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই মে সন্ধ্যা কীর্তন ও আরতির পর শ্রী হনুমানে চালিশা ও শ্রী আনন্দময়ী চালিশা পাঠ হয়। ১৯শে মে ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য উদয়াস্ত নাম কীর্তন ও দ্বিপ্রহরে হোম, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগারতি, দরিদ্রনারায়ণ সেবার পর ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় অখন্ড নাম কীর্তন সমাপন, সান্ধ্য কীর্তন, আরতি ও প্রণাম মন্ত্রের সঙ্গে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬। ডিব্রুগড়—

ডিব্রুগড় শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমেও শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে ৩রা মে ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও আরতি এবং প্রতিদিন মৌন ও জপ এবং ১৯শে মধ্যাহ্নে ভোগরাগ, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। নৈমিষারণ্য—

নৈমিষারণ্যস্থিত আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৬ দিন ব্যাপী চন্ডীপাঠ আরম্ভ হয় এবং ৪ঠা মে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিন পুরাণ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পুরাণ পুরুষের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই মে রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও পরদিন প্রাতে হোম, কুমারী পূজা ও মধ্যাহ্নে কুমারী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন ও সাধু ভোজনের পর ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৮। পুণা—

পুণাতেও শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব ভাল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৯শে মে ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও কুমারী পূজা, হোম, ভোগ আরতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৯। রাঁচী—

শ্রীশ্রীমায়ের রাঁচী আশ্রমে গত ১৪ই এপ্রিল শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরি মহারাজের সন্ন্যাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে গিরিজীর বিশেষ পূজা, সাধু ভান্ডারা, কীর্তন প্রভৃতি হয়।

১৯শে মে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৮ই মে রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম, সৎসঙ্গে, কীর্তন ইত্যাদি ও পরদিন মধ্যাহ্নে ভোগ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা হয়।

☆

উৎসব--সূচী

১. গুরু পূর্ণিমা	—	১৩ই জুলাই
২. স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী (দিদিমার) তিরোধান তিথি	—	৪ঠা আগষ্ট
৩. স্বামী মৌনানন্দ পর্ব্বত (ভাইজীর) তিরিধান তিথি	—	৯ই আগষ্ট
৪. ঝুলন উৎসব	—	১১ই আগষ্ট
৫. জন্মাষ্টমী উৎসব	—	১৯শে আগষ্ট
৬. ভাগবত জয়ন্তী	—	১লা–৮ই সেপ্টেম্বর
৭. শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির তিরোধান তিথি	—	৩রা সেপ্টেম্বর
৮. স্বামী অখন্ডানন্দজীর তিরোধান তিথি	—	১৮ই সেপ্টেম্বর
৯. শারদীয়া নবরাত্রি প্রারম্ভ	—	২৭শে সেপ্টেম্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

১। শ্রী দেবশংকর ভট্টাচার্য–

শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত স্বর্গীয় নলিনী কান্ত ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী দেবশংকর ভট্টাচার্য গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে লীন হয়েছেন সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। শ্রী বিরজানন্দজী মহারাজ একবার বলেছিলেন, "শংকর গানে গানে আশ্রম মাতিয়ে রাখত"। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার ঊর্ধ্বগতি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

২। শ্রী ধনঞ্জয় কানিয়া–

পঞ্চাশের দশকে শ্রীশ্রীমার পবিত্র সংস্পর্শে এসে যাঁদের নিজেদের জীবনের পূর্বধারা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং শ্রীশ্রীমাকেই পরম গুরু রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বম্বে নিবাসী শ্রী বাবুভাই কানিয়া।

স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রথম মুখ্য ন্যায়াধীশ স্যার হরিলাল কানিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র ধনঞ্জয় মাত্র দুই বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে কাকার আশ্রয়েই লালিত পালিত হয়েছিলেন। ১৯১৬ সালের ১৪ই জুলাই সুরতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা স্থায়ীভাবে এসে বম্বেতে বসবাস আরম্ভ করেন। কলেজে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিভিন্ন রকমের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের অদম্য অধ্যবসায় ও দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির ফলস্বরূপ ভবিষ্যত ভিত গড়ে তুলতে সফল হন। এক কথায় তিনি ছিলেন–পূর্ণরূপে 'Self made man' সততা, নিষ্ঠা, মিষ্ঠ ভাষি সকলের সঙ্গে প্রেম ও বন্ধুত্বই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। দেশপ্রেমও ছিল তাঁর অসীম এবং তাঁরই ফলে তিনি ১৯৪২ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনেও যোগদান করেন এবং ১৯৪২ সালেই তাঁর বিবাহ হয়।

পঞ্চাশের দশকেই তিনি কর্মক্ষেত্রে নিউ ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বি কে০ শাহর সঙ্গে পরিচিত হন এবং ১৯৫৪ সালে বম্বে জুহুতে সংযম সপ্তাহের সময় শ্রীযুক্ত বি০ কে০ শাহর সঙ্গেই শ্রীশ্রীমার প্রথম দর্শন ও জীবনের নূতন অধ্যায় প্রারম্ভ হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আস্থা–শ্রীশ্রীমায়ের শ্রী মুখ–নিঃসৃত নির্দেশ 'গুরুবাক্য' স্বরূপ নিষ্ঠাসহকারে পালনই ছিল কানিয়াভাইর জীবনের চরম আদর্শ। নিঃস্বার্থ সেবার ফলস্বরূপই ভবিষ্যত কালে 'শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের একজন মুখ্য কার্যকর্তা রূপে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। দীর্ঘ কাল তিনি সংঘের কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) রূপেও সেবারত ছিলেন। শ্রীশ্রীমার দেওয়া নাম ছিল "'কানাইয়া"। আর আশ্রমের ছোট–বড় সকলের ছিলেন তিনি পরমপ্রিয় "কানিয়াভাই"। শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রিয়া দিদির দীর্ঘ দিনের অসুস্থতার সময় কানিয়াভাইয়ের সব বিষয়ে সাহায্য ছিল অনন্যসাধারণ। আশ্রমবাসী সাধু–সন্ন্যাসী–ব্রহ্মচারী–ব্রহ্মচারিণীদের বম্বে প্রবাস কালেও তিনি ছিলেন সর্বরূপে সঙ্গী।

শ্রীশ্রীমার অব্যক্ত রূপে প্রবেশের পর হতেই কানিয়াভাই সবরকম কর্মজগত থেকে বিরত হয়ে বম্বেতে নিজ বাসভবনে একান্তে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি নিয়েই নিমগ্ন থাকতেন এবং বৎসরে সম্ভব হলে একবার কনখল মহাসমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে প্রণাম করে আসাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্প কিছুদিন অসুস্থতার পর ৮৭ বছর বয়সে গত ৬ই মার্চ, ২০০৩ তিনি মাতৃস্মৃতিতে মগ্ন হয়ে চিরদিনের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিজেকে লীন করে দেন। মাতৃ চরণে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত সকলের প্রিয় কানিয়া ভাইএর অভাব সকলেরই দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হবে তা নিঃসন্দেহ।

কানিয়াভাই এর পরম বিদুষী স্ত্রী শ্রীমতী জয়াবেন এবং একমাত্র কন্যা রোহিণীর উপর শ্রীশ্রীমার অসীম কৃপা চিরদিন যাতে বর্ষিত হয় এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জয় মা।

৩। শ্রী শংকরানন্দ গিরি (শিবানীদি)–

শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রাক্তন সেবিকা বয়োজ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনী শ্রী শংকরানন্দগিরি (পূর্বাশ্রমে শিবানী চ্যাটার্জী) গত ১৭ই এপ্রিল শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরতরে লীন হয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তান নদিয়া জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর চোখের সামনে তাঁর স্বামী ও পুত্রদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। শোকে তাপে জর্জরিতা পাগলিনী প্রায় শিবানীদি আগড়পাড়া আশ্রমে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শোকে চিরকালের মত তিনি অন্ন ত্যাগ করেন। আগরপাড়া আশ্রমে কিছুদিন থাকার পর শ্রীশ্রীমার দর্শন লাভ করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পরশে শোকের কিছু লাঘব হয়। কিছুদিন আগরপাড়া আশ্রমে সেবার পর বারাণসী আশ্রমে এসে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে অন্নপূর্ণা মন্দিরের সেবার ভার গ্রহণ করেন। বহুবছর তিনি মা অন্নপূর্ণা মন্দিরে ভোগপাক করেন। তাঁর সেবার ভাব ছিল অতুলনীয়। সবাইকে প্রসাদ দিতে খুবই ভালবাসতেন। শ্রীশ্রীমায়ের চিহ্নিত পার্ষদদের মধ্যে অন্যতম শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মন্দিরের পূজারী স্বর্গীয় অতুল ব্রহ্মচারীজীর অসুস্থ অবস্থায় শিবানীদি বহুদিন তাঁর অক্লান্ত ভাবে সেবাও করেছেন। মা অন্নপূর্ণার ভোগ ছাড়াও শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা ইত্যাদিতে দেবীর নৈবেদ্য, ভোগ রান্না ইত্যাদি তিনি সাগ্রহে সুষ্ঠুভাবে করতেন।

শেষ বয়সে তিনি কনখলে গিয়ে নির্বাণী আখাড়ার মহন্তজীর কাছ হতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও তাঁর নামকরণ হয় শংকরানন্দ গিরি তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি শিবানীদি নামেই পরিচিতা ছিলেন।

সন্ন্যাস নেবার পর তিনি আশ্রমে অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে মিষ্ঠি কথা বলে প্রসাদ দিয়ে সাদরে আপ্যায়িত করতেন।

বার্দ্ধক্য বশতঃ তিনি কয়েক বছর একটু অসুস্থ ছিলেন। শেষে তাঁকে মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ১৭ই এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং পবিত্র গঙ্গায় তাঁর সলিল সমাধি দেওয়া হয়। সাধুদের নিয়ম অনুসারে জল সমাধির ১৬ দিনের দিন ২রা মে প্রথমে শিবরূপে শিবের ষোড়শোপচারে পূজার পর ষোড়শী ভান্ডারা বিধি পূর্বক অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জন বিশিষ্ঠ সাধুকে বস্ত্র, উত্তরীয়, রুদ্রাক্ষের মালা, কুশাসন, কম্বলাসন, ছাতা, খড়ম, ভগবদ্ গীতা, গামছা, কমন্ডলু, নারকেল এবং পাঁচ রকমের ফল ও ৫১ টাকা করে দক্ষিণা সহ সাদরে ভোজন করানো হয়। এই উপলক্ষে শিবানীদির পূর্বাশ্রমের নাতি শ্রীরাম মুখার্জী কোলকাতা থেকে এসে এই বিশেষ ভান্ডারায় যথা শক্তি অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শিবানীদির মত পরম সেবাভাবাপন্না, কৃচ্ছ্রসাধন পরায়ণা, ভক্তিমতী তপস্বিনী সাধিকা অবশ্যই শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে চিরদিনের জন্য পরমাশ্রয় লাভ করবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৬৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্ম্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

Head Office :
D. Wren Industries (P) Ltd.
25, Swallow Lane,
Calcutta – 700 001.

Factory :
Dum Dum & Baroda,

Baroda City Office:
D. Wren International Limited,
Alkapuri, Baroda – 390 007.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 464 2217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে :—

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

✿ Branch Ashrams ✿

14. NEW DELHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)
15. PUNE	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-25537835)
16. PURI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
17. RAJGIR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)
18. RANCHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)
19. TARAPEETH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233.
20. UTTARKASHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193.
21.VARANASI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)
22. VINDHYACHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)
23. VRINDABAN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH	:	
1. DHAKA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel : 405266)
2. KHEORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन- २३९२८२०
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL. 7 OCTOBER 2003 NO. 4

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

❁ Branch Ashrams ❁

1. AGARPARA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, (Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
13. NAIMISHARANYA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৭ অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যা ৪

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সূচী

১.	মাতৃবাণী		-	১
২	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	- শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	-	৩
৩.	বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গে	- ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ	-	৬
৪.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী	- স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি	-	৯
৫.	ভাইজীর একাদশ বাণী	- 'জয়'	-	১৩
৬.	মনুষ্য জন্মকে সফল বানাও (কবিতা)	- শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র	-	১৮
৭.	মায়ের কথা	- শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৯
৮.	শক্তি স্বরূপ শক্তিরূপ : শ্রী দুর্গা	- ড০ শুকদেব সিংহ	-	২১
৯.	আনন্দময়ী স্মৃতি	- কুমারী চিত্রা ঘোষ	-	২৪
১০.	ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব	- আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	-	২৭
১১.	মাতৃ-স্বরূপামৃত	- শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য	-	২৯
১২.	মা আনন্দময়ী (গান)	- ড০ আনন্দময়ী সিংহ	-	৩২
১৩.	পুণা আশ্রমের মধুর স্মৃতি	- ব্র০ গীতা ব্যানার্জী	-	৩৩
১৪	আশ্রম সংবাদ		-	৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

দেখ, আমরা কিন্তু একের মধ্যেই আছি। এক পা এক পা করিয়া হাঁটিতে হয়, এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া খাইতে হয়, এক একটি করিয়া অক্ষর লিখিতে হয়, ইত্যাদি।

★ ★ ★

"সাধন" মানে আমি ত বলি "স্বধন", এই ধন আর ক্ষয় হয় না। আবার, 'গৃহস্থ' অর্থ "গৃহ যার হাতে।" পূর্বে লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া তবে গহস্থ হইত, কাজেই গৃহ তাহাদের হাত করিতে পারিত না। গৃহই তাহাদের হাতে থাকিত। তাই তাহারা গৃহ ধর্ম পালন করিয়া সময় মত আবার বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস লইতে পারিত। গৃহ তাহাদের আবদ্ধ করিতে পারিত না।

★ ★ ★

যাহার যে রূপ কর্ম, সে সেইরূপই ফল পায়। ভাগবানের কৃপাও কর্মফল অনুয়ায়ীই আসে। কর্ম ফলেই সব হয়, একথা বলিতেই হইবে। যাহার যেমন কর্ম, সে সেইরূপ ফল লাভ করিবে।

★ ★ ★

সাধকের এমন একটা অবস্থা আসে, যখন সে ভগবানের কৃপা অনুভব করে। তখনই সে বলে, 'কৃপা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজ কর্মফলই তাহাকে এই কৃপার অধিকারী করিয়াছে।

★ ★ ★

আমি ভালবাসি বলিয়াই ত তোমরা ভালবাস। আর আমি যত ভালবাসি, তোমরা যে আমাকে তাহার এক কণাও ভালবাস না, তা' ত তোমার বোঝ না।

★ ★ ★

সেবা ও মন্ত্র জপই গৃহস্থের সাধনার উপায়। রোজ দুই বেলা শরীর রক্ষার জন্য খাইতেই হয়। তেমনই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ ও ক্রিয়াদি নিয়মিত ভাবে যথাসাধ্য অবশ্যই করিতে হয়। তারপর, সারাদিন মধ্যে মধ্যে যেমন জল খাও, পান খাও, ফল খাও, তেমনই সব সময় যতটুকু পারা যায় তাঁকে স্মরণ করা কিম্বা নাম জপ করা দরকার। তাতেও সৎপথের সহায়তা করে।

★ ★ ★

প্রশ্ন :– এক এক দিন মনটা বেশ নাম করিবার সময় জমিয়া যায়। আর এক এক দিন মোটেই জমে না কেন?

শ্রীশ্রীমা :– দেখ এর মধ্যে অনেক কথা থাকে। তোমাদের আহার বিহারের মধ্যে এমন কোন দোষ নিশ্চয়ই থাকে, যাহাতে তোমার মনটা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; নামে বসিতে দেয় না। এমন কি কোন দৃশ্য বস্তুর দোষ, কি কোন লোকের সংস্পর্শে, কি তাহাদের সহিত কথাবার্তায়, ও সব রকমেই তোমার অজ্ঞাত সারেও তোমার মনটা বিক্ষিপ্ত হইবার কারণ ঘটিয়া যাইতে পারে। তাই আমি বলি, যদি কাহারও এই দিকে যাইতে হয়, তাহার সকলের সঙ্গ-বর্জিত হইয়া একান্তে থাকা নিতান্ত দরকার। প্রথম প্রথম সর্বদা তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন মনটা যাহাতে তাঁহার দিকে যাইতে বাধা না পায়। অবশ্য সংসারীর পক্ষে সকলের সঙ্গ-বর্জিত হইয়া থাকা সম্ভব নয়। তাহারা সর্বদা সৎসঙ্গ করিবে, সদালোচনা করিবে। সৎলোকের সঙ্গ করিলে বা তাঁহাদের জীবনী পড়িলেও মন শুদ্ধ হয়; তাঁহার দিকে যাইবার সহায়ক হয়।

☆ ☆ ☆

অনেক সময় পূর্বজন্মের কর্ম ও এই জন্মে সৎপথে যাইবার বাধা বা সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। পূর্বজন্মের কর্মের প্রভাবও এই জন্মে প্রকাশ হয়। তাহাতেও এক এক সময় এক একটা ভাব প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

☆ ☆ ☆

সর্বদাই যদি যে কোন কাজ করিতেছি, তাঁহারই সেবা করিতেছি, এই ভাবে তাঁহাকে স্মরণে রাখা যায়, তবে গাছের নূতন পাতা গজাইবার সময় যেমন পুরাতন পাতা গুলি আপনিই ঝড়িয়া যায়, তেমনিই সংসার আসক্তি দূর হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্তি জাগাইয়া, বহির্মুখী ভাবগুলি অন্তর্মুখী করিয়া দেয়। ইহাই তাহার স্বাভাবিক গতি।

☆ ☆ ☆

প্রশ্ন :- মা, মন ত কিছুতেই স্থির হয় না। মন স্থির হওয়ার উপায় কি?

শ্রীশ্রীমা :- কলসী ভরা জল থাকে, যতক্ষণ কলসীটা নাড়াচাড়া কর, ততক্ষণ ভিতরের জলও নড়িতে থাকিবে। কলসীটা কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থির ভাবে রাখিয়া দাও; দেখিবে, ভিতরের জলও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই রকম শরীরটা বেশীক্ষণ স্থির ভাবে রাখিতে চেষ্টা কর, যত বেশী সময় একলক্ষ্যে স্থির ভাবে বসিতে পারিবে, ততই মনও স্থির হইয়া আসিবে।

☆ ☆ ☆

একদিকে মনের যেমন চঞ্চল স্বভাব, অন্য দিকে আবার শান্ত স্থির ভাবও মনেরই স্বভাব। যে যত বেশী সময় বসিয়া তাঁহার নাম নিতে পার, তার চেষ্টা কর। মনটা ছুটাছুটি করুক; তোমার চেষ্টা তুমি ছাড়িবে না। মনও তার ধর্ম ছড়িতেছে না, তুমি কেন তোমার ধর্ম ছাড়িবে?

☆ ☆ ☆

প্রশ্ন :- সমাধি কাকে বলে, মা?

শ্রীশ্রীমা - আমি ত বলি বাবা, ভাব ও কর্মের সম্পূর্ণ সমাধানের বা সমাপ্তির নামই সমাধি। জাগতিক হিসাবে বলি, তোমরা যেমন সারাদিন কাজ কর, কর্ম কর, খাও দাও, তারপর গাঢ় নিদ্রা যাও।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

সাধনাবস্থায় সিদ্ধিলাভের সময়ের আভাস পাওয়া যায়

আমি মাকে বলিলাম, মা, এই বিশ্বমিলন অবস্থা লাভ করিতে ঐ মহাপুরুষ দশবৎসর যাবৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন কেন?

গোপীবাবু। যিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার সহায়তায় এই মিলন সম্ভবপর হয় বলিয়াই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আমি। ঐ মহাপুরুষ সাধনে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে কখন তাহার কি হইবে তাহা সমস্তই তিনি জানিতেন।

মা। হাঁ।

আমি। তোমার কৃপা হইতেই তাঁহার বিশ্বমিলন এবং মহামিলন সম্ভবপর হইল। কারণ পুরুষকার বলে যদি এই মিলন সম্ভবপর হইত তবে ত তিনি আর তোমার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিতেন না।

মা। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে যখন রামেশ্বর দর্শনে যাইবে তখন কি তাহাকে স্থূল মূর্ত্তিতে দেখা যাইবে? সে উত্তর করিল যে তখন তাহাকে কোন একটি লোকের মতও দেখা যাইতে পারে। আমি বলিলাম, 'রামেশ্বর দর্শনের পর তুমি কি করিবে?' সে উত্তর করিল যে দর্শনের পর সে এ শরীরের সঙ্গেই থাকিয়া যাইবে এবং পরে এ শরীরের সঙ্গে দ্বারকানাথ দর্শন করিবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে কি ভাবে এ শরীরের সঙ্গে থাকিবে? সে বলিল, যে সে বায়ুরূপে থাকিবে। তাহার কথা হইতে তোমরা বুঝিতে পরিতেছ যে, সে সাধনে কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহার কত বিভূতি হইয়াছিল; এত লাভ করিয়াও সে কিন্তু অচল বস্তু পায় নাই। এক হইল কোন বিভূতি লাভ ইহা একরূপ। আবার স্বভাবই যে বিভূতি উহা অন্যরূপ। ইহার বেলায় বিভূতি লাভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বভাবই যে বিভূতি এ জ্ঞান তাহার হয় নাই। অর্থাৎ তাহার স্বরূপাবস্থা লাভ হয় নাই। যাহা হউক তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে ঐ দিন বেলা ১২টার সময় আমাদের রামেশ্বর দর্শনে যাওয়া হইবে, এই কথার পরই মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

বেলা ১২টার সময় হরিবাবাকে দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইলে সে বলিয়া পাঠাইল যে, সে মনে করিয়াছিল যে, বেলা ১২টার মধ্যে রামেশ্বর দর্শন না করিলে ঐ দিন আর দর্শন হইবে না, কিন্তু এখন সে শুনিতে পাইয়াছে যে মন্দির ১।২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। কাজেই এখন আর দর্শনে না গিয়া খাওয়া দাওয়ার পরই দর্শনে যাওয়া যাইবে। আমি আবার তাহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, না আজ ১২টার সময়ই দর্শনে যাইতে হইবে, কারণ ঐ সময় দর্শনে যাইব বলিয়া একজনকে কথা দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হরিবাবা বলিয়া পাঠাইল যে, যাহাকে কথা দেওয়া হইয়াছে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেই চলিবে। এই বলিয়া সে গিয়া আহার করিতে বসিল। আমি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে আমি এখনই দর্শনে যাইতেছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী না হয় আহার করিয়া পরে যাইবে। এই বলিয়া আমি রওনা হইলাম। অবধূতজী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল হরিবাবা যখন শুনিতে পাইল যে আমি তাহার কথা না শুনিয়াই দর্শনে চলিয়াছি তখন সে তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া আমাদের সহিত আসিয়া মিশিল।

রামেশ্বর মন্দিরের দ্বারেই ঐ মূর্তির সহিত দেখা হইল। দেখিলাম সে এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে--চেহারা লম্বা এবং অতিকৃশ। গায়ের রং ময়লা। পরিধানে সামান্য একটু কৌপিন। এরূপ চেহারার লোক সচরাচর বড় দেখা যায় না। আমরা বরাবর বিগ্রহের কাছে না গিয়া একটু ঘুরিয়া গেলাম। যে দিক দিয়া গেলাম সেখানে এক দেবীর বিগ্রহের কাছে আবার ঐ মূর্ত্তিকে দেখা গেল। উহার চলনের রকমটাও অসাধারণ। সে যেন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিদ্যুৎ বেগে চলিয়া যাইত। এই সময় এ শরীরের খেয়াল হইল যে অন্যেও তাহাকে লক্ষ্য করুক। তখন আমি লোকটির দিকে ফিরিয়া না চাহিয়াই চলিতে চলিতে বলিয়া উঠিলাম, 'স্ত্রী দেহ।' যদি আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতাম তবে আমার দেখা দেখি সকলেই তাহার দিকে তাকাইত কিন্তু উহা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আমি লোকটির দিকে না তাকাইয়া শুধু ঐ কথা বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া ইহারা লোকটির দিকে তাকাইল। তাহাকে দেখিয়া ইহাদের পুরুষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আর বাস্তবিক পক্ষে তাহাকে পুরুষের মতই দেখাইতেছিল।

যাহা হউক, রামেশ্বর দর্শন করিয়া আমার খেয়াল হইল যে হরিবাবাকে এখন সকল কথা বলা যাক, কারণ এতদিন বাবাজী আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছে, আমি নির্ব্বিচারে তাহাই করিয়া আসিয়াছি। আজ যে ভাবে রামেশ্বর দর্শনে আসিলাম তাহাতে তাহার প্রাণে একটু আঘাত লাগিতে পারে। এইজন্য আমি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। উহা শুনিয়া হরিবাবা বলিল, 'হাঁ, এমন হইয়াছিল নাকি?'

রামেশ্বর দর্শন ভিন্ন এখানে একটি অনুষ্ঠানও করা হইয়াছিল। গঙ্গোত্রীর জল ত পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই জল দিয়া বিগ্রহকে স্নান করান হইয়াছিল এবং একলক্ষ বিল্বপত্র বিগ্রহের মস্তকে দেওয়া হইয়াছিল। কমলাকান্ত, কুসুম এবং বিভু—এই তিনজনকে একলক্ষ বার শিবমন্ত্র জপ করিতে বলা হইয়াছিল। কি মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহা কিন্তু এ শরীর বলিয়া দেয় নাই। এই সময় কমলাকান্ত নিজ হইতেই বলিয়াছিল যে শিবের ষড়াক্ষর মন্ত্র জপ না করিয়া ঐখানে শিবের বীজমন্ত্র জপ করাই ঠিক হইবে। আমি উহাতেই সম্মতি জানাইয়াছিলাম। তখন উহারা মিলিতভাবে ঐ বীজমন্ত্র একলক্ষ বার জপ করিয়াছিল।

আমরা রামেশ্বর হইয়া কন্যাকুমারীতে গেলাম। পূর্ব্বেও একবার এ শরীর কন্যাকুমারীতে গিয়াছিল। কিন্তু এইবার কুমারীকে যে ভাবে দেখিলাম সেবার কিন্তু সে ভাবে দেখা হয় নাই। এবার আমরা দুপুরে স্নানের সময় দেবীকে দেখিয়াছিলাম। যেভাবে উহারা দেবীকে বারবার স্নান করাইল ও ভোগ দিল উহা বাস্তবিকই খুব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত করিল যেন জীবন্ত কাহাকেও ঐভাবে সেবা করা হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা দেবীর সর্বাঙ্গই দেখিতে পাইয়াছিলাম।

এখন পূর্ব্বের এক ঘটানার কথা বলিতেছি। যেবার ভোলানাথ ও জ্যোতিষকে লইয়া প্রথম রায়পুরে ছিলাম, সেইবার একদিন দেখিতেছি কি যে এই বিগ্রহ (অর্থাৎ কন্যাকুমারী) এ শরীরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। এবার স্নানের সময় বিগ্রহটিকে যেভাবে দেখিলাম ঠিক এই মূর্ত্তিই তখন গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এই পাথরের মূর্ত্তি, ইহা যত বড়, ইহার গায়ের যেরূপ রং, পাথরে খোদাই বলিয়া গা যেরূপ কোন স্থানে মসৃণ এবং কোন স্থান অসমান, ঐ মূর্ত্তিরও ঠিক সেইরূপ ছিল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কারণ সর্ব্বরূপ যখন তাঁহারই রূপ তখন পাথর বলিয়াত কিছু নাই। ঐ মূর্ত্তিও যে তিনিই। সেই সময় দেবীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি বীজমন্ত্র জপ করিতে দেখিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম যে ঐ বীজমন্ত্রেই নাকি দেবী শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবীর মুখ হইতে ঐ মন্ত্র স্পষ্ট শুনা গিয়াছিল। এবার কিন্তু কমলাকান্ত প্রভৃতি ঐ বীজমন্ত্রই রামেশ্বরে এক লক্ষবার জপ করিল। যাহা হউক দেবী এ শরীরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বাকিয়া পরে এ শরীরটাকে শিশুর মত কোলে করিয়া বসেন। কিছু কথাবার্ত্তাও হইল যাহা এখন বলা আসিতেছে না।

কন্যাকুমারী হইতে আমরা বোম্বাই ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া আমেদাবাদে আসিলাম। আমেদাবাদে আসিয়াই দ্বারকা যাইবার কথা উঠিল। আমি দেখিলাম যে ঐ সময় দ্বারকায় গেলে পূর্ণিমার পূর্ব্বেই দ্বারকানাথ দেখা হইয়া যাইবে, কিন্তু তবুও পূর্ণিমার মধ্যে যে দ্বারকানাথকে দর্শন করিতে হইবে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না, তখন এ শরীরের ভাবটা ছিল এইরূপ যে যা হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে দেখা গেল যে ঐ সময় আর দ্বারকায় যাওয়া হইল না। এদিকে চিদাম্বরমের সেই পূজারীর ছেলে কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রকটও করিত।

আমি। কোন মূর্ত্তিতে তিনি নিজকে প্রকট করিতেন? যে মূর্ত্তিতে তিনি রামেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন?

মা। না, তাহার পূর্ব্বের মূর্ত্তিতেই সে নিজকে প্রকট করিত। যাহা হউক, আমরা দ্বারকায় না গিয়া জুনাগড়, পোরবন্দর, প্রভাস প্রভৃতি স্থানে গেলাম। প্রভাসেও একটি ঘটনা হইয়াছিল। যখন কথা আসিতেছে তখন বলিয়াই ফেলি। মোটর গাড়ীতে যখন প্রভাস রওনা হলাম তখন এ শরীরের সঙ্গে পরমানন্দ, মনোমোহন বাবা প্রভৃতি ছিল। হরিবাবা প্রভৃতি অন্য গাড়ীতে পিছনে আসিতেছিল। প্রভাসে একটি অশ্বত্থ গাছ দেখিলাম। উহাও অদ্ভুত। ঐ গাছের কতক অংশ শুকাইয়া গিয়াছে আবার ঐ সকল শুকনা ডাল হইতে নূতন ডালপাতা বাহির হইতেছে। বহুকাল হইতেই নাকি ইহা এইভাবে চলিতেছে। এক গাছেরই কতক অংশ সতেজ আবার কতক অংশ শুকনা। এই গাছের উপরই নাকি শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করা হয়। এই গাছের গোড়াতে একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রবাদ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে ঐ গাছের গোড়ায় ঐ শিবলিঙ্গ নাকি আপনি প্রকট হইয়াছিল। ঐ শিবলিঙ্গ কে বিশেষ যে কোন যত্ন করা হইতেছে তাহা মনে হইল না, যে স্থানে বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেখানেও নাকি অন্য একটি শিবলিঙ্গ ঐ ভাবে প্রকট হইয়াছিল। ঐ অশ্বত্থ গাছটির অতি নিকটে একটি ছোট ঘর আছে, উহাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। ঘরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এক মাটির মূর্ত্তি, উহাও সুন্দর নয়। বাণবিদ্ধ হওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে ছিলেন, ঐ মূর্ত্তিকেও সেইভাবে করা হইয়াছে। দেওয়ালের গায়ে একখানা পটের উপর ছোট ছোট কয়েকটি ছবি আঁকা আছে। কোনটায় শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যাধ বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা দেখান হইয়াছে, কোনটা দেখান হইয়ায়ে যে, শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পরিতেছেন ইত্যাদি। ছবি গুলিও দেখিতে সুন্দর নয়। মোটকথা এইখানকার দৃশ্য কতকটা গ্রামের মত এবং সমস্তই আর্বজনাপূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গে

— ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ

বৌদ্ধদের ধার্মিক জীবনের উদ্দেশ্যের পর্যালোচনা প্রথমেই করা হয়েছে—উহা সংক্ষেপে পুনরায় সুস্পষ্ট করা হচ্ছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে মুমুক্ষুদের মধ্যে তিনটি আদর্শ প্রধানরূপে প্রচলিত ছিল—শ্রাবক, প্রত্যক-বুদ্ধ এবং সম্যক্-সংবুদ্ধ। পূর্বপেক্ষায় পর পদ শ্রেষ্ঠ। শ্রাবকের আদর্শ অপেক্ষাকৃত ন্যূন বা খাটো হলেও সাধারণ অন্যজন থেকে উৎকৃষ্ট ছিল। যদ্যপি শ্রাবক এবং সাধারণ মানুষ দুইয়েরই সমান লক্ষ্য অর্থাৎ ব্যাক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তি, তথাপি সাধারণজনের উপায় জ্ঞান ছিল না, শ্রাবক উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রাবক দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গের সাথে পরিচিত ছিলেন। এই মার্গে বোধ অথবা জ্ঞান আছে। চার আর্য-সত্যের মধ্যে এইটি মার্গ-সত্য। বোধ অথবা জ্ঞান তাঁরা স্বতঃপ্রাপ্ত হতেন না-উহার উদয়ের জন্য বুদ্ধাদি শাস্ত্রের দেশনা বা উপদেশ অপেক্ষিত ছিল। এজন্য ইহাকে ঔপদেশিক জ্ঞান বলা হয়। সাধারণ সবজন ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকতেন, কিন্তু শ্রাবক ইহার অতীতে ছিলেন। শ্রাবকদের মধ্যে কারও কারও দুঃখনিরোধ হ'ত পুদ্গলনৈরাত্ম্যের জ্ঞানে, কারো কারো বা প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান, কারো কারো বা ধর্ম-নৈরাত্ম্যের জ্ঞান কোন শ্রাবকের হতো না। এইজন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ নির্বাণলাভও হতো না। তা সত্ত্বেও এটুকু তো সত্য যে এই সমস্ত লোক অধঃপতনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে যেতেন। কেননা জ্ঞানাগ্নির দ্বারা এদের ক্লেশ অথবা অশুদ্ধ বাসনাত্মক-আবরণ দগ্ধ হয়ে যেত। এজন্য ত্রিধাতুতে এদের জন্ম নেবার সম্ভাবনা থাকত না। তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহরূপ প্রেত্যভাব থেকে মুক্ত হয়ে যেতেন।

প্রত্যক-বুদ্ধের আদর্শ শ্রাবক থেকে শ্রেষ্ঠ। যদিও এদের সাধন-জীবন ব্যাক্তি-স্বার্থ দ্বারাই প্রেরিত, তবু আধার অধিক শুদ্ধ। আধার শুদ্ধির দরুণ এঁদের স্বদুঃখনিবৃত্তির উপায় অথবা জ্ঞানের জন্য অন্যের কাছ থেকে উপদেশ নেবার আবশ্যকতা হতো না। তাঁরা পূর্বশ্রুতাদি অভিসংস্কারের দ্বারা স্বয়ংই বোধি-লাভ করতেন। বোধ-লাভের ফল বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। যোগশাস্ত্র যাকে অনৌপদেশিক অথবা প্রাতিভ জ্ঞান বলে, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক-বুদ্ধের জ্ঞান প্রায় সমান। কিছু অংশে ইহা বিবেকোত্থ প্রাতিভ জ্ঞানেরই একরূপ। ইহা লৌকিক শাব্দ জ্ঞান নয়। প্রত্যক-বুদ্ধ আপন বুদ্ধত্বের জন্য প্রার্থী হন, উহা লাভও করেন, কিন্তু সবাইয়ের বুদ্ধত্বের জন্য তাঁর প্রার্থনা থাকে না।

শ্রাবক তথা প্রত্যক-বুদ্ধের জ্ঞানেও ভিন্নতা আছে। শ্রাবকদের জ্ঞান পুদ্গল-নৈরাত্ম্যের অববোধরূপ, অতএব পুদ্গলবাদীদের অগোচর। প্রত্যক-বুদ্ধের জ্ঞান মৃদু ইন্দ্রিয়, এইজন্য উহা শ্রাবকেরও অগোচর। শ্রাবকদের ক্লেশবরণ হয় না, এজন্য এদের জ্ঞান সূক্ষ্ম। প্রত্যক-বুদ্ধে জ্ঞেয়াবরণের একদেশ অর্থাৎ গ্রাহ্যাবরণ থাকে না, এজন্য উহা আরও অধিক সূক্ষ্ম। শ্রাবকের জ্ঞান পরোপদেশহেতুক, অতঃযোড়শাকা দ্বারা প্রভাবিত এজন্য উহা গম্ভীর। পরন্তু প্রত্যক-বুদ্ধের জ্ঞান স্বয়ংবোধরূপ এবং তন্ময়তামাত্র থেকে উদ্ভূত। অতএব পূর্ব থেকে অধিক গম্ভীর। আরও একটি কথা আছে। প্রত্যক-বুদ্ধের গ্রাহ্যবিকল্প পরিহৃত। অতএব শব্দ-উচ্চারণ বিনাই ধর্মের উপদেশ দেন। প্রত্যক-বুদ্ধ আপন অধিগত জ্ঞানাদি সামর্থ্যে অন্যকে কুশলাদিতে প্রবৃত্ত করেন। তাঁর সাধনকে এইজন্য অতি গম্ভীর বলা হয় কেননা উহা উচ্চার রহিত। অতএব অন্যের দ্বারা উহার প্রতিঘাত সম্ভব নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় সম্যক-সংবুদ্ধের আদর্শ। ইহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইহারও প্রকারভেদ আছে। সম্যক-সংবুদ্ধকেই বুদ্ধ ভগবান বলা হয়। ইনি অনুত্তর সম্যক্-সংবোধপ্রাপ্ত। এর লক্ষ্য অত্যন্ত উদার। কোটি কোটি জন্মের তপস্যা এবং অশেষ বিশ্বের কল্যাণ-ভাবনাই এর মূলাধার। ক্লেশাবরণ তথা জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্তি হলেই বুদ্ধত্ব লাভ হয় না। ইহাও ঠিক যে শ্রাবকের দ্বৈতবোধ যায় না এবং প্রত্যক-বুদ্ধেরও পূর্ণদ্বৈতবোধ কাটে না, কেবল সম্যক্ সংবুদ্ধই অদ্বয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং দ্বৈতভাব থেকে নিবৃত্ত হন। জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্ত না হলে অদ্বৈতভাবের উদয় হয় না। পতঞ্জলিও বলেছেন-'জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্', জ্ঞান অনন্ত হলে জ্ঞেয় অল্প। বুদ্ধাবস্থা অনন্ত জ্ঞানের অবস্থা, এজন্য আচার্যগণ এই জ্ঞানকে বোধ না বলে মহাবোধ বলেছেন। এই অনন্ত জ্ঞানের সাথে অনন্ত করুণাও থাকে। সত্বার্থ-ক্রিয়া অথবা পরার্থ্যপাদনের ভাব, ইহাই বুদ্ধগণের বীজ। ইহাই বুদ্ধত্বলাভের প্রধান কারণ। নির্বাণ অথবা স্বদুঃখ-নিবৃত্তিতে লীন না হয়ে নিরন্তর জীবসেবায় নিরত থাকা বোধিসত্ত্বের জীবনের আদর্শ। এই আদর্শকে নিয়ে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন।

মহাশ্রাবক সোপাধি তথা নিরূপাধি বোধিলাভ করতে পারেন, কিন্তু প্রজ্ঞায় তীব্র করুণার সমাবেশ নেই। এর ফলে সংসার থেকে ত্রস্ত পতিত হন। যিনি যথার্থ কারুণিক, তিনি দুঃখ-ভোগ করতে ভীত হন না বা ঘাবড়ান না, কেননা তাঁর দুঃখ-ভোগে অন্যের দুঃখের উপশম হয়। এই মহাশ্রাবক আপন আপন আয়ুষ্য-সংস্কার-ক্ষীণ হওয়ার দরুণ নির্বাণ না পেলেও প্রদীপ-নির্বাণবৎত্রৈধাতুক জন্ম থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং মরণোত্তর পরিশুদ্ধ বুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ অনাস্রব ধাতুতে সমাহিত হয়ে কমলের পুটে জন্ম নেন। মাতৃগর্ভে তাঁর পুনরায় প্রবেশ হয় না। অমিতাভ প্রভৃতি সংবুদ্ধ-সূর্য এই কমল যোনিতে সমাধিস্থ সত্বকে আপন কিরণে অক্লিষ্ট তমকে নাশের জন্য প্রবোধিত করেন। এই সময় তিনি গতিশীল হন এবং ক্রমশঃ বোধ-সম্ভারের (পূণ্য তথা জ্ঞান) সঞ্চয় করতে করতে জগদ্গুরুর পদপ্রাপ্ত করেন। এ সমস্ত আগমের কথা।

শ্রাবক-যানে মুখ্য মোক্ষ হয় না। ইহা সদ্ধর্মপুন্ডরীক সঙ্কাবতার, ধর্মমেঘসূত্র, নাগার্জুনের উপদেশাদিতে সর্বত্র প্রতিপাদন করা হয়েছে। ইহার জন্য এই সমস্ত মানুষ ক্রমশঃ মহাযানে আকৃষ্ট হন্ এবং উহাতে এসে মুক্ত হয়ে যান। শ্রাবকদের এ বিশ্বাস অবশ্যই আছে তাঁদের সম্প্রদায়েই বোধি-লাভ করলে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু বস্তুতঃ উহা নির্বাণ নয়। ত্রিলোক থেকে নির্গম মাত্র হয়। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে এক-যানের উপদেশ নিয়ত-গোত্রের জন্য। কাউকে আকর্ষণ করা যায় এবং কাউকে ধারণ। যে যথার্থ মহাযানী, সে প্রথমেই প্রভুদিতা-ভূমিকে পেয়ে ক্রমে অনুত্তর-বোধি লাভ করে।

কেবল শুদ্ধবোধিতে মহাবোধি লাভ হয় না, উহার জন্য ভগবত্তার সঙ্গে যোগ হওয়া আবশ্যক। পারমিতা-সম্ভার পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবত্তার উদয় হয় না। বোধিসত্ত্ব চরমজন্মে পারমিতা পূর্ণ করে ভগবান্ হয়ে যান, কিন্তু বুদ্ধ হন না। কেহ কেহ ভগবত্তার সাথে বুদ্ধও হয়ে যান। ইনিই ভগবান্ বুদ্ধ। বোধি এবং ভগবত্তার দুই ভিন্ন ভিন্ন ধারা। বোধির ধারায় বুদ্ধত্ব, কিন্তু সংবুদ্ধত্ব নয়; কেননা অন্যের প্রতি করুণা নেই। এইজন্য মহাবোধিও নয়। মহাবোধির লাভ ততদিন হবে না, যতদিন নিখিল বিশ্বকে আপন মনে করে করুণা-বিগলিতভাবে তাঁর সেবা ন করা যায়। সেবাকর্মচর্যা, বোধিভাব প্রজ্ঞা। এক আশ্রয়ে দুইয়ের যুগবৎ অবস্থানে বুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তার অভেদ প্রকাশ হয়। ইহাই মানব জীবনের চরম আদর্শ-ইহাই বুদ্ধের ভগবত্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় সংস্কৃতির রহস্য ইহাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাকে ব্রহ্মত্ব এবং ভগবত্তা বলা হয়েছে–

বদন্তি যত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং তজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থাৎ এক অদ্বয় জ্ঞানাত্মক তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা তথা ভগবান বলা হয়। এক তত্ত্বকেই জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্ম, যোগদৃষ্টিতে পরমাত্মা, ভক্তিদৃষ্টিতে ভগবান বলা হয়। যোককর্মাত্মক–'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। অতএব জ্ঞান, কর্ম তথা ভক্তি অথবা ভাব এই তিনে একের মহাসমন্বয়। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃশক্তি তথা নিরাকার। পরমাত্মা সগুণ, সশক্তি এবং জ্ঞানাকার। ভগবান সগুণ, সশক্তি এবং সাকার। তিনের ইহাই লক্ষণভেদ, কিন্তু তিনের একই তত্ত্ব। ভগবানের যে অদ্বয়-জ্ঞান উল্লিখিত, উহার বিবরণ বজ্রযাগ সম্প্রদায়ের অদ্বয়বজ্রসিদ্ধি নামক গ্রন্থেও আছে–

যস্য স্বভাবো নোৎপত্তির্বিনাশো নৈব দৃশ্যতে।
তজ্জ্ঞানমদ্বয়ং নাম সর্বসকল্পবর্জ্জিতম্॥

(চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সংস্কৃত টীকায় উদ্ধৃত)

ভাগবতে ভক্তির যে স্থান, বৌদ্ধাগমে করুণার সেই স্থান। প্রজ্ঞা পারমিতা তথা করুণার সামরস্যের তাৎপর্য এই–প্রজ্ঞার প্রভাবে সাস্রব ধাতুর অতিক্রম হয়, তথা করুণার প্রভাবে তাঁর নির্বাণে প্রবেশ হয় না, প্রত্যুত জগৎ-কল্যাণের নিমিত্ত অনাস্রব ধাতুতে স্থিতি হয়।

প্রজ্ঞায়ান ভবে স্থানং কৃপয়া ন শমে স্থিতিঃ।

অর্থাৎ প্রজ্ঞায় সংসারের দর্শন হয় না এবং কৃপায় নির্বাণ হয় না। সত্ত্বার্থকরণরূপ পরিতন্ত্রের প্রভাবে বোধিসত্ত্বগণ ভব অথবা শম কোন স্থানেই অবস্থান করেন না।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী

(দুই)

—স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

জীবন ও জীবনী :

যেখানে প্রাণের খেলা সেখানেই জীবত্ব। জন্ম-মৃত্যুর ভাঙ্গা-গড়ার এই খেলায় অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড মেতে আছে। শিব ও শিবানীর সামরস্য ভঙ্গ হলেই চিন্ময়ী মহামায়ার চিতি শক্তি শিব থেকে জীব হয়ে নানা খেলায় নিজমনে খেলতে শুরু করেন। অনাদি কাল থেকে শিবের এই জীবভাব নিয়ে খেলা (জীব, জীব খেলা) চলে আসছে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রমতে শিবের এই জীব, জীব খেলায় চুরাশি লক্ষ ভোগায়তন শরীরের কল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে মানব শরীরকে সর্বশ্রেষ্ঠ শরীর বলে বর্ণনা করা হয়। কেবল মাত্র আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারভাব ক্রিয়ার চরিতার্থের জন্য মানবের সৃষ্টি হয়নি। শ্রবন-মনন-নিদিধ্যাসন এই উপায়ত্রয়ের দ্বারা নিজের পুরুষার্থ প্রকাশ করে গুরু কৃপাবলে বলীয়ান হয়ে মানব জীবভাব থেকে-পশুভাব থেকে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই পৃথিবীতে অনন্ত জীবরূপে আবির্ভূত হয়ে মানবের জীবন গঙ্গা বিভিন্ন ক্রিয়া গতি-স্থিতি কীর্তি-কলাপ নিয়ে এগিয়ে চলে। জীবের এই জীবনী নিজ নিজ কর্মানুসারে দেশ, কাল, দ্রব্য, বস্তু ও পরিস্তিতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনও মানুষের জীবনী বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণভাবে আমরা বুঝি তাঁর জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে যে বর্তমান কাল দাঁড়িয়ে আছে, যাকে আমরা জীবিতকাল বলে মনে কবি, ওই কালের মধ্যে তাঁর দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তি ভূমির উপর নানা ক্রিয়া কলাপেব-বিচার-বিশ্লেষণের প্রকাশ ও বিকাশ ও নিজ অনুভবের সমষ্টি মাত্র। জন্মের পূর্ব্বে তার অতীত, মৃত্যুর পর তার ভবিষ্যৎ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার জীবন তার কাছে। যিনি তার জীবনী লেখেন তার কাছেও অজানা থেকে যায়। মনোরাজ্যে স্থিত সকল সাধারণ জীবনীতেই জন্ম-মৃত্যু, কৃতি ও কৃতিত্বের এক বিবরণ গ্রন্থরূপে আমরা পেয়ে থাকি।

জীবনী সে নিজেও লিখতে পারে, আবার অন্যেও লিখতে পারে। দ্বিতীয় ব্যাক্তির থেকে শুনে শুনে ও দেখে দেখে তৃতীয় ব্যক্তিও লিখতে পারে। এইভাবে লেখক ও লেখনের ধারা চলতেই থাকে। লেখকের লেখায় এক চলমান জীবের ক্রিয়ার উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। সব কথা প্রকাশ করা যায় না বা হতে পারে না। যিনি জীব থেকে জগতে এলেন, থাকলেন, চলে গেলেন। তিনি কোথা থেকে এলেন, কোথায় গেলেন এবং কেন গেলেন—তা লেখকের জানার বাইরে। আসা যাওয়ার কার্য-কারণ অজ্ঞাতই থেকে যায়। জগত-গতির এইটাই স্বাভাবিক ভঙ্গিমা আজ যা দেখারূপে দেখা দেয় কাল তা অদেখারূপে চলে যায়। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,—'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত'।

গভীরভাবে ভাবলে মনে হয়ে এইসব মানবজীবন চরিত্রও কোনও এক অসীম শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। কেন এল, কেন গেল, কি তার জীবনের সফলতা, বিফলতা, সার্থকতা, কার ইচ্ছায় তার রূপ ও অরূপ তা সদাই অজ্ঞাত থাকছে। সত্য কথা বলতে কি মানবজীবন মাত্রই জগতে আসা-যাওয়া ক্রিয়া কর্মের এক চলমান চরিত্র। উপন্যাস পড়ার মত এই জাতীয় জীবন ও জীবন-দর্শনের পঠন-পাঠনের দ্বারা মনে একটা সাময়িক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ পাওয়া যায়। রসেরও সমাবেশ হয়, যা পাঠক ও লেখক উভয়ই পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই জাতীয় জীবনলিপির পেছনে লেখকের এবং পাঠকের যেমন নিজের কোন খবর পাওয়া যায় না তেমনই লিখিত জীবন ধারার অদৃশ্য কার্য কারণের ব্যপারও তাদের অনুসন্ধানের বা ধরা ছোঁওয়ার বাইরেই থেকে যায়।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং ব্যক্তরূপে তাঁর ক্রিয়া-কলাপ এই নিয়ে বিচার করলে বাইরের দিক থেকে এটাও সাধারণ জীব জগতের চলমান চিত্র বলে মনে হতে পারে। আমাদের সাধারণ জাগতিক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের ব্যক্তকালে অগণিত ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতির সংযোগ ও বিয়োগ, বিশাল চরিত্রগত ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এটাতো বর্হিজগতের লীলাখেলা, এর মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে, রসবোধও আছে। কিন্তু এটাই সব নয়। ফল্গুধারার মত একটি অর্ন্তনিহিত গোপন লীলার ধারাও বর্তমান আছে। সেইটাই মজার কথা, সেইটাই মার আসল জীবনী। যদিও তা সাধারণ লোকের পক্ষে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তবুও করুণা করে সেই অধরাই ধরণীতে ধরা দিতে নানা ছন্দে বন্দে লীলায়িত হন। এইবার সেই মহামায়ার মহাকরুণা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরূপে জগতে ব্যক্ত হয়ে লীলায়িত ভাগবতী দিব্যতনু ধারণ করেছেন। জন্ম ও মৃত্যুর রূপ নিয়ে দিব্যজীবনের স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সচলরূপে অচলের খেলা।

শ্রীভগবান বা পরাশক্তি মহামায়র ব্যক্তরূপে যে ক্রিয়া প্রকাশ হয় তাকে শাস্ত্রে লীলা বলে। এই লীলায় উল্লাস আছে, রস আছে, আনন্দও আছে, বেদনাবোধও আছে। এই লীলায় জন্ম-কর্মাদি ক্রিয়া, কর্তা ও কর্ম, তিনটি অভেদরূপে বর্তমান। এই বিষয়ে শ্রীমা বলেন–'আপনাতে আপনি আপনাকে নিয়া'। মা ও মায়ের ক্রিয়া একই।

সাধারণ জীবের ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব, কর্ম ও কর্মফল ভোগ থাকে। জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত প্রবাহে সুখ-দুঃখের ফল প্রাপ্তি ঘটে। এই ফলপ্রাপ্তির মধ্যে গতি থাকে, স্থিতি থাকে, ক্ষণিক আনন্দ ও উল্লাসও হয়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শের ধারায় নানা অনুভব হতে থাকে। কিন্তু এই অনুভব অসম্পূর্ণ।

গতি ও স্থিতি, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, আনন্দ ও নিরানন্দের ধারায় চলতে থাকে, খেলতে থাকে। কিন্তু মায়ের ক্রিয়া স্বক্রিয়া। সেখানে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, আনন্দ ও নিরানন্দ, মুক্তি ও বন্ধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। মায়ের লীলা-মাধুরী-স্বক্রিয়স্বরসামৃত। এই বিষয়ে শ্রীমা বলেন–"এ শরীর তোমাদের দৃষ্টিতে জন্মকালেও যা, এখনও তা, পরেও তা, যা বল তাই"।

এই দৃষ্টি নিয়ে শ্রীশ্রী মায়ের জীবন ও লীলামৃত পাঠে মনোনিবেশ করলে শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ-স্বভাব ও বিভাব যেমন তার কাছে স্বয়ং প্রতিত হবে তেমনই তার নিজের চিদাকাশে নিজস্বরূপ, স্বভাব ও বিভাব স্বয়ং প্রকাশিত হবে। নিজেকে জানতে হলে মাকে জানতে হবে। মাকে জানা মানেই ভগবানকে জানা। এ বিষয়ে মা বলেন–"নিজেকে জানা মানে ভগবানকে জানা"। মার মহিমাতেই আমাদের মহিমা। তাঁর জীবনেই আমাদের জীবন এই দৃষ্টিকোণ ও মনোভঙ্গিই নিয়ে মায়ের লীলামাধুরী পাঠ সমীচীন বলে মনে হয়।

মায়ের বাইরের পরিচয় অনন্ত প্রকার। যার যেমন সংস্কার প্রতিভা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সে সেইভাবে দেখে ও দেখবে। কারণ এটা মায়ের বাহ্য পরিচয়। এই গ্রন্থের বর্তমান লেখকেরও মায়ের মহতী কৃপা ও নিজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই মাতৃ-লীলা-মাধুরীর প্রেরণা-প্রয়াস ও বর্তমানরূপ।

মায়ের কাছে শিশুসন্তান শিশুই। শিশুর যখন জন্ম হয়নি তখনও মা ছিলেন, শিশু যখন থাকবে না তখনও মা থাকবেন। মায়ের সত্ত্বাতেই শিশুর সত্ত্বা, সেদিক দিয়ে মায়ের স্বরূপ ও স্বভাব বোঝবার ক্ষমতা শিশুর কোথায়। কিন্তু মজার কথা এই যে মাকে মা বলা এই চমৎকার অধিকার শিশু জন্মকালেই স্বাধিকার রূপে পেয়ে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে সরলভাবে মা, মা বলে ডাকলেই মা কৃপা করে প্রকাশিত হন, যতখানি হওয়ার। মা ধরা না দিলে কে তাকে ধরতে পারে। জীবশিশু সাধনবলে বলীয়ান হয়ে নানা যোগ ও বিভূতি সম্পন্ন হতে পারে। নানা অঘটন ঘটাতে পারে। সেখানেও কিন্তু মায়ের শক্তি খেলা করে। মা ক্ষুধার্তকে অন্ন দেন, তৃষ্ণার্তকে জল দেন, ভোগার্তকে ভোগ দেন, জিজ্ঞাসুকে জ্ঞান দেন, মুক্তিকামীকে মুক্তি দেন, আপন আপনভাবের ভেতর দিয়ে মার এই মহাভাবের পরিচয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। অনন্তভাবের উৎস ও সমন্বয় হয়েও মা সমস্তভাবের অতীত। এই জন্যই তিনি মহাভাব স্বরূপিনী। মা স্বয়ং কোনভাবের অধীন না হয়েও সকল ভাব নিয়ে খেলা করতে পারেন। লীলাচ্ছলে করে থাকেন। লোক শিক্ষার জন্যে। সমাজের ও শাস্ত্রের মর্যাদার জন্য মা লীলাখেলা করে থাকেন। আবার কখনও কখনও অচিন্ত্যকারণবশতঃ এই বিধানের লংঘনও করে থাকেন। এতে মার কোন গৌরবহানি হয় না। কারণ মা কোন কার্য্যকারণের অনুসারী নন। মায়ের চরিত্র ও আচরণ যে সব সময় সাধারণ লোকের অনুসারে হবে, তার কোন যুক্তি ও যৌক্তিকতা নেই। দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী আচরণ করলেও মানববুদ্ধির অগম্য হয়। মানুষের জীবনের ভিত্তি অহংভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মা কিন্তু মানব-জীবন ধারণ করেও দেহাত্মবোধ শূণ্য। আবির্ভাবকাল হতেই মায়ের জ্ঞান ও বৈভব চির প্রকাশমান। অভিমান ও স্বার্থকলুষিত ইচ্ছা মাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মায়ের আচরণ ব্যক্তিগত সংস্কার ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না। স্বভাবের প্রেরণায় যাবতীয় ব্যবহার সম্পন্ন হয়ে থাকে। মায়ের জীবন ও চরিত্র হতে তাঁর স্বরূপগত পরিচয় পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

কারণ ভাব ও ক্রিয়া আপেক্ষিক কিন্তু মা স্বয়ং নির্লিপ্ত অভিমানশূন্য থেকেও নানাভাব নিয়ে খেলা করতে পারেন।

ভাব ও ক্রিয়ার ন্যায় মায়ের বাণী ও উপদেশও মায়ের স্বভাব ও বিভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না কারণ উপদেশ গ্রহণ শ্রোতার অধিকার ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, তন্ত্র-মন্ত্র অনেক উপায় থাকলেও কোন উপায় দ্বারা মাকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। ভোগের পথে ঐশ্বর্য্য, মুক্তির পথে কৈবল্য যে যা চায় মা তাকে তাই দিয়ে সন্তুষ্ট রাখেন। কিন্তু মার আসল রূপ প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। তবে মা দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় হলেও বাৎসল্য রসের গলিত তনু সন্তানের প্রাণস্পর্শী মা মা ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না। যেমন মা ভবতারিনী শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল মা মা ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। শিশুর ন্যায় সরল হৃদয়ের আকুল প্রাণে মা মা বলে ডাকতে পারলে মা তাকে মাতৃস্নেহের অমৃতরসে সিঞ্চিত করে থাকেন। এই মাতৃ বাৎসল্যরসের অনুভবই শিশু জীবনের পরমলাভ।

মা নাম মহিমা :- উমা-হৈমবতী-ব্রহ্মশক্তি-আনন্দজ্যোতি

মা নামটি বড়ই মধুর। সব নামের আদি ও চিরন্তনী। তবে কেমন মধুর সেটা ব্যাকরণের মাধ্যমে, শাস্ত্রের মাধ্যমে, বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে প্রথমে আমরা একটু বিশ্লেষণ করে নেই। অনুভবের কথায় পরে আসা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় 'মা' একটি অব্যয় শব্দ, যার অর্থ নিষেধকে বোঝায়, যেমন আদি কবি মহাকবি বাল্মিকী সংস্কৃত শ্লোক ছন্দের রচয়িতা জীবনের প্রথম কাব্যের প্রথম শ্লোকেই বলে উঠলেন-'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাম্ তম্ অগমঃ শ্বাস্বতী সমাঃ' হে নিষাদ তুমি শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হয়ো না। আবার আদি গুরু শঙ্করাচার্য শ্লোক লিখেছেন-'মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বম্'-এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি নিষেধ অর্থে 'মা' শব্দের প্রয়োগ, তবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই নিষেধের ব্যঞ্জনা আরও বেড়ে যায়। যিনি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে নেতি, নেতি করে (এটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়, ওটা নয় করে) নিষেধিত করে একলাই সচ্চিদানন্দ ঘনরূপে নিত্য অবস্থান করেন তিনি 'মা'। আবার তিনি ভূমা–ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোককে, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাকে অথবা সত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণকে নিষেধ করে গুণাতীত হয়ে অবস্থান করছেন তিনিই তো 'মা'। সন্তানের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ নিষেধে (নিবারণে) যিনি সর্বদাই রত থাকেন তিনিই তো 'মা'। 'মা' শব্দ মধুময়। মধু মানে পুষ্পরস। পুষ্পের রসই যেমন তার সারাৎসার, মাও তেমন সারাৎসারা, পরাৎপরা, মধুর থেকে মধুরতমা। তাই তো ঋক্‌বেদে ব্রহ্মবিদ্যাকে মধুবিদ্যা বলা হয়েছে। অথবা সকলের উৎপত্তিস্থানের জন্য মায়াতেই 'মা'। 'মাঙ্‌মানে' এই ধাতুর থেকে এই শব্দের উৎপত্তি হয়। 'মা' শব্দসকল মাপের ও মানের পরিমাপক। তাইতো আনন্দময়ী মা বলেন,–"মা" মানে ময়–তিনি সর্ব ঘটে পটে নিত্যস্থিতা, যিনি মেপেমেপে দেন তিনিই তো মা"। এই মাকেই আবার কেনোপনিষদে উমা বলা হয়েছে। 'উ' মানে ক্লেশ, 'মা' মানে নিষেধ। সর্ব ক্লেশহারিনী এই উমাই মা। আর হিমালয়ের কন্যা উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা; 'মা' শব্দ যদিও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় তবুও অলিঙ্গ ব্রহ্মে এর প্রয়োগের কোন বাধা নেই। ঋগবেদে অদিতি মন্ত্রে আমরা পাই–অদিতি স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মাতা, পুত্র। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বিশ্বের যত দেবতা, যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায় সবই অদিতির রূপ, অদিতি সর্ব্ব কারণের কারণ অখন্ড ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও নপুংশক লিঙ্গ সব লিঙ্গেই অদিতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। (দিতি মানে খন্ড ভাব, দ্বৈত ভাব, আর অদিতি মানে অখন্ডভাব, আদিত্যভাব)। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেও আমরা পাচ্ছি–'তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী ইত্যাদি'। দুর্গা সপ্তশতী চন্ডীতেও দেবী স্বয়ং বলেছেন–'দ্বিতীয়াকা মমাপরা–আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। সকল জ্যোতির জ্যোতি আলোর আলো–মা–ই। আবার চন্ডীতে মা শব্দের দ্বারা তমঃ বা অন্ধকাররূপে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এ যে সে অন্ধকার নয়, এযে নিষ্কল, নির্গুণ, অখন্ড অব্যয়রূপ কারণ-ব্রহ্ম। এই তমের আবরণে (মায়ের আবরণে) কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ (বিষ্ণু) ঘুমিয়ে পড়েন। চন্ডীতেও আমরা দেখি ব্রহ্ম এই নিদ্রাভি ভূত বিষ্ণুকে, তারই নাভি-কমলে বসে জাগাবার জন্য বিশ্বস্থিতিসংহারকারিণী হরিণেত্র কৃতালয়া দেবীর স্তব করছেন। এই তমের অপনোদন হলে বিষ্ণু স্বরূপে স্থিতিলাভ করলে মধু ও কৈটভ অসুর আর থাকে না। তমের আবরণই ভেদ ও সংঘাতের স্থান। একেই বলে মায়া। মায়া তার জাল বিস্তার ও সম্প্রসারণ করলে ঈশ্বর, জীব-জগত সব কিছুর আবির্ভাব ও উৎপত্তি হয়। আর এই জাল গুটিয়ে নিলে সব কিছু মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। একে কেউ কেউ চিন্ময়ী মহামায়া জগন্মাতারূপেও বর্ণনা করে থাকেন। তন্ত্রে একে চিতি শক্তি বলা হয়ে। আত্মার গতাগতি নেই স্পন্দন নেই। মনের স্পন্দনই আত্মার স্পন্দন বলে প্রতিভাত হয়। মায়ার দ্বারাই মনেতে স্পন্দন আরোপিত হয়। মায়া ও তৎকার্যকে নিষেধিত করে সর্ব শক্তির আধার মা, চিন্ময়ী, আনন্দময়ী। আত্মকৃপায় আত্মযাজী হয়ে মাকে চিনতে পারা, ধরতে পারা যায়। কিন্তু তিনি না চেনালে, না ধরা দিলে কেউ তাঁকে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না। তাইতো শ্রুতি বলেন–'যমেষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ–তিনি যাকে বরণ করে নেন নিজের করে নেন সেই তাঁকে পেয়ে থাকে। তাই আজ এই শুভক্ষণে সেই পরমাত্মার কাছে, পরাশক্তির কাছে আমরা প্রার্থনা করি–হে মাতঃ তুমি আমার, আমি তোমার। আমাময় হয়ে তুমি প্রকাশিত হও।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাইজীর একাদশ বাণী

—'জয়'

তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ হইবার নয় এবং তাঁহার স্মৃতি কালের অধীন নহে। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

ভাইজীর জীবন এক অদ্ভুত দুর্লভ জীবন। তাঁর জীবন জীবের শিবত্বে উত্তরণের এক সুন্দর ছন্দোময় ইতিকথা। এমন একটি জীবনের চলা, ফেরা, বলা কওয়া, হাসি, বিলাপ সবই জ্যোতির পথে আলোর উচ্ছলন। শ্রীগীতার ভাষায়–"সর্বদ্বারেষু দেহহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে" (১৪/১১)। মহাপ্রকাশের স্বয়ংজ্যোতির ছটাই তখন ভক্তের দিব্য তনুতে দ্যুতিমান হয়। সেই কারণে তাঁদের প্রতিটি বাণীর এমন গভীর দ্যোতনা।

এই দিব্য অবস্থা প্রাপ্তির পিছনে যেমন ছিল ভাইজীর নিজস্ব আকুতি ও সাধনা তেমনি ছিল শ্রীমায়ের অপার করুণাপূর্ণ খেয়াল। মা নিজেই একদিন কথায় কথায় বলেছেন–"বিধিমত পূজা অর্চনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করা যায় তাহা কিন্তু অনেক সময় মহাপুরুষদের দৃষ্টি এবং স্পর্শমাত্রেও হইতে পারে। সেখানে পূজা ইত্যাদি কিছুই দরকার হয় না। ভগবৎ কৃপা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। সেই জন্য বলা হয় যে সব সময় সব কিছু সম্ভবপর। এ শরীরের ভিতর দিয়াও ভগবৎ কৃপার অনেক কিছু অনেক সময় প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সব প্রকাশ কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে; কাহারও উপরোধে, অনুরোধে হয় নাই।

"জ্যোতিষের সংসারে যে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল তাহাও ঐ জাতীয় একটি ঘটনা হইতে। যেদিন জ্যোতিষকে আমার সোনার হারটি পৈতা হিসাবে ব্যবহার করিতে দিলাম সেইদিন হইতেই তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হইল। ঐ হার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্বপাক খাওয়া এবং ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ঐ সোনার হার গ্রহণের পর হইতেই জ্যোতিষের সূতার পৈতা ধারণের ইচ্ছা প্রবল হয় এবং সে পৈতা গ্রহণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ পন্ডিত রাখিয়া তাহার সাহয্যে অতি নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা–আহ্নিক করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমেই তাহার সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। সে তখনও চাকুরী করিত সত্য এবং পরিবার প্রতিপালনও করিত, কিন্তু উহা সকলি ছাড়া ছাড়া ভাবে। উহার সহিত তাহার ভাবের কোন যোগ ছিল না। পরে কৈলাস যাত্রার পথে যখন আমরা মানসসরোবরের কাছাকাছি গিয়াছি তখন জ্যোতিষ, ভোলানাথ প্রভৃতি আমার দুই ঘন্টা পরেই মানসসরোবরে গিয়ে পৌছিয়াছিল। ঐখানে পৌঁছিয়াই জ্যোতিষের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সে কাহাকেও না বলিয়া একা একা গিয়া মানসসরোবরের জলে স্নান এবং তর্পণাদি করিয়া নিজে নিজেই বিদ্বৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সে ভাবিয়াছিল যে কেহ আসিয়া বাধা দিবার পূর্বেই সে মানসসরোবরের পাহাড়ের এক গুহাতে গিয়ে লুকাইয়া বাকী জীবন কাটাইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই ভোলানাথ তাহাকে উলঙ্গ অবস্থায় মানসসরোবরের তীরে ধরিয়া ফেলে। সে তখন ভোলানাথকে প্রণাম করিয়া তাহার মনের সঙ্কল্প প্রকাশ করে। কিন্তু ভোলানাথ তাহাকে কোথাও যাইতে না দিয়া তাহাকে কাপড় পরিতে বাধ্য করে এবং আমার কাছে লইয়া আসে। আমি জ্যোতিষকে লইয়া আবার মনাসসরোবরের তীরে যাই। ঐখানে সে আমাকে নয় গন্ডুষ জল পান করায়। ইহা বোধ হয় তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের একটি অঙ্গ ছিল। তারপর আমার পায়ে ঐ সোনার হার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাহার পৈতা রাখিয়া সে বলিল, "মা, আমাকে অনুমতি দাও আমি ঐ দূরের পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় গিয়া একাকী বাস করি"। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার কোন সঙ্কোচ বা কষ্ট বোধ ছিল না। ঐ সময় তাহার ভাবটা ছিল এই যে, মা ত কোন শরীরে নিবদ্ধ নন, মা বিশ্বব্রহ্মান্ডে সর্বত্রই ছড়াইয়া আছেন। কাজেই কোন অবস্থাতেই মা ত্যাগ হইতে পারে না। আমি ঐ সোনার হার এবং পৈতা তুলিয়া জ্যোতিষের হাতে দিয়া বলিলাম, এখন এগুলি তোর কাছে থাক। জ্যোতিষের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে তাহার পক্ষে শরীর রক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না। কৈলাস হইতে ফিরিবার পথেই তাহার অসুখ হইল। জ্যোতিষের শেষ সময় স্পষ্ট ভাবে বলিল, "মা আর আমি এক, আমরা সকলেই এক"। পরে তাহার সন্ন্যাস মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া এবং 'মা' শব্দটি শেষ উচ্চারণ করিয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিল"। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ-৪/১৮৪)

শাস্ত্র বার বার কতভাবে চরম সত্যটি তাঁর বাঙ্ময় মূর্তিতে প্রকাশ করেছেন, বলেছেন–"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "জীব ব্রহ্মৈব না পর"। এই সৃষ্টি ও সৃষ্টির অতীত সমস্তই ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। কিন্তু এই দুর্লভ অনুভব কত কোটিতে একটি জীবেরও ত সহজে অনুভূত হয়না। ভাইজীর জীবনে দেখা গেল এই চরম সত্যের পূর্ণ প্রকাশ। তাই তাঁর বাণীর মননকে আমরা যদি আমাদের সাধনার এক বিশেষ অঙ্গ রূপে গ্রহণ করতে পারি তাহলে বিশেষ ভাবে লাভবান হব। আমরা যা ভাবব, যা নিয়ে থাকব-তাই তো পাব। তাই তো হবে।

ভাইজীর কথায় সূত্র ধরে প্রথমে আমরা 'কাল' কে একটু চিনতে চেষ্টা করি। যে কালের সঙ্গে সাধারণ ভাবে আমরা পরিচিত, তা যে বহমান। প্রতিনিয়ত আমরা তার একটা বয়ে যাওয়া দেখি। সেই কাল আবার সব কিছুকে তার মধ্যে গ্রাস করে নিচ্ছে, এমন একটা বিষয়ও আমরা অনুভব করি। সূর্য উঠছে পরে তা অস্ত যাচ্ছে। ফুল ফুটছে পরে সে ম্লান হয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি নিয়ত অগ্নিতে সোমের আহুতি হয়েই চলেছে। জীব জন্মাচ্ছে কিছুকাল পরে তার মৃত্যু হচ্ছে। সব নাম, সব রূপ কালের গর্ভে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ঘড়ি, ঘন্টা, পল, মুহূর্ত, দিন, রাত্রি, মাস, বছর ধরে আমাদের কালের হিসাব। কিন্তু তা দিয়ে সত্যিই কি আমরা কালের প্রকৃত স্বরূপ চিনতে জানতে পারি? পৃথিবী তার অক্ষকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ গতিতে ঘুরছে। একবার ঐ ভাবে ঘোরার মধ্যে কিছু সময় তার এক দিক সূর্যের দিকে থাকে, বাকি সময় ওই দিক সূর্যের দিকে পিঠ করে থাকে। এর থেকেই আলোর দিকটাকে আমরা বলি দিন আর অন্ধকারের দিকটাকে বলি রাত্রি। এই সময়টাকে আমরা চব্বিশ ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এক একটা ভাগকে আমরা বলি ঘন্টা। আবার পৃথিবী সূর্যকে এক বিশেষ দুরত্বে রেখে, এক বিশেষ গতিতে তার চারপাশে ঘুরছে। এই ভাবে একবার ঘুরে আসাকে আমারা নাম দিয়েছি বছর। এখন পৃথিবীর যদি তার অক্ষকে কেন্দ্র করে লাট্টুর মত ঘোরাটার গতি বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে দিন ও রাত্রির সময় যাবে বদলে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরাটাও গতি যদি বেড়ে বা কমে যায় তাহলে বছরের হিসাবও যাবে বদলে। বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল বা অন্যান্য সব গ্রহরাই নিজের নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে। আবার সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসার সময়ও সকলের ভিন্ন, সেই হিসাবে প্রত্যেক গ্রহের দিন রাত্রির হিসাব বা বছরের হিসাব পৃথিবীর থেকে ভিন্ন। তাহলে গেখা যাচ্ছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে অবলম্বন করেই আমরা সময়ের হিসাব করি। অন্যান্য গ্রহগুলোতে ঘটনাগুলো ঘটে ভিন্ন ভাবে তাই সকলেরই তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে সময়ের হিসাবও হয় ভিন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কারণে শাস্ত্র পৃথিবীর মানুষের আয়ুর থেকে ভিন্ন গ্রহ বা লোকে অবস্থানকারী আত্মাদের আয়ুষ্কাল ভিন্ন বলে নির্দেশ করেছেন। পৃথিবী তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বুধ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অষ্ট আশি দিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে যখন একবছর পূর্ণ হবে তখন ওই একই সময় বুধে বয়ে যাবে চার বছর কিছু দিনে। আবার সৌরমন্ডলে সূর্যের সব থেকে দূরের গ্রহ প্লুটো। সে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর হিসাবে দুশ আটচল্লিশ বছর নেয়, যেটা প্লুটোর হবে এক বছর। তাহলে দেখা গেল যে-যে কালকে আমরা দিন, রাত্রি, মাস, বছর দিয়ে হিসাব করছি সেই কাল আমাদের ব্যবহারিক কাল মাত্র। এর কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। এর শুরু আছে, স্থিতি আছে, শেষ আছে। সাগরের বুকে ঢেউয়ের মত। এক এক স্থানে এর এক এক রকম রূপ। আবার ভিন্ন স্থানে আছে ভিন্ন ভাবে। ঢেউয়ের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের পেছনে আছে সাগরের ব্যাপ্ত অস্তিত্ব। ঠিক তেমনি এই ব্যবহারিক কালের জন্ম, স্থিতি, লয় ঘটে চলেছে অসীম কালাতীত সত্তার বুকে যিনি স্বয়ং অচল, শ্রীমায়ের ভাষায় যার পাশ ফেরার জায়গা নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে অসীম, অনন্ত, পরিব্যাপ্ত সত্তা কি অদ্ভুত ভাবে নিজেকে খন্ডের আভাসে বেঁধেছেন তাঁর এই সৃষ্টির বেড়াজালে। এই কারণে মা সময়কে বলতেন 'স্ব-ময়'। সত্যই ত তাই, সর্বময় অনন্ত একমাত্র তিনিই ত আছেন। আর যা কিছু প্রকাশিত হচ্ছেতা তাঁরই বুকে ঢেউয়ের মত উঠছে, থাকছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আরো দেখছি ব্যবহারিক কালের সঙ্গে 'গতি' ও 'দেশ' বোধের (space) একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। অনন্তের মাঝে "একাংশেন স্থিত জগৎ" এর সৃষ্টির আগে এই ব্যবহারিক 'দেশ' ও 'কালে'র জন্ম হয় নি। তখন দেশ, কাল, মন, বুদ্ধি, অহং ইত্যাদির সব সত্তা, সব বোধ ঐ অনন্ত স্বরূপে লীন হয়ে থাকে। তখন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, অগ্নি, বায়ু কিছুই তখন স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে প্রকাশ হয়নি। কি তখন থাকে কি থাকে না তা কিছুই বলা যায় না, এমন কি বলা বা বোঝার মত কোন দ্রষ্টাও থাকে না, দৃশ্যও থাকে না। সৃষ্টির ভিতরে ও বাহিরে মা স্বরূপতঃ আছেন ঐ ভাবে নিরালম্ব, অনন্ত স্থানে, অনন্ত রূপে, নিরপেক্ষ, আপনাতে আপনি। আদিতে তিনি যেন নিস্তরঙ্গ কারণ সমুদ্র। যে মহা কারণ হতে এ বিশ্ব তারই একাংশে তরঙ্গবৎ প্রকাশিত। তাঁর বুকেই সৃষ্টি পদ্ম ফুটে ওঠার সাথে সাথেই সৃষ্ট হয় ব্যবহারিক 'দেশ' ও 'কালে'র বোধের।

শ্রীমা ব্যবহারিক কাল ও কালাতীতের অবস্থার সম্বন্ধে বলছেন–"সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত। যখন আমরা সৃষ্টির কথা বলি তখন অবশ্য আমরা কাল ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া বলি। কালের মধ্যেই সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু কালাতীত অবস্থাও ত আছে। তাহা না হইলে গুরু দীক্ষা দিয়া শিষ্যকে কালাতীত অবস্থায় লইয়া যান কিরূপে? কাল শেষ হইলেই যে সব শেষ হইয়া যায় তাহা নয়। আমরা যখন কালাতীত অবস্থার কথা বলি তখনই মানিয়া লই যে কালের (ব্যবহারিক) বাহিরেও অনেক কিছু আছে।

কালাতীত সৃষ্টিও আছে। কালাতীত সৃষ্টির অর্থ স্থিতি এবং লয় সবই যুগপৎ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। এখানে কিছুরই সীমা নাই। যদি বল, ভগবান নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন না বা করেন না তবে ত ভগবানকে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ভগবানের কোন সীমা নাই। দেখ, জল জমিয়া যখন বরফ হয়--তখন আকারশূন্য জলের একটা রূপ বা আকৃতি হয়। ঐ রূপ বরফ হওয়ার পূর্বেও কিন্তু ঐ জলেই ছিল। আবার বরফ গলিয়া যখন জলে মিলিয়া যায়–তখন ঐ রূপ আবার জলের মধ্যেই মিলিয়া থাকে। ঐ –রূপই উহার চিন্ময়রূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা চিন্ময় রূপ চিন্ময় ধাম বল না? তাই দেখা গেল, যাহা অরূপ তাহাতেও রূপ আছে, আবার রূপও অরূপে মিলিয়া থাকে। সেই হিসাবে সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। ইহাতে ভগবানের পূর্ণতার কোন হানি হয় না। একটা প্রদীপ হইতে আর একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া নিলে যেমন পূর্ব প্রদীপের আলোর কোন হানি হয় না সেই রূপ অনন্ত সৃষ্টি করিয়াও ভগবানের অনন্তত্বের কোন হানি হয়না। কালাতীত সৃষ্টি পূর্ণত্ব হইতেই হয়। ভগবান নিজে যেমন পূর্ণ তাঁহার অংশও সেইরূপ পূর্ণ। পূর্ণ হইতে কিছু নিলে পূর্ণত্বের কোন হানি হয় না। সমস্ত জিনিষই তো অনন্ত। একটা বীজের মধ্যেযে দেখ অনন্ত গাছ রহিয়াছে। একটা বীজ বুনিলে তাহা হইতে একটা গাছ হইল, গাছে কত কত ফল হইল এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে কত কত বীজ রহিয়া গেল। আবার ঐ সব বীজ হইতে কত গাছ, কত ফল ও কত বীজ হইবে। তাই দেখিলে, বীজ একটি হইয়াও অনন্ত। সেইরূপ সকল জিনিষই অনন্ত। সৃষ্টিরহস্য বুঝাইবার জন্য বলা হয় যে, ভগবানের এক সঙ্কল্প হইতে বহু লোক-লোকান্তর হইয়াছে। কিন্তু এই যো বহু বলা হয়, ইহার প্রত্যেকটি অনন্ত। সেই হিসাবে নূতন সৃষ্টি সর্বদাই হইতেছে। ঐ যে বলিলাম, একটি বীজ হইতে একটা গাছ হইল এবং ঐ গাছের বীজ হইতে নূতন নূতন গাছ হইল; যদিও গাছগুলি দেখিতে একই জাতীয় বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ইহার মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সেই হিসাবে নূতন সৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে হইতেছে"। (মায়ের কথায় মা)

ভাইজী যখন বললেন মায়ের 'স্মৃতি কালের অধীন নহে' তখন তিনি এই কালাতীত অবস্থারই ইঙ্গিত করলেন। এখানে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঐ অবস্থায় স্মৃতি কি থাকে? থাকলে কেমন করে থাকে? আর যা থাকে তাকে কি স্মৃতি সংঙ্গা দেওয়া যায়? প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হল ঐ অবস্থায় যা থাকে তাকে স্মৃতি না বলে পূর্ণ জ্ঞান বলা যায় বা পূর্ণ জ্ঞানের অখন্ড স্মৃতিও বলা যায়। শুধু স্মৃতি কেন, স্মৃতির আবরণ শক্তিও সেখানে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। সমস্ত দ্বৈতের, অদ্বৈতের, সমস্ত আলোর ও আঁধারের যুগপৎ অধিষ্ঠান সেখানে। শ্রীগীতায় ভগবান তাই বললেন–"না সৎ তন্নাসদুচ্চতে"। তাকে আছেও বলা যায় না, নাই ও বলা যায় না। হ্যাঁ-ও বলা যায় না, না-ও বলা যায় না। এমন একটা অবস্থা আমাদের বুদ্ধিতে সহজে ধারণা হয় না। শ্রীগীতায় ভগবান অনাদি পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মার কথায় বলেছেন– 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্'। ঐ ব্রহ্মস্বরূপে কোন বিশেষরূপে কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের রূপ পরিস্ফুট নেই কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য ও তাদের সমস্ত গুণের আভাস তাঁর মধ্যে পূর্ণ রূপে বিদ্যমান। মূর্তি তৈরির আগে কুমার মাটির তাল নিয়ে বসে। ঐ মাটির তালের মধ্যে কোথায় দেবীর মুখ, কোথায় তাঁর বাহু, আয়ুধ, কোথায় অসুরের মুখ ও তার ভ্রুকুটি, কিছুই আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার মূর্তি গড়া হয়ে গেলে দেখা যায় যে সব রূপ তো ঐ অরূপের মাঝেই লুকিয়ে ছিল। তাই বলা হয় মূলের স্থানে 'আছে' কথাটিও যতটা সত্য, 'নেই' কথাটিও ততটাই সত্য।

আমাদের কোন কিছু দেখা শোনার পর সেই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে স্মৃতি রূপে বিদ্যমান থাকে, পরে অনুকূল সংবেদনে সে জেগে ওঠে। আমাদের কাছে আসা যাওয়া, পাওয়া, হারানো, শোনা ও দেখা সব কিছুরই একটা পরিসীমা আছে, তাই আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারও হয় সীমিত। বহু হলেও তা কখনও অনন্ত নয়, গুণের অতীত নয়। কিন্তু কালাতীত অবস্থায় মহামায়ার সমস্ত আবরণ শক্তি অপসারিত, ত্রিগুণের বৈষম্য তিরোহিত, তাই জ্ঞান বা স্মৃতি সেখানে অবাধ, নিরাবরণ, পূর্ণ। শ্রীমায়ের স্মৃতি সেখানে থাকে ঐ ভাবে। শ্রীমা কালাতীতের সমস্ত সামর্থ্য ও স্মৃতি নিয়ে আমাদের ব্যবহারিক কালের জগতে 'মানুষী তনুর'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় করে লীলা করছেন। তিনি যেমন সৃষ্ট জগতের সকল বস্তুর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে মহাকালকে খন্ডের আভাসে প্রতীত করে খেলছেন তেমন আবার একই সময়ে একই সঙ্গে তিনি আছেন কালের অতীতে। তাই ভাইজী বললেন "মায়ের স্মৃতি কালের অধীন নহে"।

আমাদের গুণময় জগতের অতীতের বহু ঘটনার স্মৃতি কালের ক্ষোভে কখন বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। বর্তমানেও যা দেখি বা শুনি তা শরীর যন্ত্রের দোষে, সংস্কারের ও অজ্ঞানের কারণে পূর্ণ ভাবে দেখিনা বা শুনিনা। আবার ভবিষ্যতের ঘটনা ত অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা। কিন্তু মায়ের কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের গন্ডি অবর্তমান। তিন কালের সমস্ত ঘটনার যুগপৎ সাক্ষী তিনি। তিনিই উপদ্রষ্টা; অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। আবার শ্রী গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন–

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থপরন্তপ'। (৪/৫)

তোমারও বহু বার জন্ম হয়েছিল। আমিও বহু বহু বার এ জগতে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করেছি। আমার অখন্ড স্মৃতিতে সবই সদা পরিস্ফুট রয়েছে, কিন্তু তোমার তা নেই। তাই যা হয়েছে, হচ্ছে, বা হবে সবই আমার জ্ঞাননেত্রে সদা দৃশ্যমান।

বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়ে ভগবান যুদ্ধ হবার আগেই যুদ্ধের পরিণতি দর্শন করিয়ে দিলেন। তাই সেখান থেকে যা বলা হয় তা অভ্রান্তই হয়। ভাইজী তাঁর নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় শ্রীমায়ের এই বিশ্বতচক্ষু দৃষ্টির সঙ্গে সম্যক পরিচিত হয়েছিলেন। কোথায় দূরে থেকেও যখন কারুর অনবধনতা থেকে ঢাকা আশ্রমে যত্নে রক্ষিত যজ্ঞের অগ্নি কুণ্ডে অদর্শন হচ্ছেন মা তা দেখছেন ও প্রয়োজন মত অগ্নি রক্ষার নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার কোন দিন রমনা আশ্রমে কালীমাতার গলায় মালা দিতে ভুলে গেলে দূরে থেকেও মা তা বলে দিচ্ছেন। মা তখন কিন্তু ছিলেন চুনারে। জন্মের মুহূর্ত থেকে কে এল, এবং কে গেল, কি হয়েছিল সবই মা অবাধে সহজ ভাবে গল্প করতেন। নিত্যদিন ভাইজী এমন বহু বহু ঘটানার সাক্ষী। এই কারণে শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে ভাইজী বললেন, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর স্মৃতি কালের অধীন নহে, ও তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ হবার নয়।

শ্রীমায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ না হওয়ার আর এক কারণ, শ্রীমায়ের বাণী প্রাকৃত কোন সংস্কার দ্বারা স্পৃষ্ট নয়। তা কোন ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব থেকে বা অভাব পূরণের কারণ কোন অভিব্যক্তি নয়। তা পূর্ণের লীলায় 'বাকের' আপন স্বরূপে প্রকাশ মাত্র। তাই তা পরা বাক। এই পরা বাক সঙ্কল্প মাত্র সৃষ্টি সামর্থ্য ধরে। ব্যবহারিক দেশ ও কালের পারে, ত্রিগুণের পারে সৃষ্টির খেয়ালে যখন বাকের স্ফুরণ হয়, ঈক্ষণ হয়, তখন সৃষ্টি প্রকটিত হন। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের ঈক্ষণে বাকের আশ্রয়ে সৃষ্টির কথা বলা আছে। Bible–এ ও আছে "God said let there be light, and there was light"। সেখানে আলোর প্রকাশের জন্য ইন্ধন, স্ফুলিঙ্গ, ঘর্ষণ ক্রিয়া কিছুরই আলাদা করে আহরণের প্রয়োজন হয় নি। ঐ 'বাকে'র মধ্যেই কর্তা, কর্ম, কারণ, তিনে এক একে তিন হয়ে সব আছে। সেখানে ত্রিগুণের বৈষম্যের কোন আবেশ মাত্র নেই। তাই তা স্বয়ং সিদ্ধ। তাই ভাইজী আমাদের বললেন মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ হবার নহে ও তাঁর স্মৃতি কালের অধীন নহে। ইহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

ভাইজীর মত অগ্রজ জ্যেষ্টকে পেয়ে ধন্য আমারা। ঋষিদের মত আন্তরিক আকুতি ও প্রার্থনা তাঁর হৃদয়েও মন্দ্রিত হয়েছিল–"তৎ ত্বম পূষন্ আপবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে" (ঈঃ/১৫)। হে পরম দেবতা, পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ,-হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে সত্যের যে মুখ আবৃত আছে তা উন্মোচিত কর ও আমাদের সত্যের যথার্থ রূপের দর্শন করাও। ভাইজীর আকূতি সার্থক হয়েছিল। তিনি সত্যের স্বরূপ দর্শন করেছিলেন। আমাদেরও প্রার্থনা হোক,-হে পরম দেবতা তুমি আমাদের বোধের মধ্যে, দৃষ্টির মধ্যে অধিষ্ঠিত হও, যাতে তোমার আলোতে, তোমার দৃষ্টিতে তোমাকে তোমার স্ব-রূপে দর্শন করতে পারি, হৃদয়ে পূর্ণ ভাবে অনুভব করতে পারি।

জয় মা।

☆

মনুষ্যজন্মকে সফল বানাও

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

দ্বেষ, হিংসা, ভয়
তিন থাক্‌তে নয়।
ঈর্ষা, ঘৃণা, জাত
করে সদা আঘাত।
মনুষ্য-জন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ হয়
এসব কথা বলেন গুণী মহোদয়।
তাই আমাদের মাঝে জাগ্রত হোক সদাচার
দ্বেষ, বৈরীভাব যেন ত্যাজি অনিবার।
হিংসা ত্যাগ করি, আদর্শ হোক্ অহিংসা সংগ্রাম
জীবন সুস্থির লাগি, চিন্তামুক্ত থাকি অবিরাম্।
ভয়ের স্থান যেন না থাকে অন্তরে
পরাজয়ের অভিশাপ রাখি যেন দূরে।
ঈর্ষা সদা কুরে কুরে খায় মানব-জীবন
এর থেকে মুক্তি পেতে কর না ক্রন্দন।
'ঘৃণা-ভাব ত্যাগ'—সাধুতার লক্ষণ
জাগ্রত হোক মন-মাঝে শুভ্রতা অনুক্ষণ।
জাত পাত ত্যাগ করি 'বিবেক' জাগাও
সুন্দর—মনুষ্যজন্মকে সফল বানাও।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

—শ্রী নিগমকুমার চক্রবর্তী

"মায়ের কথায় মা" লেখার মত ক্ষমতা অর্জন করতে পারি না। "নিজের কথায় মা" লিখতেও সাহস পাই না, কোথায় অহংভাবটি প্রকাশ হয়ে পড়ে, অধিকার লঙ্ঘন হয়ে যায়, কোথায় অনিচ্ছাকৃত অতিশয়োক্তি করে ফেলি—এই সংকোচ ও কুন্ঠায় লেখনী স্থির হয়ে যায়। তবু লিখতে বসেছি আমার পরম পূজ্যা জগজ্জননীর স্মৃতি ও পাদপদ্মকে প্রণাম জানিয়ে। যে অনুপ্রেরণা একদিন আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কাশীতে ও বিন্ধ্যাচলে এবং আবার কাশীতে ১৯৫৭ সালে ও শক্তি দিয়েছিল পরবর্তী কালে সংস্কৃতে মাতৃবন্দনা রচনা করে আবার কাশীতে ছুটে গিয়ে মাতৃচরণে নিবেদিত করতে, সেই অনুপ্রেরণা ও শক্তিকে স্মরণ করেই আজকের এই প্রচেষ্ঠা।

'মা' কে অন্যেরা কোন্ কোন্ ভাবে পেয়েছেন জানা থাকলেও একটা সামগ্রিক অনুভূতি লাভ করা যায় তাঁদের কথা ও লেখা থেকে, কিন্তু সে অনুভূতির আভাসটুকুও অনির্বচনীয়। নিজেরটা যেন আরও বেশি। স্ব-ভাবেই তার প্রকাশ। সেই ভাবের অনুচিন্তনই যে "মা" কে নিজের কাছে নিয়ে আসে এবং নিজেকেও 'মা' র কাছে নিয়ে যায়। এই প্রাপ্তি নিরবকাশ, নিরবগ্রহ ও নিরবচ্ছিন্ন। প্রাপ্তির অনুভূতিটিও তাই। অসীমকে পেয়ে ও তাকে পাওয়া শেষ হয় না। প্রাপ্তিবোধটিও তাই, চলছে তো চলছেই।

এই অসীমের কাছে যে পৌঁছুতে পেরেছিলাম তা-ও তাঁরই আকর্ষণে। সেই আকর্ষণ এখনও চলছে। প্রবল কম্পন দিয়ে এর আরম্ভ, তারপরে পরিক্রমা, আবর্তন, আলোড়ন—আরও কত কী। এই প্রকাশ শুধু বাহ্যাভ্যন্তরে নয়, বাহ্যাভ্যন্তরভেদী ও বাহ্যাভ্যন্তরাতীত। প্রসঙ্গতঃ গীতার একটি শ্লোক মনে আসে,

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র ময়ি সর্বং চ পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

মায়ের কাছে আমার হাতে খড়ি গঙ্গা, গায়ত্রী ও গীতা দিয়ে। তারপরে আরও কত কী। সবই যেন আপনিই হয়ে যাওয়া, কী নিদ্রায়, কী জাগরণে, কী স্বপ্নে। সর্বত্রই যেন এক অবিনশ্বর সত্তা কাজ করে যাচ্ছে। এই দর্শন ও অনুভূতির মধ্য দিয়েই যেন মাতৃশক্তি কাজ করে যাচ্ছে। ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, উভয়ের মধ্যেই যেন তার অবস্থান ও পথপ্রদর্শন। 'মা' তো বলতেন—যেটা হয়ে যায় সেটাই হওয়া। এই কথাটির মধ্যে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান রয়েছে। তা বুঝতে সময় লেগেছিল, যেমনটি লেগেছিল গীতার "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটির মধ্যে কালাতীত মহাকালের অবস্থানকে বুঝতে। অনুভূতির পরই তো আসে এই অবস্থান বোধ।

এমনি করেই চলে মাতৃ-সাধনা এবং চলছেও তাই। পথনির্দেশ পাওয়ার পরই তো আরম্ভ হয় যাত্রা। সকলের-ই বোধহয় আরম্ভ হয় এইভাবেই, গতির বেগের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা সম্ভবতঃ স্ব-ভাব-বোধোদয়ের সময়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন, 'মা' কে স্বপ্নে নিশ্চয়ই দেখেন অনেক মাতৃভক্তরা, স্বপ্নের বিষয়বস্তু ও পরিবেশের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকাও সম্ভব। কিন্তু সব-ই এক, কারণ 'মা' যে সব এবং এক-ই। একজন একদিন স্বপ্নে দেখলো একটি শ্বেত-সিংহকে, কিছুদিন পরে ঘুরতে ঘুরতে মা কে পেয়ে গেল স্বপ্নের মধ্যে। কথাবার্তাও হল মায়ের সঙ্গে, কিন্তু আগের স্বপ্নের কথা 'মা' কে বলতে ভুলে গেল। এই ভুলে যাওয়াটাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুল নয়, মায়ের খেয়াল। আবার যখন দেখা হবে, হয়তো তখন বলবে। শুনে 'মা' কী বলবেন, তা কী কেউ আগে থেকে আন্দাজ করতে পারে?

'মা' আছেন, সকলকে দেখছেন, যখন যেভাবে প্রয়োজন সেই ভাবে বলছেন, এ সব-ই সত্য। অনেক বৎসর আগের কথা, আমি একবার একটি সাংঘাতিক মোটর-দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। সম্মুখে মৃত্যুকে দেখেছিলাম, 'মা' কে ডেকেছিলাম ও বলেছিলাম, "আমি তো চললাম, সকলকে দেখো"। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম আমি গাড়ি থেকে অনেক দূরে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর পড়ে আছি, দাঁড়াতে পারছি না, বাঁ হাঁটুটা ভেঙ্গে গেছে, অনেক লোক টর্চ নিয়ে আমাকে খুঁজছেন, নাম ধরে ডাকছেনও কেউ কেউ। তাঁরাই আমাকে নিয়ে গেলেন হাঁসপাতালে, অন্য গাড়ি করে। যাওয়ার সময় নাকি অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় আমি বলছিলাম, "মা অতদূর থেকে এসে গাড়ীর দরজা খুলে বার করে বাঁচিয়ে দিলেন আমায়"। যতদূর মনে পরে 'মা' তখন বৃন্দাবনে। আমার হাঁটুর অপরেশন হল। 'মা' কে সব জানানো হল, চিঠির উত্তরে আশীর্বাদ পেলাম। প্রায় দুবছর লেগেছিল পায়ে সম্পূর্ণ জোর পেতে। একটা অনুভব করেছিলাম যে যতই কষ্টভোগ করিনা কেন, সেটাও তাঁর আশীর্বাদ, আমাকে মৃত্যু থেকে 'মা' রক্ষা করেছিলেন। পরে 'মা'র সঙ্গে প্রত্যক্ষ কথাবার্তায় এই অনুভূতির সমর্থন পেয়েছিলাম।

এই ঘটনাটির উল্লেখ একটি বিশেষ কারণে করলাম। এ রকম ঘটনা অনেকের জীবনে ঘটেছে, মায়ের কৃপায় ও আশীর্বাদে তাঁদেরও জীবন রক্ষা হয়েছে-এ কথা তো সকলেরই জানা। মায়ের কৃপা ও লীলা কোনও দৃষ্টান্তের অপেক্ষা রাখে না। সকল মাতৃভক্তের জীবনে নিশ্চয়ই অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক অনুভূতি প্রাপ্তি ও হয়েছে। কিন্তু সেটাই হয়তো সব কিছু নয়, কারণ "মা" তো শুধুই এইটুকু মাত্র নন, তিনি যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী। তাঁকে সেইভাবে জানা ও সেইভাবে পাওয়াই যে তাঁর আশ্রিত ভক্তগণের পরমলক্ষ্য। সেইভাবে সকলকেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। কে কীভাবে পৌঁছাবে তার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তাই তো, যেটা হয়ে যায় সেটাই হওয়া নয় কী?

আমরা চলছি, "মা' তো আসা যাওয়া চলাফেরা, সব কিছুর উর্দ্ধে। তবু তিনি আসছেন যাচ্ছেন, চলছেন ফিরছেন। সমস্ত চরাচরের মধ্যে তিনি বর্তমান। গীতার বিভূতিযোগের মধ্যে দিয়ে তাঁকে বুঝতে হবে। তাঁর পবিত্র বাণীর মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানতে হবে। যাকে যা দিয়েছেন তাকেই পরমপ্রাপ্তির পথ বলে উপলব্ধি করতে হবে। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এটিই মাতৃসাধনা। এর মধ্যে সুখদুঃখ, বাল্য-যৌবন-জরা-মৃত্যু সব কিছুই আছে। এ সব কিছুই সাম্যভাবে মেনে নিতে হবে চিত্তের স্থিরতার মধ্যে দিয়ে। ঘটনা যা ঘটবার তা ঘটতে থাকবে, যেটা হয়ে যাওয়ার তা হতে থাকবে, যেটুকু পাবার তা পাওয়া যাবে-ভিন্ন ভিন্ন জীবনে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে তার প্রকাশ হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং ভেদাভেদভাবশূন্য হয়ে আপন আপন পথে চলতে হবে, "মা' সব সময় সঙ্গে আছেন এই মনোভাব নিয়ে। এর চেয়ে অধিক প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমি এখনও অর্জন করতে পেরেছি বলে মনে করি না।

যেটা গুহ্যাতিগুহ্য তা তো তিনিই জানেন, তাই তো সেখানেই তার সমর্পণ।

জয় মা! জয় মা!! জয় মা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি স্বরূপ শক্তিরূপ : শ্রীদুর্গা

—ডঃ শুকদেব সিংহ

বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির লেখা 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' দুর্গাপূজা সম্পর্কিত বই, স্মৃতিগ্রন্থ। বইয়ের প্রথমে স্পষ্টত নাম দেওয়া নেই, তবে প্রথম ভাগের শেষে 'ইতি দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণ্যাং প্রমাণতরঙ্গঃ' লেখা হয়েছে, আরও গ্রন্থ-সমাপ্তিতে 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং তস্যাস্তসৎপ্রীতয়ে' বা 'শ্রীদুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী পরিপূর্ণা' কথাগুলি রয়েছে। তাই আমরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করতে পারি বিদ্যাপতির বইখানির নাম 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'।

বিদ্যাপতি বইখানি রচনা করেছেন মিথিলাধিপ ধীর সিংহ দেবের নির্দেশে। বইয়ের মধ্যেই তার উল্লেখ রয়েছে—

বিশ্বখ্যাত নয়স্তদীয় তনয়ঃ প্রৌঢ় প্রতাপোদয়ঃ,
সংগ্রামাঙ্গন লব্ধ বৈরি বিজয়ঃ কীর্ত্যাপ্ত লোকত্রয়ঃ।
মর্যাদানিলয়ঃ প্রকাম বিনয়ঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষাশ্রয়ঃ
শ্রীমদ্ভূপতি ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যমোঘ ক্রিয়ঃ॥
শৌর্যা বর্জিত পঞ্চ গৌড় ধরণী নাথোপনস্রীকৃতা
লোকাভ্যঙ্গ তুরঙ্গ সঙ্গত সিতচ্ছত্রাভি রামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্ভৈরব সিংহদেব নৃপতিযস্যানু জন্মা জয়ত্যা
চন্দ্রার্কমখণ্ডকীর্তি সহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ।
দেবী ভক্তিপরায়ণঃ শ্রুতিমুখ প্রারব্ধপারায়ণঃ।
বিশ্বেষাং হিতকাম্যয়া নৃপবরো বিজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিঃ,
শ্রীদুর্গোৎসব পদ্ধতিং সতনুতে দৃষ্টা নিবন্ধস্থিতিং॥

বঙ্গার্থ—তাঁর (নরসিং দেবের) পুত্র, পৃথিবীতে বিখ্যাত নীতিকুশল, পরিণত প্রতাপের অধিকারী, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবিজয়ী, তিনলোকে কীর্তিমান, মর্যাদার আধার, বিনয়ের প্রতিমূর্তি, বৌদ্ধিক উৎকর্ষের আবাসস্থল ও অমোঘ ক্রিয়াশীল বিজয়ী শ্রীমান ধীর সিংহ বিরাজমান ছিলেন।

বীরত্বে পরাভূত পঞ্চপৌড়ের শরণাপন্ন হয়ে যাকে স্তুতি ও তৈল মর্দন করেছিলেন, যিনি তাঁর (পঞ্চপৌড়াধিপের) কাছ থেকে অশ্বসহ মনোরস শ্বেতচ্ছত্র পেয়েছিলেন, সেই ভৈরব সিংহ দেব রাজা তাঁর কনিষ্ঠ ভাই, চন্দ্র সূর্যের অবস্থানকাল পর্যন্ত যাঁর অখণ্ড কীর্তি বিদ্যমান থাকবে, রূপনারায়ণ পদবী বিশিষ্ঠ সেই ধীর সিংহের জয় হোক।

তিনি (ধীর সিংহ দেব) দেবীর প্রতি ভক্তি ও বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানে বেশ তৎপর ছিলেন। যুদ্ধে নারায়ণ যেমন কংসকে দলন করেছিলেন, তিনিও তেমনি কংস নামে এক রাজাকে দলন করে প্রত্যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ স্বরূপ হয়েছিলেন। জগতের হিত কামনায় সেই রাজা (ধীর সিংহ) বিদ্যাপতি নামে পণ্ডিতকে নিয়োগ করে (পূর্বলিখিত) নিবন্ধাদি দৃষ্টান্তে এই দুর্গোৎসব পদ্ধতি প্রণয়ন করলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধীর সিংহ দেবের প্রবর্তনায় বিদ্যাপতি লিখেছেন 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'। কিন্তু রচনাকাল? গ্রন্থের কোথাও দেওয়া নেই। তবে মিথিলার প্রাচীন বই 'সেতু দর্পনী'তে পাওয়া যায় ধীর সিংহ ৩২১ লং সং (১৩৫১ শতাব্দ) অর্থাৎ ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব লাভ করেন। আবার পঞ্জীগ্রন্থের লিখনানুসারে বিদ্যাপতি রাজা শিব সিংহের মৃত্যুর ৩২ বৎসর পরে ৩২৯ লংসং (১৩৫৯ শতাব্দে) অর্থাৎ ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তা হলে তিনি ১৪২৯ থেকে ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রচনা করেন এ বই। সেই আসলে মিথিলার বিদ্যাপতির দ্বারা দুর্গাপূজা সম্বন্ধে এরূপ বই রচিত হওয়ায় একটি বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুর্গাপূজা আজ বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব হলেও, তা বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত নয়। তা হলে বাংলার বাইরে মিথিলার পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বই লেখা হতো না। প্রশ্ন উঠতে পারে, মিথিলা যদি বাংলার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে? সেই আসলে মিথিলাই জ্ঞান-গরিমায় সেরা ছিল; সে যেমন অপরের কোন কিছু অঙ্গীকার করতো না, তেমনি নিজের জ্ঞান-গরিমার কোন বিষয় বাইরে ছড়িয়ে পড়তেও দিতো না। এমনি পঠভূমিতে বিদ্যাপতি দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাও পূজা বিষয়ে এই প্রথম বই নয়। বিদ্যাপতি জানিয়েছেন, প্রচলিত অনেক নিবন্ধ দেখেই তিনি প্রণয়ন করেছেন আলোচ্য 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'। তাই অনুমান হয় মিথিলায় বহু পূর্ব থেকে দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল। আমরা পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে দুর্গাপূজার সাড়ম্বর বর্ণনা দেখে যে ভাবি বাংলাকাব্যে পূজার প্রথম বিবরণ রয়েছে বলে পূজাটিও বাঙ্গালীর প্রবর্তিত, তা সত্য নয়। দূর্গাপূজা বোধকরি অনেক পূর্বেই প্রচলিত হয়েছে, আর কারা প্রচলন করেছেন তার ইতিহাসও দুষ্প্রাপ্য; তবে বাঙ্গালী পূজাটিকে তার জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাব বিজড়িত করে নিয়েছে, এই পর্যন্ত।

বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনীর প্রারম্ভে' গণাধিপতি ও দেবীর বন্দনা করেছেন তারপর তিনি দেবীগৃহনির্মাণ, প্রতিমালক্ষণ, দেবীর বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করেছেন। 'মৎস্যপুরাণ' থেকেই বিদ্যাপতি গ্রহণ করেছেন কাত্যায়নী দশভুজার মূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের রূপের অনুকরণে সৃষ্ট। মাথায় জটাজুট, অর্ধচন্দ্র শিরোভূষণ, তিনটি আয়ত লোচন, মুখমণ্ডল পদ্ম ও চাঁদের মত সুন্দর। দেবীর গাত্রবর্ন অতসী ফুলের ন্যায় গৌর, তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীও অতি চমৎকার সর্বালংকার ভূষিতা দেবীর সুন্দর দন্তপাংক্তি শোভিতা তাঁর স্তনযুগলও পীনোন্নতা। ত্রিভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে তিনি মহিষাসুরকে মর্দন করছেন। দেবীর দশহাতে দশটি আয়ুধ-ডান দিকের উপরের হাতে ত্রিশূল, তার নিচে খড়্গ, তারও নিচের হাতে চক্র, তার নিচে ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি। বাঁদিকে হাতগুলিতে ঊর্ধ্বাদিক্রমে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অকুশ, ঘন্টা বা পরশু। দেবীর নিচে ছিন্নশির মহিষ, তার গলা দিয়ে বার হচ্ছে খড়্গপানি এক দানব। এই দানবের বক্ষস্থল ডান হাতের শূল দিয়ে বিদ্ধ করেছেন দেবী, বাঁ-হাতে মুঠি করে ধরেছেন দানবের কেশগুচ্ছ। রক্তে দানবদেহ প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে, নাগপাশ তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। ঠিক যে মূর্তি আমরা দুর্গাপূজার সময় প্রত্যক্ষ করি তাই যেন বর্ণনা করেছেন বিদ্যাপতি।

দুর্গাপূজার বিচিত্র উপচার, নানান তিথি অনুসারী পূজাবিধান, কুমারিকা পূজা, বিভিন্ন প্রকার বলি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বিদ্যাপতি বিবৃত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও দূর্গাপূজাতত্ত্ব রচনাকালে বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনীর' কিছু ত্রুটি নির্ণয় করেছেন। চৈতন্য সমসাময়িক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে নবদ্বীপে স্মার্ত ভট্টাচার্য আবির্ভূত হয়ে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী'তে দেবীর জপ ও হোমের মন্ত্র হিসাবে দেবীপুরাণকে আশ্রয় নিয়ে লিখেছেন–

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বধা স্বাহা নমোহস্তুতে॥

কিন্তু মৎস্যপুরাণে আছে 'স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে', সেক্ষেত্রে বিদ্যাপতির উদ্ধৃতিতে বিরোধ দেখা যায়; তাছাড়া অনুষ্টুপ ছন্দের পঞ্চম বর্ণ হ্রস্ব হবে, সেদিক থেকেও 'স্বাহা' প্রথমে বসে, পরে 'স্বধা' বসলেই ছন্দ বজায় থাকে।

বিদ্যাপতির আরেকটি বিষয়ে দোষ ধরেছেন রঘুনন্দন। তিনি বলেছেন 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী'তে দশমীর পূজার পরে বিসর্জনের কথা বলা হয়েছে, তৎপরে দক্ষিণা দেওয়ার উল্লেখ। কিন্তু পূজা প্রধানত তিন দিন--সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে। সুতরাং দক্ষিণা তার পরেই দেওযা বিধেয়। বলাই বাহুল্য দশমীর বিসর্জন প্রভৃতিকে রঘুনন্দন পূজা বলে ধরেন নি, কিন্তু তেমনি গণ্য করেছেন বিদ্যাপতি।

'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী'তে সন্ধিপূজার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু স্মার্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে এর কথা বলেছেন। বিদ্যাপতির সমর্থক কোন পণ্ডিতের মতে সন্ধিপূজা কাম্যপূজা মাত্র, দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে তা বাহুল্য, অপরিহার্য অঙ্গ নয়। কিন্তু পূজার প্রচলিত প্রথায় এটি প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে আমরা দেখি। তাছাড়া 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র বিদ্বান সম্পাদক জগদীশ্বরানন্দজী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন–'শারদীয়া ও বসন্তী দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ-সময়ে সন্ধিপূজা হয়। উক্ত সময় চামুণ্ডা দেবীর পূজা হয়'। (চণ্ডী, পৃ.২৩১ পাদটীকা)। চামুণ্ডা দেবীর পূজা যদি এই নির্দিষ্ট সময়েই বিহিত হয়ে থাকে, তা হলে তা দুর্গাপূজার অপরিহার্য অঙ্গ না হয়ে পারে না। চণ্ডীর উত্তর চরিত্রে দেবীর এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ চামুণ্ডা। 'চণ্ডমুণ্ডে'র সঙ্গে যুদ্ধে দেবী যখন রণক্লান্ত কৃষ্ণবর্ণা হয়ে পড়েছেন, তখন তার দেহ থেকে নির্গতা হয়েছেন কালী বা অম্বিকা। আবার এই অম্বিকা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাঁর মস্তক থেকে আবির্ভূতা হয়েছেন ভীষণ দর্শনা চামুণ্ডা। তিনিই চণ্ডমুণ্ডকে বধ করেছেন। সুতরাং এই দেবী অতিরিক্ত শক্তিরূপ, অবশ্য আরাধ্যা।

যাক্, দুর্গাপূজাকে বিদ্যাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমতুল্য বলে স্বীকার করেছেন। 'ভবিষ্যপুরাণ' থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

ন তত্র দেশে দুর্ভিক্ষং ন চ দুঃখং প্রবর্ততে।
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ পূজ্যতে যত্র চণ্ডিকা॥

অর্থাৎ যেখানে চণ্ডিকার (দুর্গার) পূজা হয়, সেই দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না, দুঃখও আসে না, কেউ মরে না অকালে।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী স্মৃতি

বিশ্বজননীমা

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

"সে যে তোমার আমার
মা শুধু নয়
জগতের মা সবাকার।"

৮ই জুন, ১৯৬১ সন—

শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ, যিনি যুগ পুরুষ মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতে, মহা পণ্ডিত দার্শনিক। তাঁর Rectal Cancer operation Tata Memorial Hospital, Bombay তে হয়ে গেছে। মার কৃপায় তিনি সুস্থের দিকে। গোপীবাবাকে Hospital থেকে আশ্রমে আনতে মা স্বয়ং Tata Hospital এ এলেন। সঙ্গে আমি ছিলাম। মা যখন রওনা দেবেন পাশের cabin থেকে "হে আল্লা-হে আল্লা" কাতর ডাক শুনতে পেলাম। আমি টুক করে পাশের cabin এ ঢুকে দেখি শ্মশ্রু মণ্ডিত আরবদেশীয় এক মুসলিম cancer patient bed এ শায়িত। তার বুক caved in—ভয়াবহ অস্থি চর্মসার দেহ। Nurse বলল Terminal stage of lungs cancer। ফিরে এলাম গোপীবাবার cabin এ। তাঁকে nurse wheel chair এ বের করে সিঁড়ির lift এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মা তাদের এগিয়ে যেতে বলে আমার হাত ধরে পাশের cabin এ কেউ কিছু বলার আগেই ঢুকে গেলেন। ওই রোগীর আশে পাশে আত্মীয় স্বজন কেই নেই। একা শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে। মা ঢুকেই রোগীর অস্থি-কঙ্কালসার টিউব লাগানো খালি গায়ে করুণার হস্ত স্পর্শ তিনবার বোলালেন। তাকে গোলাপের মালা (মাকে ডাক্তাররা দিয়েছিল) পরালেন, হাতে আপেল দিলেন। মৃতপ্রায় রোগীর চোখে জল। মা তাকে ইসারায় উপরের দিকে দেখিয়ে "ভগবৎ চিন্তন করো" বললেন। আল্লার ডাকে সাড়া পেয়ে মা যেমন তড়িৎবেগে রোগীর কেবিন-এ প্রবেশ করেছিলেন তেমনই আবার নিজের কাজ করে সকলের অজ্ঞাতসারে অতি শীঘ্র বেরিয়ে এলেন।

☆ ☆ ☆

একটি বিশেষ ঘটনা – একবার রাশিয়া সফরান্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী airport ফেরৎ সোজা মার Delhi Ashram এ মার দর্শন করতে এলেন। মার ঘরে আমি ছিলাম ও মীরা গাঙ্গুলী বলে এক ভদ্রমহিলা মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত। ইন্দিরাজীকে মা বললেন, "ভগবানের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলবে তিনিই মাতা, পিতা, স্বামী, বন্ধু রূপে তোমার বিপদে তোমার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য"। মা বললেন, "মীরা, তোমাদের রাণাঘাটের গঙ্গায় মোটর সমেত সলিল সমাধির গল্পটি একে শোনাও"। মীরা গাঙ্গুলী বললেন--একবার রাণাঘাটে মা গেছেন। মীরা গাঙ্গুলীর শ্বশুর বাড়ী ওখানে, তাই ওরাও ছিল। ওরা মাকে প্রণাম করে নবদ্বীপ রওনা হল। মা মীরাকে আশীর্ব্বাদ করে নিজের গলা থেকে খুলে ফুলের মালা পড়িয়ে দিলেন। তখনও গঙ্গায় bridge হয়নি। তাই রাণাঘাট থেকে মোটরে নবদ্বীর যেতে হলে বড় boat এ গাড়ী তুলে পার হতে হত। মীরার স্বামী ঘাটের কাছে গাড়ী রেখে ফেরীর টিকিট করতে নেমে গেছে। গাড়ী stope এ ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ পেছনে একটা auto র ধাক্কায় গড় গড় করে গাড়ী ঢালু পার করে নামতে আরম্ভ করল। মীরার শাশুড়ী ও মীরা ভেতরে বসা। শাশুড়ী চিৎকার করছে-"বউমা আমরা তো গাড়ী শুদ্ধ জলে ডুবে যাবো-মরে যাবো"। চলন্ত গাড়ী থেকে নামারও উপায় নেই। মীরার কোলে মার দেওয়া আশীর্বাদী মালা। সে চোখবুজে প্রাণ মন ঢেলে মাকে স্মরণ প্রার্থনা করে যাচ্ছে-মার মালা আমার কোলে-আমরা ডুবে গেলেও বেঁচে যাবোই। গাড়ী ডুবে যাচ্ছে দূর থেকে দেখে ওর স্বামী লোকজন সমেত ছুটে এল। ততক্ষণে গাড়ীর bonnet জলে ডোবা। ওরা অর্দ্ধ বেহুঁশ, কিন্তু প্রাণে দুজনেই বেঁচে গেল। মার উপর বিশ্বাসে তাদের শেষ রক্ষা করল। মীরা বলল, "মা রূপী ত্রাহি মধুসূদনণ তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন"।

মার তখন একটা অন্যমনস্ক দুষ্টু দুষ্টু ভাব। যেন কিছুই বুঝছেন না কার জন্য কী সেদিন করেছিলেন।

☆ ☆ ☆

মার বিষয়ে তত্ব কথা বলার বা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এটুকু জানি ও মানি যাতে জীবের কল্যাণ হয় তা করবার জন্য তিনি সর্বদাই অতন্দ্রিত। আহার নাই, নিদ্রা নাই, আলস্য নাই। বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই-দ্বিধা নাই বিচার নাই সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি নাই অনবরতই জীবের কল্যাণ সাধন করে চলেছেন। প্রাইভেটের সময় কখনো রাত ২টো কখনো ভোরে ৪টে ও হয়ে থাকতো। সকল সময় কল্যাণকারিণী দৃষ্টি। কল্যাণকামী ব্যক্তির সংশয় নিরসন করেছেন-তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাদের জীবনের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করবার উপায় বলে দিয়েছেন।

তাই মা আমাকে বলেছিলেন, "তোর গর্ভধারিণী মা হল মোহযুক্ত মা আর এ শরীর-মোহমুক্ত মা-বাইরে আদর না দেখিয়েও যে মা তেই খাঁটী মা আছে ও থাকবে। মা মানে যিনি সন্তানকে মেপে পরিমিত দেন। সন্তানকে মাপ-ক্ষমা করতে পারেন সেজন্যই মা। তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইলেও সে চলে যায়না। তুই ভাবছিস মার খেয়াল নেই-জেনে রাখ তোদের ভাল মন্দ সব কাজ, দেখিয়ে, লুকিয়ে যখন যা যা করিস-এ শরীর সবই দেখছে, দেখেছে, দেখবে। ভগবানের রাজ্যে চুলচেরা হিসাব বিচার। সৎক্রিয়ার সুফল অসৎ ক্রিয়ার শাস্তি পেতেই হবে"। আশ্রম জীবনের প্রথম দিকে আমাদের প্রবল ইচ্ছা সত্বেও মা আমাদের কয়েকজনকে একবার সঙ্গে নিলেন না—পৌষমাসের শীতে দেরাদুনেই রেখে গেলেন। পরে চিঠিতে লেখেন-"এ শরীরের একটা খেয়াল এল ওদের কল্যাণের দিক নিয়ে ওদের বসাবার চেষ্টা করা। পরমপতির চিন্তার একটু সময়ও এই শরীরটা ওদের দিচ্ছেনা। উহারা সংসারের সুখের পেছনে চলতে চেষ্টা করছে-ওদের অনুকূল ক্রিয়াব্রতে ব্রতী হওয়ার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য নয় কি? একটু গভীরের দিক না হলে মনের চাঞ্চল্য বিক্ষেপ স্বাভাবিক। বাজে কথা, তামাসা, হাসি, বৃথা ভ্রমণাদিতে ঘোরা ফেরায় হৃদয়াসনের কোমল শ্রদ্ধাযুক্ত বীজমন্ত্রে যে আঘাত লাগে। তিনি যখন তাঁর ছোঁয়া দেবেন, দিন। আমাদের কর্তব্য তাঁকে ডেকেই যাওয়া"।

বহু বছর পূর্বে প্রথম দিকে একবার আমি একা মার সঙ্গে রাতের ট্রেনে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ট্রেন চলছে, মা শোওয়া, আমি নীচে বসা। হঠাৎ মা বলতে আরম্ভ করলেন-"এ শরীরটা যে এরকম সাধারণের মতন মিলে মিশে থাকবে-সাধারণের চেয়েও সাধারণ হয়ে সকলের সঙ্গে মিশবে তা কি কেউ ভেবেছিল-তাই দিদি কয়, 'মা, তুমি কি আমার ঢাকার সেই মা?"

আজ মনে হয় মা ধরা দিয়েও ধরা দেন নি। কখনো তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী-আবার পরক্ষণেই তিনি তাঁর মহামায়ার স্বরূপের পরিচয়ে সব ভুলিয়ে দেন এমন হাসি হাসেন বলেন, 'তিনি সাধারণ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আরো বললেন–"এমন একটা স্থিতি যেখানে সব সমভাব। নিয়মকানুন সব তোমাদের জন্য। যা হয়ে যায়–একথাটাই কেবল খাটে এ শরীরের উপর। কেউ বেশী করে মাকে পাচ্ছে কেউ কম পাচ্ছে–কেন তার তো কোনো উত্তর নেই। জাগতিক দিক দিয়ে তোমরা বলবে সংস্কার অনুয়ায়ী পাচ্ছে, এ শরীর তো কিছুর অধীন নয়। স্ব-অধীন-স্বাধীন। তবে ভক্তের কাছে ভগবানের যেন paralysis হয়ে যায়। তিনি যে প্রেমস্বরূপ, তাই শুদ্ধ প্রেম ভক্তি যেখানে, সেখানে তিনি বাঁধা পড়েন। এই যে কখনো তোমরা দরজার বাইরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছ, দরজা খোলাই হল না। আবার এমন হয় যে কেউ যেই এল অল্পক্ষণ পর দরজা খুলে বেড়োবার খেয়াল হল। আরে আমিই তো এসে দেখা দিচ্ছি–সে যে সবই একেরই বিকাশ। কেউ কথা জিজ্ঞেস করে উত্তরই পেলনা। কারুর সঙ্গে আপনা থেকে কথা বলা হয়ে গেল। আমার খেলা আমি ইচ্ছে করলে আঙ্গুল সোজা রেখেও খেলতে পারি বেঁকিয়েও খেলতে পারি"।

'আমি' শব্দ তো মা ব্যবহারই করেন না। কিন্তু সে রাতের ঐ দুটি শব্দ আজও কানে বাজে।

মা বলছেন, "এক এক সময় একজন প্রশ্ন করল। সাতজনের প্রশ্নের জবাব হয়ে গেল। এ শরীর তো ভেবে উত্তর দেয়না। লেখা পড়া শেখাওনি বন্ধু। তবে যার পক্ষে যা দরকার তা যেন ভেতর থেকে গড়গড়িয়ে বেরিয়ে আসে।

মাকে বললাম–"মা, আমরা তোমাকে কত অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে বিরক্ত করি–ঠিক মতন শ্রদ্ধা ভক্তিও করতে পারি না।"

মা বললেন–"তাতে কি হয়েছে? এ শরীর যে সকলের আপনার থেকেও আপনার। নিজেই তো সব পর কে? তাই তো সবাইকে কাছে টেনে নেওয়া কাকে দূরে সরাবো–বদমাইস রূপেও তিনি টিটকারীরূপেও তিনি-এ শরীরের কাছে এসে দাঁড়ায়"। মা বলে চললেন–"শত্রু ভাবে তিন জন্মে মুক্তি, মিত্রভাবে সাত জন্মে–শত্রু কে, যে সারাক্ষণ শত্রুর কথা চিন্তা করছে-শত্রুভাব প্রাপ্ত হয়। রামের কথা স্মরণ করতে করতে রাবণই রাম হয়ে উঠল"।

হঠাৎ মা বলে উঠলেন 'কটা বেজেছে?' 'দেড়টা' বলতেই মা চুপ করে শুয়ে পড়লেন। ভোরে চোখ খুলতেই আবার মাতৃদর্শন।

আজ লেখার শেষে আবার কবিগুরুর গানের কলিতেই শেষ করি।

"আমার খেলা যখন ছিল তোমার সাথে–
তখন কে তুমি তা কে জানতো?
তখন ছিলনা ভয়–ছিলনা লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত
হঠাৎ! খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি
স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি–
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।"

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব

(প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পাদ)

অচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

বাক্যান্বয়াৎ ।১।৪।১৯

আত্মা পদে পরমাত্মাই বাক্যের অন্বয়,
আত্মা, বলতে শ্রুতির লক্ষ্য জীবাত্মা নয়।
ব্রহ্মই শ্রোতব্য, মন্তব্য, দ্রষ্টব্য, নিদিধ্যাসিতব্য,
বৃহদারণ্যক শ্রুতির মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে ব্রহ্মই গন্তব্য।
আত্মার কামনায় পতি প্রিয় হয়,
এই আত্মা পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছু নয়।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরাধাৎ ।১।৪।২৩

ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, প্রকৃতি নহে,
প্রকৃতি হয় ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নহে।
শক্তিমান ও শক্তি সর্বদা হয় অভিন্ন,
ব্রহ্মই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, নয় কেউ অন্য।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ।১।৪।২৪

অভিধ্যা শব্দের অর্থ হয় যে সঙ্কল্প,
ব্রহ্মের সঙ্কল্পে সৃষ্টি, নাই কোন বিকল্প।
ব্রহ্মের বাইরে থেকে করেন না উপাদান সংগ্রহ,
সঙ্কল্প করেন তিনি হব আমি বহু বিগ্রহ।
তিনি এক অদ্বিতীয় সর্বকারণের কারণ,
ব্রহ্ম হন জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

আত্মকৃতঃ ।১।৪।২৬

ব্রহ্ম আপনাকেই বহুরূপে করেছেন প্রকাশ,
তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, বিশ্ব আত্মারই বিকাশ।
তিনি মায়াশক্তি দ্বারা করেন বিশ্ব-সৃষ্টি,
এক আত্মাই বহুরূপে প্রতিভাত, এই সম্যক দৃষ্টি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণামাৎ ।১।৪।২৭

পরিণামবাদ সূত্র বলেন, ব্রহ্ম হয়েছেন পরিণত,
জগৎরূপে বহুরূপে হচ্ছে যা প্রতিভাত।
তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, তিনি করেন তপস্যা,
তপস্যায় জগৎসৃষ্টি, এতে নেই বিবর্ত্তের সমস্যা।
ব্রহ্মসূত্রের পরিণাম সূত্র বিবর্ত্তবাদের খণ্ডন,
হয় এর দ্বারা পরিণামবাদের সমর্থন।

এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ।১।৪।২৯

এইরূপ যুক্তির শেষ সিদ্ধান্ত এই,
ব্রহ্মছাড়া এই বিশ্বে আর কিছু নেই।
ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান জীব ও জগৎ,
জীব ক্ষুদ্র অংশ, আর ব্রহ্ম হন বৃহৎ।
জগৎ ব্রহ্মের শরীর হয় পরিবর্ত্তনশীল,
তাই ব্রহ্ম ও জগতে নেই কোন গরমিল।
শ্রুতির শিব ও রুদ্র হন ব্রহ্মের নামান্তর।
সমুদয় বেদান্ত-শাস্ত্র হন ব্রহ্মপর।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

নারায়ণী বললে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বভাবতই বিষ্ণু বা নারায়ণের পত্নিকে মনে করার প্রবণতা রয়েছে। পুরাণে যাঁকে বিষ্ণু পত্নি বলা হয়েছে তিনিই ঋক্‌বেদে স্বতন্ত্রা মহাশক্তি ইলা। ঋক্‌বেদের ঋষি বলছেন, "আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়যেত্বিলা মনুষ্যাদিহ চেতয়ন্তী" (ঋ.বে.১০.১১০.৮) অর্থাৎ 'আমাদের যজ্ঞে ভারতী আসুন; ইলা এই যজ্ঞের কথা চিন্তা করে আসুন, মানুষ কোথাও শীর্ষ আসা কর্তব্য মনে করে আসে তেমনি আসুন'। ইলা মূলতঃ অগ্নিমূর্তি (ঋ.বে.১.১৩.৯) সায়নাচার্য ঋক্‌বেদের ১.১৩.৯ সূক্তটির ব্যাখ্যা করে বলছেন "ইলাদিশব্দাতিধেয়াঃ বহ্নিমূর্তয়ঃ তিস্রঃ" অর্থাৎ "ইলা, ভারতী এবং সরস্বতী তিনজন অগ্নিরই মূর্তি"। ঋক্‌বেদের খিল অংশে আছে শ্রীসূক্ত। শ্রীদেবীই লক্ষ্মী, তিনি "ঈশ্বরী সর্বভূতানাং" সর্বভূতের ঈশ্বরী, যিনি শুক্লযজুর্বেদে আদিত্যের পত্নি (শু,যজু.৩১.২২)। খিলসূক্তে লক্ষ্মীকে অগ্নিরূপেই আবাহন করে বলা হয়েছে "হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ"—এখানে লক্ষ্মী সুবর্ণ বর্ণা। জাতবেদা তো অগ্নি, তাই অগ্নিই লক্ষ্মী। ব্রহ্মান্তাত্মক দেবতা হিসেবে নারায়ণীই অগ্নি-স্বরূপিণী লক্ষ্মী। দেবী পুরাণ এবং দেবী ভাগবত উভয়েই লক্ষ্মীদেবীর কথা প্রকাশ করেছেন। "লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্টা যয়ানিশম। দেবীভূতা চ মহতী দেবী মহালক্ষ্মী রূপে সা স্মৃতা"। (দেবী ভাগবত. ৯০-৪০-১১৭-২২)। দেবী ভাগবত বলেছেন যে যিনি দিবারাত বিশ্বকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, সেই মহতী দেবী মহালক্ষ্মী রূপে স্মৃতা হন। জীবকে স্নেহদৃষ্টিতে দিবারাত্র সূর্য বা সূর্যশক্তি দেখেন। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ তো লক্ষ্মীকে বলেছেন, "তিনি সূর্য মন্ডল মন্ডিতা, সূর্য-মন্ডলের দ্যুতিই তিনি"। সূর্য-নারায়ণ স্বয়ং শক্তি ও শক্তিমান, তাই নারায়ণ ও নারায়ণশক্তি লক্ষ্মীতে কোন ভেদ নেই। নারায়ণী লক্ষ্মীর বাসস্থান আকাশ সমুদ্র, সূর্য ও আকাশ উভয়ই, পুরাণের পদ্ম, তাই লক্ষ্মী পদ্মালয়া। শুধু তাই নয়, শ্রীসূক্তের 'পদ্মনেমি' লক্ষ্মী পুরাণে হয়েছেন পদ্মা। লক্ষ্মীতে ও নারায়ণে ভেদ যে নেই একথা ব্রহ্মান্ড পুরাণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—"সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতি সর্বেষাং জননী পরা। মম তুল্যা চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্মৃতা"॥ অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী, প্রকৃতি ও সকলের পরমা জননী এবং যিনি মণ্ময়ী ও আমার মত শক্তিশালিনী, তিনি—নারায়নী। এখানে বিলাস নয়, নারায়ণ ও নারায়ণী লক্ষ্মী অবিচ্ছেদ্য—একাত্মক।

পুরাণের লক্ষ্মী একদিকে ব্রহ্মান্ডাত্মক দেবতা, অন্যদিকে ভৃগুকন্যা। ভৃগু কন্যা কেন বলা হচ্ছে মা লক্ষ্মীকে? ভৃগুহল, উচ্চস্থান। সূর্য সর্ব্বোচ্চ স্থানে আছেন, তাঁর ওপরেও আমাদের কল্পনা করতে হয়, কিন্তু কি আছে বলা সহজ কাজ নয়। পুরাণের মতে ভৃগু সূর্য, কারণ ব্রহ্মার যজ্ঞ থেকে তাঁর জন্ম হয়। ব্রহ্মা সূর্য-নারায়ণ, তাই সূর্য থেকে জন্ম হলে ভৃগু তো যজ্ঞাগ্নি, কারণ সূর্যই অগ্নি। তাহলে দেখা গেল জাতবেদা, সূর্য থেকে বা সূর্যতেজ থেকে উদ্ভবা লক্ষ্মী ভৃগুনন্দিনী হয়েছেন এবং পুরাণ লক্ষ্মীকে ভৃগুকন্যার রূপকে প্রকাশ করেছেন।

লক্ষ্মীকে পুরাণে বহুভাবে প্রকাশ করা হয়েছে কখনও তিনি বিষ্ণুর পরিচালিকা শক্তি ভুবনেশ্বরী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার কখনও বা নারায়ণ-পত্নি, নারায়ণ বর প্রিয়া নারায়ণ বক্ষস্থলাশ্রয়া। নারায়ণ যখন সূর্য, তখন সূর্যমন্ডলই তো নারায়ণী লক্ষ্মীর বাসস্থান। মার্কন্ডেয় পুরাণে তাই বলা হয়েছে "শ্রী কৈটভারিহৃদিয়েক কৃতাধি বাসা" অর্থাৎ 'তুমিই শ্রী, কৈটভের অরি, বিষ্ণুর হৃদয়েই যাঁর বাস'।

লক্ষ্মী তত্ত্ব আদিতত্ত্ব, এই তত্ত্বের রূপ রেখা অংকন করা সাধ্যের বাইরে। পদ্মপুরাণে লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর আনন্দ রূপিণী শক্তি বলা হয়েছে–তাঁকেই পরবর্ত্তী কালে নাম দেওয়া হয়েছে 'হ্লাদিনী শক্তি'। 'হ্লাদিনী ত্বদি শক্তি সা' (পদ্ম, পু. সৃষ্টি. ৪.১২৪) অর্থাৎ 'তোমারই (বিষ্ণুর) হ্লাদিনী শক্তি'। এই হ্লাদিনী শক্তি গুণময়ী আবার নিবাকারও। কূর্মপুরাণ তো বলেছেন যে লক্ষ্মী বা শ্রী চিন্ময়ী, ব্রহ্মস্বরূপিণী "ইয়ং সা পরমাশক্তি মন্ময়ী ব্রহ্মরূপিনী" (কূর্ম. পু. ১.৩৪.)। স্কন্ধ পুরাণে প্রকাশ করা হয়েছে যে লক্ষ্মী ভেবেছিলেন কি ভাবে নারায়ণকে পতিরূপে পাবেন, "কেনোপায়েন স স্যান্মে ভর্ত্তা নারায়ণ প্রভূ" (স্ক. পু. ১৯৪.৫)। তাই ব্রহ্মান্ডাত্মক নারায়ণীয় এখানে বিষ্ণুপত্নি রূপে ব্যক্ত পরতন্ত্রা দেবী মাত্র। উক্তপুরাণে প্রকাশ করা হয়েছে যে বিষ্ণু লাভের জন্য তিনি সলিলে তপস্যা করেছিলেন।

লক্ষ্মীর কথা নানাভাবে বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। বামনপুরাণ বলছেন নারায়ণ স্বয়ং লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। তাই লক্ষ্মী এখানে বিষ্ণুকন্যা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে লৌকিক সম্পর্কের চিরন্তন বিরোধ বেদের, পুরাণের এবং উপনিষদের সর্বত্র-এই বিরোধ কিন্তু বিরোধ নয়। সামঞ্জস্যর বিধানের চেষ্টা,-মার কথায় 'সবেতে সব'। রামায়ণে লক্ষ্মী-নারায়ণকে রামসীতার সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ বলেছেন 'সীতা মহামায়ার বিভূতি লক্ষ্মী, তিনিই শ্রীদেবী'। মহাশক্তি মহামায়ার প্রতিনিধি হলেন লক্ষ্মী 'মম প্রতিনিধি ভূতাং (বৃহ. ধ. পু. ৩৪.৪৪)। লক্ষ্মীকে বিষ্ণু পুরাণে কি ভাবে পাচ্ছি? লক্ষ্মী বিষ্ণুর সঙ্গে অবতীর্ণা হন এবং তিনিই শ্রী। রাম যখন বিষ্ণু, শ্রী তখন সীতা-কৃষ্ণ জন্মে তিনিই রুক্মিণী। কিন্তু তার সে নারায়ণীত্ব তা কিন্তু পত্নিত্বের আবরণ অনাবৃত করে বেরিয়েছে বিষ্ণু পুরাণে, 'দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী' (বি. পু. ৯.১৪৩) অর্থাৎ বিষ্ণুর দেবতা দেহে তিনি দেবী এবং মনুষ্য দেহে মানুষী'। আসল কথা তিনি দেবতা ও মানব দেহে অবস্থানকারিণী অন্তর্যামিনী–সূত্রাত্মা বা পরমাত্মা।

লক্ষ্মীর নারায়ণীত্ব প্রকাশে সমুদ্র, অগ্নি, নদী প্রভৃতির সংযোগ থাকবেই। লক্ষ্মীর প্রকাশ সম্পর্কে পুরাণ ও তন্ত্র পানা কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন যে সমুদ্র মন্থন থেকে লক্ষ্মী উঠেছেন এবং উঠামাত্র লক্ষ্মীকে স্নান করাতে এলেন গঙ্গাসহ নদী সমূহ 'গঙ্গাদ্যা সর্বিতস্তোয়ৈ স্নানার্থমুপতিষ্ঠিত' (বি.পু.১.৯.১০০১)। তিনি যখন সমুদ্র থেকে উঠলেন তখন তিনি 'স্ফুরত কান্তিমতী' (বি.পু.১.৯.৯১) অর্থাৎ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী। তাঁর শরীর হল 'সর্বযজ্ঞময়ং' তাহলে কি দাঁড়াল? তিনিই যজ্ঞাগ্নি।

কুব্জিকা তন্ত্র বলছেন যে লক্ষ্মী বৈকুন্ঠে থাকেন কমলা হয়ে এবং পাতালবাসিনী হয়ে তিনিই লক্ষ্মী হন। লক্ষ্মীর অপর নাম শ্রীভুবনা এবং মহালক্ষ্মী প্রাণতোষিণী তন্ত্র বলেছেন। উক্ত তন্ত্রে লক্ষ্মীর ভৃগুকন্যা উপাধির একটা কারণ আমরা জানতে পারি। লক্ষ্মী যখন তান্ত্রিক দেবী মহালক্ষ্মী হয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন তখন তিথি ছিল একাদশী যুক্ত। 'ফাল্গুনৈকাদশীযুক্তা ভৃগৌ ভৌমে চ যা তিথিঃ'। জাতা তস্যাং মহালক্ষ্মী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী" ॥ (প্রাণতোষিণী তন্ত্র) অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে মঙ্গলবারে ভৃগুতে (নক্ষত্রে) একাদশী তিথিতে সর্বসৌভাগ্যদায়িণী মহালক্ষ্মী জন্মে ছিলেন। ব্রহ্মা পুরাকালে জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তপস্যা করেছিলেন তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে পরমেশ্বরী তারিণী স্বয়ং চৈত্র শুক্লানবমীতে প্রকাশিতা হন, তিনিই পূর্বে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের থেকে উঠেছিলেন, তিনি বিষ্ণু বক্ষস্থিতা পদ্মাসনাগতা রমা (প্রা-তো-ত কান্ড ৫-পরি. ৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণে লক্ষ্মীকে আবার ভৃগু ও খয়াতির কন্যারূপেও প্রকাশ করা হয়েছে। বিষ্ণুর বামন অবতারের সময় তিনি পদ্ম থেকে আবির্ভূতা হন। পরশুরাম অবতারের সময় লক্ষ্মীর নাম হয় ধরনী। হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রবচন উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীজীব গোস্বামী ভগবৎসন্দর্ভ গ্রন্থে বলেছেন, 'ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা', অর্থাৎ বিষ্ণু ছাড়া লক্ষ্মী নাই, লক্ষ্মী ছাড়া বিষ্ণু নাই। উক্ত গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী আরো উল্লেখ করেছেন যে একজনই মূলতঃ দুই রূপে বিরাজমান। শক্তিমত্ত্ব প্রাধান্যে বিরাজমান হলে তিনি ভগবান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, আর শক্তিত্ব প্রাধান্যে বিরাজমান হলে লক্ষ্মী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন (ভগবৎসন্দর্ভ. ১১৭)। লক্ষ্মী ও বিষ্ণু স্বরূপতঃ রাধা ও কৃষ্ণ। শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার চতুর্থ শ্লোকের টীকায় লিখেছেন, 'রাধা মাধবো দেবো মাধবে নৈব রাধিকা' অর্থাৎ মাধব রাধার সঙ্গে অবিযুক্ত এবং রাধা মাধবের সঙ্গে অবিযুক্ত।

লীলাময়ী মার মধ্যে যে সীতার ভাবরূপাদি একসময় দেখা গেছে, তা স্বক্রিয় স্বরসামৃতে এইরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, "একদিন মায়ের কি রকমই ভাব। দরজার একটু নিকটবর্তী ময়দানের মধ্যে হাড়ি, কড়া, উনান নিয়া রান্না করিতে বসিলেন। শাহবাগে কত গাছ, বন জঙ্গল চারিধারে, মার পাশেও অল্প জঙ্গল। এককোনে, যেন বনবাসিনী সীতা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা"। সীতা স্বরূপিনী মায়ের মধ্যে শক্তিমত্ত্ব প্রাধান্যে রামরূপও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। স্বক্রিয় স্বরসামৃতের পঞ্চম ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে, "খুকুনি দিদি ও ভোলানাথ সান্নিধ্যে। ক্ষণিকের গোচরে–ঐ তীর ধনুকধারী, রংটিও দুর্ব্বাদল"।

মায়ের অকল্পনীয় ভাব লীলার মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের প্রকাশ ভক্তমনের দর্পণে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। সেদিন মায়ের আবার অপরূপ ভাব। মা একঘরে দেওয়াল ঠেসান দিয়া বসিয়ছিলেন, হঠাৎ কি এক ভাব-যেন শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন, মা'ই শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। দৃষ্টিভঙ্গী মুদ্রা বসার গড়নী, সেই কেমনই সে ভাব। কাহারও প্রত্যক্ষ। ইহার ভিতর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন দেওয়াল ঠেস দিয়া। শরীর ত্রিভঙ্গ, হাতে বংশী মুদ্রাও নাকি, চোখের দৃষ্টি ভঙ্গীই বা কি অপরূপ। প্রত্যক্ষদর্শী দেখিলেন, কাছে রাধা বসিয়া পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ আড় নয়নে বাঁকা চোখে রাধার দিকে তাকান। সেই শরীর সেই বাঁকান সেই গড়ন ধরন, সেই ভঙ্গী কি দিয়া বুঝান। সেখানেই কাহারও ধ্যানজ ভাবদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ। ঐ ভাবেই যুগলটি। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, পঞ্চম ভাগ)।

মায়ের উপরোক্ত লীলায় মা যে পূর্ণ তা ভক্তমনে রেখাপাত করেছে আর মার খেয়ালে রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী নরায়ণ যে অবিচ্ছেদ্য তা সহজে বুঝে নিতে ভাবের ভাবুক ভক্তের তেমন অসুবিধা হয় নি। শক্তিত্ব প্রাধান্যে লক্ষ্মী রূপে মাকে কি এবারকার লীলায় প্রকাশ হতে দেখা গেল? মা পরমার্থিক ভাবে বা ব্যবহারিক সত্তায় যা কিছু করেন বলে মনে হয়, তা আসলে স্ব-প্রকাশ। মা লোকমাতা, শক্তিই স্বয়ং "সা ত্বস্মিন পরম প্রেমরূপা"। শক্তিই প্রকাশ, তাঁর প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত, তবে যোগমায়া সমাবৃত থাকেন বলে তাঁর প্রকাশ সকলের কাছে অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু অতুলনীয়া শ্রীলক্ষ্মী রূপা মার তেজ থেকে তাঁর ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়, তাকেই বলা হয় লীলামূর্তি অর্থাৎ লীলা করতেই তিনি মূর্ত হয়েছেন। অরূপা হয়েও স্বীয় জ্ঞানে নিহিত রূপসমূহের প্রতিরূপ আকারে, বিশেষ ভাবে লক্ষ্মীরূপে মা ভক্ত সন্তানের লীলামাধুর্য আস্বাদনে করুণা করেন। স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ লিখছেন যে পুণায় মা আনন্দময়ী আশ্রমে লক্ষ্মী পূজা হবে। পূজার সময় পুরোহিত এলেন কিন্তু তিনি পুরোহিত দর্পন নিয়ে আসেন নি। পুরোহিত দর্পণের খোঁজে শৈলেন ব্রহ্মচারী এক ব্রাহ্মণের বাড়ি গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন সেই ব্রাহ্মণ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে পুরোহিত দর্পণের কথা বলতেই তিনি জানালেন 'দেখুন, যতবারই শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, ততবারই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সাক্ষাৎ মূর্তিতে উপস্থিত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছি'। ব্রাহ্মণের কথা শুনে শৈলেন ব্রহ্মচারীর খুব কৌতুহল হল। তিনি বললেন, 'পুরোহিত দর্পণ নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন মায়ের কাছে'। পরে আশ্রমে পৌছে শৈলেন ব্রহ্মচারী মাকে বললেন, 'ইনি বলছেন যতবার এঁর বাড়িতে শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা করে অঞ্জলি দিচ্ছিলেন, ততবারই আপনি সাক্ষাৎ মূর্তিতে উপস্থিত হয়ে দুহাতে পুষ্পাঞ্জলি নিচ্ছিলেন'। মা শৈলেন ব্রহ্মচারীকে বললেন, 'বল, ওর অপেক্ষায় বসে আছি'। (আনন্দবার্তা, ৩১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৪)।

(ক্রমশঃ)

☆

মা আনন্দময়ী

—ড০ আনন্দময়ী সিংহ

মাগো, তুমিই আমার প্রাণের হরি
তপশ্চর্যার হর,
তুমি আমার ইষ্টদেবী
সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তুমি আমার সরস্বতী
লক্ষ্মী সোনা মা,
তুমি আমার জগদ্ধাত্রী
জীবের অন্নদা।
তোমায় নিয়ে তাইতো আমার
সকল সাধনা,
তোমায় ছাড়া নাইকো আমার
অন্য কামনা।
তুমি আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু
তুমিই মহেশ্বর
তুমিই আমার আঁধার রাতের
বরাভয়ের কর॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণা আশ্রমের মধুর স্মৃতি

—ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী

গ্রীষ্ম অবকাশে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের মেয়েদের সঙ্গে ১৩ই জুন রাত আড়াইটায় আমরা কাশী থেকে রওনা হলাম পুণার পথে। স্টেশনে পৌঁছাবার পর বর্ষার রিমঝিমে বৃষ্টিতে আবহাওয়া একটু মনোরম হয়ে উঠেছিল। ভোর চারটায় জ্ঞানগঙ্গা এক্সপ্রেস ছাড়ল। জিনিষপত্র গুছিয়ে যখন আমরা বসলাম, তখন প্রকৃতির শোভা অপরূপ মনে হচ্ছিল। স্নিগ্ধ প্রভাতের শোভা অপরূপ, চারদিকের বাড়ীঘর, ক্ষেত, সবুজ বনানী দেখতে দেখতে চোখ বুজে এল। ধীরে ধীরে সূর্যের প্রখর তেজ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। আমাদের গাড়ী ও ধীরে ধীরে উত্তরপ্রদেশ ছাড়িয়ে মধ্যপ্রদেশে নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে চলল। দুই দিকে গিরি দুর্গের মত পর্বত শ্রেণী আমাদের সঙ্গী হল। মধ্যপ্রদেশে মাঝে মৈহার স্টেশনে মৈহার দেবীর উদ্দেশ্যে গাড়ী হতেই প্রণাম করলাম। পরদিন ১৫ই জুন মহারাষ্ট্র প্রদেশে। ট্রেন হতেই কোথাও কলাবনের বাহার, কোথাও বা কাঁটাবনের ঝাড় নজরে পড়ল। পর্বতের দৃশ্য তো সঙ্গে রয়েছেই। পুণা স্টেশনে পৌঁছাবার আগেই গাড়ী হতে রাঙ্গা বর্ণের কৃষ্ণচূড়ার ফুলের শোভা, সবুজ পর্বত শ্রেণীর সঙ্গে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। মুরম্য অট্টালিকার মনোরম দৃশ্য ও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। দেখতে দেখতে বিকাল প্রায় চারটার সময় পুণ্য নগরী পুণাতে এসে পৌঁছালাম।

পুণা স্টেশনে আগে থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তরা শ্রীনারায়ণভাই, শ্রী মাকেজাজী ও মীনাক্ষীজী আমাদের জন্য আপেক্ষা করছিলেন গাড়ী নিয়ে। আমরা মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে পুণা আশ্রমে পৌঁছালাম। মহারাষ্ট্রের ভূমি যদিও অনুর্বর তবু তার মাঝে পুণা শহরটি অপূর্ব শ্যামল শোভায় পরিপূর্ণ। যদিও বড় রাস্তার ধারে আশ্রম অবস্থিত এবং রাস্তা দিয়ে নিরন্তর গাড়ী চলাচল করছে, তবুও আশ্রমের পরিবেশ খুব শান্ত এখানে।

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা"।

পুণা আশ্রমের জায়গাটি অপূর্ব। পুণার প্রসিদ্ধ গণেশখিন্দ রোডের উপর এই আশ্রম অবস্থিত। নিকটেই বৃটিশ যুগের সমস্ত I.C.S. officer দের কলোনী। Governer's House ও সন্নিকটেই। পুণার বিশ্ববিদ্যালয়—"পুণে বিদ্যাপীঠ"। দুইটি পাহাড়ের মাঝখানে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে আশ্রম অবস্থিত।

শ্রীশ্রীমা সর্বপ্রথম এই পুণা শহরে পদার্পণ করেন দক্ষিণ যাত্রা করে ফেরার পথে ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫২ সনে। সঙ্গে শ্রী হরিবাবা ও শ্রী অবধুতজী। অবশ্যই এই পুণা শহরের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ আগামী দিনে শ্রীশ্রীমায়ের পূতচরণ স্পর্শে ধন্য হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে বহুবার এই পুণা শহর আর মাতৃসৎসঙ্গ লাভে কৃতার্থ হয়েছেন পুণাবাসী ভক্তবৃন্দ। প্রথমবার মা স্টেশনের কাছে গোকুলদাসজী ধর্মশালাতে ছিলেন। এরপর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মা পুণাতে আবার আসেন। এবারে মা পুণা এসে প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীভূতা সাহেবের বাড়ীতে গ্যারেজে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রী মায়ের পুণাতে পরবর্তী শুভাগমন হয় ১৯৬০ সনের ১৫ই মে। শ্রীশ্রীমা বিরাট পার্টী সহ এবং শ্রী হরিবাবা ভক্তবৃন্দ ও রাসপার্টী সহ এবারে বাস করেন ভক্ত প্রবর শ্রী সোমপ্রকাশ নন্দাজীর বাড়ীর প্রাঙ্গণে। মায়ের জন্য তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগানের মধ্যে একটি সুন্দর পর্ণকুটীর নির্মাণ করেন। বিরাট প্যাণ্ডেল করে সেবার সৎসঙ্গ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনন্দাজীর বাড়ী তীর্থে পরিণত হয়েছিল। কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে এই বোধ হয় প্রথম এত দীর্ঘ দিন এত সুন্দর ভাবে বাস করলেন শ্রীশ্রীমা। এবারেই পুণাতে মায়ের ভক্তরা একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য কৃতসংকল্প হন। এগিয়ে এলেন মাতৃভক্ত শ্রীভগবান দাস নাগপাল ও শ্রীমতী নাগপাল। এই মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের একটি নবনির্মিত ভবন ও তৎসংলগ্ন জমি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অর্পণ করেন।

পুণা আশ্রমের উদ্বোধন হল ১৩ই মে, ১৯৬১ শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র উপস্থিতিতে। কিছুসময়ের মধ্যেই বম্বে ও পুণা নিবাসী ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় সংলগ্ন জমি কেনা হয় আশ্রম বিস্তারের জন্য। ১৯৭০ সালের মে মাসে শ্রীশ্রীমায়ের নতুন ঘরের গৃহপ্রবেশ হয় শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে মায়ের জন্মোৎসবের পূর্বে। এই সঙ্গে ভক্তদের জন্য বিরাট খাবার ঘর, রান্নাঘর ও ভান্ডার ঘরের ও উদঘাটন হয়েছিল। ১২ই জুলাই ১৯৭০ সালে নবনির্মিত গেস্টহাউসের উদঘাটন হয়। এর নাম রাখা হয় "শ্রী মুক্তানন্দ ধাম"।

শ্রীহরিবাবার প্রেরণাতেই সৎসঙ্গ ভবনের নির্মাণ ও তার উদ্বোধন হয় ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭২ এবং দুইদিন পরেই ২১শে জানুয়ারী সৎসঙ্গ ভবনের সংলগ্ন মন্দিরে অপূর্ব সুন্দর গোপালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় চন্দনের সিংহাসনের উপর। এই মন্দিরেই রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হলেন ওই বছর ১২ই জুলাই। মন্দিরের পিছনে একটি ছোট্ট মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত হলেন নাম "আনন্দেশ্বর মহাদেব"। এর পাশেই দুইটি নৈবদ্য ঘরও ছিল। যা এখন নবনির্মিত সুরম্য শিব মন্দিরে বিলয়ন হয়েছে।

শ্রীশ্রী মায়ের গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল এই পুণা আশ্রম। শ্রী হরিবাবার সৎসঙ্গ ভূমি এই পুণা আশ্রম। সুধী প্রবর শ্রীগোপীনাথ করিবরাজ মহাশয়ও এই পবিত্র আশ্রমে বাস করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ভক্তদের নিবিড় আধ্যাত্মিক আলোচনায় ধন্য এই পুণা আশ্রম। শ্রী দিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকরের কন্ঠ সংগীতের স্বরলহরীর মধুর মূর্চ্ছনায় আন্দোলিত ও উল্লসিত হয়েছে এই পুণা আশ্রম। এই পুণা আশ্রমেই রাষ্ট্রপতি ডা০ রাজেন্দ্র প্রসাদজীও শেষবারের মত শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করেন ১৯৬১ সনের ২৩শে জুন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্রের তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রী প্রকাশজী।

আজ এই পুণা আশ্রমে আবার এসে বিগত দিনের সব কথা মনে হল। মায়ের ঘরের সামনে আশ্রম-প্রাঙ্গণে গাছ তলায় একটি ছোট্ট বেদীর উপরে কাঁচের মন্দিরে শ্রী হনুমানজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখলাম। নূতন এই ছোট্ট মন্দিরটি অতি মনোরম। আমরা দর্শন করে প্রণাম করলাম।

এরপর আরম্ভ হল প্রতিদিনের নিয়মিত দিনচর্যা। প্রাতে শিবমন্দিরে শিবপূজা, সৎসঙ্গ ভবনে বেদপাঠ, মন্দির প্রণাম, গীতাচণ্ডী পাঠ, সৎসঙ্গ, সন্ধ্যায় আরতি, কীর্তন সবই সুষ্ঠু ভাবে হত। অবসর সময়ে মেয়েরা খেলাধূলো ও সাইকেল চড়ে সারা বাগানে ঘুরে বেড়াত। অনেক ছোট ছোট সাইকেল মায়ের ভক্তরা দিয়েছিলেন মেয়েদের। সাইকেল চালানোতে মেয়েদের খুব উৎসাহ।

পুণা আশ্রমের জমিতে কি এক মাধুর্য আছে। ফলে ফুলে ভরা বাগান। বাগানে সবরকম ফলের গাছ আছে। মধুর রসে ভরা সব ফল। এবারে গাছে খুব আম, জাম হয়েছিল। ভোর ৫টায় উঠে অতি উৎসাহে হাতে টর্চ ও ব্যাগ নিয়ে মেয়েরা আম কুড়াতে যেত।

একদিন বিকালে পুণার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। সেখানে লেকে ছোট ছোট মাছ দেখে মেয়েরা আনন্দিত হল। আমরা মুখ্য ভবনের সামনে একটু দূরে অবস্থিত বিরাট বট বৃক্ষের তলে এলাম। এই বট বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বহু জায়গা জুড়ে রয়েছে। এখানে শ্রীশ্রীমা বহুবার এসেছেন। মায়ের মধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা স্মৃতিপটে উদিত হল। বিরাট পরিসরে অবস্থিত এই বিশ্ব বিদ্যালয়। বহু জায়গা নিয়ে এক একটি বিভাগ। স্বচ্ছ সুন্দর শান্ত পরিবেশ। অধ্যয়নের অনুরূপ স্থল। মাঝে মাঝে ছাত্র ছাত্রীদেরও দেখা যাচ্ছিল।

আশ্রমের বিপরীত দিকে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত সিদ্ধপীঠ চতুঃশৃঙ্গী মন্দিরে একাদশীর দিন ২৫শে জুন দেবী দর্শনে গেলাম। শ্রীঝালাভাই গুজরাটের প্রসিদ্ধ যোগশিক্ষা কেন্দ্র হতে দুইটি মেয়ে কুমারী প্রতিভা ও কুমারী মণীষাকে মেয়েদের যোগ শেখাবার জন্য আমন্ত্রিত করেছিলেন। তাঁরা তিনদিন মেয়েদের যোগশিক্ষা দেন ও শেষে মেয়েদের পরীক্ষাও নিয়েছিলেন। ওই দুইটি মেয়েই আমাদের সঙ্গী হলেন চতুঃশৃঙ্গী মন্দিরে দেবী দর্শনে। তাঁরা অনেক আগেই মেয়েদের নিয়ে আনন্দ করতে করতে রেস লাগিয়ে দৌড়ে পাহাড়ের চূড়াতে উঠে সম্পূর্ণ পুণা শহর দেখিয়ে নীচে এসে মন্দিরে আমাদের সঙ্গে দেবী দর্শনে যোগ দিলেন। Hill climbingও স্বাস্থ্যলাভের একটি অঙ্গ, তাই ওই দুইটি মেয়ে এই কাজেও খুব উৎসাহ দেখালো। মন্দিরে মেয়েরা বেদপাঠ ও স্তব গান করল।

এরপর একদিন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সন্ত শ্রী আপ্পাজীকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি নিপানীতে মায়ের দর্শন লাভ করেছেন। তাঁর ঘরে তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের গুরুদেবের সব ছবি টাঙ্গানো রয়েছে দেখলাম। প্রথমে তাঁর প্রধান সেবক শ্রী বিদ্যাসাগরজী আমাদের তাঁর গুরুদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কে কোন জন্মের গুরু তার বর্ণনা দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রী আপ্পাজী এসে আমাদের সামনে বসলেন। মুখে তাঁর মধুর সরল শিশুর মত হাসি। ইংরাজীতে তিনি সাধন ভজনের উপরেই উপদেশ দিতে লাগলেন। বললেন, 'চব্বিশ ঘন্টা শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণ করতে চেষ্টা করবে'। তিনি আরো বললেন, 'পুণাতে মায়ের আশ্রমে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করছেন। আশ্রমের সামনেই এত যানবাহনের যাতায়াত, তবু আশ্রমের এতটুকু শান্তি ভঙ্গ হয় না। শ্রীশ্রীমায়ের এমনই মহিমা যে এখানে কারুর কোনো কুদৃষ্টি পড়তে পারবেনা এবং আশ্রমের পরিবেশ দূষিত হবেনা'। তিনি আমাদের কীর্তন করতে বললেন। মার কথা বলতে বলতে তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। আমরা তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে প্রণাম করে চলে এলাম।

একদিন শ্রী আপ্পাজী নিজে আশ্রমে এসে অতি সূক্ষ্ম অক্ষরে ছাপা একটি করে অতি ছোট্ট সুন্দর গীতা, পেন্সিলবক্স, খাতা, প্রসাদ সহ মেয়েদেরকে দিলেন। তারপর তিনি কীর্তন করালেন। তাঁর ভক্তরা এদিন আশ্রমে প্রসাদ পেলেন। শ্রী আপ্পাজীর আহার অতি স্বল্প। একটি ছোট্ট বাটিতে দুধের মধ্যে একটু রুটি বা লুচির ছিলকা ও তার মধ্যেই একটু পায়েস এবং ডাল, তরকারি প্রভৃতি প্রতিটি প্রসাদের একটু একটু কণা সব মিশিয়ে তিনি গ্রহণ করেন। এই তাঁর আহার।

এরই মধ্যে একদিন অপ্পুঘর যাওয়া হল। সেখানে নানারকম দোলনায় Toy train, Merry cup, ভূত বাংলো, বিরাট নৌকার দোলনাতে চড়ে মেয়েরা খুবই আনন্দ পেল। এরপর আমরা প্রসিদ্ধ গণেশ মন্দির শ্রী মোরিয়া গণপতি দর্শন করলাম। এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট মহাত্মাদের সমাধি রয়েছে। যেমন (১) সদ্‌গুরু শ্রী মোরিয়া গোস্বামী (১৩৭৫-১৫৫১) (২) শ্রী চিন্তামণি মহারাজ (১৪৮১-১৬২৫) (৩) শ্রী নারায়ণ মহারাজ (১৬০১-১৭১৯) (৪) শ্রী চিন্তামণি মহারাজ দ্বিতীয় (১৬৭৫-১৭৩৬) (৫) শ্রী ধরণীধর মহারাজ প্রথম (১৭২৫-১৭৭২) (৬) শ্রী নারায়ণ মহারাজ দ্বিতীয় (১৭৪৫-১৮০২) (৭) শ্রী চিন্তামণি মহারাজ তৃতীয় (১৭৭৫-১৮০৫)

এই সমস্ত মহাত্মাদের সমাধি প্রণাম করে মোরিয়া গণপতি মন্দির হতে আমরা কাশ্মীরের প্রসীদ্ধ শ্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত এখানে শ্রী বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে জলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দেবীর সামনে স্তুতি পাঠ করে প্রণাম করে সব দেখে শুনে একটি কালী মন্দির হয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম।

২৪শে জুন আশ্রমে বিরাট উৎসব ছিল। এদিন আশ্রমের পুস্তকালয় ও মাতৃ স্মৃতি সংগ্রহালয়ের উদঘাটন হল। মায়ের ঘরের সংলগ্ন একটি ঘর ও রান্নাঘর মিলিয়ে এই সংগ্রহালয়ের সৃষ্টি। শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত ব্যবহৃত জিনিষ এবং ছবি সংগ্রহ করে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এই ছোট্ট সংগ্রহালয়ে। এই উপলক্ষে উৎসবের পূর্বসন্ধ্যায় মাতৃভক্ত শ্রীরামদাসভাই রঙ্গোলী দিয়ে অপূর্ব সুন্দর কলাকৃতির মাধ্যমে ময়ূর পঙ্খীর চিত্রাঙ্কন করলেন সংগ্রহালয়ের দ্বারে। মায়ের ঘরেরে দুদিকে মঙ্গল কলস স্থাপিত হল। আম্রপল্লবের তোরণও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হল। বৈদ্যুতিক বাতিতে সব সজ্জিত করা হল। মুক্তানন্দধামের সামনে ও বারান্দায় শ্রীরামদাসভাই সূর্যোদয়ের শোভা রঙ্গোলীর মাধ্যমে খুব সুন্দর এঁকে ছিলেন। রং এর সুন্দর সম্মিশ্রণে অপূর্ব শোভা হয়েছিল।

সকাল ৬টা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে মায়ের বিশেষ পূজা আরম্ভ হল। শ্রীশ্রীমায়ের পূজার পর উদঘাটনের শুভ মুহূর্তে শঙ্খ, ঘন্টা, ধুনো, বেদপাঠ ও কীর্তনের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি, শ্রীশ্রী নারায়ণ শিলা বিগ্রহ, মঙ্গলকলশ সহ কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরাও মায়ের ভক্তরা মায়ের ঘর, মন্দির ও সম্পূর্ণ আশ্রম পরিক্রমা করে প্রথমে পুস্তকালয়ে প্রবেশ করে তারপর সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করা হল।

যথারীতি উদঘাটন এবং যজ্ঞ সমাপ্তির পর মন্দিরের সামনে হলঘরে বটুক, কুমারী ও সাধবার পূজা ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হল। এই উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরাই ভোগ পাক করেছিল। ভক্তরা সকলে আনন্দে প্রসাদ পেলেন। বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে শ্রী আপ্পাজীও শিষ্যসহ উপস্থিত হয়ে এই উৎসবটিকে সাফল্য মণ্ডিত করলেন।

ত্রয়োদশী তিথিতে ২৭শে জুন শ্রী নারায়ণ ভাই ও শ্রীমতী রোমাজীর সংকল্প অনুসারে শিব মন্দিরে শিবের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হল। পূজার সময় সব মেয়েরা মিলে সমবেত কন্ঠে ১২১ বার শিব মহিম্নস্তোত্রের আবর্তন করে, পাঠ খুবই সুন্দর হয়েছিল। পাঠের সঙ্গে শিবের পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক এবং ফল, মিষ্টি, বস্ত্র, ১০৮ বিল্বপত্র সব দিয়ে খুবই সুন্দর ভাবে শিবের পূজা সুসম্পন্ন হল শ্রী অশোকভাই কুলকর্ণীজীর নির্দ্দেশনায়।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল—

বর্ষার বারিবর্ষণের সঙ্গে গুরুপূর্ণিমা মহোৎসবের সূচনা। নিদাঘের ধূসরতপ্ত দিবসের পর বর্ষার আগমন যেমন আনন্দ দায়ক, তেমনই সংসারানলে সন্তপ্ত মানবের জীবন শ্রীগুরুর কৃপাবর্ষণে নূতন করে উজ্জীবিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাই এই গুরুপূর্ণিমা মহোৎসবের বিপুল মহিমা। যুগযুগ ধরে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনায় শ্রীগুরুদেব পূজিত হয়ে আসছেন এই গুরুপূর্ণিমার পুণ্য পর্বে।

এবারে কনখলে মায়ের আশ্রমে গত ১৩ই জুলাই ধুমধামের সঙ্গে গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজক ছিলেন মাতৃভক্ত নটবর লাল জে০ প্যাটেল পরিবার। এদিনে শ্রীশ্রীমায়ের ও গিরিজীর ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সাধু ভাণ্ডারা সম্পন্ন হয়।

৪ঠা আগষ্ট শ্রীস্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমার) তিরোধান তিথি উপলক্ষে গিরিজীর বিশেষ পূজা ও ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আগমনীর সুর বেজে ওঠে চর্তুদিকে। গাছে গাছে শিউলী, চামেলী, জুঁই, মালতী ফুটে ওঠে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি রূপে নিবেদিত হওয়ার জন্য। পূজার সাড়া পড়ে যায় ঘরে ঘরে। মায়ের আশ্রমে কনখলে মাতৃভক্ত শ্রীরাম পঞ্জবাণী ও শ্রীমতী সন্তোষ পঞ্জবাণীর আয়োজনে ১লা অক্টোবর হতে ৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ৯ই অক্টোবর শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও ২৪শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১লা নভেম্বর গোপাষ্টমী তিথি হতে ৮ই নভেম্বর শ্রীশ্রী সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হবে।

২। বারাণসী—

শিবশংকর ভগবান বিশ্বনাথের প্রিয় নগরী বারাণসীতে মায়ের আশ্রমে গত ১৩ই জুলাই গুরুপূর্ণিমার পুণ্য পর্বে আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ও গিরিজীর মন্দিরে শ্রীগিরিজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সাধু ভাণ্ডারাও হয়। ৪ঠা আগষ্ট স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষে শ্রী গিরিজীর বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়েছে। গত ৯ই আগষ্ট ঝুলন দ্বাদশীতে শ্রদ্ধেয় ভাইজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষে ভাইজীর বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়। গত ৭ই আগষ্ট হতে ১১ই আগষ্ট ঝুলনোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ঝুলন একাদশী হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগোপালজীকে ঝুলনায় ঝোলানো হত ও কীর্তন ইত্যাদি সম্পন্ন হত। পূর্ণিমার দিন রাতে শ্রীশ্রী গোপালের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষে যথারীতি ধ্যান ও কীর্তন প্রভৃতি হয়।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কন্যাপীঠের হল ঘরে পতাকা উত্তোলন, দেশগীতি ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলে দেশবরেণ্য নেতাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পিত হয়।

গত ১৯শে আগষ্ট জন্মাষ্টমী মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের জন্মাষ্টমী উৎসবের বৈশিষ্ট্য হল কন্যাপীঠের ঠাকুর ঘরে ও গোপাল মন্দিরে গোপালের সিংহাসনে নানা সব্জী দিয়ে অপরূপ সাজ। কন্যাপীঠের মেয়েরা নানা রকমের সব্জীকে আর্টিস্টিক ভাবে কেটে ঠাকুরঘর ও গোপাল মন্দিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

গোপালের সিংহাসন অভিনব ভাবে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করেছিল। ঠিক রাত বারোটার সময় গোপালের স্নান, মহা অভিষেক, শৃঙ্গার ও পরে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২০শে আগষ্ট গোপালের সামনে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীহরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও তদীয় পত্নী ভুবনমোহিনী দেবীর আত্মার কল্যাণ কামনায় ১লা সেপ্টেম্বর হতে ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহধন্য স্বামী নির্মলানন্দগিরিজী সুললিত ভাষায় ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের মধুর লীলা চরিত্রের ও সুষ্ঠু বর্ণন যা শ্রবণ করে সকলেই আনন্দিত হয়েছেন।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির তিরোধান তিথি উপলক্ষে দিদির ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যান ও কীর্তন হয়।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রতিবারের মত এবারেও কাশীর পরম গৌরব মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ১১৭তম জন্মদিবস কন্যাপীঠের পক্ষ হতে "সংস্কৃত দিবস" রূপে পালিত হয়। এই উপলক্ষে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কুলপতি প্রো০পী০ রামচন্দ্র রাও মুখ্য অতিথি রূপে আগমন করেন। প্রো০ কমলেশ দত্ত ত্রিপাঠী বিশিষ্ট অতিথি রূপে এবং কাশীর বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ এসে সভা আলোকিত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ কন্যাপীঠের কন্যাদের দ্বারা বৈদিক মঙ্গলাচরণের সঙ্গে হয়। শ্রদ্ধেয় কবিরাজজীর ছবিতে মাল্যপর্ণের পর আরতি ও ডঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের স্বাগত ভাষণ হয়। এরপর কন্যাপীঠের কন্যাদের সংস্কৃত দিবস রূপে শ্রদ্ধা কুসুমাঞ্জলির প্রস্তুতি। এই কার্যক্রমের অন্তর্গত কবিরাজ বন্দনা, সংস্কৃত গান, প্রবোধচন্দ্রোদয় ও নমঃ পঞ্চকম্ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান বিদ্বানদের দ্বারা বিশেষ প্রশংসিত হয়।

এরপর বিদ্বান পণ্ডিতেরা একে একে মহামণীষীর চরণে শ্রদ্ধাপ্রসূন অর্পণ করেন। শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্মলানন্দজী শ্রী কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, তাঁকে শিক্ষা গুরু রূপে বরণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের ও গোপীবাবার সম্বন্ধে সুন্দর করে বলেন। যথাক্রমে বিশিষ্ট অতিথি ও মুখ্য অতিথির ভাষণের পর স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি বন্দনার সঙ্গে সভার সমাপ্তি ঘটে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিরোধান তিথিতে অখণ্ডানন্দজীর পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়।

শারদীয়া নবরাত্রিতে ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে ৪ঠা অক্টোবর পর্য্যন্ত দেবীর ঘট স্থাপন করে চণ্ডীপাঠ ও আনন্দজ্যোর্তিমন্দিরে মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ভোগ ও পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। ৯ই অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা ও ২৪শে অক্টোবর শ্রীশ্রী কালীপূজা ও ২৬শে অক্টোবর শ্রীশ্রী অন্নকূট মহোৎসব বিধিমত অনুষ্ঠিত হবে।

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় —

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে গত ১লা আগষ্ট নিঃশুল্ক নেত্ররোগ শিবির আয়োজিত হয়। এই শিবিরে ৮৭ জন নেত্র রোগীর নেত্র পরীক্ষা ও তাঁদের চশমা বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে মুখ্য অতিথিরূপে রোটারী ক্লাবের নিবর্তমান মণ্ডলাধ্যক্ষ শ্রী বী০ ডী০ গুজরাতী বলেন যে নেত্র রোগীদের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রূপ নিঃশুল্ক শিবির বারেবারেই আয়োজিত হওয়া উচিত।

গত ১৫ই আগষ্ট মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে কন্যাপীঠের কন্যাদের "বন্দে মাতরম্" গীতের সঙ্গে পতাকা উত্তোলন করা হয়। কন্যাদের দেশগীতের পর চিকৎসালয়ের উপাধ্যক্ষ ডা০ এচ০ এস০ বাজপেয়ী স্বাগত ভাষণ করেন।

চিকিৎসালয় সচিব শ্রী পানু ব্রহ্মচারীজী বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যার্পণ ও অঙ্গ বস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। মুখ্য অতিথি রূপে উত্তর প্রদেশের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শ্যামদেব রায় চৌধুরী বলেন যে হাজার হাজার লোকের আত্ম বলিদানের ফলস্বরূপ আমরা আজ এই স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু সেই শহীদেরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আমরা আজও পূর্ণ করতে পারিনি। তাঁদের স্বপ্ন এইরূপ ছিলনা যে স্বাধীন ভারতের শাসক ভ্রষ্টাচারে মত্ত হবেন। আজ সেই শহীদদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি তবেই অর্পিত হবে যবে আমরা সব বাদ ভুলে মানবতাবাদ আর রাষ্ট্রবাদকে একান্ত ভাবে অবলম্বন করতে পারব।

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিত্তমন্ত্রী এবং বিধায়ক শ্রী হরীশচন্দ্র শ্রীবাস্তবজী বলেন যে জাপান ও জার্মানী যদি নিজেদের প্রতিজ্ঞানুসারে ১০/১৫ বছরের মধ্যে নিজেদের দেশকে বিকশিত দেশ রূপে পরিণত করতে পেরেছে তবে আমরা কেন পারব না? আমার আন্দামানের সেই জেল দেখে আসার ইচ্ছা আছে যেখানে কয়েদীদের জন্য ঘর ছিল না অন্ধকূপের মধ্যে দেশের গৌরব বীর সাভরকরের মত লোককে হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছিল। তিনি লেখার জন্য এক টুকরো কাগজও পেতেন না। তিনি একটি আলপিন দিয়ে সেই অন্ধকূপের দেওয়ালে দেওয়ালে জ্বালাময়ী কবিতা লিখে রেখেছিলেন। আজ আমরা তাঁর কি মূল্য দিচ্ছি? আজ আমরা শপথ গ্রহণ করেছি যে আমাদের দেশকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিকশিত রাষ্ট্র রূপে পরিণত করব। আমাদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আনতে হবে। এক হয়ে দেশ মাতৃকার বেদীতে সমর্পিত ভাবে কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা বিসর্জিত হয়।

এদিন চিকিৎসালয়ের সমস্ত রোগীদের ফল বিতরণ করা হয় এবং ৫১জন নির্ধন ব্যক্তিদের বস্ত্র ও ভোজন বিতরণ করা হয়।

৩। আগরপাড়া—

পূত ভাগীরথী তীরে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের আগরপাড়া আশ্রমে ১লা অক্টোবর হতে ৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ৯ই অক্টোবর পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মী পূজা ও শ্রীশ্রী সত্য নরায়ণ পূজা এবং ২৪শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আশ্রমের বাৎসরিক শুভ নামযজ্ঞের অধিবাস এবং ২৮শে ডিসেম্বর উদয়াস্ত নামযজ্ঞ সমাপন (কুঞ্জভঙ্গ) উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আশ্রমে প্রতি সোমবার হতে শনিবার পর্যন্ত বিকালে ৪টা হতে ৬টা সৎসঙ্গ, হনুমান চাল্লিসা ও মাতৃলীলা কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রবিবার নির্দিষ্ট জপ কুটীরে উদয়াস্ত ইষ্ট নাম জপ (পালা করে) হয়। প্রতি পূর্ণিমায়, প্রদোষে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা ও প্রতি অমাবস্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ইংরাজী মাসের দ্বিতীয় রবিবার উদয়াস্ত কীর্তন ও বিকাল ৪টা হতে ৬টা "আনন্দ ধ্যান পীঠে" ধ্যান ও বিদ্বদ্জন ও সাধু মহাত্মাদের সৎসঙ্গ, প্রবচন ও মাতৃ অনুধ্যান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। তারাপীঠ —

প্রতি বছরের মত এবারেও শ্রীশ্রীমায়ের তারাপীঠের আশ্রমে গত ১৩ই জুলাই গুরু পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃপূজা উপলক্ষে পূর্বদিন অর্থাৎ ১২ই জুলাই মধ্যাহ্নে তারামায়ের সেবাইতদের ভাণ্ডারা ও প্রসাদ বিতরণ এবং নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় অধিবাস আরতি, সৎসঙ্গ, ভক্তবৃন্দের দ্বারা ভক্তিগীতি এবং প্রবচন করেন মহামিলন মঠের শ্রীমৎকিঙ্কর শ্যামানন্দ মহারাজ। ১৩ই জুলাই স্থানীয় মন্দির সমূহে পূজা, নগর ভ্রমণ ও কীর্তন, শ্রীশ্রীমায়ের পূজা হোম, ভোগারতি, গীতাচণ্ডী পাঠ এবং শিব মন্দিরে বেদপাঠ, রুদ্রাভিষেক, কুমারী পূজা, ভক্তগণের দ্বারা ভক্তিগীতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মাতৃলীলা অনুধ্যান ও রাত্রে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৪ই জুলাই সাধু ভাণ্ডারার পর মাতৃ নামের জয়ধ্বনির সঙ্গে মিলন উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

৫। নৈমিষারণ্য —

ভারত বিখ্যাত অতি প্রাচীন তীর্থ নৈমিষারণ্য স্থিত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে নিয়মিত ভাবে শ্রীশ্রী পুরাণ পুরুষের যজ্ঞদেবতার, শিবমন্দিরে এবং শ্রীশ্রীমায়ের সেবা-পূজা ও উৎসব-অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়ে আসছে। শ্রীশ্রী পুরাণ পুরুষের প্রতিষ্ঠা তিথি শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ, ব্রাহ্মণ ও সাধুভোজন। শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে জন্মদিন হতে জন্মতিথি পর্যন্ত সম্পুট চণ্ডীপাঠ, তিথিপূজার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ষোড়শোপাচারে পূজা, হোম, কুমারী পূজা, পুরাণ পুরুষ মন্দিরে নারায়ণ শিলার ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগ এবং গত ২৫শে আগষ্ট সোমবার শিবমন্দিরে শিবজীর বিশেষ পূজা ও অভিষেক এবং এগারোজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা বিধিমত রুদ্রীপাঠ ও অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতি নবরাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রীতির জন্য শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে কলশ স্থাপন করে নয়দিন বিধিমত সম্পুট চণ্ডীপাঠ, পূজা ও হোম নিয়মিত ভাবে হয়ে আসছে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে। আগামী নবরাত্রিতেও ওই ভাবেই পালিত হবে।

নৈমিষারণ্য আশ্রমে কয়েক মাস আগে আধুনিক সুবিধা যুক্ত একটি অতিথি ভবন নির্মিত হওয়ার ফলে নানা স্থান হতে আগত শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের আবাসের বিশেষ সুব্যবস্থা হওয়ায় এই প্রাচীন তীর্থে আবাগমনের বৃদ্ধি হয়েছে। এও সম্ভব হয়েছে শ্রীশ্রীমায়েরই বিশেষ কৃপায়।

৬। পুণা —

সুন্দর আবহাওয়াযুক্ত পুণা শহরে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে এবার গ্রীষ্মাবকাশে কন্যাপীঠের কন্যাদের একমাস বাস বিশেষ ঘটনা। যা অন্যত্র বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গত ১৩ই জুলাই "শ্রীমযুর আনন্দময়ী ট্রাস্ট মোরভি" ও স্থানীয় ভক্তদের আয়োজনে গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে পূজা, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি, পুষ্পাঞ্জলি, আরতি ও ভোগের পর মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। যথারীতি ৭ই আগষ্ট হতে ১১ই আগষ্ট রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে ঝুলন উৎসব ও ১৯শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসবও বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৭। পুরী —

দীর্ঘ ৬৮ বছর পূর্বে বিশাল সমুদ্রতটে অবস্থিত একসময়ে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ প্রিয় স্থান পুরী আশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালান্তরে সুব্যবস্থা ও সুপরিচালনার অভাবে খুবই দয়নীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল–এটা আমাদের সকলের পক্ষেই বিশেষ দুঃখের বিষয়। শ্রীশ্রীমায়ের নানা ভক্তদের নিকট থেকেও এই সম্বন্ধে নানা রকম অভিযোগ সংঘের কর্তৃপক্ষের কাছে এসেছে। কিন্তু যোগ্য কর্মীর অভাবে কর্তৃপক্ষ নিজেদের অসহায় মনে করছিলেন।

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে দীর্ঘদিন পর বিশিষ্ট কয়েকজনের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে কিছুদিন হয় পুরী আশ্রমের বিশেষ পরিবর্তন ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে। সকলেই শুনে আনন্দলাভ করবেন যে গত ১৩ই জুলাই শুভ গুরুপূর্ণিমার দিন পুরী আশ্রমে ভাল ভাবে পূজা, ভোগ ও শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণে স্থানীয় সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেছেন। আশা করা যায় যে পুরী আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি ধীরে ধীরে আরো সম্ভবপর হবে।

৮। বৃন্দাবন –

প্রতি বছরেরে মত এবারও শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে ১লা আগষ্ট হতে ১১ই আগষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ছলিয়াজীর ঝুলনোৎসব ও ১৯শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মষ্টমী মহোৎসব আয়োজিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১লা আগষ্ট হতে ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত প্রতিদিন বিকালে বিখ্যাত রাস মণ্ডলীর দ্বারা রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ই আগষ্ট হতে ১১ই আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন পূজা, ৯ই আগষ্ট প্রাতে বেদপাঠ, বিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ, ভজন কীর্তন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর সাধুসেবা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১১ই আগষ্ট সারা রাত্রি অখণ্ড শ্রীহরিনাম সংকীর্তন হয়। ১৯শে আগষ্ট রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিহিত পূজা হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীশ্রী রাধাষ্টমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৯। রাঁচী –

রাঁচীতেও প্রতিবারের মত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ১লা অক্টোবর হতে ৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ৯ই অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা ও ২৪শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক সংবাদ

১। শ্রী ফণী ভূষণ চক্রবর্তী (জটুভাই)

মাতৃভক্ত জটুভাই গত ১৬ই মার্চ, ২০০৩, রবিবার কোলকাতায় প্রায় একশত বর্ষ বয়সে সজ্ঞানে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। প্রায় ২০/২২ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন। খেলা ধূলায় বিশেষ পটু ও জনগণের সেবার অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামেও যোগদান করেন। কীর্তন প্রিয় ছিলেন ও ভাল খোল বাজাতেন। দেবদেবীর বিশেষ আরতিতে পারদর্শী ছিলেন। ২১টি ধুনুচি নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সামনে আরতি করতেন। তিনি "আরতি সম্রাট" আখ্যা পান। বাবা ভোলানাথের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করে মাতৃ সান্নিধ্যে উৎসবাদিতে রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি নানা সেবা কাজে তিনি সর্ব্বদা যোগদান করতেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার ঊর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

২। শ্রী ফণীন্দ্র বিকাশ রায়চৌধুরী –

গত ১৬ই মে মাতৃভক্ত ও এম০ পি০ জুয়েলার্স এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীফণীন্দ্র বিকাশ রায় চৌধুরী ৯১ বৎসর বয়সে কোলকাতায় নিজ বাটীতে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আদি বাস ছিল নোয়াখালীতে। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৯২৮ সনে অনুশীলন পার্টীতে যোগদান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন ও কারাবরণ করেন। ১৯৩৬ সনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে কালক্রমে এম০পি০ জুয়েলার্সের পত্তন করেন এবং পরবর্তী কালে রত্ন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এরপর তিনি মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের সূচনা হয়। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য। তিনি বাড়ীতে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও অধ্যাত্মচিন্তায় নিজেকে ব্যপৃত রাখতেন। আমরা তাঁর আত্মার সদ্‌গতি ও পরিবার বর্গের সান্ত্বনা কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৩। শ্রীমতী বীণা নাথ —

কোলকাতার যাদবপুর নিবাসী মাতৃভক্ত শ্রীমতী বীণা নাথ ৭৩ বৎসর বয়সে গত ৪ঠা জুলাই সজ্ঞানে ইহধাম ত্যাগ করেন। ১৯৭৩ সনে কাশীতে মাতৃ আশ্রয় লাভ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের সান্ত্বনা কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৪। শ্রীমতী রেণুকা চ্যাটার্জী –

দিদি গুরু প্রিয়ার নিকট আত্মীয়া রেণুদি গত ৯ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে তাঁর মেয়ের কাছে চিরতরে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে লীন হয়েছেন। রেণুদি বহুবছর আশ্রমবাসিনী রূপে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করেছেন। বৃন্দাবন আশ্রমে অনেকদিন জপধ্যান নিয়ে ছিলেন। শেষের দিকে কয়েক বছর আগরপাড়া আশ্রমেও সাধন ভজন নিয়ে ছিলেন। অসুস্থতার জন্য কয়েকমাস ব্যারাকপুরে মেয়ের কাছে থাকেন। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাঁর বিদেহী আত্মার ঊর্দ্ধ গতি ও পরিবার বর্গের সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। শ্রীমতী সুভদ্রা বসু —

শ্রীমতী সুভদ্রা বসু বাল্যবিধবা রাঁচী আশ্রমে প্রায়ই দর্শন করতে আসতেন। শ্রী কালাচাঁদ দা তাঁকে আশ্রমে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি সেবার কাজ করতেন। ১৯৬৫ সনে সুভদ্রাদি কাশী আশ্রমে আসেন। এখানে তিনি কিছু বছর সেবা নিয়ে ছিলেন। এখান থেকে তিনি কনখলে যান। কনখলে গিয়ে তিনি দিদিমার কাছে দীক্ষা লাভ করেন। গুরুর সমাধিস্থলেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুভদ্রাদি সেবা নিয়ে ছিলেন। কয়েক বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু সেবার কাজ তাঁর অব্যহত ছিল শেষদিন পর্যন্ত। গত ১৮ই আগষ্ট তিনি মার চরণে চিরতরে লীন হয়েছেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৬। শ্রী শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য —

শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রীরামপুর নিবাসী নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের মধ্যম পুত্র শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০২ মাতৃচরণে লীন হয়েছে। গত জুলাই সংখ্যা অমৃতবার্তায় ভুলক্রমে মধ্যমপুত্র শিবশঙ্করের পরিবর্তে 'জ্যেষ্ঠপুত্র দেবশঙ্কর' ছাপা হওয়াতে আমরা বিশেষ দুঃখিত।

☆

উৎসব সূচী

১. কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা	— ৯ই অক্টোবর
২. শ্রীশ্রী কালী পূজা	— ২৪শে অক্টোবর
৩. অন্নকূট উৎসব	— ২৬শে অক্টোবর
৪. সংযম সপ্তাহ	— ১লা–৭ই নভেম্বর
৫. গীতা জয়ন্তী	— ৪ঠা ডিসেম্বর
৬. শ্রীশ্রীমায়ের পিতার তিরোধান তিথি	— ৭ই ডিসেম্বর

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 464 2217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের
সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"
— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্ম্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

Head Office :
D. Wren Industries (P) Ltd.
25, Swallow Lane,
Calcutta – 700 001.

Factory :
Dum Dum & Baroda,

Baroda City Office:
D. Wren International Limited,
Alkapuri, Baroda – 390 007.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)

16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)

19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,

20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)

22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 8802-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन- २३९२८२०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi